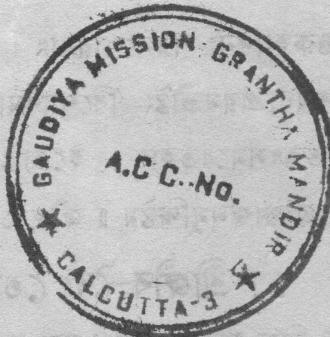


Acc. No. .... 110  
 Coll No. 2945926 (2) MS (0)  
 Date 30.5.88  
 B.G.M.



দশমঃ স্কন্দঃ  
 চতুর্দশোক্ত্যাযঃ

শ্রীব্রহ্মোবাচ ।

নৈমীয় তেহভবপুষ্টে তড়িদম্বরায় গুঞ্জাবতংস-পরিপিছলসম্মুখায় ।  
 বন্ধুস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেগুলক্ষ্মাণ্ডিয়ে মৃহুপদে পশ্চপাঙ্গজায় ॥ ১ ॥

১। অন্বয়ঃ [হে] ঈড্য (স্তুতিযোগ্য) অভবপুষ্টে (নবীননীরদশ্যামলবিগ্রহায়) তড়িদম্বরায় (তড়িদ্বৎ পীতাম্বরং যস্ত তচ্চে) গুঞ্জাবতংসপরিপিছলসম্মুখায় (গুঞ্জাফলরচিতকর্তৃবৃগ্নাভ্যাং চুড়োপরি বিরাজিতে ময়ুর পুচ্ছচ শোভমান বদনায়) বন্ধুস্রজে (বন্দাবনীয় পত্র পুষ্পাদিগ্রথিতমালাধারিণে) কবলবেত্রবিষাণবেগুলক্ষ্মাণ্ডিয়ে (দধ্যোদনগ্রাসঃ বেত্রং শৃঙ্গং ত এব অসাধারণ শোভা যস্ত তচ্চে) মৃহুপদে পশ্চপাঙ্গজায় (নন্দাঅজায়) তে (তুভাঃ) নৈমি ।

১। মূলানুবাদঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে স্তব করতে লাগলেন—হে জগদ্বন্দ্য ! পীতাম্বর, গুঞ্জা, পুষ্প আভরণ ও ময়ুর পুচ্ছে শোভন, বন্দাবনীয় পত্রপুষ্প মালায় রম্য, দধিমাখা অরগ্রাস-বেত্রশৃঙ্গবেগু প্রভৃতি রাখালের আভরণে মধুর দর্শন, স্বকোমল পদকমলে মনোহর এবং নবঘনশ্যাম শরীরধারী নন্দনন্দন আপনাকে স্তব করছি ।

শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ এবং যস্ত কৃপস্ত জ্ঞাতপরমৈশ্বর্য মাধুর্যস্তুত্যপমেৰ নিজপরম-পুরুষার্থত্বেন স্তোতুমুপক্রমতে—নৈমীতি । হে ঈড্য ইতি স্মেৰ স্তুতিযোগ্য ইত্যৰ্থঃ, পরব্রহ্মস্তুবৈশ্বর্য-মাধুর্যায়োৱেবাত সৰ্ব-প্রাপক্ষিকাপ্রাপক্ষিক নিৰ্গম-প্রবেশদৰ্শনাং । অতঃ স্তোমি ত্বাং, কিমৰ্থম् ? তে তুভ্যং ত্বাং প্রাপ্তুম্ । ‘ক্রিয়ার্থেপপদস্ত চ কর্মণি স্থানিনঃ’ ইতি এধোভ্যো ঋজতীতিবৎ চতুর্থী । নহু ব্রহ্মারূপেণ কূপাস্তরেণ বা মৎপ্রাপ্তিঃ স্বাত্ত্বাহ—অপো বিভৰ্ত্তীত্যভ্যং নবীনশ্যামমেষস্তুত্বৎ স্নিখং কৃষকাণ্তি-বপুর্যস্ত, তড়িদ্বৎ পীতাম্বরং যস্ত, তচ্চে । নহু ঈদৃশাঃ আবৈকুণ্ঠেশ্বরাদয়োইপি সন্তবন্তীত্যাশক্ষয়াহ—গুঞ্জাবতংসেত্যাদি, পরিতঃ পিছানি যস্ত তৎ পরিপিছং বৰ্হাপীডং, বন্ধা বনোন্তবা নানাবৰ্ণ পত্রপুষ্পাদিময়ঃ স্বজ্ঞা যস্ত তচ্চে; তত্র চ বিশেষতো বাল্যলীলয়াকৃষ্ণচিত্তস্তামেবোদ্দিশতি—কবলেতি । অত্র কবলং দধ্যোদনগ্রাসো বামহস্তে বামকক্ষে বেত্রবিষাণে, জঠরপটসন্ধৌ বেগুরিতি পূর্বোক্তাহুসারেণ বোদ্ধব্যম্, তান্তেব লক্ষণানি অসাধারণ-লক্ষণানি; অতএব লক্ষ্মিঃ শ্রীঃ শোভা যস্ত তচ্চে; মৃহুপদ ইতি বাল্যমেবাভিপ্রেতম্, সাক্ষাত্তদহৃতিঃ পিতৃ-

প্রভুত্ব-গুরুত্বাদিন। পরমগৌরবাঃ। অনুক্তমগুন্দবনবিহারিতঃ বনধাতুবিচিত্রিতাঙ্গস্তাদিকং চ সংগৃহন্ত সর্বান্তে  
সর্ববিশেষণাশ্রয়মভীষ্টং বিশেষণমাহ—পশ্চপদ্ম শ্রীনন্দরাজস্ত অঙ্গজায় পুত্রায় তত্ত্বকুমারস্তেন স্তব এব  
নিত্য় তত্ত্বসমবেতভাঃ। ইত্যেতৎ শ্রীবালগোপালরূপং স্তামত্র প্রাপ্তুং স্তামেব নৌমীতি পরমলালসয়া  
প্রাগেব প্রয়োজনমুদ্দিষ্টম। জী০ ১।

১। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যে রূপের পরম ঐশ্বর্য-মাধুর্য জানা হল, সেই  
রূপকেই নিজ পুরুষার্থরূপে স্তব করতে আরস্ত করলেন ব্রহ্মা, নৌমি ইতি। হে ঈড্য ইতি—একমাত্র আপ-  
নিই স্মৃতিযোগ্য, কারণ পরব্রহ্ম আপনারই ঐশ্বর্য-মাধুর্যে আজ সর্ব মায়িক ও চিং জাগতিক সবকিছুর  
বহির্গমন ও প্রবেশ দেখা গেল। অতএব তে—‘তুভ্য়’ আপনাকে নৌমি—স্তব করছি, কেন? উত্তর,  
আপনাকে পাওয়ার জন্য। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ব্রহ্মরূপে বা ভগবানের অগ্ররূপে প্রাপ্তি হউক-না। এরই উত্তরে,  
শ্রীবালগোপালরূপে আপনাকে এই ব্রজে পাওয়ার জন্য আপনাকেই স্তব করছি, অভ্রপুষ্পে—‘অভ্-  
অপঃ বিভূতি’ জলধারণকারী-নবীন শ্যাম মেষবৎ স্তুতি কৃষ্ণকাস্তি শরীর যাঁর সেই তাকে, তর্ডিৎ অম্বরায়  
—বিদ্যুতের মতো পীতাম্বর যাঁর সেই তাকে। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা যা বললে একুপ তো বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরাদিরই হতে  
পারে, এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—গুঁড়াবতৎস ইত্যাদি—অর্থাৎ গুঁড়ার কর্ণভূষণ ইত্যাদি।  
পরিপিছু—চতুর্দিকে ময়ুরপুচ্ছ যাতে লাগানো আছে সেই অলঙ্কার অর্থাৎ ময়ুরপুচ্ছের কিরীট—বর্হপীড়  
যাঁর মন্ত্রকে সেই তাকে। বন্যস্তজ্ঞে—বনোজাত নানা বর্ণ পত্র পুস্পাদিময়ী মালা যাঁর সেই তাকে স্তব  
করছি। এর মধ্যেও আবার বিশেষভাবে বাল্যলীলায় আকৃষ্টিত্ব আপনারই উদ্দেশ্যে স্তব করছি, কবল ইতি  
—দধিমাখা অন্নের গ্রাস বামহন্তে বামবগলে বেত ও শিঙ। এবং কোমরের বন্ত্র গ্রন্থিতে বেণু এইরূপে  
পূর্ব-উক্তি অনুসারে, ইহাই তাঁর রূপ বুঝতে হবে—এই সব লক্ষণই হল অসাধারণ লক্ষণ, অতএব লক্ষ্মণশ্রিয়ে  
—এই সব চিহ্নের দ্বারা যিনি শোভা পাচ্ছেন সেই তাকে স্তব করছি। মৃদুপদে—এই পদে বাল্যই অভি-  
শ্রেত, কিন্তু সাক্ষাৎ অনুক্তির কারণ হল পিতৃত্ব, প্রভুত্ব গুরুত্বাদি দ্বারা কৃষ্ণের পরম ঐশ্বর্য। বৃন্দাবনবিহারি-  
স্বরূপ বনধাতুবিচিত্রিত-অঙ্গপ্রভৃতি অন্য যা কিছু এখানে বলা হয় নি, তাও আছে ধরে নিয়ে সর্বশেষে  
সর্ববিশেষণের আশ্রয় অভীষ্ট বিশেষণ বলা হচ্ছে, পশ্চপাঙ্গজ্ঞায়—পশ্চপালক শ্রীনন্দরাজের অঙ্গ থেকে  
জাত (পুত্রকে) পশ্চপালকের পুত্রের উপযোগী ভাবেই স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যাই সেই সেই লক্ষণ এসে জুটে  
যাঃ। এইরূপ শ্রীবালগোপালরূপ আপনাকে এই ব্রজে পাওয়ার জন্য আপনাকেই স্তব করছি। এইরূপে  
পরম লালসার সহিত প্রথমেই প্রয়োজন উদ্দিষ্ট হল। [ ক্রমসন্দর্ভ—এইরূপে শ্রীমন্নন্দন-চরণারবিন্দই  
পরমপুরুষার্থরূপে নিশ্চয় করত সেই রূপই স্তব করতে আরস্ত করলেন—নৌমি ইতি ॥ জী০ ১ ॥

### ১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা :

ভক্তিজ্ঞানমহৈশ্বর্যমাধুর্যাকৌ পতন্বিধিঃ। অন্তোৎ শ্রীতিবিধৌ প্রশ্নোত্তরঞ্চক্ষেত্রং চতুর্দশে ॥

মম রত্নবণিগ্র্বাবং রত্নাত্পরিচিষ্টতঃ। হসন্ত সন্তো জিহ্বেমি ন স্বস্বান্তবিনোদকৃৎ ॥

শ্রীমদ্বাগুপদানন্দানন্দানমাত্রেকসাহসং। বিধিস্তবামুধেঃ পারং যিঃসতি মনো মম ॥

নিখিলসচিদানন্দস্বরূপমূলভূতঃ শ্রীগোপেন্দ্রনন্দনঃ সাক্ষাদমুভূয় তত্ত্বে-

বোন্তুতভক্তিনিষ্ঠস্তমেব বিধি বর্ণয়তি । নৌমীতি । হে ইংড়া, অধুনৈব দৃষ্টুক্ষাদিস্তম্পর্যন্তমৰ্বস্তুত, বাস্তুদেব, সহস্রাংশিহেন পরম স্তব্য, তে তুভ্যং নৌমি স্তুত্যা স্বামভিপ্রেমি । পত্যে শেতে ইতিবদেতাং স্তুতিং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ । যদ্বা, স্বামেব প্রাপ্তুং প্রসাদয়িতুং বা স্বাঃ নৌমি । অভ্রতুল্যবপুষে তড়িদম্বরায়েতি ভূতলসন্তাপ-হারিষ্যং ভুক্তচাতকজীবনস্তুতঃ । গুঞ্জা চূড়াবর্ণিনী অবতঃসঃ পৌষ্পঃ চূড়াবর্ণী শ্রোত্রবর্ণী চ । পরিপিছং উৎ-কৃষ্টবর্হং চূড়াগ্রবর্ণি তৈর্লসম্মুখং যম্ভেত্যসাধারণ লক্ষণবস্তুম্ । বৈকুঞ্চিয়ানর্ঘ্যরত্নালঙ্কারেভ্যোহিপি বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদীনামুৎকর্ষং । বশ্যা বৃন্দাবনীয়া এব পত্রপুষ্পময়ঃ স্বজো যম্ভেতি নিশ্চেয়সবনস্ত পারিজাতাদীনাঃ নিকর্ষঃ । কবলাদিভি লঙ্ঘনভিরেব শ্রীঃ শোভা যম্ভেতি গোপবালোচিতাচরণস্যেব তদীয় সর্বাচরণেভ্যঃ ত্রৈষ্ঠ্যম্ । মৃহু অতিস্থুকুমারো পদৌ যম্ভেতি তাভাঃ বনভ্রমণদর্শিনাঃ কারুণ্যপ্রেমমূচ্ছেৰ্ত্তপাদকস্তঃ, পশু-পাঙ্গজায়েতি শ্রীবস্তুদেবাদিভ্যোহিপি শ্রীমন্মনস্ত সৌভাগ্যাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥ বি০ ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃঃ ভক্তিজ্ঞান মহা ঐশ্বর্য মাধুর্য সাগরে নিমজ্জিত হয়ে ব্রহ্মা এই চতুর্দশ অধ্যায়ে কৃষ্ণকে শ্রীতির নিয়ম অনুসারে যে স্তব এবং শ্রোতৃর করেছেন তা কথিত হয়েছে । রত্নরাশি আহরণে রত, নিজ নিজ মনের আনন্দ বিধানকারী সাধুগণ আমার রত্নবণিক ভাবকে পরিহাস করতে থাকুন, আমি লজ্জিত হচ্ছি না । শ্রীমদ্গুরুচরণকমল ধ্যানমাত্রেক সাহস আমার মন ব্রহ্মস্তব-জলধি পার হওয়ার অভিলাষী ।

নিখিল সচিদানন্দস্বরূপের মূলভূত শ্রীগোপেন্দ্রনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করত তার চরণেই উদয়-প্রাপ্ত ভক্তিতে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা তাঁকেই বিষ্ণারিতভাবে স্তব করতে লাগলেন—নৌমি ইতি । হে ইংড়া— হে স্তুতি যোগ্য, এইতো দেখা গেল ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত সকলেই আপনার চতুর্ভুজমূর্তি সকলকে স্তব করছে, হে সর্বস্তুত ! বাস্তুদেব ! অসংখ্য অবতারের অবতারী বলে পরম স্তুতি যোগ্য তে—আপনাকে স্তব করছি । স্তুতি করে আপনাকে লাভ করবো—‘পত্যে শেতে’ এই অনুসারে, এই সব স্তুতি আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করছি । অথবা, আপনাকেই পাওয়ার জন্য, বা সন্তুষ্ট করার জন্য আপনাকে ‘নৌমি’ স্তব করছি । অভ্র-পুষে—নবীন মেঘতুল্য স্বনশ্চামবপু, তড়িতের মতো বস্ত্র—এ দুটি পদে কৃষ্ণের ভূতল-সন্তাপ হারিতা ও ভুক্তচাতক জীবনতা বুঝা যাচ্ছে । গুঞ্জাবতঃসপরিপিছলসম্মুখীয়—চূড়ায় গুঞ্জা, ‘অবতঃস’ পুষ্পরচিত ভূষণ চূড়ায় ও কর্ণে, ‘পরিপিছ’ উৎকৃষ্ট ময়ুরপুচ্ছ চূড়ার সম্মুখ ভাগে গোঁজা—এই সবের দ্বারা শোভিত মুখ—এইরূপে এখানে কৃষ্ণের অসাধারণ লক্ষণ এবং বৈকৃষ্ণন্ত অমূল্য রত্নালঙ্কার থেকেও বৃন্দাবনীয় গুঞ্জাদির উৎকর্ষ বলা হল । বন্যস্তজ্ঞে—একমাত্র বৃন্দাবনীয় পত্রপুষ্পময়ী মালা যাঁর গলে সেই তাঁকে স্তব করছি— এইরূপে নন্দন কাননের পারিজাতাদির নিকৃষ্টতা প্রখ্যাপিত হল । কবলাদি লঙ্ঘনশ্রিয়ে—চিহ্নের দ্বারা শোভা যাঁর সেই তাঁকে স্তব করছি । গোপবালোচিত আচরণেরই তদীয় সর্ব আচরণ থেকে শ্রেষ্ঠতা ধ্বনিত হল । মৃদুপদে—অতি স্থুকুমার পদযুগল যাঁর সেই তাঁকে স্তব করছি । বনভ্রমণ দর্শনকারীদের কারুণ্য-প্রেমমূচ্ছেৰ্ত্তপাদকতা ধ্বনিত হল । পশুপাঙ্গজ্ঞায় ইতি—শ্রীবস্তুদেবাদি থেকেও শ্রীমন্মন্দের সৌভাগ্য আধিক্য ধ্বনিত হল ॥ বি০ ১ ॥

২। অস্তাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্ত স্বেচ্ছাময়স্ত নতু ভূতময়স্ত কোথপি ।  
নেশে মহি অবসিতুং মনসান্তরেণ সাক্ষাৎ তর্বৈব কিমুতাম্বস্তুখান্তুতেঃ ॥

২। অন্বয়ঃ [হে] দেব মদনুগ্রহস্ত স্বেচ্ছাময়স্ত (ভক্তেচ্ছাপালকস্ত) ন তু ভূতময়স্ত (ন তু ক্ষিত্যাদি পাঞ্চভৌতিকস্ত) অস্তাপি তব বপুষঃ মহি (মহিমানঃ) আন্তরেণ (নিকুঞ্জেনাপি) মনসা কোথপি অবসিতুং (জ্ঞাতুং) ন ঈশে (নৈব সমর্থো ভবামি) আত্মস্তুখান্তুতেঃ (স্বস্তরূপানন্দাস্বাদনপরায়ণস্ত) সাক্ষাৎ তব এব কিমুত (কিমু বক্তব্যম্ ?) ।

২। মূলান্তুবাদঃ অপরাধী আমার প্রতি অনুগ্রহশীল, ভক্তেচ্ছা পূরণকারী, পঞ্চভূতের অতীত চিংঘন এই ধাঁকে মুঞ্চ বাল্য লীলায় বৎস-বালক খোঁজায় রত দেখছি, সেই আপনার যে অসংখ্য চতুর্ভুজ বাস্তুদেব বিগ্রহ দর্শিত হল একটু পূর্বে, তার একটি বপুরও মহিমা আমি ব্রহ্মা বেদজ্ঞ হয়েও যদি বুঝে উঠ্টুতে পারলাম না, তখন আর সেই সব অংশের অংশী সাক্ষাৎ আপনার মহিমা যে বুঝতে সমর্থ নই, সে আর বলবার কি আছে । অন্তে যে পারে না, সেতো আরও বলবার কিছু নেই ।

২। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ অস্তাপীতি তৈব্যাখ্যাতম্ ; তত্ত্ব নবিত্যাত্মন্তে উৎকর্ষবর্ণন-মেব হি স্তুর্তিনামেতি হেতুরধ্যাহার্যঃ । তব বপুষ ইতি চতুর্থচরণাদত্তাপি তবেতি যোজনয়া সাধিতম্ ; তব যদপুষঃ কশ্চিদপ্যবতারস্তম্ভেত্যর্থঃ । কৌদৃশস্তাপি তস্ত ? তত্ত্বাহ—অস্তাপীতি । জগতি স্মলভূতেন প্রকাশিত-স্তাং তত্ত্বেদস্তানিদেশং প্রাপ্তম্ভেত্যর্থঃ । মদনুগ্রহস্তেতি—মদীয়স্তপালকস্তাদিতি ভাবঃ । তদেতম্ভতে নহু ভূত-ময়স্তেতি তবর্গপঞ্চমদ্বয়াদি ভাগময় এব পাঠঃ ; ন তু তৎপঞ্চম প্রথমাদিভাগময়ঃ, ন তু বা তৎ প্রথম-পঞ্চমাদি-ভাগময়ঃ । উত্তরব্যাখ্যায়াং তরোন্তু তম্ভোরস্পর্শাং ; তস্মাদ্যত্ত্ব প্রথমব্যাখ্যায়াং ন ত্বিতি ব্যাখ্যাতং, তৎ খল-অুকারস্ত্বে তুকারার্থতয়া স্বীকারাজ্জ্বেয়ম্ । নেশে মহিত্ববসিতুম্' ইত্যস্মান্ত্বাযোজনয়া বা, অত্র মুঞ্চ বিতর্কার্থী জ্ঞেয়ঃ । দ্বিতীয়ার্থে নহু নিশ্চয়ার্থী জ্ঞেয়ঃ ; নবিতি তবর্গপঞ্চমাদ্বপাঠস্ত টীকায়াং মূলে চ প্রায়ঃ সর্বব্রত দৃশ্যতে । তস্মাদথবেত্যস্ত পাঠান্তর ইত্যেবার্থী জ্ঞেয়ঃ । সাক্ষাত্বেতি—স্বয়ং ভগবতস্তবেত্যর্থঃ । কেবলস্ত্বেত্যেবকারব্যাখ্যা তত্ত্ববতারানতীত্য বিরাজমানস্তেত্যর্থঃ গুণাত্মিতস্তেতি—তত্ত্ব চ পূরুষত্বিদেবৈবৎ, ন তু ত্বেগ্য-তত্ত্বগুণপরিচ্ছিলাধিকারস্তেত্যর্থঃ । স্বস্তুখান্তুভূতিমাত্রস্তাপি তত্ত্ববতারিতঃ মহিমবৃক্ষঃ—‘এতস্ত্বানন্দস্ত অন্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি’ (শ্রীবুং আ০ ৪।৩।৩২) ইতি, ‘কো হেবান্তাং কঃ প্রাণ্যাদঃ যদেব আকাশ আনন্দো ন স্তোৎ’ (শ্রীটৈ ২।৭।১) ইতি, ‘পরান্ত শক্তির্বিবিধেব শ্রয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ’ (শ্রীবিশ্বে ৬।৮) ইতি শ্রুতি প্রামাণ্যেন গম্যতে, ন চ নির্বিশেষতয়া তদাবির্ভাববিশেষস্ত ব্রহ্ম এব দুজ্জে’য়তাধিক্যম্ অত্র প্রতিপাদ্যতে । ‘তথাপি ভূমন্ মহিমা গুণস্ত তে’ (শ্রীভা০ ১০।১৪।৬) ইত্যাত্ত্ববাক্য-দ্বয়ে সবিশেষস্ত্বে তদাধিক্যং ব্যাখ্যাস্ত্বতে । অথবেতি অত্র বিরাজ্জনপস্তাপি দুজ্জে’য়তোন্নেখঃ, স্বয়ং তু ভগবতি তস্মিন् পরমক্ষেত্রে প্রতিপাদয়তি স্ম । অস্মিন্নেব পক্ষে তন্তুভূতময়স্তেতি চিংস্তুখপাঠঃ সঙ্গচ্ছতে । তন্মভিঃ সূক্ষ্মেঃ আব্রহামস্তুপর্যাত্ত্বেব্যাপ্তিস্তাদিতি হি তদ্ব্যাখ্যা । পূর্বস্মিন্ পক্ষে তু তন্ম সূক্ষ্মচিন্ত্যঃ যন্ত্রুৎ তং গুদসন্ত্বাত্মকঃ

ভগবত্তত্ত্বঃ, তৎস্বরপস্ত্রেত্যর্থঃ । 'অস্ত মহতো ভূতস্য' (শ্রীবু আ ৪।৫।১) ইতি শ্রতেঃ; 'লোকনাথো মহত্তুতম' ইতি সহস্রনামস্তোত্রাচ । নিয়ন্ত্রনিয়ম্যভেদরহিতস্ত্রেতি-বিরাট্কৃপণ্য ভৱিষ্যম্যস্তেতুভূত্বান্ত তস্ত কশ্চিন্নিয়স্তা, ন চ স কস্তচিন্নিয়ম্য ইতি বিবক্ষয়া । উক্তলক্ষণস্ত্রেতি অস্ত্রবপুরিত্যাদি-বিশেষণের্দশ্মিতস্ত্রেত্যর্থঃ । অথ স্বব্যাখ্যা—নন্ম মন্মেতাদৃশঃ স্বরূপমনুষ্য কিং স্তোষীত্যাশক্ষয়া সমস্তমং তত্ত্ব নিজাসামর্থ্যমাহ—অস্তাপীতি; অস্ত জগতো যদেববপুরাধিদৈবিকরূপং নারায়ণাখ্যঃ তব বপুরধূনা দশ্মিতেষু চতুর্ভুজরূপেষেকমপি বপুস্তস্তাপীতি যোজ্যম । 'নারায়ণোইঙ্গঃ নরভূজলায়নাং' (শ্রীভা ১০।১৪।১৪) ইতি হি বক্ষ্যতে বপুষ্যো বিশেষণানি মদন্তু-গ্রহস্ত্রেত্যাদীনি । সাক্ষাত্কৈবেতি পূর্ববৎ । আত্মনা স্বয়মেব কর্ত্র। স্বৰ্খালভূতির্থস্য, অনন্তবেষ্টানন্দস্ত্রেত্যর্থঃ । যদ্বা, অস্ত তব যদেববপুরধূনা দশ্মিতেষু চতুর্ভুজরূপেষু একমপি বপুস্তস্তাপীতি যোজ্যম । অত্ত মদন্তুগ্রহস্ত্রেতি—তদর্শনাদেব হি তন্মহিমা জ্ঞাত ইতি ভাবঃ ॥ জীৰ্ণ ২ ॥

২। শ্রীজীব বৈৰো তোষণী টীকান্তুবাদঃ [শ্রীধরঃ নন্ম ইতি—পূর্বপক্ষ, স্তব করছি, এই সাধ্য-বস্ত্র নির্দেশ করবার জন্মই কি শ্রীভগবৎ স্বরূপের অনুবাদমাত্র করা হচ্ছে, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—অস্তাপী ইতি । তো দেব, অস্তাপি—স্বলভরূপে প্রকাশিত হলেও অপেনার বপুষ্যো—অবতারের মহি—মহিমা অবসিতুৎ—জানতে কোহপি—কেউ, আমি ব্রহ্মাণ্ড নেশে—সমর্থ নই । অথবা, কোনও ব্যক্তিই সমর্থ হয় নি । স্বলভতার কারণ হিসাবে 'বপুষ্যো' অর্থাৎ বপুর বিশেষণদ্বয়—মদন্তুগ্রহস্ত্র—আমার প্রতি অনুগ্রহ যে বপু থেকে হয় তাই হল মদন্তুগ্রহ (বপু), স্বেচ্ছাময়স্ত্র—'স্বীয়ানাং' স্বীয় ভক্তগণের যথা যথা ইচ্ছা তথা তথাই যে বপুর ইচ্ছা, তাই হল স্বেচ্ছাময় বপু । আপনার তাতে কি ? এরই উত্তরে জানতে সমর্থ হচ্ছি না—অতঃপর বলছেন, ন তু ভূতময়স্ত্র—অচিন্ত্য শুদ্ধসম্মতাক এই বপুরই মহিমা যদি জানতে সমর্থ হচ্ছি না, তবে কেবল আত্মস্বৰ্থানুভূতেঃ—স্বস্ত্রালভবমাত্র অবতারী গুণাত্মীতের মহিমা মনসান্তরণেণ—ধ্যানস্ত্র হয়েও মনের দ্বারা কেই বা জানতে সমর্থ হয় । অথবা, 'ভূতময়স্ত্রহিপি তু' বিরাট রূপের অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মাণ্ড নিয়ামক অবতারের মহিমাও কেউ ই বুঝে উঠ্টতে পারে না । তখন এ আর বলবার কি আছে, যে সাক্ষাৎ অবতারী আপনারই নিয়ম্য-নিয়ন্ত্রভেদরহিত উক্ত লক্ষণ এই কৃষ্ণরূপের মহিমা কেউ বুঝে উঠ্টতে পারে না । ]

শ্রীধরের ব্যাখ্যার উপর শ্রীজীবপাদের অর্থ-বিশেষণ—নন্ম ইতি—এই পূর্বপক্ষের উত্তরে, আগামোড়া উৎকর্ষ বর্ণনই 'স্তুতি' নামে কথিত হয়, তাই উৎকর্ষ বর্ণনই এ শ্লোকের প্রয়োজন, এরূপ বুঝতে হবে । তব বপুষঃ ইতি—চতুর্থ চরণ থেকে 'তব' শব্দটি 'বপুষঃ' শব্দের সহিত যুক্ত করেই ব্যাখ্যা করতে হবে—আপনার যে বপুর অর্থাৎ যে কোনও অবতারের মাহিমা । সেই অবতার কিন্তু হলেও (তার মহিমা) ? এরই উত্তরে অস্তাপি ইতি—স্বলভরূপে জগতে প্রকাশিত হলেও কেউ জানতে সমর্থ নয়—শ্রীধরের এই কথার ধ্বনি হল সেই অবতার অনিরূপণীয় ভাব প্রাপ্ত । মদন্তুগ্রহস্ত্র—মদীয় সৃষ্টিপালক হেতু আমার অনুগ্রাহক । সাক্ষাৎ তব এব—স্বয়ং ভগবান् আপনার, 'এব' কারের ব্যাখ্যা শ্রীধর করলেন 'কেবল'—এর অর্থ হল, যে অবতারের কথা বলা হয়েছে সেই অবতারকে অতিক্রম করত বিরাজমান স্বয়ং ভগবান् আপনার

(মহিমা)। 'গুণাতীতের' ব্রহ্ম-বিষ্ণু মহেশ্বরের মতো রংজো সত্ত্ব তমোগুণের সংযোগ নেই যাঁর সেই গুণাতীত আপনার। স্বস্তুখানুভূতেঃ তব—স্বস্তুখানুভূতিমাত্র আপনার, একুপ হলেও নিখিল অবতারের অবতারিত ইহাতে বর্তমান্ এবং সব মহিমার মহিমাহ্বিত। শ্রুতি উদ্বৃত্ত এই সব প্রমাণে ইহা জানা যায়, যথা—'এতস্ত্বেবানন্দস্ত', 'কোহোবান্তাঃ', 'পরাশুশক্তি' ইত্যাদি এবং এই অবতারীর নির্বিশেষভাবে আবির্ভাব বিশেষের ছজ্জ্বল্যতার আধিক্য এখানে ব্রহ্মার প্রতিপাদ্য নয়—“যদিগু বিষয় সম্বন্ধশৃঙ্গ আত্মাকার চিত্তবৃত্তিতে আপনার স্বপ্নকাশ নিষ্ঠাগুণ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বরূপে অবতীর্ণ আপনার অনন্ত কল্যাণ গুণগণ কেউ গণনা করে উঠতে পারে না।”—(ভা০ ১০।১৪।৬৭)। এইরূপে সর্বিশেষ রূপেরই ছজ্জ্বল্যতার আধিক্য ব্রহ্মা বিখ্যাপিত করলেন। বিরাট রূপের ছজ্জ্বল্যতা উল্লেখ করে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের উপর কৈমুক্তিক স্থায় প্রতিপাদন করলেন স্বামিপাদ।

অতঃপর শ্রীজীবপাদের নিজস্ব ব্যাখ্যাৎ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার এতাদৃশ স্বরূপের কথা বুঝিয়ে না বলে আগেই কি স্তব করছ, এইরূপ কথার আশঙ্কায় ব্রহ্মা এ বিষয়ে নিজের অসামর্থ্যতার কথা বলছেন, অস্তাপি ইতি—অস্তু—এইজগতের যে দেববপু—আধিদৈবিকরূপ নারায়ণাখ্য আপনার বপু—অধূনা দর্শিত অসংখ্য চতুর্ভুজ রূপের মধ্যে একটিমাত্র বপুরও—এইরূপ যোজনা করত অর্থ করতে হবে,—“হে সর্বেশ্বর কৃষ্ণ, আপনি কি নারায়ণ নহেন ?”—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১৪)। এইরূপ উক্তি থাকা হেতু সর্বেশ্বর বলা হল। 'বপুষো' বপুর বিশেষণ মদনুগ্রহ ইত্যাদি। সাক্ষাত্কৃতবৈব—পূর্বের মতোই অর্থ। আত্মস্তুখানুভূতেঃ—'আত্মনা' নিজ কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে স্বস্তুখানুভূতি যাঁর অর্থাত্ব অনন্তবেদ্য আনন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ আপনার (মহিমা)। অথবা, এই সম্মুখের আপনার যে দেববপু অধূনা অসংখ্য চতুর্ভুজরূপে দর্শিত হল তার একটি বপু, তার (মহিমা), এইরূপে যুক্ত করে অর্থ করণীয়। এই যোজনায় 'মদনুগ্রহস্ত ইতি' সেই অসংখ্য নারায়ণ রূপের দর্শন থেকেই আমার উপর আপনার অনুগ্রহ (দর্পণানীরূপ) বুঝা যাচ্ছে, এরূপ ভাব ॥ জী০ ২ ॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ নহু ভো ব্রহ্মাংস্ত জগদৈশ্বর্যাধিপতিঃ অহস্ত বন্ধগোপালপুত্রস্তঃ পুরাতনঃ অহস্ত বালস্তঃ বেদার্থ তাৎপর্যবিজ্ঞানঃ পরমবিদ্বান্ সদাচারপরায়ণঃ অহস্ত বৎস চারকহাতঃ জ্ঞানশৃঙ্গঃ স্মার্ত্ত-চারগন্ধমপ্যজ্ঞানংস্তিষ্ঠন্ত আম্যন্তপ্যেদনকবলং ভুঞ্জানস্তঃ মায়ী পরমস্তু সাক্ষাৎ পরমেশ্বর এব অহস্ত সন্মায়া-মোহিতো মনোহৃঢ়েন বনং পর্যাটঃস্তব স্তবং কর্তৃৎ নার্হামীতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্যমজ্ঞানান্মহাপরাধমহম-করবমিতি ব্যঞ্জয়ন্মাত্,—অস্তেতি। হে দেব, অস্তাপি বালচেষ্টাময়স্ত প্রকটিতমৌনস্ত তব বপুষো মহিমান মবসয়িতুং জ্ঞাতুং নেশে ন শক্রোমি কিমুত কৈশোরলীলস্ত প্রকটর্যগ্রুমাণ-মহাচাতুর্যস্ত বপুষোইপি মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত তব আত্মনো মনসো যা স্বস্তুখানুভূতিস্তস্যা নিরতিশয়স্মানন্দময়োহিপি বৎসচারণাদিনা স্বস্তুখানুভবসি তস্তেত্যৰ্থঃ। তথা তৎসহচরাগামপি মনঃস্তুখানুভূতের্মহি জ্ঞাতুং নেশে কিমুত সাক্ষাত্কৃতবৈব অস্তরেণ প্রত্যা হস্তান্তর্বশীকৃতেনাপি মনসা কিমুতাস্তিরেণ। তথা কো ব্রহ্মাইপ্যহং নেশে কিমুতাত্ত্বে ইতি কৈমুত্য পঞ্চকমজ্ঞানাতিশয় প্রতিপদকং মমাপি জ্ঞানসন্তানবনায়ঃ ন শাস্ত্রাভ্যাসতপোযোগাদিকং হেতুঃ, কিন্তু কৃপাকটাক্ষকণ এবেতি ব্রহ্মন্তুবপু-বিশিনষ্টি। মষ্যপরাধিগ্রাহে মহেশ্বর্যদর্শনেৰ্থমোহোত্তরকালদর্শনদানাদনুমিতো যস্ত তস্ত। অনুগ্রহে

হেতুঃ ; স্বেচ্ছাময়স্ত স্বীয়ানং পেমভক্তিমতাং যথা যা যা ইচ্ছা-দিন্দক্ষা-সিসেবিষাদিস্তন্ময়স্ত ভুবৎসলস্তাং তত্ত্বস্পাদকস্ত্রেত্যর্থঃ । অতো যথাপি ভক্তাভাসবত্তাদপরাধিত্বেইপ্যনুগ্রহলেশ প্রাপ্ত্যধিকার ইতি ভাবঃ । অন্ধিচ্ছান্তগ্রহৈ নরবপুর্বশ্রাবিত্যত আহ—নতু ভূতময়স্ত ভূতময়ং হি বপুর্জড়ং নতু চিন্ময়ম্ । অতএব ব্রহ্ম-সংহিতায়ামুক্তম্ “অঙ্গানি যস্ত সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত্রী”তি এতশ্চ সর্বেন্দ্রিয়বত্তঃ তদেতস্ত গোবিন্দস্থানানং যথাকালং অন্ত্যান্ত অবতারান্ত প্রত্যেব তদঙ্গানানং যথাকালমন্ত্যান্ত প্রত্যেব নতু সাক্ষাত্কৃৎ প্রতি । সতু স্বচক্ষুভ্যামেব পশ্চতি, স্বশ্রোত্রাভ্যামেব শৃণোতি, স্বমনসৈব বিচারতি । নতু স্বপাণিভ্যামপি পশ্চতি ইত্যাদি বিবেচনীয়ম্ । অথবা অস্ত্রাপি দেববপুষো দেবাকারস্ত অধূনৈব তর্যা দর্শিতস্ত বাস্তুদেবমূর্ত্তের্মদমুগ্রহস্ত চতুঃপ্লোকী ভাগবতোপদেষ্টত্বেন ময়নুগ্রহবতঃ স্বীয়স্তাংশিন স্তবেচ্ছাসংপাদকস্ত অবিচ্ছাসংপাদকত্বেহপি ন বয়মিব ভৌতিকা ইত্যাহ—নতু ভূতময়স্ত মহি মহিমানং কো ব্রহ্মাপি স্বব্যঞ্জকান্ত বেদান্ত বেদফলং শ্রীভাগবতঞ্চাধ্যাপিতোপ্যাহং ত্তাতুং নেশে, কিমুত সাক্ষাত্কৃবেব নববপুষঃ সর্বাংশিনঃ স্বয়ং ভগবতঃ কথস্তুতস্ত আত্মানঃ ? স্বস্ত স্বথেযু দধিচৌর্যগোপিকাস্ত্রপানবৎসচারণবাল্যচাপল্যাহ্যথেষু স্বাবতারাস্ত্রাসাধারণেষু অনুভূতির্দিষ্ট তস্ত ॥

২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, শুভুন মাননীয় ব্রহ্মাজী ! আপনি জগৎ-ঐশ্বর্য-অধিপতি, আর আমি বনের গোঁয়ালা পুত্র, আপনি প্রাচীন মূর্তি আর আমি একটুখানি বাচ্চা ছেলে, আপনি বেদার্থ তৎপর বিজ্ঞ বলে পরম বিদ্বান্ত সদাচার পরায়ণ আর আমি গরুর রাখাল বলে অধ্যয়ণ শুন্ত, স্মার্ত-আচারণ না-জানায় দাঁড়িয়ে, এমন কি ঘুরতে ঘুরতেও দধিমার্খ ভাত খাওয়ায় রত, আপনি মায়ী, পরমশুরী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরই, আর আমি আপনার মায়ায় মোহিত মনোহৃঃখে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আপনার স্তবের ঘোগ্য নই,—কৃষ্ণের এইরূপ বক্রেক্ষি আশঙ্কা করে, সত্যই আমি অজ্ঞানতা বশতঃ মহা অপরাধ করে ফেলেছি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—অস্ত্রেতি । হে দেব, অস্ত্রাপি—বাল্যচেষ্টাময়, মুঞ্চতা প্রকাশ করে বিরাজিত আপনার বপুর মহিমাই অবসিতুৎ—জানতে নেশে—পারি না, কৈশোরলীলাময় মহাচার্য প্রকাশ করে বিরাজিত বপুর মহিমার কথা আর বলবার কি আছে । বপুর মহিমাই জানতে পারি না, তখন আর আপনার নিজের মনে উচ্ছলিত যা স্বৰ্খাভূতি তার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে, ইহা নিরতিশয় স্বানন্দময় হলেও বৎস চারণাদি দ্বারা যাদৃশ স্বৰ্থ অন্তর্ভব করেন তার মহিমা যে আরও জানতে পারা যায় না, সেই বা বলবার কি আছে । তথা সাক্ষাৎ কৃবৈব—আপনার সখাগণের মনের স্বৰ্খাভূতির মহিমাই জানতে পারা যায় না, তখন সাক্ষাৎ আপনার মনের স্বৰ্খাভূতি যে জানতে পারা যায় না, সে আর বলবার কি আছে । অন্তরেণ—ভিতরে গুটিয়ে আনা বশীকৃত মনেই আপনার মহিমা জানা যায় না, অস্থির মনের কথা আর বলবার কি আছে, তথা আমি ব্রহ্মাই জানতে পারি না, অন্তে পারে না সে আর বলবার কি আছে । এইরূপে কৈমুক্তিক পঞ্চক অজ্ঞান-অতিশয় প্রতিপাদক হল । আমার জ্ঞান সন্তাননাতে শাস্ত্রাভ্যাস তপো-ঘোগাদি হেতু নয়, কিন্তু কৃপাকটাঙ্কই হেতু, এই কথা বলতে গিয়ে বপুর বিশেষণ উল্লিখিত হচ্ছে । মদনুগ্রহস্ত—অপরাধী আমার প্রতি ও অনুগ্রহ যার মেই আপনার (মহিমা)—কিরূপ অনুগ্রহ ? মহৈশ্বর্য-দর্শনোথ মোহের পর যে মাধুর্য

৩। জানে প্রয়াসমুদ্পাদ্য নমন্ত এব জীবন্তি সমুখরিতাঃ ভবদীয়বাৰ্তাম ।

স্থানে স্থিতাঃ শ্রতিগতাঃ তনুবাঞ্ছনোভি-যে প্রায়শোহজিতজিতেহপ্যসি তৈন্ত্রিলোক্যাম ॥

৩। অন্বয়ঃ যে জানে প্রয়াসঃ (প্রয়ত্নঃ) উদ্পাদ্য (বিহায়) স্থানে স্থিতাঃ সমুখরিতাঃ (সাধুজন-কীর্তিতাঃ) শ্রতি গতাঃ (শ্রবণ প্রাপ্তাঃ) ভবদীয় বাৰ্তাঃ তনুবাঞ্ছনোভিঃ নমন্তঃ এর জীবন্তি (প্রাণান্ধারয়ন্তি) তৈৎঃ ত্রিলোক্যাঃ প্রায়শঃ অজিতঃ জিতঃ অপি অসি (অন্ত্যঃ অজিতঃ অপি ত্বঃ, তৈৎঃ জিতঃ অসি) ।

৩। মূলানুবাদঃ হে অজিত ! শ্রীভগবানের স্বরূপ ঐশ্বর্য-মাধুর্যের জ্ঞান লাভের জন্য কিঞ্চিৎ-মাত্রও চেষ্টা না করে যারা সাধুর আশ্রমে অবস্থান করত তাদের কীর্তনে উচ্ছলিত-স্বতঃই কর্ণকুহরগত আপনার নামকণ্ঠগলীলা কায়-বাক্য-মনে সেবন করতে করতে জীবন ধারণ করেন আপনি তাদের দ্বারা বশীকৃত হন, প্রায়শো ত্রিলোকে অন্ত্যের অজিত হলেও ।

বিগ্রহ দর্শন তার থেকে অনুমিত অনুগ্রহ । এই অনুগ্রহে হেতু স্বেচ্ছাময়ন্ত—গ্রেমভক্তিমান নিজজনের যথা যথা ‘ইচ্ছা’ আপনাকে দর্শন করার, সেবা করার ইত্যাদি, এই ইচ্ছাময় বপু—অর্থাৎ সেই সেই ইচ্ছা সম্পাদক বপু । অতএব আমার উপরও অনুগ্রহ—আমি অপরাধী হলেও আমাতে ভক্তির আভাস থাকাতে আমার অনুগ্রহ-লেশ প্রাপ্তির অধিকার আছে, একুপ ভাব । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা ইচ্ছা পূরণ করা ও অনুগ্রহ করা তো নরবপুর ধর্ম—এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—নতু ভূতময়ন্ত । কিন্তু এ বপু ভূতময় নয় । ভূতময় বপু নিছক জড়, চিন্ময় নয় । আপনার এ বপু চিংখিমুঁ—অতএব ব্রহ্মসংহিতায় কৃষ্ণ বপু সম্বন্ধে উক্ত আছে—“যার অঙ্গ সমৃহ সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তিমন্ত” এই যে ‘সর্ব ইন্দ্রিয়বান্ হওয়া’ কথাটা, ইহা শ্রীগোবিন্দের অঙ্গসমূহের যথাকালে নরাকারাদি যে অবতারাবলী হয়, তার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য—সাক্ষাৎ তার সম্বন্ধে নয় । অর্থাৎ গোবিন্দের শ্রীহন্ত অবতাররূপে এলে তা সমন্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাপ্ত হয় । শ্রীগোবিন্দ নিজ চক্ষু দ্বারাই দেখেন, কানের দ্বারাই শুনেন, নিজমনের দ্বারাই চিন্তা করেন—নিজ হাতের দ্বারাও যে দেখেন, তা নয় । অথবা, অস্ত্রাপি দেববপুষো—অধূনাই আপনার দ্বারা দর্শিত এই দেবাকার ‘বপুর’ বাস্তুদেব মূর্তির (মহিমাই জানতে সমর্থ নই) । কিরূপ বিশিষ্ট মূর্তি ? মদনুগ্রহন্ত—মদনুগ্রহ মূর্তির, চতুঃশ্লোকি ভাগবত উপদেষ্টা স্বরূপে আমার প্রতি অনুগ্রহবান্ যে মূর্তি, তার মহিমা । স্বেচ্ছাময়ন্ত—স্বেচ্ছাময় বপু, স্বীয় (বাস্তুদেব মূর্তির) অংশী (কৃষ্ণরূপ) আপনার ইচ্ছা-সম্পাদক মূর্তির মহিমা—আপনার ইচ্ছা সম্পাদক হলেও আমাদের মতো পঞ্চভূতে গড়া নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ন তু ভূতময়ন্ত । এই চিন্ময় বপুর মহি—মহিমা কোহপি—ব্রহ্মাও, স্বপ্রকাশক বেদ এবং বেদফল শ্রীমন্তাগবত পড়া থাকলেও আমি ব্রহ্মা জানতে সমর্থ নই । আপনার বাস্তুদেব মূর্তির মহিমাই জানতে সমর্থ নই তো । সাক্ষাৎ তবৈব—নরবপু সর্বাংশী স্বয়ং ভগবানের মহিমার কথা আর বলবার কি আছে । কিরূপ নরবপুর (মহিমা) ? আত্মসুখানুভূতেং—নিজের স্বখানুভূতি নরবপু, কিরূপ ‘আত্মনঃ’ নিজের ? নিজের স্বাখে অনুভূতি যাঁর সেই নিজের, কিরূপ অনুভূতি ? গোপীঘরে দধিচুরি গোপীস্তন পান, বৎসচারণ, বালচাপল্যাদি-উথিত নিজ অবতার গণেরও হৃষ্পাপ্য অসাধারণ অনুভূতি ॥ বি ০ ২ ॥

৩। **শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকা ।** অতএব ভক্তান্তদৰ্ষেষণশ্রমঃ পরিত্যজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়া ভদ্রীয়ৰূপগুণ-লীলাবার্তামেৰ শৃঙ্খলা, তেন বশীকুৰ্বন্তি চ, তাদৃশমপি আমিত্যাহ—‘জ্ঞানে’ ইতি; জ্ঞানে ভদ্রীয়ৰূপকৈপৰ্য্যমহিমবিচারে, স্থানে সতাঃ নিবাস গ্ৰবাবাগ্রতয়া স্থিতাঃ, ন তু তীর্থপৰ্য্যটনাদি-ক্লেশান্তু কুৰ্বন্তঃ, তৰ্বাদিভিন্নমন্তঃ সংকুৰ্বন্তঃ, তত্ত্ব সংকারঃ—শ্রবণমমৱেইঞ্জলিবন্ধনাদিঃ বাচানুমোদনাদিঃ, মনসা চাস্তিক্যাদিঃ, সম্মুখৰিতাঃ সন্তঃ। অনুতোক্তি-সৰ্বেন্দ্রিয়ক্ষেত্রপৰিহাৰাত্মথঃ প্ৰায়ো মৌনশীলা অপি মুখৰিতা মুখৰীকৃতা যৱা তাম, আহিতাগ্ন্যাদিস্থিতি নিৰ্ণয়ায়াঃ পৰনিপাতোহপি, ভবদ্রীয়ানাঃ শ্রীমদ্বজ্রাজাদীনাঃ বা বাৰ্তাম্। অগ্রস্তেঃ। যদ্বা, ভবদ্রীয়বাৰ্তাঃ জীবন্তি উপজীবন্তি ভদ্ৰেকজীবনছেন সন্তঃঃ ক্ষত্বা স্বাদযন্তীত্যৰ্থঃ। তত্ত্বাদিভিত্তত্তচেষ্টয়া অজিত অপ্রাপ্য! স্বপ্রকাশত্বেনেন্দ্ৰিয়াগ্নগোচৰত্বাঃ। যদ্বা, তৰ্বাদিভিঃ ক্ষত্বা তৈৱপি জিতোহসি, বশীকৃতোহসি, তত্ত্বান্তে সদা শ্ফুরসীত্যৰ্থঃ; যদ্বা, তৰ্বাদিভিৰে সাক্ষাৎ প্ৰাপ্তো ভবসি, অত্ৰ তত্ত্বা প্ৰাপ্তিঃ স্বহস্ত্বাদিনা শ্রীপাদাজস্পৰ্শনাদিঃ, বাচা আহ্বানাদিনা সমাগমনাদিঃ, মনসা চ সংকলনেনৈব দৰ্শনাদিঃ; যদ্বা, সহার্থে তৃতীয়া, তৰ্বাদিভিঃ সহিতোজিতঃ তব তৰ্বাদীন্তপি তৈৰশীকৃতানি ইত্যৰ্থঃ। তত্ত্ব তনোৰ্বশীকৱণঃ তন্তুক্তপার্শ্বে সদাৰবস্থিত্যাদিঃ, বাচস্তুগুণকথনাদিঃ, মনস্তু তচ্ছন্তনাদিঃ। অগ্রৎ সমানম্॥

৩। **শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদ ।** অতএব ভক্তগণ সেই অৰ্পণশ্রম পরিত্যাগ কৱত ভক্তি বিশেষেৰ সহিত আপনাৰ রূপ-গুণ-লীলা কথাই শ্রবণ কৱে থাকে। এৱ দ্বাৱা পূৰ্ব শ্লোকেৱ তাৰ্দশ আপনাকে বশীভৃতও কৱে ফেলে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, জ্ঞান ইতি জ্ঞানে—আপনাৰ স্বরূপ-গ্ৰিষ্ম-মাধুৰ্য বিচারে। স্থানে স্থিতাঃ—সতেৱ নিবাসে স্থিৱভাৱে ‘স্থিতা’ বাস কৱত, তীর্থ অৱগাদি ক্লেশ না কৱে। তনুবাঞ্ছনোভিঃ নমন্ত—তনুপ্ৰভৃতিৱ দ্বাৱা ‘নমন্ত’ সংকার কৱতে কৱতে—এৱ মধ্যে তনুদ্বাৱা সংকার হল, শ্রবণ সময়ে অঞ্জলি বন্ধনাদি। বাক্যে সংকার হল, অনুমোদন সূচক বাক্যাদি। মনে সংকার হল, শাস্ত্ৰই প্ৰমাণ শিরোমণি এইৱৰূপ মনোভাবাদিৰ সহিত শ্রবণ। সম্মুখৰিতাঃ—‘সৎ’ সাধুগণ বিষয় কথায় সৰ্বেন্দ্রিয়েৰ ক্ষেত্ৰপৰিহাৰাদিৰ জন্য প্ৰায় মৌন স্বাভাৱ হয়ে থাকেন, এৱৰূপ হলেও যাৱ দ্বাৱা ‘মুখ-ৱিতা’ মুখৰীকৃতা সেই ভবদ্রীয়বাৰ্তাম্—‘ভবদ্রীয়াঃ বাৰ্তাম্’ আপনাৰ নামৱৰপাদি কথা, অথবা ‘ভবদ্রীয়ানাঃ’ শ্রীবজ্রাজাদিৰ কথা। [ শ্রীসামিপাদ—তাৰ হলে অজ্জিজন কি কৱে সংসাৱ থেকে উদ্বাৱ হবে, এৱই উত্তৰে জ্ঞান ইতি। উদ্পাদ্য—(জ্ঞানেৰ প্ৰয়াস) কিঞ্চিৎ মাত্ৰও না কৱে। সম্মুখৰিতাঃ—সতেৱ মুখে স্বতঃই নিত্য প্ৰকটিত ভবদ্রীয়বাৰ্তাঃ—আপনাৰ কথা অৰ্থাৎ আপনাৰ নামৱৰপণলীলা। সাধুগণ নিজ নিজ আবস স্থানে বিৱাজমান, তাৰেৱ সামৰ্থ্য মাত্ৰেই স্বতঃই আপনাৰ কথা শৃতিগত হয়ে থাকে দেহ-বাক্য-মনেৰ দ্বাৱা, ইহাকেই কেবল সংকার কৱতে কৱতে যাৱা জীবন ধাৱণ কৱেন, যদিও এৱা অগ্য কিছু কৱেন না, তবুও ত্ৰিলোকেৱ মধ্যে অন্তেৱ দ্বাৱা অজিত হলেও আপনি তাৰেৱ দ্বাৱা জিতঃ—প্ৰাপ্ত হন—জ্ঞান-শ্ৰামেৰ আৱ প্ৰয়োজন কি, এৱৰ ভাৱ।] অথবা, আপনাৰ কথা সংকার কৱতে কৱতে জীবন্তি—‘উপজীবন্তি’ উহাই একমাত্ৰ জীবনৰূপে বৱণ কৱে সাধুৰ মুখে শ্রবণ কৱত আস্বাদন কৱেন। হে কাঁয়-বাক্য-মনেৰ

দ্বারা সেই সেই চেষ্টায় অজিত—অপ্রাপ্য ! কারণ আপনি স্বপ্রকাশবন্ধ বলে ইন্দ্রিয়-অগোচর । অথবা, কায়-বাক্য-মনের দ্বারা সৎকার করত—তৈঃ জিতঃ-এ ভক্তদের দ্বারা বশীকৃত হন অর্থাৎ সেই সেই ইন্দ্রিয়ে স্ফুর্তি প্রাপ্ত হন । অথবা কায়-বাক্য-মনের দ্বারা সাক্ষাং প্রাপ্ত হন, এখানে কায়-এর দ্বারা প্রাপ্তির অর্থ হল, নিজ হাত প্রভৃতির দ্বারা শ্রীপাদকমল-স্পর্শনাদি, বাক্য-এর দ্বারা প্রাপ্তি হল পরস্পর ডাকাডাকি প্রভৃতি দ্বারা গমনাগমন প্রভৃতি মন-এর দ্বারা প্রাপ্তি হল, সংকল্প মাত্রেই দর্শনাদি ; এবার সহার্থে তৃতীয়া ধরে অর্থ করা হচ্ছে—কায়-বাক্য-মনের সহিত জিত অর্থাৎ আপনার কায়-বাক্য-মন প্রভৃতিও তাদের দ্বারা বশীকৃত । এখানে শ্রীভগবানের তত্ত্ববশীকরণ হল, সেই ভক্তপাদে সদা অবস্থিতি ইত্যাদি । বাক্য-বশীকরণ, ভগবানের মুখে ভক্তের গুণকথন । মন-বশীকরণ, ভক্তের কথা চিন্তন ॥ জী০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা**ঃ নবু “তর্হি তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতৌ”তি শ্রুতেরজ্ঞানালোকাঃ কথঃ সংসারঃ তরেযুস্তুত্বাহ—জ্ঞান ইতি । উদপাস্ত ঈষদপ্যকৃত্বা সম্মুখরিতাং সন্তো মৌনশালিনোহিপি স্বমাধুর্যেণ মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাম । ভবদীয়ানাং বা বার্তাং স্থানে সতাং নিবাস এব স্থিতাঃ নতু তীর্থান্তপ্যটন্তঃ সন্তঃ শ্রুতিগতাঃ তৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত্ত্বে শ্রুতিগতাঃ শ্রবণপ্রাপ্তঃ তত্ত্ববাজ্ঞানোভিরারণ্ত পরিসমাপ্ত্যোর্নমন্তঃ । তত্র তত্ত্বা পাণিভ্যাঃ সহ শীঘ্ৰী ভূমি স্পর্শেন । বাচা কৃষকথায়েঃ “তদাস্বাদকেভ্যো বৈষণবে-ভাষ্চ নমন্ত” ইতি বচনেন মনসা শ্রুতায়াঃ কথায়াঃ অবধারিকয়া বুদ্ধ্যা প্রগমন্তো যে জীবস্তি কেবলং যদ্যপি নান্তৎ কুর্বস্তি তদপি তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্ত্রেরজিতোহিপি হং জিতোহিপি বশীকৃতোহিপি ভবসি । জ্ঞানালোকমুক্তিভিন্ন ন বশীকৃতো ভবস্তঃ সংসারতরণঃ কথাক্ষেত্রাত্তগাঃ কিং চিত্রমিতি ভাবঃ । অত্তুৎ কথেকদেশ জ্ঞানমেব তজ্জ্ঞানং তেন সংসারমপি তরন্তীতি শ্রুত্যর্থে জ্ঞেয় ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩ ॥

৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ**ঃ পূর্বপক্ষ, ‘ব্রহ্মজ্ঞান হলেই তবে মুক্তি লাভ হয়’ এই শ্রুতিবাক্য থাকা হেতু অজ্ঞানতা থাকা হেতু লোকে কি করে সংসার মুক্তি লাভ করবে, এরই উত্তরে, জ্ঞান ইতি । উদপাস্ত—(প্রায়শঃ) কিঞ্চিৎ মাত্রও না করে । সম্মুখরিতাং—সাধুগণ স্বভাবতঃ মৌন হলেও নিজমাধুর্যে ‘মুখরিতা’ মুখরীকৃতা যার দ্বারা সেই ভবদীয়বাতৰ্ণ—আপনার কথা, নামরূপগুলীলা । অথবা ভবদীয়ানাং—আপনার নিজজন অজ্ঞবাসিগণের কথা । স্থানে স্থিতাঃ—সতের নিবাসেই থেকে, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে নয় । শ্রুতিগতাঃ—সাধুর সন্নিধিমাত্রে স্বতঃই শ্রবণ প্রাপ্ত হয় (আপনার কথা) । তত্ত্ববাজ্ঞানোভিঃ—কায়বাক্যমন দিয়ে আরণ্য করে সমন্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তৃ কথার সৎকার করে । এখানে তত্ত্ব’ কায়িক—জোর হাতের সহিত মাথা ভূমিতে ঠেকিয়ে । ‘বাক’ বাচিক—কৃষকথা কৌর্তন দ্বারা—“কৃষকথার দ্বারাই আস্বাদকগণকে এবং বৈষণবগণকে প্রণাম হয়ে থাকে” । মনোভিঃ—মনের দ্বারা শ্রুত কথার অবধারিকা বুদ্ধিতে কেবল প্রণাম করতে করতে যে ব্যক্তি জীবস্তি—জীবন ধারণ করে—হণ্ডিও সে অন্ত কিছু করে না তথাপি তৈঃ—তাদের দ্বারাই আপনি জিতোহিপি—বশীকৃতও হয়ে থাকেন প্রায়শঃ ত্রিলোকের অন্তের দ্বারা অজিত হলেও । জ্ঞানের দ্বারা লক্ষ্মুক্তি জনদের দ্বারাও আপনি বশীকৃত হন না—

৪। শ্রেয়ঃ স্মতিং ভক্তিমুদ্ভুতে বিভো ক্লিশ্ট্রন্তি যে কেবলবোধলক্ষয়ে।  
তেষামসো ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্যথা স্তুলতুষাবধাতিনাম্ব ॥

৪। অন্বয়ঃ [হে] বিভো যে শ্রেয়ঃ স্মতিং (আত্মঙ্গলপদ্ধতিং) তে ভক্তিং উদ্ভুত (বিহায়) কেবল-  
বোধলক্ষয়ে (কেবল জ্ঞানলাভার্থং) ক্লিশ্ট্রন্তি যথা স্তুলতুষাবধাতিনাম্ব (অন্তঃকণহীনান্ব তুষান্ব যে অবন্নতি)।  
[তথেব] তেষাং অসো (সাধনক্রামঃ) ক্লেশলঃ এব শিষ্যতে (ক্লেশ এব কেবলং ভবতি) ন অন্তঃ ।

৪। মূলানুবাদঃ হে বিভো ! নিখিল মঙ্গলের পথ ভক্তিকে অনাদর করত স্ববিজ্ঞতা মাত্র-  
তাংপর্যময় জ্ঞান লাভের জন্য যারা পরিশ্রম করে থাকে তাদের ক্লেশ মাত্রাই লাভ হয়, স্তুলতুষকুট্টনকারী  
জনের মতো ।

অতএব কথা শ্রবণকারী জনদের সংসার তরণ আর কি একটা আশ্চর্য কথা, একপ ভাব । তৎপর আপনার  
কথার একদেশ জ্ঞানমাত্রাই ব্রহ্মজ্ঞান, তার দ্বারাই সংসারও পার হয়ে যায়—শ্রান্তির অর্থ একপই বুঝতে হবে,  
একপ ভাব ॥ বি ৩ ॥

৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ নহু তদ্বিধাং ভক্তিং ত্যক্ত্বা মন্মহিমপর্যবসানদর্শনায়  
তচ্ছিতি-শ্রবণমননাদিভিঃ কেচিজ্জ্ঞানাভ্যাসিনোহপি দৃশ্যন্তে, তত্ত্বাহ—শ্রেয় ইতি ; শ্রেয়সাং সর্বেষামেব  
স্মতিমিতি—অবান্তরফলত্বেন স্বত এব জ্ঞানমপি ভবিত্বে ইতি সূচিতম্ । তথাভৃতামপি মধুরূপাদিবার্তা-  
ময়ীং ভক্তিম্ উদ্ভুত উচ্চেরবহেলয়া দূরে ক্ষিপ্ত্বাহত্যন্তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ । কেবলস্তু তদ্বিধভক্তিশূন্যতয়া  
স্ববিজ্ঞতামাত্র-তাংপর্যস্ত বোধস্তু লক্ষয়ে ক্লিশ্ট্রন্তি, তচ্ছিতি-শ্রবণমননাদৃত্যমিতস্তো গমনাদিভির্ভবনিয়মাদিভিঃ  
শ্রমং কুর্বন্তি । তেষাং ক্লেশল এব শিষ্যতে, এবকারেণ চিত্তশুন্ধ্যাদিকং ফলঞ্চ নিরস্তম্ । নহু যোগাভ্যাসাদি-  
শ্রমেণ সিদ্ধিলাভস্তু ভবিতা, তত্ত্বাহ—নান্যদিতি । ‘সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চচনম্’ (শ্রীভাৰতী  
১০।৮।১।১৯) ইতি আয়েন । অতএব স্বয়মেব বক্ষ্যতে শ্রীভগবতা—‘যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গ কর্ম, স্থিত্যান্তব-  
প্রাণনিরোধমস্তু । লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বা স্নাদঃ-বন্ধ্যাঃ গিরঃ তাঃ বিভূত্যান্ব ধীরঃ ॥’ (শ্রীভাৰতী ১১।১।১।২০)  
ইতি । তত্ত্বাপযুক্তো দৃষ্টান্তঃ যথা স্তুলতুষাবধাতিনো লোকৈকমূর্ধা ইত্যপহস্ত্যন্ত । তুষা বুষাণি, তেষামপ্যত্তি-  
চূর্ণিতানাং নাশঃ, কেবলং হস্তাদিবেদনৈব চ স্ন্যানঃ, তদ্বিদ্যুত্যর্থঃ । বিভো হে প্রভো ইত্যবশ্যভজনীয়তোক্তো ॥

৪। শ্রীজীব বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা, তদ্বিধ ভক্তি ত্যাগ করত আমাৰ  
মহিমাৰ পরিপূর্ণ দর্শন সম্পাদনেৰ জন্য কোনও কোনও জ্ঞানাভ্যাসীকে তচ্ছিতি শ্রবণ মননাদি পৱায়ণ  
দেখা যায়, এৱই উন্নতেৰ বলা হচ্ছে, শ্রেয় ইতি । শ্রেয়ঃ স্মতিং—নিখিল মঙ্গলেৰ পথস্বরূপ (ভক্তি)--  
যার অবান্তর ফলস্বরূপে স্বতঃই জ্ঞানও হয়েই যায়, ইহাই সূচিত হল এখানে । একপ হলেও মধুর নাম-  
রূপাদি কীর্তনময়ী ভক্তি উদ্ভুত—‘উচ্চেং’ অবহেলায় দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অর্থাৎ অত্যন্ত অনাদর করে ।  
কেবলবোধলক্ষয়ে—‘কেবলস্তু’ সেই ভক্তিশূন্যতায় স্ববিজ্ঞতামাত্র-তাংপর্য যাব, সেইকলে জ্ঞানেৰ লাভেৰ

জন্ম ক্লিশ্যন্তি—ক্লেশ করে থাকে—সেই জ্ঞানোচিত শ্রবণমননাদির প্রয়োজনে ইতস্ততঃ গমনাদি ও যম-নিয়মাদি সম্বন্ধে শ্রাম করে থাকে যারা, তাদের ক্লেশমাত্রই সার হয়—তাদের উপরে আপনার অনুগ্রহ উদয় হয় না বলে, এইরূপ ভাব । এব—ক্লেশমাত্রই, এইরূপে ‘এব’ কারের দ্বারা চিন্তশুদ্ধাদি ফলও যে লাভ হয় না, তাই বলা হল । পূর্বপক্ষ, যোগ-অভ্যাসাদি শ্রমে সিদ্ধিলাভ হোক্ত-না, তাতে বাধা কি ? এরই উভয়ের নান্যৎ ইতি—অন্য সাধনে কিছুই ফললাভ হয় না—“এমন কি অন্য সকল কিছু সিদ্ধিরও মূল শ্রীভগবৎচরণাচন” এইরূপ অন্য থাকা হেতু । অতএব স্বয়ং ভগবানের বাক্য দেখা যায়—“হে উক্তব ! যে বাক্যে জগৎপাবন আমার ‘সৃষ্টিস্থিতিলয়’ লীলা বা সর্বজগৎসুভগ আমার জন্ম এবং বাল্য লীলাদি নেই, সেই বাক্য পতিত ব্যক্তি কীর্তন করেন না ।” এখানে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত, যথা স্তুলতুষাবঘাতিনাম—স্তুলতুষকুটন-কারী জন লোকের দ্বারা মূর্খ রূপে উপহসিত হয়ে থাকে । তুষ—ভূষি, এই ভূষিকেও আরও বার বার কুটনে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে থাকলে যেমন হাতের বাথাই সার হয়ে থাকে তেমনই । বিভো—হে প্রভো ! এই-সম্বোধনে অবশ্য ভজনীয়তা বলা হল ॥ জী০ ৪ ॥

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ শ্রবণকীর্তনাদিনামেকতরয়াপি ভক্ত্যা কৃতার্থীভবন্তি । যথুক্তঃ নৃসিংহ-পুরাণে—“পত্রেষু পুষ্পেষু ফলেষু তোয়েষ্বক্রীতলভোষু সদৈব সংস্কৃত পুরাণে মুক্ত্যে কিমর্থং ক্রিয়তে প্রযত্নঃ” ইতি । তদপি যে তাং পরিহায় জ্ঞানে প্রয়াসবন্তস্তেষাং দুঃখমেব ফলতীত্যাহ—শ্রেয়সামভ্যুদয়াপর্ব লক্ষণানাং স্থুতিঃ সরণং যস্ত্বাঃ সরস ইব নিবা’রাগাঃ তাং তব ভক্তিঃ উদ্দ্বেতি শ্রীস্বামি-চরণানাং ব্যাখ্যা । শ্রেয়ংসি জ্ঞানকর্ম্মাদি নানাসাধন সাধ্যানি ফলানি ঘৱেব স্ম্যস্তাঃ ভক্তিঃ ত্যক্তহেত্যাঃ । তেষাং অসৌ বোধঃ ক্লেশলঃ ক্লেশং লাতি দদাতীতি সঃ শিষ্যতে পর্যবসিতো ভবতি । তত্ত দৃষ্টান্তঃ—স্তুলতুষাবঘাতিনাং অল্প প্রমাণং তঙ্গুলং পরিত্যজ্য যতস্ততঃ পরিশ্রাম্যানীয় পর্বতপ্রমাণং স্তুলতুষপুঞ্জং সংক্ষিত্য তস্মান্ত-কণহীনধারাভাসস্ত্বাভাতঃ কুর্বতাং জনানাং যথা স স্তুলতুষঃ ক্লেশলঃ কেবলঃ হস্তাদিবেদনামাত্রফলপ্রদঃ ॥ বি০ ৪

৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ শ্রবণ-কীর্তনাদির মধ্যে এক প্রকারের ভক্তিদ্বারাও জীব কৃতার্থ হয়ে যায় । ইহা নৃসিংহপুরাণে উক্ত হয়েছে—“অনায়াস লভ্য বস্তু পত্রপুষ্পফলজলের দ্বারা ভক্তির সহিত অচিন্ত করে সাধুগণ পুরাণপুরুষ ভগবানকে অনায়াসে লাভ করে থাকেন—তবে আর মুক্তির জন্য কেন প্রযত্ন করছ ।” এরূপ হলেও যে জন এই ভক্তিকে পরিত্যাগ করত জ্ঞানে প্রয়াসবান্ত হয়, তার দুঃখমাত্রই ফল লাভ হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শ্রেয়ঃ স্থুতিঃ—মঙ্গল পথ, ‘শ্রেয়ঃ’ অপবর্গ লক্ষণ মঙ্গলো-দয়ের ‘স্থুতি’ পথ—যে ভক্তির ধারা নিবা’রিণীর মতো মধুর নাদে বয়ে চলে, সেই আপনার ভক্তি উদ্দ্বেশ্য—অনাদরে ত্যাগ করে ।—শ্রীস্বামিচরণের ব্যাখ্যা । ‘শ্রেয়ংসি’ জ্ঞান কর্মাদি নানা সাধন সাধ্য ফলসমূহ একমাত্র যার সাধনে হয়, সেই ভক্তিকে ত্যাগ করে । তেষামসৌ—তাদের এই জ্ঞান ক্লেশল—ক্লেশ ‘লাতি’ দান করে এবং সেই জ্ঞান ক্লেশেই পর্যবসিত হয়ে থাকে । এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—স্তুলতুষাবঘাতিনাং—অল্প পরিমাণ চাল পরিত্যাগ করত যেখান সেখান থেকে আনা পর্বত প্রমাণ স্তুলতুষপুঞ্জ সঞ্চয় করে যারা,

৫। পুরেহ ভূমন্ব বহবোহপি যোগিনস্তদপিতেহা নিজকর্মলক্ষ্য।

বিবুধ্য ভক্ত্যেব কথোপনীতয়া প্রপেদিরেহঞ্জেহচ্যত তে গতিং পরাম্ ॥

৫। অন্যঃঃ [হে] ভূমন্ব, অচুত (অপরিচ্ছিন্ন) ইহ (জগতি) পুরা বহবঃ অপি যোগিনঃ স্তদপিতেহাঃ (ত্বয়ি অপিতা চেষ্টা যৈঃ তে) নিজকর্মলক্ষ্য। কথোপনীতয়া (ভৎ কথাশ্রবণাদি রূপয়া) ভক্ত্যা এব বিবুধ্য অঞ্জঃঃ (স্মৃথেন) তব পরাঃ (উত্তমাঃ) গতিং প্রপেদিরে ।

৫। মূলানুবাদঃঃ হে প্রভো, হে অচুত, পূর্বে এ জগতে ভক্তিযোগপরায়ণ বহুজন ভক্তি-পোষণে সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার চালনা করত আপনার নামাদির শ্রবণ-কীর্তনাদি ও ক্রমশঃ শ্রবণ কীর্তন-শ্মরণাদিকৃপ পেমভক্তিদ্বারা আপনার রূপ গুণ লৌলা অনুভব করত স্মৃথে শরণাগতির সহিত আপনার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য পেরেছিলেন ।

সেই অন্তঃকণহীন ধাত্তাভাসের কুটনকারী জনদের যেকোপ সেই স্তুলতৃষ্ণ কেবলমাত্র ক্লেশের কারণই হয়ে থাকে অর্থাৎ হস্তাদি-বেদনামাত্র ফলপ্রদ হয়ে থাকে ॥ বি০ ৪ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ শ্রেয়ঃস্তিত্বঃ ন কেবলঃ বাঙ্গাত্রেণ, কিন্তু পূর্বঃ বহুশোহৃত্বমেবাস্তীত্যাহ—পুরেতি । তৈর্য়জ্ঞিতমেব তত্ত্ব লক্ষ্যা, ‘ধৰ্মঃ স্মৃষ্টিঃ পুংসাঃ বিষ্ক্রেনকথাস্তু যঃ। নোংপাদয়েন্দ্যন্দি রতিঃ শ্রাম এব হি কেবলম্ ॥’ (শ্রীভা০ ১।২।৮) ইতি শ্যায়েন কথারূপচূর্ণপয়া তৎসমীপঃ প্রাপিতয়া ‘সত্তাঃ প্রসঙ্গাঃ’ (শ্রীভা০ ৩।২৫।২৫) ইত্যাদৌ ‘তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবজ্ঞানি শ্রদ্ধা রতিঃ’ ইত্যুসারেণ কথনীয়রূপচূর্ণপয়া আস্তানঃ পরমাস্তানঃ ত্বাঃ বিজ্ঞায় ‘ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ’ (শ্রীভা০ ১।১।২।৮।৩) ইতি শ্যায়েন প্রেমযুক্তিক্রমত্বে ইন্দুভূষ্য পরাম্ অন্তরঙ্গাঃ তব গতিঃ সামীপ্যঃ প্রপেদিরে, প্রপত্তিসহিতঃ প্রাপুরিতার্থঃ । ভূমন্ব হে অপরিচ্ছিন্নমাহাত্ম্যেতি হস্তক্রেতদ্যুক্তমেবেতি ভাবঃ । হে অচুতেতি—যতস্তব ভক্ত্যা কথপিদপি ইষ্টসিদ্ধেশ্চুত্ত্বান্ত্যোবেতি ভাবঃ ; যথোক্তঃ কাশীখণ্ডে—‘ন চ্যবত্তেহথ যদ্ভক্ত্যা মহত্যাঃ প্রলয়াপদি । অতোচুত্যঃ স্মৃতো লোকে স্মৃতেকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥’ ইতি ॥ জী০ ৫ ॥

৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃঃ ভক্তি নিখিল মঙ্গলের পথস্বরূপ, এই যে কথাটা, ইহা কেবল কথার কথা নয় । কিন্তু পূর্বে সাধুগণের দ্বারা বহুভূতও, এই আশয়ে বলা হচ্ছে— পুরা ইতি । তাঁরা ইহা প্রকাশও করেছেন, এখানে এই যে বলা হল নিজকর্মলক্ষ্য—নিজ কর্মের দ্বারা লক্ষ্য (কথারূপ ভক্তি) এ সম্বন্ধে যুক্তি হচ্ছে, বর্ণাশ্রমধর্ম পালনের কাজই হচ্ছে, ভক্তিতে পৌছে দেওয়া, না দিলে, সে তো পরিশ্রম মাত্র সার “বর্ণাশ্রম ধর্ম যথাযথ পালিত হয়ে যদিঃশ্রীভগবানের কথায় রতি না জন্মায়, তবে তা বৃথা পরিশ্রমে পর্যবসিত ।”—(শ্রীভা০ ১।২।৮) । এই যুক্তি অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম যথাযথ পালনে শ্রীহরিকথায় রূপচূর্ণ ভক্তি লাভ হয়, যা শ্রীভগবৎ সান্নিধ্য দান করে ।—“সাধুদের প্রকৃষ্ট সঙ্গে শ্রীভগবানের হৃকর্ণ রসায়ণা কথা হয়, সেই কথা শ্রীতির সহিত সেবা করতে করতে শীঘ্রই অবিদ্যা নিয়ন্তিৰ

বঅৰ্ষৰূপ শ্রীভগবানে ক্ৰমশঃ শ্ৰদ্ধা রতি প্ৰেমভক্তিৰ উদয় হয়।”—(শ্ৰীভাৰ্তা ৩২৫২৫)। এই স্থায় অনুসারে বক্তব্য রুচিৰূপা ভক্তি দ্বাৰা পূৰ্বে বহু ভক্ত ‘আত্মনং’ (স্বামী টীকা) পৰমাত্মা আপনাকে ‘বিজ্ঞায়’—“ভক্তি বিৰক্তি ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান”—(শ্ৰীভাৰ্তা ১১১৩১৪৩)।—এই যুক্তি অনুসারে প্ৰেম বৃক্ষিতে শ্রীভগবৎ-অনুভব কৰত, পৰামু—আপনাৰ অন্তৱ্রঙ্গা গতি সামৰিধ্য প্ৰপেদিৰে—শৱণাগতিৰ সহিত পেয়েছিল। ভূমন—হে অসীম মাহাত্মা, অতএব আপনাৰ ভক্তিৰ পক্ষে ইহা যুক্তিযুক্তি বটে, একপ ভাব। হে অচুৱ্যত—এই সম্বোধনেৰ কাৰণ আপনাৰ ভক্তি, যে কোন প্ৰকাৰে ক্ৰিয়ামান হলেও ইষ্টসিদ্ধি হয়ে থাকে, ইহাতে ব্যতিক্ৰিম হয় না কিছুতেই। এ কথাৰ প্ৰমাণ কাৰ্শীখণ্ডে আছে, যথা—“মহতি প্ৰলয় সময়েও আপনাৰ ভক্তগণ বিনাশ প্ৰাপ্ত হয় না, তাই লোকে আপনি এক বিষ্ণু অব্যয় অচুৱ্যত বলে স্মৰণেৰ বিষয়ীভূত ॥ জীৰ্ণ ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ১ঃ এবং শ্লোকদ্বয়েনাং স্বয়ব্যতিৰেকাভ্যাঃ ভগবৎপ্ৰাপ্তো ভক্তিমেৰ স্থিৱীকৃত্য তত্ত্ব সদাচাৰং প্ৰমাণয়তি—পুৱেতি। হে ভূমন, প্ৰভো, ইহ জগতি যোগিনো ভক্তিযোগবন্ধুঃ এবং ত্ৰ্যেবা-পিতা ইহা চেষ্টা যৈস্ত্বন্তক্ষয়ৰ্থমেৰ সৰ্বেন্দ্ৰিয়ব্যাপারং কুৰ্বাণা ইত্যৰ্থঃ। ভক্তিযোগশৰ্দ্ধাবতাঃ বৰ্ণাশ্রমকৰ্ম্মান-ধিকাৰান্নিজকৰ্ম্মশ্রবণকীৰ্তনাদেৰ তেন লক্ষ্যা বিশেষতস্ত কথয়া শ্ৰতকীৰ্তিতস্মৃতয়া উপ আধিক্যেন নীতয়া প্ৰাপিতয়া ভজ্যা প্ৰেমলক্ষণযৈৰ বিবুধ্য বিজ্ঞায় হস্তপঞ্চলীলাদিকমনুভূয়েত্যৰ্থঃ। পৰাং প্ৰেমবৎ পাৰ্বদহ-লক্ষণাং গতিং প্ৰাপ্তাঃ। যদা, যথা কেবলবোধে বিফল স্তথা কেবলযোগচেত্যত্র সদাচাৰং প্ৰমাণয়তি—পুৱেতি। বহুকালং যেগিনো ভূত্বাপি যোগং নিষ্ফলং জ্ঞাত্বা তয়ি অপিতা ইহা চেষ্টাচ নিজকৰ্ম্মচ তাভ্যাঃ লক্ষ্যা ভজ্যা জ্ঞানমিশ্রযৈৰ বিবুধ্য স্থাঃ জ্ঞাত্বা ॥ বি ৫ ॥

৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদ ১ঃ এইৱেপে শ্লোকদ্বয়ে অন্বয়-ব্যতিৰেকে ভগবৎ প্ৰাপ্তি সম্বন্ধে ভক্তিকেই নিশ্চয় কৰত সে সম্বন্ধে সদাচাৰ প্ৰমাণীকৃত হচ্ছে—পুৱা ইতি। হে ভূমন—হে প্ৰভো ! ইহ—এই জগতে যোগিনো—ঘারা ভক্তি যোগবন্ধু এবং ঘাদেৰ দ্বাৰা শ্রীভগবানেৰ ইহা—চেষ্টা অপিত হয় অৰ্থাৎ ভক্তিৰ পোষণেৰ জন্যই সমস্ত ইন্দ্ৰিয় ব্যাপার পৰিচালনা কৰেণ। ভক্তিযোগে শৰ্দ্ধাবতান্ত্রিকাৰ্তনাদি বৰ্ণাশ্রম কৰ্মে অধিকাৰ না থাকায় তাদেৰ নিজকৰ্ম্ম—শ্রবণ কীৰ্তনাদিই হয়ে থাকে—এই শ্রবণ কীৰ্তনাদি দ্বাৰা লক্ষা, বিশেষত কথোপনীতয়া—‘কথয়া’ শ্রবণ-কীৰ্তন-স্মৰণেৰ দ্বাৰা উপ—অধিক ভাবে নীতয়া—প্ৰাপিত প্ৰেম ভক্তি দ্বাৰা বিবুধ্য—শ্রীভগবানেৰ কুপ-গুণ-লীলাদি অনুভব কৰত। পৰাং—প্ৰেমবৎ পাৰ্বদহ-লক্ষণা গতি পেয়েছে। অথবা, পূৰ্বেৰ শ্লোকে যেমন বলা হল কেবল জ্ঞান বিফল সেইৱেপ কেবল যোগণ বিফল, এই সম্বন্ধেই সদাচাৰ প্ৰমাণীত হচ্ছে পুৱা ইতি। বহুকাল যোগ সাধনাৰ পৰ যোগ সাধনা নিষ্ফল জেনে হে ভগবন্ত, আপনাতে অপিত ইহা চেষ্টা ও নিজ কৰ্মেৰ দ্বাৰা লক্ষা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি দ্বাৰা বিবুধ্য—আপনাকে জেনে ॥ বি ৫ ॥

৬। তথাপি ভূমন্ত মহিমাগুণস্ত তে বিবোদ্ধু মহিত্যমলান্তরাত্মভিঃ ।

অবিক্রিয়াৎ স্বান্তুভবাদরূপতো অনন্তবোধ্যাত্মতয়া ন চান্ত্যথা ॥

৬। অঘয়ঃ [হে] ভূমন্ত তথাপি অমলান্তরাত্মভিঃ (গুন্দ্রন্তরাত্মভিঃ) অবিক্রিয়াৎ (বিকাররহিতাং) অরূপতঃ (অবিষর্বাং) অনন্তবোধ্যাত্মতয়া (অনন্তবোধ্য আয়া স্বরূপঃ যন্ত তন্তয়া) স্বান্তুভবাং অগুণস্ত তে মহিমা বিবোদ্ধুঃ (জ্ঞাতুং) অর্হতি অন্তথা ন চ ।

৬। মূলান্তুভবাদঃ (যদিও একমাত্র কেবলা প্রেমভক্তিতেই আপনার সবিশেষ মধুর অনুভব হয়, তথাপি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে যে আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব হয়ে থাকে, সেই কথাই এখানে বলা হচ্ছে, তথাপি ইতি) ।

তথাপি হে মধুররূপ প্রকটনপর ! প্রাকৃত গুণরহিত আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ কেউ কেউ নির্বিকার, বিষয়াকার রহিত শুন্দ অন্তিমীয় তত্ত্ব জ্ঞাপক আয়াকার-অন্তরণে স্বকর্মক অনুভব হেতু গোচরী-ভূত করতে সমর্থ হন । স্বান্তুভব ব্যতিরেকে জানা যায় না । অথবা, হে মধুর রাখাল রূপ প্রকাশকারী ! যদিও ভক্তি দ্বারাই আপনাকে জানা যায়, তথাপি প্রাকৃতগুণ রহিত আপনার করুণাদি গুণাবলীর একটিরও মহিমা সম্পদ কচিং কেউ অতি প্রয়াসী বিদ্বান् বিষয়-নিবৃত্ত শুন্দ চিত্তে উপলক্ষ করতে পারেন—তাও আবার অন্তাভিলাষশূন্ত শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সংসর্গশূন্ত নিজ অনুভব অনুরূপে, উপনিষৎ ভিন্ন অন্ত প্রমাণের দ্বারা অবোধ্য ব্রহ্মস্বরূপে, সর্ব প্রকারে নয় । স্বান্তুভব ব্যতিরেকে জানা যায় না ।

৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ তদেবং যদিপি ‘জ্ঞানে প্রয়াসম্’ ইত্যাদিনা জ্ঞানমাত্রস্যামৃগ্যস্তমুক্তং, তথাপ্যস্তি বিশেষ ইত্যাহ—তথাপীতি স্বাভ্যাম্ । অগুণস্ত কৃচিদধিকারিণি অপ্রকাশিতগুণস্ত সতঃ বিবোদ্ধুঃ বুদ্ধো প্রকাশিতুঃ পচের্বিক্রিতিবিক্রেনাবৎ কর্মনিষ্ঠো বিকারাদিঃ কর্তৃনির্বিশ্চ, তন্ত হেতুত্বলক্ষণে। ভাবঃ সর্বসকর্মকধাতোগৌরমুখ্যভাবেন বাচ্যো ভবতি, অন্তভূত-গ্যর্থব্যাং । অতো বুধ-ধাতোরপি প্রকাশ-মাত্রহম্ ইন্দ্রিয়করণক প্রকাশকহেতুত্বং বিন্দিতে । তদেবং কর্মনির্বিশ্চ-প্রকাশমাত্রবিবক্ষয়া ওদনঃ পচতৌতিবৎ বিবোদ্ধু মহিতীত্যপি স্তোৎ । অর্হতি অর্হ্যাতে ইত্যনেন বোধগোচরীকর্তৃঃ শক্যত ইত্যর্থঃ । অন্তকর্তৃকগোচরী-করণায় যোগেয় ভবতীত্যক্তেন্তর্থে তাৎপর্যব্যাং । মহিমা মহিমানমিতি ‘সুপাং সুপঃ’ ইত্যাদিনা সু-ভাবাং । অনন্তবোধ্যাত্মতয়া চিদেকাকারাংশেন জীবেশয়োরভেদভাবনয়া । অন্তর্ভৈঃ । তত্ত্ব বৃত্তিনির্বিষয়ঃ চিত্তমেব, ফলং বিষয়াকারচিদাভাসযুক্তং, তদেবেতি জ্ঞেয়ম্ । যদা, যদিপি ভক্ত্যেব বিবুদ্ধোত্যুক্তং, তথাপ্যনন্তকল্যাণ-গুণ-মহোদধেস্তব সম্যগ্জ্ঞানং ন স্তাদেব, কিন্তু কস্তুচিদেকস্ত হস্তগুণস্ত মাহাত্ম্যজ্ঞানং কস্তাপি জনস্ত যৎ-কিঞ্চিদেব ভবেদিত্যাহ—তথাপীতি । তে গুণাঃ করুণাদিলক্ষণাস্ত্রেষামেকোইপি তন্ত মহি মহিমা, তন্ত মালক্ষ্যাঃ সম্পদ ইত্যর্থঃ ; তাঃ কশিদ্বিবোদ্ধু অর্হতি, তচ্চ স্বান্তুভবাং স্বান্তুভবং স্বকীয়ানুশীলনমনুস্ত্য যথা স্বান্তুভবস্তথা, ন তু সর্ব-থত্যর্থঃ । কথন্তুতাৎ ? অবিক্রিয়াৎ অভিলাষান্তরশূন্ত্যাং । স কীদশোইনুভবঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অনন্তবোধ্যাত্মতয়া আয়োকজ্ঞেয়স্বরূপত্বেন অরূপতঃ রূপঃ অনিন্দিপ্যা-

দিত্যর্থঃ । ন চান্তথেতি—ন স্বান্তুভবব্যতিরেকেন চ, ন স্বান্তুভবাতিরেকেণ বিবোদ্ধুমৰ্হতীত্যর্থঃ । এবং শ্রীভগবদগুণস্থাপি ব্রহ্মস্বরূপত্বমভিপ্রেতম্ ॥ জী০ ৬ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈৰোধী টীকানুবাদঃ এইরূপে যদিগু ১৪/৩ শ্লোকে 'জ্ঞানের জন্য কিঞ্চিং মাত্র প্রয়াস না করে' ইত্যাদি কথায় জ্ঞান মাত্রেরই জগ্নাই যে অন্ধেষণ অপ্রয়োজনীয়, তাই বলা হল, তথাপি এর কিছু বিশেষও আছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তথাপি ইতি দুই শ্লোকে অগুণস্তু—কোনও কোনও অধিকারিতে যার গুণ প্রকাশিত হয় না, সেই অপ্রকাশিত গুণ ব্রহ্মের (মহিমা) বিবুদ্ধুৎ—বুদ্ধিতে প্রকাশ করতে অহর্তি—'অর্হতে' অর্থাৎ কোনও জন জ্ঞান-গোচর করতে সমর্থ হয়ে থাকেন। অন্ত্যবোধ্যাত্মতয়া—জীব অনুচ্ছি, আর ঈশ্বর বিভুচ্ছি—এই 'চিং' অংশে জীব ঈশ্বর অন্তে, এইরূপ অভেদ ভাবনা দ্বারা (ব্রহ্মের মহিমা জ্ঞান গোচর করতে সমর্থ হয়)। [শ্রীধর—এইরূপে তাৰং সগুণ নিগুণ উভয়েরই জ্ঞান দৃঢ়ট এবং শ্রীহরিকথা শ্রবণাদি দ্বারাই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়ে থাকে অন্য প্রকারে হয় না—এইরূপ বলা হল ;—তথাপি গুণাত্মিতের জ্ঞান কথাঞ্চিৎ হয়ে থাকে। কিন্তু সগুণের হয় না—কারণ সগুণ আপনার গুণ অচিন্ত্য অনন্ত—এইরূপে শ্লোকদ্বয়ে স্তব করা হচ্ছে—তথাপি ইতি। হে ভূমন্ত ! হে অপরিচ্ছিন্ন ! অর্থাৎ হে অনন্ত ! অগুণ আপনার মহিমা অমলান্তরাত্মভিঃ—ভিতরে পুটিয়ে আনা নির্মল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিবোদ্ধুমু—জ্ঞান-গোচরী হওয়ার জন্য যোগ্য হয়। অথবা, মহিমা বিবোদ্ধুমু—আপনার মহিমা জ্ঞানতে সম্মত হয়। অথবা আপনার মহিমা কেউ কেউ বুঝতে সমর্থ । কি করে ? স্বান্তুভবাৎ—আআকারা অন্ত করণের সাক্ষাত্কার হেতু মহিমা জ্ঞান গোচর হয়—আচ্ছা অন্তকরণই সবিকার বস্তুকেই বিষয় করে থাকে, তা হলে কি করে তাৰ আআকারতা বা ব্রহ্ম আকারতা হতে পারে, এরই উভয়ে, অবিক্রিয়াৎ ইতি—'বিক্রিয়া' বিশেষ আকার—এই বিশেষ আকার রহিততা হেতু অর্থাৎ ঘট পটাদি বিশেষ পরিত্যাগই আআকারতা। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আআ নির্বিশেষ, এই আআ যদি অন্তকরণ সাক্ষাত্কারের বা অন্তভবের বিষয় হয়, আআর অনাত্ম প্রসঙ্গ আসে না কি ? এরই উভয়ে বলা হচ্ছে—অনুপত্তা—অনুপ হেতু অর্থাৎ রূপাদি বিষয় শৃঙ্খলা হেতু আআ (বা ব্রহ্ম) অন্তকরণ সাক্ষাত্কারের বিষয় বা অন্তভবের বিষয় হলে দোষাবহ হয় না। চিদাভাসের দ্বারা ঘটপটাদিরই জ্ঞান হতে পারে, আআর নয়। আআকার চিত্তে আআ বা ব্রহ্মের সাক্ষাত্কার হবে কি করে ? অন্ত্যবোধ্যাত্মতয়া—অন্য কারণ দ্বারা নয়, নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে থাকেন বলে—তা হলেও ঘট পটাদি সম্বন্ধে যেমন বলা হয় ঘটপটাদি এইরূপ সেই রূপই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা যাবে না—ইনি এইরূপ।

অথবা, যদিও বলা হল ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানকে জানা যায়, তথাপি অনন্ত কল্যাণগুণ-মহোদধি আপনার সম্যক্ত জ্ঞান হয় না ; কিন্তু আপনার কোন একটি গুণের মাহাত্ম্য-জ্ঞান কোনও জনের যৎকিঞ্চিংই হয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তথাপি ইতি। মহিমা গুণস্তুতে—সেই করুণাদি লক্ষণ গুণ সমূহের একটিরও যে 'মহি' মহিমা তাৰ 'মা' লক্ষ্মী অর্থাৎ সম্পদ, কচিং কেউ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়ে থাকে, তাও স্বান্তুভবাৎ—স্বকীয় অনুশীলন অনুসারে যতটুকু নিজ অন্তভব ততটুকুই—সর্বথা নয়।

কিরূপ অনুভব হেতু ! অবিক্রিয়াৎ—অন্য অভিলাষ শৃঙ্খ নিজ অনুভব হেতু । সেই অনুভব কি জাতীয় ? এর উক্তরে, অনন্যবোধ্যাত্মতয়া—আঁচ্ছেক জ্ঞেয় স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপে অনুভব, অরূপতৎ—কারণ শ্রীভগবানের রূপ অনিকৃপনীয় । ন চান্যথা—স্বানুভব ব্যতিরেকে জ্ঞান গোচরীভূত হয় না । এইরূপে শ্রীভগবানের গুণেরও ব্রহ্ম স্বরূপতা অভিপ্রেত ।—এই পর্যন্ত টীকা । (বিবৃতি—‘সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম’ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে জানা যায় । শ্রীভগবান্ জগতের সর্বত্রই সচিদানন্দ সত্ত্বারূপে প্রকাশিত—জগতের সর্বত্র যে চৈতন্যের অভিব্যক্তি, তাকে চিদাভাস বলে ।

এই চিদাভাস এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংঘোগ বিশিষ্ট বিষয়াকার চিত্ত বৃত্তির সাহায্যেই ষষ্ঠিপটাদি বিষয়ে জ্ঞান হয়—চক্ষুদ্বারে ষষ্ঠিপটাদির সম্বন্ধে চিত্ত ষষ্ঠিপটাদির আকার ধারণ করে ইহাকেই বলে চিত্তের বিষয় আকারতা, ইহাতেই ষষ্ঠিপটাদির অজ্ঞানতা দূর হলেও জ্ঞান অমনি হয় না—ষষ্ঠিপটাদির জ্ঞান হয় চিদাভাসের দ্বারা । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয় সম্বন্ধ ছিল হলে চিত্ত আত্মাকারতা লাভ করে । চিদাভাসের দ্বারা কিন্তু শ্রীভগবানের স্বগুণ নিষ্ঠ্বণ কোনও স্বরূপেরই জ্ঞান হয় না, শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ শক্তিতেই ‘আত্মাকার’ চিত্তে তিনি প্রকাশিত হন, কিন্তু এখানেও তার নিষ্ঠ্বণ স্বরূপের প্রকাশ সন্তুষ্ট—স্বগুণ স্বরূপের নয় । ঐশ্বর্য-মাধুর্য ময় সচিদানন্দ শ্রীভগবানের সবিশেষ শ্রীবিগ্রহ আত্মাকার চিত্তেও প্রকাশিত হয় না, তার নির্বিশেষ স্বরূপেরই প্রকাশ হয়ে থাকে ।—যেমন নির্বিশেষ তেজোমণ্ডল রূপেই আমাদের নয়নে সৃষ্টি প্রকাশিত হয়—সবিশেষ রূপটি তার ধরা পড়ে না ।)

। শ্রীবলদেব—স্বানুভবাত—নিজ কর্তৃক অনুভব হেতু-যথা নিজ অনুভব সেই রূপই উপলক্ষ্য হয় । সর্বথা নয় । কিন্তু অনুভব হেতু ? অরূপতৎ—শব্দ স্পর্শাদি বিষয় সংসর্গশৃঙ্খ অনুভব হেতু । অবিক্রিয়াৎ—‘বিক্রিয়া’ গুণ থেকে অন্য বিষয়ে অভিলাষ—ইহার রাহিত্য হেতু । সেই অনুভবের রীতি বলা হচ্ছে—অনন্যবোধ্যাত্মতয়া—‘ন অঁচ্ছেঃ’ উপনিষৎ ভিন্ন অন্য প্রমাণের দ্বারা বোধ্য নয় ‘আত্মা’ স্বরূপ যার সেই ব্রহ্ম—অর্থাৎ অনন্যবোধ্য হওয়া হেতু আর্ণের দ্বারা যেমন গন্ধ অনুভবের বিষয় হয় সেইরূপ উপনিষদের দ্বারাই সেই ব্রহ্মের গুণ অনুভব করা যায় ।] ॥ জৌ ০ ৬ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ এবং যদুপি কেবলয়া প্রেমভক্ত্যব তব সাক্ষাদেতৎস্বরূপানুভবে ভবতি তথাপি কেবলজ্ঞানস্ত বিগীতস্তান্ত্রিকমিশ্রজ্ঞানমপি তব নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপানুভবে কারণং ভবতি কিন্তু “জ্ঞানং ময়ি সংস্তাসে”দিতি তছন্তেজ্ঞান সংস্তাসানন্ত্রমেবেত্যাহ— তথাপীতি । যদুপি কেবলা ভক্তির্ব্যান্তদপীত্যৰ্থঃ । হে ভূমন্, ভূঃপ্রাহ্বর্তাবস্তুদ্যুক্তমধূরেতদ্রপর্ত্ববন্, অগ্নিস্ত প্রাকৃতগুণরহিতস্ত তব মহিমা মহত্বং বৃহত্ত্বরূপ একো ধৰ্মঃ “মদীয়ং মহিমানং পরব্রহ্মতি শব্দিতম্ । বেৎস্যস্তুগৃহীতং মে সংগ্রামৈর্বিত্বং হনী”তি তছন্তেঃ “সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্তপি নাথে”তি ধ্রুবোক্তেশ্চ মহিমশব্দেন প্রসিদ্ধং পরং ব্রহ্ম, বিবোক্তং স্বয়মেব বিবোধ্য়া ভবিতুমর্হতি—পচ্যতে ওদনং স্বয়মেবেতিবৎ । কর্মণঃ কর্তৃত্বং যথা কুঠারঃ স্বয়মেব বৃক্ষং ছিন্নত্বাত্যত্র করণস্ত কর্তৃত্বং বিবক্ষিতম্ । কস্মান্নিমিত্তাত ? অমলৈঃ শুদ্ধেরস্তরাত্মভিঃ স্বানুভবাত স্বকর্ম্মকাদনুভবাত । ন স্বন্দুভবং খন্দনঃকরণবৃত্তিঃ সাচ সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী নির্বিকারঃ ব্রহ্ম কথং বিষয়ী কৃধ্যাদিত্যতো বিশিনষ্টি—অবিক্রিয়াৎ

ন বিশ্বতে বিক্রিয়া বিকারে। যত্র তথাভূতাং বিকারে। হি মায়াধম্রঃ সচ মায়োপরমে কৃতঃ স্থাদিতি লিঙ-  
দেহাভাব এব বাঞ্ছিতঃ। নমু তদপি ব্রহ্মণো হিষয়ত্বেনামুভববিষয়ত্বানৌচিত্যাদিত্যতঃ পুনর্বিশিষ্টি, অরূপতঃ  
রূপঃ বিষয়স্তদিত্যাং বিষয়কারত্বহিতাং ব্রহ্মাকারাদিত্যৰ্থঃ। ব্রহ্মণো ব্রহ্মাকারামুভববিষয়তঃ ন দোষ ইতি।  
নম্বস্তি কিং তদোধে প্রকারাম্বুরঃ? তত্ত্বাহ—অনন্যবোধ্য আত্মা স্বরূপঃ যস্ত তত্ত্বয়া নৈবাত্মথা স বিবোধ্যো  
ভবিতুমহৃত্তীত্যস্তঃ। যথা বিষয়কারামুভব এব শব্দস্পর্শাদীন্ম বিষয়ীকরোতি ন ব্রহ্ম। তথৈব ব্রহ্মাকারামুভব  
এব ব্রহ্ম বিষয়ীকরোতি ন শব্দাদীন্মিত্যৰ্থঃ॥ বি। ৬॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকামুবাদঃঃ এইরূপে যদিও কেবল প্রেমভক্তি দ্বারাই আপনার সাক্ষাং  
এই স্বরূপামুভব হয় তথাপি (কেবল জ্ঞানের নিল্বা হেতু) ভক্তিমিশ্র জ্ঞানও আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ  
অমুভবে কারণ হয় কিন্তু “জ্ঞানঞ্চময়ি সংগ্রহমেদিতি” এইরূপ উক্তি থাকা হেতু জ্ঞান ত্যাগান্তেই হয়, এই  
আশয়ে বলা হচ্ছে, তথাপীতি। তথাপি—(সংশয়ে) যদি কেবলা ভক্তির অভাব হয়ে পড়ে, তথাপি হে ভূমন্ত  
—‘ভূ’ প্রাহৰ্ভাব—হে প্রাহৰ্ভাবযুক্ত অর্থাং হে মধুর রূপ প্রাহৰ্ভাববান্ম! অগ্নিশ্চ—প্রাকৃতগুণ রহিত  
আপনার মহিমা—‘মহত্ত্ব’ বৃহত্ত্বরূপ অদ্বিতীয় ধর্ম।—“মহৎ আমার যে মহিমা অদ্বিতীয় ধর্ম তাকে  
আমারই ব্যাপক নির্বিশেষ স্বরূপ বলে অমুভব করবে।”—(শ্রীভা। ৮।২৪।৩৮)। এইরূপ শ্রীভগবানের উক্তি  
থাকা হেতু এবং ‘ব্রহ্মণি স্বমহিমণি’ এইরূপ শ্রবের উক্তি থাকা হেতু ‘মহিমা’ শব্দে প্রসিদ্ধ পরব্রহ্ম বিবুদ্ধঃঃ  
—নিজে নিজেই জ্ঞানগোচর হওয়ার যোগ্য—এখানে কর্মে কর্তৃবাচ্য হয়েছে, যেমন ‘অন্ন নিজে নিজেই  
পাক হয়’—কাজেই অর্থ হবে, কেউ কেউ পরব্রহ্মকে শুন্দ চিন্তে গোচরীভূত করতে সমর্থ। ‘কুঠার নিজেই  
বৃক্ষ কাটে’ এখানে যেমন কুঠারের করণের কর্তৃত সেইরূপই নির্বিশেষ পরব্রহ্মে কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ, এখানে  
আসলে কর্তা হল, যার দ্বারা জ্ঞানগোচর হন সেই ব্যক্তি। কোন্ম নিমিত্ত হেতু? অমলান্তরাম্বিভিঃ—শুন্দ  
অন্তরাত্মা দ্বারা, স্বামুভবাং—স্বকর্মক অমুভব হেতু। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা অমুভব হল, অন্তকরণবৃত্তি এবং এই  
বৃত্তি সূক্ষ্মদেহ বিকারময়ী, ইহা নির্বিকার ব্রহ্মকে কি করে বিষয়ীভূত করতে পারে? এরই উত্তরে বলা  
হচ্ছে, এখানে নির্বিকার অন্তকরণের কথাই বলা হয়েছে, তাই এর বিশেষণ দেওয়া হল অবিক্রিয়াৎ—  
নির্বিকার। বিকার হল মায়াধর্ম—মায়া চলে গেলে আর বিকার থাকে কি করে, এইরূপে সূক্ষ্ম দেহ রাহিত্য  
ব্যঞ্জিত হল। অতএব দেখা যাচ্ছে, নির্বিকার অন্তকরণেই নির্বিকার ব্রহ্ম বিষয়ীভূত হওয়ার কথা বলা হল,  
কাজেই দোষ আসছে না। তা হলেও ব্রহ্মের বিষয় রহিততা হেতু নির্বিকার চিন্তেও এর অনুভব বিষয়তা  
অমুচিত— এতে অনাত্মত প্রসঙ্গ এসে যেতে পারে না-কি? এরই উত্তরে, অরূপতঃ—বিষয়-আকারতা  
রহিত অর্থাং ব্রহ্মাকার হেতু—অন্তকরণ ব্রহ্মাকার হওয়া হেতু সেই অন্তঃকরণে ব্রহ্ম গোচরীভূত হয়। এতে  
কোন দোষ হয় না। অন্য কোনও প্রকারে কি ব্রহ্মকে জানা যায়? এরই উত্তরে, অনন্যবোধ্য—অদ্বিতীয়  
তত্ত্ব জ্ঞাপক আত্মা’ স্বরূপ যার সেই আত্মাকার বা ব্রহ্মাকার অন্তকরণের দ্বারা ব্রহ্ম গোচরীভূত হন—যথা  
বিষয়কার অমুভবই শব্দ স্পর্শাদিকে বিষয়ীভূত করে, ব্রহ্মকে করে না, সেই রূপই ব্রহ্মাকার অমুভবই  
ব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করে শব্দাদিকে করে না॥ বি। ৬॥

୧ । ଗୁଣାତ୍ମନସ୍ତେହପି ଗୁଣାନ୍ ବିମାତୁଂ ହିତାବତୀର୍ଣ୍ଣ କ ଈଶିରେହସ୍ତ ।

କାଲେନ ଯୈର୍ବା ବିମିତା: ସୁକଲୈଭୁର୍ପାଂଶବଃ ଖେ ମିହିକା ଦ୍ୟଭାସଃ ॥

୧ । ଅସ୍ତ୍ର: ଅସ୍ତ୍ର (ଜଗତଃ) ହିତାବତୀର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାତ୍ମନ: ତେ (ତବ) ଗୁଣାନ୍ ବିମାତୁଂ (ଗଣ୍ଯିତୁଂ) କେ ଈଶିରେ (ସମର୍ଥା: ଯୈର୍ବା ସୁକଲୈ: (ନିପୁଣେ: କାଲେ ଭୂପାଂଶବଃ (ଭୂମି କଣା: ମିହିକା: (ହିମକଣା: ଦ୍ୟଭାସଃ (ନକ୍ଷତ୍ରାଦି) ବିମିତା: (ଗଣିତା: [ତେ ରପି ତବ ଗୁଣାନ୍ ବିମାତୁଂ ନ ଶକ୍ୟତେ । ।

୧ । ମୁଲାନୁବାଦ: ହେ ହଜ୍ଜେ'ଯ ! ସ୍ଵରୂପଭୂତା ଗୁଣେ ଗୁଣୀ, ଜଗଂ ହିତାର୍ଥେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଆପନାର ଗୁଣେର ଗଣନା କେ କରତେ ସମର୍ଥ ? ଅତି ନିପୁଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦର୍ମାଦି କାଲେ ଧୂଲିକଣା, ହିମକଣା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାଦିର କିରଣ-ପରମାତ୍ମା ଗଣନା କରତେ ସମର୍ଥ ବଟେ, ତଥାପି ମେହି ତାଙ୍କ ଆପନାର ଗୁଣଗାନ୍ ନିରନ୍ତର କରେ ଗେଲେଓ ଅନ୍ତ ପାନ ନି ।

୧ । ଶ୍ରୀଜୀବ-ବୈଠକୀ ଟୀକା: ଗୁଣାତ୍ମନ ଇତି ତତ୍ର ପୂର୍ବମ୍ବିନିର୍ଥେ ପୂର୍ବକେରାବତାରିକା, ଉତ୍ତର-ମ୍ବିନିର୍ଥେ ସଥା ବିଶେଷତଃ ସ୍ଵର୍ମବତୀର୍ଣ୍ଣସ୍ତ ତବ ଗୁଣାଃ ମାହାତ୍ୟମିଯତ୍ତମପି ନ କେନଚିଦପି ଜ୍ଞାତୁଂ ସମର୍ଥ: ଶ୍ଵାଦି-ତ୍ୟପକ୍ରମବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବାନ୍ତରପ୍ରକରଣସ୍ତାପ୍ୟର୍ଥଃ ପର୍ଯ୍ୟବସାଯାଯତି—ଗୁଣେତି ; ସଦା, ଗୁଣାନାମାତ୍ମନଶେତରିତୁଃ ପୂର୍ବ-ମବତାରାତ୍ମରେର୍ଜତ୍ୟପ୍ରକଟନେନ ପ୍ରସ୍ତୁତାନାମିବ ଗୁଣାନାମଧୂନା ପ୍ରକଟନେନ ପ୍ରବୋଧନାଂ, ଗୁଣାନ୍ ପ୍ରକଟଯତ ଇତ୍ୟର୍ଥ: । ସଦା, ଗୁଣୀ ଆତ୍ମନ: ସ୍ଵରୂପଭୂତା ଯଶୋତ୍ତମ: ନିତ୍ୟମପ୍ରାକୃତତ୍ୱଃ ଚୋକ୍ତମ: ; ତଥା ଚ ବ୍ରନ୍ଦତର୍କେ—‘ଗୁଣେଃ ସ୍ଵରୂପଭୂତୈତ୍ତ୍ଵ ଗୁଣ୍ୟୌ ହରିରୁଚ୍ୟତେ । ନ ବିଷ୍ଣୋର୍ଚ ମୁକ୍ତାନାଃ କାପି ଭିନ୍ନେ ଗୁଣେ ମତଃ ॥’ ଇତି ; ତଥା ଚ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣେ—‘ସଭାଦରୋ ନ ସନ୍ତୀଶେ ସତ ଚ ପ୍ରାକୃତା ଗୁଣା: । ସ ଶୁଦ୍ଧଃ ସର୍ବଶୁଦ୍ଧେଭ୍ୟଃ ପ୍ରମାନାତ୍ମଃ ପ୍ରସୀଦତୁ ॥ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିବଲେଶ୍ୟ-ବୀର୍ଯ୍ୟତେଜାଂଶ୍ଵଶେଷତଃ । ଭଗବଚ୍ଛବିଦବାଚ୍ୟାନି ବିନା ହେଇଶୁଣ୍ଟାନିଭିଃ ॥’ ପାଦ୍ମୋତ୍ତରଖଣ୍ଡେ—‘ଯୋହିଦୌ ନିଗ୍ରଣ ଇତ୍ୟକ୍ଷଣଃ ଶାସ୍ତ୍ରେସୁ ଜଗଦୀଶରଃ । ପ୍ରାକୁତେହେଇସଂୟୁକ୍ତେଶୁଣ୍ଟାନିଭେଦେଶୁଣ୍ଟାନିଶରଃ ॥’ ଇତି ; ଏକାଦଶେ (୧୩୧୪୦) ଚ—‘ମାଂ ଭଜନ୍ତି ଗୁଣାଃ ସର୍ବେ ନିଗ୍ରଣଃ ନିରପେକ୍ଷକମ: । ସୁହଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଃ ସାମ୍ୟାସଙ୍ଗଦରୋହିଗୁଣାଃ ॥’ ଇତି । ବ୍ୟାଖ୍ୟାତକ୍ଷଣ ତୈରେବ —ଅଗୁଣା ଗୁଣପରିଣାମା ନ ଭବନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ ଇତ୍ୟର୍ଥ: । ତତ୍ର କୈମୁତ୍ୟମ—ଅସ୍ତ୍ର ଜଗତଃ ସର୍ବସାମେବ ଜୀବାନାଃ ହିତାଯା-ବତୀର୍ଣ୍ଣଶ୍ଵର୍ଣ୍ଣ, ତଦର୍ଥଃ ପ୍ରକଟିତଗୁଣସ୍ତାପି । ଅଯମର୍ଥ:—ଯଷ୍ଟ ଜୀବନ୍ତ ଯେନ ସଥା ହିତଃ ସ୍ତାବ, ତଥାଦୌ ଗୁଣସ୍ତଦର୍ଥଃ ପ୍ରକଟିତିତୁମପେକ୍ଷ୍ୟତେ । ତତ୍ର ଜୀବାନାମାନନ୍ତ୍ୟଃ, ତତ୍ର ଚ ସ୍ଵଭାବାନାମାନନ୍ତ୍ୟଃ, ତତ୍ରାପ୍ୟବସ୍ଥାଦିଭିତ୍ତିଦେନାନନ୍ତ୍ୟମ: ; ଅତନ୍ତତଦର୍ଥଃ ଗୁଣାନାମପ୍ୟାନନ୍ତ୍ୟଃ, ତତ୍ରଦ୍ଵିବିଧିଭିତ୍ତିଦେନ ପରମାନନ୍ତ୍ୟଃ ଶାଦେବେତି ତଦଗନନ୍ତା ନ ସନ୍ତବେଣ, କିମୁତ କାଳଦେଶାନ୍ତପରି-ଛିନ୍ନ ସ୍ଵଲୋକେ ବିହରତ ଇତି । ଯୈର୍ବିମିତାନ୍ତେହପି ନ ଈଶିରେ ଇତି ପୂର୍ବେଗାସାଯଃ । ଯଦ୍ଯପି ଭୂପାଂଶ୍ଵାଦୀନାମପି ଯଥୋତ୍ତରଃ ସୁମ୍ଭୁତରୀନନ୍ତ୍ୟଃ, ତଥାପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦର୍ମାଦିଜ୍ଞାନେନ ତଦଗନନମପି ସନ୍ତବ୍ୟତେ, ବ୍ରନ୍ଦାଶ୍ରେଣ ପରିଚିନ୍ତାବାନ୍ତି, ମହାପୂରୁଷସ୍ତାପ୍ୟଶିନ୍ତବ ତଃ କଥଃ ଶ୍ଵାଦିତି ଭାବଃ । ଶ୍ଲୋକଦ୍ଵରେଇସ୍ତିନ ମଣିଶ୍ଵର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଶ୍ଵେତ ମହିମା ଦର୍ଶିତଃ, ତମାଦପ୍ୟନେନ କୃତବିର୍ବତାବସ୍ଥାପି ଦେବବପୁଷ୍ପ ଇତ୍ୟତ୍ ନିଗ୍ରଣ ବ୍ରନ୍ଦାଶ୍ରେଣ ନାମାବଙ୍ଗୀକୃତଃ । ଏତଦଦ୍ୟାମୁଦ୍ସାରେଣ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତାବନ୍ତ ସ୍ଵତୋ ବହିଭୂତ ଏବେତି, ମୋହିପି ନାନ୍ଦତଃ । ତମାତ୍ତେରପ୍ୟାନ୍ତାପିତ୍ୟାଦି-ଶ୍ଲୋକଦ୍ଵରା ବ୍ୟାଖ୍ୟାଦ୍ୟମିତି ପୂର୍ବପକ୍ଷତରୀ ଦର୍ଶାଇଥା ଶ୍ଲୋକଦ୍ଵରେ ଅଶ୍ଵ-ମୁତ୍ରପକ୍ଷଃ କୃତ ଇତି ନାମମଣିଶ୍ଵର ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟମ ॥ ଜୀବ ୧ ॥

৭। শ্রীজীব বৈৰ তোষণী চীকান্তবাদঃ প্রথমে উপক্রম কৰা হয়েছে ১৪।৫ শ্লোকে, একমাত্র শুন্দা প্রেমভক্তি দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের মধুর রূপ জানা যায়। এখানে সেই কথারই উপসংহার কৰা হচ্ছে, যদিও জানা যায়, তথাপি স্বয়মাবতীর্ণ আপনার অসংখ্য গুণের ইয়ত্তা কেউ কৰতে পারে না - গুণেতি। অথবা, গুণাত্মনঃ- গুণগণে 'আত্মনঃ'-চেতনদাতা আপনার পূর্বের অন্য অবতারে জগতে অপ্রকাশ কৰা হেতু যেন প্রযুক্ত এইরূপ গুণগণের অধুনা প্রকাশের দ্বারা প্রবোধন হেতু অর্থাৎ গুণগণের প্রকাশকারী আপনার। অথবা, গুণগণ 'আত্মন' স্বরূপভূতা যাঁর, অর্থাৎ স্বরূপভূতা গুণ গুণী আপনার—এইরূপে গুণের নিত্য অপ্রাকৃতত্ব বলা হল। ব্রহ্মতর্কে এইরূপ উক্ত আছে, যথা—“স্বরূপভূত গুণে গুণী ইনি হরি বলে কথিত হন। না-বিষ্ণুর, না-মুক্তগণের অন্য কোনও প্রকার গুণ অর্থাৎ প্রাকৃত গুণ আছে, ইহা শাস্ত্র সম্মত নয়।” বিষ্ণুপুরাণে—“যে ভগবানে সম্মাদি প্রাকৃত গুণ নেই, যিনি সর্বশুন্দ হতেও শুন্দ সেই আদি পুরুষ শ্রীভগবান্ন আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” আরও, “শ্রীভগবানের জ্ঞান, শক্তি, বল, শ্রেষ্ঠ্য, বৈষ্ণ ও তেজ প্রভৃতি যে নিখিল গুণ আছে, তৎ সমস্তই ভগবৎ শব্দ বাচ্য—এর সহিত কোনও হেয় গুণের মিশ্রণ নেই।” পদ্মোন্তর খণ্ডে—“শাস্ত্রে যে জগদীশ্বরকে নিষ্ঠ'গ বলা হয়েছে, তার দ্বারা তাতে প্রাকৃত হেয় গুণের অভাবই সুচিত হয়েছে।” আরও একাদশে ১৩।৪০ শ্লোকে—“নিষ্ঠ'গ অর্থাৎ অনিত্য প্রাকৃত গুণ সম্পর্কশূন্য, মায়িক বস্তু নিরপেক্ষ, সর্বভক্তের হিতকারী ও সর্বভক্তের প্রীত্যাস্পদ আমাতে নিত্য অপ্রাকৃত গুণ সকল অবস্থিত থাকে।” স্বামিপাদ (১।১৩।৪০) শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও বলেছেন—‘অগুণঃ’ গুণপরিগামরূপা নয় কিন্তু নিখিল নিত্য গুণ আমাকে সেবা করে। বিমাতং—বি' বিশেষ ভাবে তাৎ মাহাত্ম্য ও এই পরিমাণ সংখ্যাবস্থ, এইরূপ ভাবে 'মাতৃঃ' গণনা করতে ক ঈশ্বরে—কে সমর্থ হয় ? কেউ হয় না। এ সম্বন্ধে কৈমুতিক জ্ঞায় লাগান হচ্ছে, যথা—হিতাবতীর্ণস্ত—এই জগতের সকল জীবের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ, সেই জন্যই প্রকটি গুণেরও যে গণনা করতে কেউ সমর্থ নয় সে আর বলবার কি আছে ? এর অর্থ—যে জীবের যে গুণ মঙ্গল হবে, সেই গুণের প্রকাশ করণের জন্য অপেক্ষমান শ্রীভগবান্ন। এই জগতে জীব অনন্ত, জগতে জীব স্বভাব অনন্ত, তার মধ্যেও আবার অবস্থাদি ভেদে স্বভাব অনন্ত—অতএব অনন্ত জীবের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের অনন্ত গুণের প্রয়োজন। সেই সেই বিবিধ ভেদের দ্বারা গুণ পরম অনন্তই হয়ে যাচ্ছে—তাই তার গণনা সন্তুষ্ট নয়। কালদেশাদিতে অনন্ত স্বলোকে বিহ্রণশীল তাঁর অনন্তগুণের গণনা যে কৰা যায় না, তা আরও বলবার কি আছে ? যৈ সুকলৈঃ—অতি নিপুণ সংস্কৰণাদি যাঁদের দ্বারা হিমকণাদি বিমিতা গণিতা হয়ে যায় তাঁরাও ন ঈশ্বরে—আপনার গুণ গণনা করতে পারেন না—এইরূপ অস্বয় হবে। যদিও ধূলিকণাদি পর পর সৃষ্টিত্বাত্মক অনন্ত, তথাপি শ্রীসংকৰণাদি জ্ঞানের প্রাচুর্যে তার গণনাও করে ফেলতে পারেন, ব্রহ্মাণ্ডের সীমার মধ্যে থাকা হেতু। গবাক্ষের ছিদ্র পথে ধূলিকণার গতায়াতের মতো যাঁর লোম-কূপ ছিদ্রপথে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু গতায়াত করে সেই মহাপুরুষেরও অংশী আপনার গুণ কি করে গণনার মধ্যে আনা যেতে পারে ? এই শ্লোকদ্বয়ে (৬-৭) শ্রীকৃষ্ণের মহিমারই অতিশয় দুর্বোধ্যতা দেখান হল। অতএব ব্রহ্মার বণ্ণিত 'অস্ত্বাপি দেব বপুষো' (১০।১৪।১২)—'অসংখ্য চতুর্ভুজ মূর্তির মধ্যে একটি

বপুরও' বাক্যের মধ্যে নিষ্ঠ'ণ ব্রহ্মাকে অঙ্গীকার করা হয় নি—এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রস্তাব তো স্বতঃই বহিভু'ত-  
তাও আদৃত নয় ॥ জী০ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ চীকাৎ অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময়ঃ তদেবং ভগবৎস্বরূপস্ত প্রেমভক্ত্যা বিনা  
বিজ্ঞাতুং কেইপি মায়াসিন্ধ্বনীর্ণি। অপি বিদ্যাবন্তোইপি ন শরূবন্তি, যদি মে জগজ্জন। অস্মদাদয়স্তাঃ  
পশ্চান্তোইপি ন জানন্তীতি কিং বক্তব্যঃ তব মহামধুরান্ত গুণানপি সংখ্যাতুমপি ন শরূবন্তি তন্মাধুর্যাত্মভববার্তা  
দূরে বর্ততামিত্যাহ—গুণ। আত্মানঃ স্বরূপভূতা যন্ত্রে গুণানাঃ নিত্যস্তমপ্রাকৃতস্তংক্ষেপক্ষম। তথাচ ব্রহ্মতর্কে  
“গুণেঃ স্বরূপভূতৈষ্ট গুণ্যসৌ হরিশ্চরঃ” ইতি। অপিস্তর্থে গুণাত্মন্ত তব গুণান্ত বিমাতুং এতাবন্ত ইতি  
গণয়িতুং কে ঈশ্বরে শরূবন্তি অপিতু নৈব। আমভাব আর্থঃ। অস্ত বিশ্বস্ত হিতায় সংসাররোগনিবৃত্তয়ে  
অবতীর্ণস্ত, বেতি বিতর্কে। যৈঃ স্বকল্পেরতিনিপুণেঃ সন্ধর্ষণাদিভি ভূ'পরমাণবোইপি বিমিতা গণিতা,  
ততোৎপ্রযুক্তিকাঃ খে মিহিকা হিমকণ। অপি তথা, ততোৎপ্রযুক্তিকাদ্যভাসঃ দিবি সূর্যাদীনাঃ কিরণপরমাণব  
স্তথাপি তে সঙ্কর্ষণাত্ম। ধান্ত অত্যাপি গায়স্তো গায়স্তঃ সীমানং নৈবাপ্লুবন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণে ত্রিগুণময়ে  
জগতি আত্মা পালনার্থঃ মনো যস্ত তথা ভূতস্তাপি তব গুণান্ত বিমাতুং ন ঈশ্বরে, কিং পুনগুণাতীতমহা-  
চমৎকারি দধি চৌধাদি ক্রীড়াত্মন ইতি ॥ বি ০ ৭ ॥

৭। শ্রীবিশ্বনাথ চীকান্তুবাদঃ অপ্রাকৃত কল্যাণগুণময় আপনার এই ভগবৎস্বরূপ কিন্তু প্রেম-  
ভক্তি বিনা জানতে কেউ-ই, মায়া সিদ্ধুপার হয়ে আসা জনও, বিদ্যাবন্তো জনও সন্তুষ্ট হয় না, যদি আমার  
জগজ্জনেরা আপনাকে জানতে সক্ষম না হয়, আমরা প্রভৃতি চক্ষুগোচর করলেও না জানি, তবে আর  
বলবার কি আছে আপনার মহামধুর গুণগণও গুণতেও কেউ-ই সমর্থ হয় না, আপনার মাধুর্য-অভুভবের  
কথা দূরে থাকুক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, গুণাত্মনঃ—গুণ সমূহ ‘আত্মানঃ’—স্বরূপভূতা যার, এইরূপে  
গুণ সমূহের নিত্যস্ত ও অপ্রাকৃত বলা হল,—ব্রহ্মতর্কেও আছে—“স্বরূপভূত গুণে গুণী ইনি হরি ঈশ্বর ।”  
অপি—‘তু’ অর্থে—‘গুণাত্মনঃ তু’ অর্থাৎ আপনার স্বরূপভূতা গুণ সমূহ বিমাতুম—‘এত সংখ্যা’ এইরূপ  
গণনা করতে কে ঈশ্বরে—সমর্থ হবে? কেউ সমর্থ নয়। হিতাবতীর্ণস্ত—এই জগতের হিতের  
জন্য অর্থাৎ সংসাররোগ নিবৃত্তির জন্য অবতীর্ণ আপনার বা—বিতর্কে—অতি নিপুণ সঙ্কর্ষণাদি ধূলি কণাও  
বিমিতা—গণনা করতে সমর্থ হয়, তার থেকেও অধিক মিহিকা—হিমকণাও, তথা তার থেকে অধিক  
দ্যুতাসঃ—সূর্যাদির কিরণ পরমাত্ম গণনা করতে সমর্থ হয়, তথাপি সেই সঙ্কর্ষণাদি তাঁর গুণগাণ অত্যাপি  
নিরস্তর করে যাচ্ছেন কিন্তু অস্ত পান নি।—“সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগান। নিরবধি গুণগান, অস্ত নাহি  
পান।—(চৈঃ চঃ আদি ৫।১২১)। অথবা গুণাত্মনঃ—‘গুণে’ ত্রিগুণময় জগতে ‘আত্মা’ পালনার্থ মন  
ঁার তথাভূত আপনার—অর্থাৎ জগৎপালন লীলায় নিযুক্ত আপনার গুণ সমূহই গণনা করতে সমর্থ হয় না  
তো গুণাতীত মহাচমৎকারী দধি চৌধাদি লীলায় মগ্ন আপনার গুণ যে গণনা করতে সমর্থ হয় না, সে আর  
বলবার কি আছে ॥ বি ০ ৭ ॥

୮ । ତତ୍ତ୍ଵକ୍ଷେପାଂ ସୁମୀଳମାଣେ ଭୁଞ୍ଜାନ ଏବାସ୍ତ୍ରକୁତଂ ବିପାକମ୍ ।  
ହାତାଗବପୁତ୍ରବିଦ୍ୱିନମଣ୍ଟେ ଜୀବେତ ଯୋ ମୁକ୍ତିପଦେ ସଦାରଭାକ୍ ॥

৮। অন্বয়ঃ তৎ (তস্মাত্) তে (তব) অনুকম্পাঃ স্বসমীক্ষমাণঃ (সদা মন্ত্রানঃ) যঃ আত্মকৃতং বিপাকঃ ভুংগানঃ এব হৃদ্বাগ্বপুত্তিঃ তে নমঃ বিদ্ধন্সঃ মুক্তিপদে দায়ভাক্ (অধিকারী)।

৮। মূলানুবাদঃ [যে ভক্তিতে আপনাকে পান্ত্রয়া যায় বলা হল, সেই ভক্তি যাজনের পদ্ধতি  
বলা হচ্ছে—।।

অতএব যে ব্যক্তি আপনার করুণার জন্য অপেক্ষমান হয়ে নিঃঙ্কৃত কর্মফল স্থুৎ-ছুৎ অনাদিত্ব ভাবে ভোগ করতে করতে কায়-বাক্য-মনে আপনার শীচরণে প্রণত হয়ে থাকে, সেই জন সংসার-মুক্তি ও শ্রীভগবৎচরণ প্রাপ্তির অধিকারী হয়ে থাকেন।

৮। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ তত্ত্ব ইতি। এব শব্দে। যথাপেক্ষ্যমগ্রেহপ্যহুবৰ্তনীয়ঃ।  
 আত্মান। কৃতমজ্জিতমিত্যবশ্য-ভোগ্যতোক্তা। অতস্তত্ত্ব স্বীকৃতাদিকমন্তমান ইত্যর্থঃ। বিপাকং বিবিধ-কর্ম-  
 আত্মান। কৃতমজ্জিতমিত্যবশ্য-ভোগ্যতোক্তা। অতস্তত্ত্ব স্বীকৃতাদিকমন্তমান ইত্যর্থঃ। বিপাকং বিবিধ-কর্ম-  
 ফলম্, 'পুরেহ ভূমন' ইত্যাদি-রীতা। তদ্বিধকথয়াভিরুচিতীকৃতায় তে তুভ্যং হস্তাথপুর্তিন্মো বিদিধদিতি তত্ত্ব-  
 তাসক্তিঃ কুর্বন্নিতি ভাবঃ। উপলক্ষণক্ষেত্রদৈশ্যাত্মকস্তু ভক্তান্তরস্ত। মুক্তিনামকং পদং চরণারবিন্দম্। 'ষেনাপ-  
 বর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ', 'ভেজে খগেন্দ্রবজপাদমূলম্' ইতি প্রথমে (১৮।১৬); যদা, 'অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ' (শ্রীভা-  
 ২।১।০।১) ইত্যাদো নবমপদার্থকৰণায়া মুক্তেরপি পদে আশ্রয়ে দশমপদার্থকৰণে। 'দশমে দশমং লক্ষ্যম্'  
 (শ্রীভা০ দী ১০।১।১) ইত্যাদিনির্ণীতে অয়ি স দায়ভাগঃ ভবতি আত্মবণ্টন ইব অমেব তস্তু দায়ত্বেন বৰ্তমে।  
 অতো বরাক্যা মুক্তের্বা কা বার্ত্তা ইত্যর্থঃ। অত্র তদ্বাখ্যায়ং নান্যদিতি বুদ্ধিপৌরুষাদিকং নিষিদ্ধং, তদ্বিনাপি  
 জীবতঃ পুত্রস্তু দায়প্রাপ্তেঃ, অত্রাপি জীবতঃ ভক্তিমার্গস্থিতত্ত্বং জ্ঞেয়ঃ, 'দৃতয় ইব শ্বসন্তি' (শ্রীভা০ ১০।৮।৭।১।৭)  
 ইত্যাত্মান্তেঃ। জী০ ৮।

৮। **শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদ** : অতএব জ্ঞানে প্রয়াস ত্যাগ করত ভক্তিই যথাশক্তি করা উচিত এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তৎ ইতি । সুতরাং আপনার অমুকম্পার জন্য সুসমীক্ষমান—সুষ্ঠু অপেক্ষমান—‘এব’ পদে ধ্বনি হল কৃপার জন্য প্রতিক্ষা করে থাকে । (বিতীয় চরণোক্ত) হৃদাগ্ৰ ইত্যাদি—কায়বাক্যমনে আপনার শ্রীচরণে নমস্কার ইত্যাদি । আম্বকৃতৎ—নিজের দ্বারাই ‘কৃত’ অঙ্গিত, এইরপে অবশ্য ভোগ্যতা বলা হল, অতএব এর ফল স্থুৎ দৃঢ়াদি সম্বন্ধে আনাসন্ত থেকে । বিপাকৎ—বিবিধ কর্ম-কুচিসম্পন্ন করার জন্য তে—‘তুভ্যঃ’ আপনাকে কায়বাক্য মনে প্রণাম করেন, এখানে কিন্তু আসন্তি পূর্বকই পূরণে হয়েছে উপলক্ষণে । মুক্তিপদে—মুক্তি পদে—‘অপবর্গাত্ম’ অর্থাৎ মুক্তি নামক শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দ (শ্রীভাৰ ১।১৮।১৬) । অথবা, নামক চরণারবিন্দে ।—‘অপবর্গাত্ম’ অর্থাৎ মুক্তি নামক শ্রীভগবৎ চরণারবিন্দ—সর্গ বিসর্গ-স্থান-পোষণ-উত্তি-মহান্তুর-ঙ্গশ কথা নিরাধ মুক্তি-আশ্রয় । মুক্তিপদে—পুরাণের দশলক্ষণ—সর্গ বিসর্গ-স্থান-পোষণ-উত্তি-মহান্তুর-ঙ্গশ কথা নিরাধ মুক্তি-আশ্রয় ।

পুরাণ লক্ষণের মধ্যে নবমপদার্থকৃপ মুক্তিরও পদে—আশ্রয়ে দশমপদার্থকৃপে অর্থাৎ শ্রীভগবানে। শ্রীভাগ-বত দশমে কৃষ্ণই দশম পদার্থ—আপনাতে সেইজন দায়ভাগী হন অর্থাৎ ভাইয়ে ভাগাভাগির মতো আপনিই সেই জনের দায় অর্থাৎ উত্তরাধিকারী স্থত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিকৃপে বর্তমান থাকেন। অতএব তুচ্ছ মুক্তির কথা উঠতেই পারে না। জী০ ৮ ॥

৮। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাঃ তদেবত্যঃ সর্বসাধনঃ পরিত্যজ্য ভক্তিমেব কুর্বাংস্ত্রাং লভতে ইতি প্রকরণার্থে ইবগতস্ত্র কীৰ্তিঃ সন্ত কুর্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহত্ত্বে ইতি। যস্মাদেব তত্ত্বাদাত্মকৃতঃ বিপাকঃ “ধর্মস্ত হ্যাপবর্গস্ত নার্থোহর্থায়োপকল্পতে” ইত্যত্র প্রতিপাদিতঃ ভক্তেরপ্যনন্ত সংহিতফলঃ স্বৃথঃ তদপরাধফলঃ দুঃখঃ তুঞ্জান এব তৎ তবান্তকম্পাং স্বর্তুসম্যগীক্ষমাণঃ সময়ে প্রাপ্তঃ স্বৃথঃ দুঃখঃ ভগবদভুকম্পাফলমেবেদমিতি জানন्। পিতা যথা স্বপুত্রঃ সময়ে সময়ে দুঃখঃ নিষ্঵রসং কৃপয়েব পায়ত্বতি আংশিক্য চুম্বতি পাণিতলেন প্রহরতিচেতেবং মম হিতাহিতঃ পুত্রস্ত পিতেব মৎপ্রভুরেব জানাতি নন্তহং ময়ি হস্তত্বে নাতি কালকর্মাদীনাং কেষামপ্যধিকার ইতি। স এব কৃপয়া স্বৃথ-দুঃখে ভোজয়তি চ। স্বং সেবয়তি চেতি বিমৃশ্য। “যথা চরেদ্বালহিতঃ পিতা স্বয়ং তথা হমেবার্হসি নঃ সমীহিত” মিতি পৃথুরিব প্রত্যহং ভগবস্তঃ বিজ্ঞাপয়ন্ত হস্তাদিভিন্মস্তুর্বন্ত নাতীব ক্লিশ্ন্ত যো জীবেত স মুক্তিশ্চ পদং তয়োহ্বন্দেক্য তস্মিন্সংসারমুক্তে অচরণ-সেবায়াক্ষেত্যানুষঙ্গিকমুখ্যফলয়ো দায়ভাগ ভবতি, যথা পুত্রস্ত দায়প্রাপ্তো জীবনমেব কারণঃ তথা ভক্তস্ত জীবনঃ তচ্ছেহ ভক্তিমার্গে স্থিতিরেব “দৃতয় ইব শসন্ত্যস্তুত্বতো যদি তেইলুবিধা” ইত্যাদ্যক্তেরিতি ভাবঃ ॥বি০৮

৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্তুতরাঃ এইরূপে সর্বসাধন পরিত্যাগ করে ভক্তিই যাজন করতে করতে আপনাকে লাভ করা যায়—এই প্রকরণের অর্থ যে এইরূপ তা জানা গেল—এখানে আরও জিজ্ঞাস্য কিরূপ হয়ে ভক্তি যাজন করা উচিত, এরই উভয়ে বলা হচ্ছে—তত্ত্বে ইতি। ‘ধর্মস্ত হ্যাপবর্গস্ত’ ইত্যাদি—(শ্রীভা০ ১।২।৯) শ্লোকে প্রতিপাদিত ভক্তিকৃত নির্ধারিত ফল স্বৃথ আৱ তদপরাধ ফল দুঃখ ভোগ করতে করতে, যথা সময়ে প্রাপ্ত এই স্বৃথ দুঃখ শ্রীভগবানের অনুকম্পার ফল, এইরূপ জেনে, পিতা যেমন পুত্রকে সময়ে সময়ে দুঃখ নিষ্঵রস মেহবশেই পান কৰান, কোলে নিয়ে চুমু খান আবাৰ চপেটাঘাত কৰেন, সেইরূপ আমাৰ হিতাহিত আমাৰ প্রভুই জানেন—আমি কিছুই জানি না—ভক্ত আমাৰ উপৰ কাল কৰ্মাদিৰ কোনও অধিকাৰ নেই—আমাৰ মঙ্গলেৰ জন্যই তিনি কখনও স্বৃথ কখনও দুঃখ ভোগ কৰান নিজেৰ সেবা কৰিয়ে নেন—এইরূপ বিচাৰ কৰত, “পিতা যেমন স্বয়ং বালকেৰ শিতাচৰণ কৰে থাকেন সেইরূপ আপনিও আমাৰ মঙ্গলার্থে যত্নপৰায়ণ হউন”—(ভা০ ৪।২।৩।) পৃথুৰ মতো এইরূপ প্রার্থনা কৰত কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবৎচৰণে প্রণতঃ হয়ে যে ব্যক্তি জীবন-ধাৰণ কৰেন, তপস্যাদি ক্লেশ স্বীকাৰে যান না, তিনি মুক্তিপদে—‘মুক্তি’ এবং ‘পদ’ এই দুই শব্দ দল্দল মহাসবদ্ধ হয়ে ‘মুক্তিপদ’ নিষ্পত্তি অর্থাৎ সংসার মুক্তিতে এবং শ্রীভগবৎ-চৰণ সেবাতে, এইরূপে আনুষঙ্গিক এবং মুখ্য ফলদৰেৱ দায়ভাকৃ—দায়ভাকৃ হয়ে থাকেন অর্থাৎ যথা পুত্রেৰ পিতার সম্পত্তি প্রাপ্তিতে জীবনই কারণ অর্থাৎ পিতার সেবাপৰ হয়ে বেঁচে থাকাই কারণ—তথা এই ফলদৰেৱ প্রাপ্তিতে ভক্তেৰ জীবনই কারণ—এই জীবনও ভক্তিমার্গে স্থিতি কৃপ জীবন, অন্য নয়। শ্রীভগ-

৯। পশ্চেশ মেহনার্য্যমনন্ত আগে পরাঞ্চনি ত্যজ্যপি মায়িমায়িনি ।

মায়াং বিতত্যেক্ষিতুমাঞ্চবৈভবং হহং কিয়ানৈচ্ছমিবাচ্চিরগ্রো ॥

৯। অঘয়ঃ [হে] ঈশ, (প্রভো) মে অনার্ধং পশ্চ, অগ্নো অর্চিঃ (স্ফুলিঙ্গঃ) ইব কিয়ান্ অহং হি অনন্তে আগে পরাঞ্চনি মায়ামায়িনি (মায়িনাম্ অপি বিমোহকে) ভৱি (ভগবতি) অপি মায়াং বিতত্য আত্মবৈভবং (নিজগ্রহ্যং) ঈক্ষিতুং (দ্রষ্টং) ঈচ্ছম্ ।

৯। মূলানুবাদঃ ব্রহ্মা স্বরূপ কর্মের জন্য অনুত্তাপের সহিত বলছেন—হে ভগবন् ! আমার দুর্জনতা মৃচ্যু দেখুন-না একবার—অসীম গ্রিষ্মশালী, আত্মারও আত্মা, মায়াবিদিগেরও মায়াবী পিতা আপনাতে মায়া বিস্তার করত আপনার মণ্ডুমহিমা দেখতে ইচ্ছা করেছিলাম—অহো আপনার কাছে আমি তো একটা তুচ্ছ—এ যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ইচ্ছা, মহা অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়ে তাকেই দপ্ত করা ।

বানের সেবাপর হয়ে বেঁচে থাকাই কারণ । “জীব যদি আপনার প্রতি ভক্ষিযুক্ত হয়ে বাঁচে তবেই সার্থক বাঁচা নতুবা কামারের ভদ্রার মতো শুধু মাত্র বায়ু গ্রহণ-ত্যাগ স্বার ।”—(শ্রীভা০ ১০।৮।৭।১৭) ॥ বি ০ ৮ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী চীকাৎ : তত্ত্ব জ্ঞানস্তা প্রারোচকত্বে স্বরমেব দৃষ্টান্তীকুর্বন্ত তত্ত্বেব স্বাপরাধমপি ক্ষমাপয়িতুমপ্রক্রমতে—পশ্চেতি । আর্যাঃ স্বজনস্তস্ত ভাবঃ আর্যং, তত্ত্ব বিজ্ঞহমপি ক্রোড়ী-করোতি, অতস্ত্বিপরীতং দৌর্জন্যং মৃচ্যুং চানার্যং পশ্চেতি তস্ত প্রাকট্যাদিকং বোধিত্বম্ । তত্ত্ব ঈশে স্বপ্রভো, তত্ত্ব চাগে পিতরি ত্যজ্যপি দৌর্জন্যম্, অনন্তে অপরিচ্ছিন্মহিমি পরাঞ্চনি আত্মনোইপ্যাত্মনীতি মৃচ্যুং তত্তদ-জ্ঞানস্তেইপি মায়িমায়িনি মায়াং বিতত্যেতি পরমমৃচ্যুত্তমঃ; কিং তৎ আত্মনস্তব বৈভবং মাহাত্ম্যমীক্ষতুমেচ্ছং, যং দ্রষ্টং মণ্ডুমহিমস্তুমুক্ত্যক্তেঃ । হি নিশ্চয়ে ; নহু মম মাহাত্ম্যং দ্রষ্টং চেত্তর্হি কো দোষঃ ? তত্ত্বাহ—তন্মাহাত্ম্যং দ্রষ্টং, তত্ত্বাপি মায়াং বিতত্য দ্রষ্টং, কিয়ান্ কো বরাকোইহমিত্যর্থঃ । কিয়ন্তে দৃষ্টান্তঃ—অগ্নো অর্চিরিবেতি । যদ্বা, আত্মনঃ স্বস্ত বৈভবং দ্রষ্টুমিতি দৈনেন পূর্বার্থমাচ্ছান্ত প্রোক্তম্ ॥ জী ০ ৯ ॥

৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী চীকানুবাদঃ শ্রীভগবানের মহিমা জানা সম্বন্ধে জ্ঞানের অকার্য-কারিতা বিষয়ে নিজেকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করত এবং সেই স্থানেই নিজের অপরাধও ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার জন্য ব্রহ্মা নিবেদন করতে আরস্ত করছেন—পশ্চেতি । অনার্যং ‘আর্যং’ স্বজনের ভাবকে বলে ‘আর্যং’—বিজ্ঞতার ভাবটিও এই ‘আর্যং’ পদের মধ্যে অন্তভুক্ত । অতএব ইহার বিপরীত ভাব হল দুর্জনতা ও মৃচ্যু । অনার্যং পশ্চ ইতি—দেখ দেখ আমার অনার্য, এই বাক্যে তার অনার্য ভাবের বহিপ্রকাশ বুঝানো হল । সেখানে ঈশে—নিজ প্রভুতে, আগে—পিতাতে—যিনি প্রভু এবং পিতা তাতেও ‘দুর্জনতা’ অনন্তে—অপরিমিত মহিমাময় এবং পরমাঞ্চনি—আত্মার আত্মা যিনি তাঁর সহিত দুর্জনতা প্রকাশ মৃচ্যুর পরিচয় । তার এই মহিমা এবং পরমেশ্বরতা সম্বন্ধে অজ্ঞানতা থাকলেও মায়াবী প্রকাশ যিনি তাঁর উপর মায়া বিস্তার করতে হাত্তয়া পরম মৃচ্যু—সেই পরম মৃচ্যু কি ? আত্মনঃ—তব বৈভবং—মাহাত্ম্য দেখতে ইচ্ছুক হওয়া, “আরও অগ্ন মণ্ডুমহিমা দেখার ইচ্ছায়”—(শ্রীভা০ ১০।১৩।১৫), এইরূপ

১০। অতঃ ক্ষমস্বাচ্যত মে রজোভুবো হজানতস্তৎপৃথগীশমানিনঃ ।

অজাবলেপান্ধতমোহন্ধচক্ষুষ এবোহনুকম্পেয়া ময়ি নাথবানিতি ॥

১০। অন্ধঃ [হে] অচুতঃ অতঃ রজোভুবঃ (রজোগুণসন্তুতস্ত) অজানতঃ স্তৎপৃথগীশমানিনঃ (ভবতঃ পৃথক্ অহং ঈশ্বরঃ অভিমানিনঃ) অজাবলেপান্ধতমোহন্ধ চক্ষুষঃ (মায়রা গাত্রতমোরূপেণ অন্ধীভৃত নেত্রস্ত) মে (মম) ময়ি নাথবান্ এষঃ (ব্রহ্মা) ইতি অনুকম্প্য ক্ষমস্ব ।

১০। মূলানুবাদঃ অতএব হে অচুত ! আপনি অতি মহৎ আর আমি অতি তুচ্ছ, রজোগুণ জাত, অজ্ঞ, পৃথক্ ঈশ্বর বলে অভিমানযুক্ত শ্রীভগবানের পুত্র বলে অহঙ্কার-ঘনাঙ্ককারে নষ্টদৃষ্টি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—এই মনে করে, ব্রহ্মা আমার দাস অতএব অনুকম্প্য যোগ্য ।

কথার পরিপ্রেক্ষিতেই অর্থ এইরূপ করা হল উপরে । হি—নিশ্চয়ে । আচ্ছা, শ্রীকৃষ্ণ ঘেন বলছেন, আমার মাহাত্ম্য দর্শনের যদি ইচ্ছাই হয়ে থাকে, তাতে কি দোষ ? এরই উত্তরে—আপনার মঙ্গুমহিমা দেখবার জন্য—তাও আবার আমার মায়া বিস্তার মাধ্যমে অর্থাৎ আমার মায়াজাল ভেদ করার জন্য আপনি কি মনো-হর মহিমা প্রকাশ করেন, তা দেখার জন্য—কিয়ান্ন—আমি, এক তুচ্ছ জন, আমার পক্ষে ইহা দোষেরই হয়েছে । ‘কিয়ান্ন’ এ সম্বন্ধে দৃষ্টিস্তোষ্ট, এযেন অগ্নির শ্ফুলিঙ্গ হয়ে অগ্নিকে দক্ষ করতে যাওয়া । অথবা আত্মনঃ—আমার নিজের বৈভবের দৌড় দেখবার জন্য—এখানে দৈন্যে পূর্বার্থ আচ্ছাদন করে অর্থ করা হল ॥ জী০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ অহস্ত ভক্তিলেশমপি ন কুর্বে প্রত্যাপরাধপুঞ্জমেবেতি সামুতাপমাহ—পশ্যেতি । হে ঈশ, মে অনার্যং আর্যঃ সুজনো বিজ্ঞচ তস্ত ভাব আর্যং তদ্বিপরীতমনার্যং দোজ়’হং মৌচ্যং পশ্যেত্যবধায় সমুচিতং দণ্ডং ক্ষমাঃ বা কুরুস্বান্তথা মাদৃশানাং দৌর্জন্যমৌচ্যে এব বর্দিয়েতে ইতি ভাবঃ । কিং তদৌর্জন্যং মৌচ্যং পশ্যেত্যত্যত আহ—আগে স্বকারণত্বাং পিতরি তত্ত্বাপি ত্বয় স্বুখেন সহচরৈঃ সহ ভুঞ্জান এবেতি দোজ়’হাম । অনন্তেহপরিচ্ছিন্নশর্যে পরাত্মনি আত্মনোহপ্যাত্মনীতি মৃচ্যত্বম । মায়িমায়িনীতি পরমমৃচ্যত্বম । এবস্তুতেহপি ত্বয় মায়াঃ প্রসার্য আত্মশর্য মৌক্ষিতুমহমেচ্ছং হি অহো অহং ত্বয়ি কিয়ান্ন কিম্পরিমাণকঃ অচিজ্জালা যথা মহাগ্নেরকন্তু তমেব দক্ষুমিচ্ছে ॥ বি০ ৯ ॥

৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আমি তো ভক্তিলেশও যাজন করি নি, প্রত্যুত অপরাধ পুঞ্জই সংঘর্ষ করেছি, এইরূপে অনুতাপের সহিত বলছেন—পশ্যেতি । হে ঈশ ! আমার অনার্যং—সুজন ও বিজের ভাব হল ‘আর্যং’, এর বিপরিত ভাব হল ‘অনার্যং’ তুজ’নতা এবং মৃচ্যতা । পশ্য—এই পদে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলা হচ্ছে—সমুচিত দণ্ড বা ক্ষমা বিধান করুন, অন্তথা মাদৃশ জনদের তুজ’নতা ও মৃচ্যতা বেড়েই চলবে, এরূপ ভাব ; সেই তুজ’নতা ও মৃচ্যতা কি ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে । আগে—আপনি কারণ হওয়া হেতু আপনি আমার পিতা, এই পিতাতে তুজ’নতা—এর মধ্যেও আবার স্বুখে সহচরগণের সহিত

যখন বন ভোজনে রত—এইরূপে হৃজ'ন্তা প্রকাশ পেল ; অনন্তে—অপরিসীম ঐশ্বর্যে, পরাম্পরানি—আত্মারও আত্মা যিনি সেই তাতে—এইরূপে গৃঢ়তা প্রকাশ পেল । মায়াবিদিগেরও মায়াবী যিনি সেই তাতে, এরূপে পরম গৃঢ়তা প্রকাশ পেল । এইরূপ আপনাতে মায়া বিস্তার করে সর্বাত্মা আপনার ঐশ্বর্য দেখবার জন্য অভিলাষ করেছিলাম ; অহো, আপনার নিকট আমি কতটুকুই-বা অর্থাৎ অতি তুচ্ছ,—এ যেন অগ্নি শিখার মহা অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়ে তাকেই দঞ্চ করতে ইচ্ছুক হ্বস্তা ॥ বি০ ৯ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ : অত ইত্যন্ত টীকায়ঃ প্রভুহেনেতি প্রভুম্ভুহেনেত্যৰ্থঃ । যদ্বা, অতো মমাপ্যতিতুচ্ছহ্বাং তবাতিমহস্তাচ্চ ক্ষমষ্ট । অতিতুচ্ছহেমেব দর্শনতি—রঞ্জোভুব ইত্যাদিভিঃ । অজ্ঞানত ইতি তমোংশশ্চ ব্যঞ্জিতঃ । পশ্চতামপি মচক্ষুষাঞ্চ তাত্প্যামেব সগর্বস্তমাঙ্গ্যাঞ্চ জাতমিত্যাহ— অজ্ঞেতি । হি প্রসিদ্ধৌ । তমপি জানাসীতি ভাবঃ । হে অচুতেতি তমেবাচ্যতনামা, অতঃ ‘সকৃদেব প্রপন্নো যঃ’ ইত্যাদি-রূপব্রতাদপি তবাচ্যতির্ধেগৈব ; অস্মাকং তন্মতানহস্তাদেব তাদৃশচ্যতিরপি ন সন্তবতীতি ভাবঃ । এবেইহমন্তুকম্প্যঃ, কথং নাথবানিতি দাস ইত্যেবম্ । নহু পরমেষ্ঠিনস্তব দাস্তঃ কিমৰ্থম্ ? তত্রাহ— ময়ীতি । ভগবতি নিমিত্তে মদেকপ্রাপ্যৰ্থমিতি ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকান্তুবাদঃ [ শ্রীধর স্বামিপাদের টীকা—অগ্নি ‘প্রভুরূপে’ বর্তমান থাকলেও এই ব্রহ্মা আমারই দাস আমারই অনুকম্প্য মনে করে ক্ষমা করুন ।’ এখানে এই ‘প্রভু-রূপে’ বাক্যের অর্থ হবে নিজেকে নিজেই প্রভুরূপে মনে করে । অথবা, অতএব আমি নিজে নিজেই প্রভু হয়ে বসলেও আমার স্বরূপ অতি তুচ্ছ বলে এবং আপনার স্বরূপ অতি মহৎ বলে ক্ষমা করুন । ব্রহ্মা নিজের তুচ্ছতাও দেখাচ্ছেন—‘রঞ্জোগ্রণ থেকে আমার জন্ম’ ইত্যাদি বাক্যে । অজ্ঞানত ইতি ‘অজ্ঞান আমার’ এই বাক্যে ব্যঞ্জিত হল, ব্রহ্মার ভিতরে ‘তমোগ্রণ’ অংশও আছে । দৃষ্টিশক্তি থাকলেও আমার অষ্টনয়নেরও রঞ্জোতমো গুণের দ্বারাই সগর্বভাব ও অঙ্গতা জাত হয়েছে, এই আশয়ে—অজ্ঞেতি । হি— প্রসিদ্ধিতে—আপনিও জানেন, একুপ ভাব । হে অচুত ইতি—এই যে সম্মুখে দেখছি, এই আপনারই নাম অচুত—“অতএব একবারও যে আমার শরণ নেয়, তাকে আমি রক্ষা করে থাকি” এইরূপ আপনার নিয়ম থাকা হেতুও এই নিয়ম থেকে আপনার চুত না হওয়া যোগ্যই বটে । আরও, আপনি স্বাভাবিক ভাবেই পূজ্য স্বরূপ হওয়া হেতুই আমাদেরও তাদৃশ পতনও সন্তব নয়, এইরূপ ভাব । এয়ে—গামি ব্রহ্মা আপনার অনুকম্পার পাত্র—কেন ? নাথবান্ত—আমি যে আপনার ভূত্য, সেই জন্য । আচ্ছা পরমেষ্ঠি, আপনার দাস্তের কি প্রয়োজন ? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ময়ি ইতি । অমরের যেমন প্রয়োজন একমাত্র কম- লের মধ্য তেমনি শ্রীভগবানের প্রয়োজন একমাত্র দাসের বুকভরা প্রেম মধুর—সেই জন্যই আমার তাঁর দাস্তের প্রয়োজন ॥ জী০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ : দৌজ্যেচিত্তস্ত দণ্ডস্ত মৌচ্যেচিতায়ঃ ক্ষমায়াশ্চ সন্তবেইপি মহাকৃপালোস্তব ক্ষমেবোচিতেত্যাহ—অত ইতি । হে অচুত, যত স্তঃ মহাকৃপালুভাদিগুণেভ্যস্তুতিরহিতঃ

১১। কাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভু-সংবেষ্টিতাণ্ডবটমপ্রবিতস্তিকাযঃ ।  
কেদুগ্নিবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-বাতাধৰেোমবিবরস্ত চ তে মহিত্বম् ॥

১১। অন্বয়ঃ ক অহং (ব্রহ্মা) তমোমহদহং খচরাগ্নিবাভু-সংবেষ্টিতাণ্ডবটমপ্রবিতস্তিকাযঃ (প্রকৃতিঃ মহান् বুদ্ধিতস্তঃ অহঙ্কারঃ আকাশঃ বায়ুঃ অগ্নিঃ জলঃ ভূমিঃ এইতঃ সংবেষ্টিতঃ যঃ ব্রহ্মাণ্ডুরপঃ ঘটঃ তত্ত্ব আভু-পরিমাণেন সপ্তবিতস্তিপরিমিত শরীরঃ) ঈদৃগ্নিবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-বাতাধৰ-রোমবিবরস্ত (পূর্বোক্তুরপাণি অবিগনিতানি অগুনি পরমাণুতুল্যাঃ তেবাঃ পরিভ্রমণঃ বাতাধৰানঃ গবাক্ষ। ইব রোমবিবরাণি যস্ত তস্ত) তে মহিত্বঃ (মহিমানঃ) ক (কুত্র অবস্থিতঃ) ।

১১। মূলানুবাদঃ (হে ব্রহ্মন्, ঈশ্বরমানী বলে দৈন্য কেন করছেন, বিশ্বস্তুরূপে আপনি তো প্রসিদ্ধই আছেন, আমার গ্রিষ্মই বা কি, বলুন না দেখি, এরই উত্তরে—)

অহো, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ভূমি ইত্যাদি তত্ত্বের দ্বারা সম্যক্ষ বৈষ্ণিত ব্রহ্মাণ্ডুরপ দেহের অন্তস্মীমায় সত্যলোকে বিরাজিত সাড়ে তিন হাত শরীরধারী আমি ব্রহ্মাই বা কোথায়, আর যাঁর রোমকুপুরূপ গবাক্ষপথে ঈদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুর ত্যায় বিচরণ করছে সেই আপনার মহিমাই বা কোথায় ।

অহং মহানীচঃ অতো মমাপরাধঃ ক্ষমস্ত “নৌচে দয়াধিকে স্পর্দ্ধে”তি নৌতেরিতি ভাবঃ। মহানীচত্ত্বমাহ, রংজোভুবঃ শ্লেষেণ রংজসো ধূলেঃ পৃত্রস্ত অত এবাজ্ঞস্ত অত এব তত্তঃ পৃথগেব ঈদৃশোহৃহমিত্যতি মানবতঃ। ঈশ্বরানিতঃ বিবৃণোতি। অজ্ঞাবলেপঃ অজ্ঞতহমদ এবান্ততমঃ সমাসান্তাভাব আর্থঃ তেনাঙ্কানি চক্ষংষি যস্ত। তেন ময়ি তৎকারণ্যচন্দ্রোদয়েনব মদগর্বতমস্তপদ্মতে সতি অং দৃশ্যে ভবিষ্যসি নাত্মথেতি ভাবঃ। কেন বিচারেণ ক্ষমে ইতি চেত্তোহ—এষ ব্রহ্মা অশুকস্পোয়া মদমুক্ত্যার্হঃ যতোহস্তু নাথত্বাভিমানবানপি ময়ি তু নাথবান্ন দাস এব। যদ্বা, মৌচ্যান্মধ্যপি স্বাতন্ত্রং কুর্বনপি বস্তুতো মন্মায়াধীনস্তাং অধীন এবেতি মত্তা। “পরতন্ত্রঃ পরাধীনঃ পরবান্নাথবানপী”ত্যমরঃ ॥ বি০ ১০ ॥

১০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দুর্জনতা-উচিত দণ্ড ও মৃত্তা-উচিত ক্ষমা লাভ সন্তুব হলেও মহাকুপালু আপনার পক্ষে ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অতঃ ইতি। হে অচ্যাত ! যেহেতু আপনি মহাকুপালু প্রভৃতি শুণাবলী থেকে চুক্তি রহিত, আর আমি মহা নৌচ। অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—“নৌচের গুণতি দয়া অধিক ভাবে উদ্বিদিত হয়” এই নৌতি বাক্য হেতু। একপ ভাব। নিজের মহা নৌচত্ব বলা হচ্ছে, রংজোভুবঃ—মাটির মানুষ বলে আমি অজ্ঞ—অভেজের (অপরাধ ক্ষমা করুন)। পৃথগীশ্বরাণিনঃ—আপনা থেকে পৃথকস্বরূপ—আমি ঈদৃশ, এইরূপ নিজে নিজেই অভিমানকারীর। ঈশ্বরাণিতা বর্ণন করা হচ্ছে, অজ্ঞাবলেপঃ—ত্রীভগবানের নাভিকমল থেকে জন্ম হেতু ‘অবলেপঃ’ অহঙ্কারুপ অন্ধতমো—ঘনান্ধকার, তার দ্বারা অন্ধ—অন্ধ অষ্টনয়ন যাঁর সেই ব্রহ্মা। তাদৃশ মর্যাদা—আমার উপরে আপনার কারণ্য চন্দ্রোদয়ে আমার গর্বতমের নাশ হলে আপনি দৃশ্য হবেন—এর অন্তর্থা হবে না একপভাব।

কোন্ বিচারে ক্ষমা হবে, এরূপ যদি বলা হয়, তার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলছেন, এষ এই ব্রহ্মা, অনুকম্পায়ঃ—আমার অনুকম্পা যোগ্য—কারণ অন্যত্র প্রতু বলে অভিমানযুক্ত হলেও আমার নিকট কিন্তু নাথবান্—দাসই। অথবা, মৃত্যু বশতঃ আমার নিকটেই স্বাতন্ত্র্য দেখালেও বস্তুতো আমার মাঝাধীনতা হেতু ব্রহ্মা আমার নাথবান্—অধীনই, এইরূপ মনে করে ক্ষমা করবো।—("পরতন্ত্র, পরাধীন নাথবান্-অমরকোষ) ॥

১১। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকা ৎ অহো ! অতিতুচ্ছতমোহহং পরমমহত্তমং হ্বং ক্ষময়িতু-মপি নাহামি । যত আস্তাঃ তাবৎ সর্ব প্রপঞ্চা প্রপঞ্চব্যাপকবাস্তুদেবত্বং, সর্বপ্রপঞ্চনাথত্বেইপি অত্তো মম বহুবন্ধুরমিতি বক্তৃৎ সঙ্কর্ষণবিশেষ মহৎস্তুৎ প্রথমপুরুষত্বেন স্তোতি—কাহমিতি । ব্রহ্মাণ্ডস্তু ষট্কূপকত্বং স্ফল-কালত এব নশ্বরতাভিপ্রায়েণ, কায়স্য সপ্তবিতস্তিত্বঃ নিকৃষ্টপুরুষত্ব-বিবক্ষয়া, মহাপুরুষস্তু তু নববিতস্তিত্বমেব ইতি মুহূঃ স্মষ্টি-প্রলয়েরোন্নিক্রমপ্রবেশাভ্যামীন্দ্ৰিধত্যাহ্যকৃতম্ । রোমবিবরত্বং সুক্ষ্মতমেকদেশত্বম্ ; ততুত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'যস্যাযুতাযুতাংশে বিষ্ণুশক্তিরিয়ং স্থিতা' ইতি । মহিত্বং মাহাত্ম্যম ; অতঃ স্বয়মেবাহু-কম্পাঃ কর্তৃ মর্হসীতি ভাবঃ ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকানুবাদ ৎ অহো, অতি তুচ্ছতম আমি যে পরমমহত্তম আপনাকে ক্ষমানুকূল করে নেব প্রার্থনা দ্বারা, সে যোগ্যতাও আমার নেই । যেহেতু নিখিল মায়িক এবং চিৎক্রিয়-ব্যাপক আপনার বাস্তুদেব স্বরূপের কথা দূরে থাকুক মুর্তিভেদে নিখিল মায়িক জগতের নাথ বলেও আপনা থেকে আমার বহু অন্তর রয়েছে—এই কথা বলবার জন্য সঙ্কর্ষণ বিশেষ মহৎস্তুত্য প্রথম পুরুষ কারণার্থবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করা হচ্ছে—কাহম ইতি । অগ্নিষ্ট—ঘটের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের উপমা দেওয়ার কারণ অতি অল্পকালেই ব্রহ্মাণ্ডের নশ্বরতা অভিপ্রায়ে । ব্রহ্মার দেহের উচ্চতা যে সাধারণ মানুষের মতো সাড়ে তিন হাত বলা হল, তা নিজের নিকৃষ্ট পুরুষত্ব বলবার জন্য । মহাপুরুষের দেহের মাপ কিন্তু সাড়ে চার হাত । স্মষ্টি-প্রলয়ে ঈদৃগ্বিধি—এইরূপ, নির্গমনপ্রবেশরূপ চর্যা—ভূমণ । রোমবিবরত্বং সুক্ষ্মতম অংশকেই রোমবিবর বলা হয়েছে । শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ উক্ত হয়েছে, "যাঁর অযুতাযুত অংশের অংশে এই বিষ্ণুশক্তি অবস্থিত আছে।" মহিত্বং—মাহাত্ম্য । অতএব আপনি নিজেই নিজেই অনুকম্পা করতে সমর্থ, এরূপ ভাব ॥ জী০ ১১ ॥

১১। শ্রীবিষ্ণনাথ টীকা ৎ নমু বিশ্বস্তুতি প্রসিদ্ধ এব নহমীশমানী মম তু কিমেশ্বর্যং তদ-ক্রুইত্যত আহ—কেতি । তমঃ প্রকৃতিশ্চ মহাঃশ অহমহক্ষারশ খমাকাশং চরো বায়ুশ অগ্নিশ বার্জিলং ভূক্ষেত্যেভিস্তৈঃ সংবেষ্টিতো ঘোষণ্যষটস্ত্বিন্ পাতালাদি সত্যলোকান্তেঃ স্বমানেন সপ্তবিতস্তিনিকৃষ্টলক্ষণঃ কায়ো যস্তু সোহহং ক, ঈদৃগ্বিধানি যাত্যবিগণিতাত্যগ্নানি তান্ত্রে পরমাণবস্ত্রেষাং চর্যা । নিক্রমপ্রবেশরূপঃ পরিভ্রমণং তদর্থং বাতান্বানো গবাঙ্গা ইব রোমবিবরাণি যস্তু তস্য তব মহিত্বমেশ্বর্যং কেতি মহৎস্তুত্য প্রথম-পুরুষেণ কৃষ্ণস্ত্রেক্যবিবক্ষয়োক্তম্ । তেন মমেশ্বর্যং বিক্রমো বা হ্বং প্রতি শলভস্তু গুরুডং প্রতীব ন গণনাহ-মিতি ভাবঃ ॥ বি০ ১১ ॥

১২। উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্ত পাদয়োঃ কিং কল্পতে মাতুরধোক্ষজাগসে ।

কিমস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং তবাস্তি কুক্ষেং কিয়দপ্যনন্তঃ ॥

১২। অন্বয়ঃ [হে! অধোক্ষজ! গর্ভগতস্ত পাদয়োঃ উৎক্ষেপণং (উর্দ্ধচালনং) কিং মাতুঃ আগসে (অপরাধায়) কল্পতে [তথা ত্বমপি চরাচরধারণাং মাতৃরূপঃ অতঃ শিশুসদৃশ মমাপরাধঃ সহনীয়] [যতঃ] অস্তি নাস্তি ব্যপদেশভূষিতং (স্তুলসূক্ষ্মকার্য কারণাদি শব্দ বাচ্যং) কিয়ৎ অপি তব কুক্ষে (তব জর্জরস্ত) অনন্ত (বহিঃ) অস্তি কিম?]

১২। মূলানুবাদঃ হে প্রভো চিংজড়াত্মক সমস্ত জগৎ আপনার কুক্ষির বাইরে একটুও আছে কি? নেই। অতএব জগৎ মধ্যবর্তী আমিও আপনার কুক্ষিগত। স্বতরাং মাতা যেমন কুক্ষিগত সন্তানের পদাঘাত অপরাধ বলে ধরে না সেইরূপ আমার অপরাধ ধরবেন না।

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, ওহে ব্রহ্মন, আপনি বিশ্বস্ত্রী অতি প্রসিদ্ধই বটে। আপনি নিজেই যে প্রভু সেজে বসেছেন, তা নয়;—কিন্তু আমার কি ঐশ্বর্য, তা বলুন দেখি, এরই উত্তরে বল। হচ্ছে—ক ইতি। তমো—প্রকৃতি, মহৎ, অহং—অহঙ্কার, থৎ—আকাশ, চরো—বায়ু, অগ্নি, বাঃ—জল, ভূঃ—ইত্যাদি তত্ত্বের দ্বারা সম্যক্ত বেষ্টিত যে অগ্নিষ্ট—ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহ, তার ভিতরে অর্থাৎ পাতালাদি সকল লোকের উর্বরভাগের অন্তর্মীমায় (ব্রহ্মার ধাম) সত্যলোকে নিজহাতের সাড়ে তিন হাত দৈর্ঘ্যে নিকৃষ্ট লক্ষণ দেহ ধার, সেই আমি ব্রহ্মা কোথায়, (আর কোথায় আপনি ইত্যাদি)। এইরূপ যে সব অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণু, এদের চর্যা—নিগমন-প্রবেশরূপ পরিভ্রমণ, বাতাধ্বরোমবিবর—এই পরিভ্রমণের জন্য বাতাধ্বরোম—জানালার মতো লোপকৃপ ধাঁর, সেই আপনার মহিত্বঃ—ঐশ্বর্য কোথায়। এইরূপে মহৎস্ত্রী পুরুষের সহিত কুক্ষের এক্য বলবার ইচ্ছা হেতু, একুপ উক্ত হল। তাই বলছি আমার ঐশ্বর্য বা বিক্রম আপনার কাছে, গরুড়ের কাছে পতঙ্গের মতো—গণনার মধ্যেই আসে না, একুপ ভাব। বি. ১।

১২। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ কিঞ্চ, মাদৃশৈঃ ক্রিয়মাণোৎপ্যপরাধস্ত্রয়ি ন ঘটেত্বে, যতস্তাদৃশানন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডাণনাথোৎপি ত্বমস্তুকৃপয়। এতদৈক্রম্যমপি মাতেবোদরে বিধায় বিরাজস ইতি দ্বিতীয়পুরুষভেদে-হিরণ্যগর্ভানৃত্যামি প্রদ্যুম্ব-বিশেষপুরুষত্বেন স্তোতি—উৎক্ষেপণমিতি। অধোক্ষজেতি—স্বনিয়ম্যহেনাধঃকৃতং অঙ্গজমিন্দ্রিয় সামর্থ্যং যেন, হে তাদৃশেতি মমেন্দ্রিয়স্থাপি হৃষিশহান ময়ি মুঢ়ে দীনেই-পরাধে গ্রহীতব্য ইতি ভাবঃ। কুক্ষ-শব্দেনাত্র সমষ্টিজীবস্ত্র সূক্ষ্মদেহ হিরণ্যগর্ভস্তুলদেহরূপ-বিরাজো ব্যাপকোইচিন্ত্যশক্তিময়স্তদেহ এব উচ্যতে। যদ্বা, গর্ভগতস্ত গর্ভপ্রবিষ্টস্তেতি অতিগৃহ্ণিতা দোতিতা; যথা তস্ত তট্টেব মম ইত্যর্থঃ। তস্ত পাদয়োক্তক্ষেপণং, তাভ্যাং তাড়নং যথা মাতুজ় ঠরে মাতুরাগসে অপরাধ-য়েতি কিং কল্পতে? কিন্তু ন কল্পতে, ন মন্তব্যতে, অপি তু হৰ্ষায় ভবতি, মম গর্ভোহস্তীতি জীবন্ত্যবেত্যর্থঃ। তথা ত্বয়াপি মাননীয়ং, নাপরাধায় ইতি ভাবঃ। নহু স তহুদরস্ত্রো বর্ততে, কং কিং মমোদরে তিষ্ঠসীতি

চে, তত্ত্বাত্মক—কিমন্তৌতি । অস্তীদমিতি মীমাংসকা বদ্ধি, নাস্তৌতি সাঞ্চ্য। বদ্ধি, বিশেষেণ অপদেশ-মাত্রভূষিতং বঙ্গ্যাপুত্রবৎ ইতি অনীশ্বর-সাংজ্য। বদ্ধি, এতেঃ শাস্ত্রবাদৈঃ প্রত্যক্ষতশ্চ যদ্ভূষিতং প্রকাশিতং তৎ কিয়দপি তব হিরণ্যগর্ভান্তর্যামিণঃ পুরুষস্ত কুক্ষেরুদরস্ত অনন্তর্বহিরেবাস্তি, কিং বদ নাস্ত্যোব, বহিঃ সর্বাধিষ্ঠানস্তাং অহমপি তর্হ্যবাস্তৌতি অপরাধঃ ক্ষম্তব্য ইতি ভাবঃ । যদ্বা, আস্তি নাস্তিব্যপদেশেন কথনেন ভূষিতং স্ব-স্ব-মত্যা শোভিতং তদন্তদপি কিয়দস্মাদাদিকং সর্বমপি তব কুক্ষেরহির্নাস্ত্যেব ইত্যৰ্থঃ । অস্তি জন্ম, নাস্তি নাশো ব্যয়ো নাস্ত্যবেত্যৰ্থঃ । ভূষিতমিতি ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকান্তুবাদঃ আরও, মাদৃশ জনের দ্বারা আপনার প্রতি অপরাধ করা হতে থাকলেও তা আপনাতে স্পর্শ করে না—কারণ আপনি তাদৃশ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড-নাথ হয়েও আমার প্রতি কৃপা বশতঃ আমার এই এটি ব্রহ্মাণ্ড মায়ের মতো উদরে ধারণ করে বিরাজিত আছেন—এইরূপে দ্বিতীয়পুরুষভেদ-হিরণ্যগর্ভান্তর্যামি প্রহ্লাদবিশেষ পুরুষরূপে (অর্থাৎ ব্রহ্মার পিতা পদ্মনাভ বিষ্ণুরূপে) স্তব করা হচ্ছে—উৎক্ষেপণ ইতি । অধোক্ষজ—স্বনিয়ম্য বলে ইন্দ্রিয় সামর্থ্য যাঁর দ্বারা পরাভূত হয় তিনি হলেন অধোক্ষজ, হে তাদৃশ ! আমার ইন্দ্রিয়ে আপনার বশে থাকা হেতু এই মৃচ্ছ দীনের অপরাধ গ্রহণীয় নয়, একুপ ভাব । কুক্ষে—কুক্ষি শব্দে এখানে সমষ্টি জীবের সূক্ষ্ম দেহরূপ হিরণ্য-গর্ভ স্তুল দেহরূপ-বিরাট ব্যাপক অনন্ত শক্তিময় সেই দেহকেই বুঝানো হয়েছে । অথবা, গর্ভগতস্তু—গর্ভপ্রবিষ্ট (পদের)-এইরূপে অতি গৃঢ়তা ব্যঙ্গিত হল । যথা গর্ভগত সন্তানের উৎসে' পা ছোঁড়া, তার দ্বারা মাতৃজ্ঞানে প্রাপ্ত অপরাধ বলে ধরেন না, পরন্তু তার হর্ষের কারণ হয়—অহো, আমার পেটের সন্তান বেঁচে আছে । আপনারও মনের ভাব তথাকে হওয়া উচিত, অপরাধ মাননা করা ঠিক হবে না, একুপ ভাব । ব্রহ্মন् ! মেতো মাতৃ উদরের ভিতরে থাকে, আপনি কি আমার উদরের ভিতরে থাকেন, এরই উত্তরে—কিমন্তৌতি । মীমাংসকগণ বলছেন—‘অস্তীদম্’, সাঞ্চ্যাগণ বলছেন ‘নাস্তৌতি’, অনীশ্বর সাংজ্যাগণ বলছেন, ‘বিশেশন সংজ্ঞামাত্র ভূষিত বঙ্গ্যাপুত্রবৎ’ এইসব শাস্ত্রবাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে যা প্রকাশিত হয় সেই কিঞ্চিৎ বস্ত্বও আপনার হিরণ্যগর্ভ অন্তর্যামী পুরুষের কুক্ষে—উদরের অনন্ত—বহিদেশ নিশ্চয়ই আছে—নেই বলছ কেন ? এই বহিদেশ সর্বাধিষ্ঠান হওয়া হেতু আমারও বাসস্থান—তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমি আপনার হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামি পুরুষের মধ্যেই আছি—কাজেই আমার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য, একুপ ভাব । অথবা, ‘অস্তি নাস্তি’ এইরূপ নিজ নিজ মতের দ্বারা শোভিত সেই অন্য বস্ত্বও এবং মাদৃশজন সকলেও আপনার উদরের বাইরে নই, ইহা সত্য । ‘অস্তি’ জন্ম, নাস্তি নাশ অর্থাৎ ক্ষয়ও নেই ॥ জী০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কিঞ্চ মমাপরাধোইবশ্যসোচ্বযো যত স্তং মাতেতি । দ্বিতীয়পুরুষণ পদ্মনাভেন সহৈক্যং ভাবযন্নাহ—উৎক্ষেপণমিতি । গর্ভগতস্তু শিশোঃ পাদযোরুৎক্ষেপণঃ মাতৃঃ কিমপরাধায় ভবতি নৈব । অস্তৌতি নাস্তৌতি বা ব্যপদেশেন ভূষিতং পরমতং বিখণ্য স্বমতস্থাপনসমুচ্চিতোপপত্তিভিঃ সত্যহেন মিথ্যাহেন বা স্বস্থিরীকৃতং বস্তু জগত্পৎ কিয়দপি একত্বানান্মকমপি কিং তব কুক্ষেরন্তর্বহিরন্তি

১৩। জগত্যান্তোদধিসংপ্লবোদে নারায়ণস্তোদরনাভিনালাঃ ।

বিনির্গতোহজস্তি বাঙ্গন বৈ মৃষা কিস্তীশ্বর অন্ন বিনির্গতোহশ্মি ॥

১৩। অন্তরঃ হে] দ্বিশ্বরঃ, জগত্যান্তোদধিসংপ্লবোদে (প্রলয়ে সাগরাণাং সংশ্লেষঃ উদকে স্থিতস্থ)। নারায়ণস্তু উদরনাভিনালাঃ অজঃ (ব্রহ্মা) তু বিনির্গতঃ ইতি বাক্তন বৈ মৃষা (মিথ্যা), তৎ (ভবতঃ) কিং তু বিনির্গতঃ ন অশ্মি?

১৩। মূলান্তুবাদঃ মহাপ্রলয়ে সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের অবসানে প্রলয়-পয়োধি জলে শয়িত নারায়ণের নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়, এই যে প্রসিদ্ধি, তা মিথ্যা নয়—তা হলে আমি কি আপনা থেকে জাত হই নি,— অবশ্যই হয়েছি।

অপি দ্বন্দ্বের অতো মমাপি তৎ কুক্ষিগতত্ত্বাঃ পুত্রস্ত মাত্রা হয়। অপরাধঃ সোঁত্ব্য এব “পিতামহস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহ” ইতি তত্ত্বেরিত্যর্থঃ ॥ বি০ ১২ ॥

১২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ আমার অপরাধ অবশ্য ক্ষমাযোগ্য, কারণ আপনি মাতা, এইরূপে দ্বিতীয় পুরুষ পদ্মনাভের সহিত এক্য ভাবনা করত বলা হচ্ছে—উৎক্ষেপণম্ ইতি। গর্ভগত সন্তানের পদাঘাত কি মায়ের কাছে অপরাধ জনক হয়, হয় না। অস্তি-নাস্তি ব্যপদেশ—বাক্যে ভূষিত পরের মত বিশেষ ভাবে খণ্ডন করত স্বমত স্থাপনের সমুচ্চিত যুক্তি দ্বারা সত্যরূপে বা মিথ্যারূপে দৃঢ়রূপে স্থাপিত বস্তু জগৎ কিয়দলি—সে একটি জগতই হোক আর সমস্ত ভূবনই হোক, সব কিছুই আপনার উদরের অন্তর্বহিদেশ জুরে থাকলেও অন্তর্দেশে তো আছেই—অতএব আমারও এই কুক্ষিগত হওয়ার দরুন আমি আপনার পুত্র—স্তুত্রাঃ মাতা আপনার আমার অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়াই উচিত—‘এই জগতের আমি মাতা, পিতা, শৃষ্টি কর্তা এবং পিতামহ’, এরূপ উক্তি আপনার থাকা হেতু ॥ বি০ ১২ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ বিশেষত্বে কৃপয়া পিতৃতামপি প্রাপ্তেন হয়। ক্ষত্বব্য-মেবেতি দ্বিতীয় পুরুষভেদান্তরানিরুদ্ধবিশেষ বিরাড়ভূর্যামিপুরুষহেনাপি স্তোতি—জগদিতি, জগত্যস্তু সাবরণব্রহ্মাণ্ডান্তে প্রাকৃতপ্রলয়ে তদবসান ইত্যর্থঃ। তত্ত ব্রহ্মকল্পাদৌ ষদুধিসংপ্লবস্তোদমবশিষ্টমুদকঃ তত্ত্বেত্যর্থ ইতি তেষামভিপ্রায়ঃ। যদ্বা, জগত্যস্তু ঘোইন্দুঃ সর্বাধোভাগস্তুত ষদুধিসংপ্লবোদকঃ গর্ভোদাদকঃ গর্ভোদাদ্য একার্গবস্তুত্রেত্যবার্থঃ। য্যাখ্যান্তুরম্—ব্রহ্মণে জন্মকালঃ ব্রাহ্মকল্পাদিকঃ ন বোধযুক্তি ইতি উদর-শব্দস্তদানীঃ তদগতঃ সর্বঃ সূচয়তি, নালঃ কমলদণ্ডেন করলঃ লক্ষ্যতে। যদ্বা, ‘নলিনে তু নলঃ মতম্’ ইতি বিশ্বকোষান্নালঃ কমলম্, স্বার্থে তদ্বিতঃ তস্মাঃ তু-শব্দেনান্ততো বিশেষঃ বোধযুক্তি, বিনাপি মাতৃব্যবধানমুংপন্নত্বাঃ; অতএব বি-শব্দশচ, অতএব নির্গত ইতি চিরমুদ্রান্তঃস্থিতিঃ সূচিতা। হে দ্বিশ্বরেতি—পুন-র্গবতি পিতৃদৃষ্টিমযোগ্যাঃ মহা ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকান্তুবাদঃ বিশেষতঃ কৃপা করে পিতৃত্ব প্রাপ্ত আপনার দ্বারা ক্ষমার যোগ্যাই, এই আশয়ে দ্বিতীয় পুরুষের অন্ত ভেদ অনিরুদ্ধ বিশেষ বিরাড়-অন্তর্যামী পুরুষ ক্ষীরোদ-

১৪। নারায়ণসং নহি সর্বদেহিনামাত্মাস্তুধীশাখিললোকসাক্ষী ।

নারায়ণেহিঙ্গং নরভূজলায়নাং তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥

১৪। অৰ্থঃ [হে অধীশ অং সর্বদেহিনাং আত্মা অসি [ততঃ কিং নারায়ণঃ নহি অখিল লোক সাক্ষী [অতঃ স্বমেব নারায়ণঃ] নারায়ণেহিঙ্গং নরভূজলায়নাং (নরাং উদ্গুতানি চতুর্বিংশতি তত্ত্বানি তথা নরাজ্জাতং যদ জলং তদয়নাং যঃ নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সঃ নারায়ণঃ তব অঙ্গঃ) তৎ অপি সত্যং তব মায়া ন ।

১৪। মূলানুবাদঃ [হে ব্রহ্ম, আপনি নারায়ণের পুত্র ঠিকই, তাতে আমার কি ? এরই উত্তরে,] হে সর্বাধিপতি ! আপনি কি নারায়ণ নন ? নিশ্চয়ই নারায়ণ । গীতাবাক্যানুসারে আপনি একাংশে নিখিল জীবের পরমাত্মা হওয়া হেতু নিখিল লোকসাক্ষী এবং কারণার্গবশায়ী প্রভৃতি নারায়ণও নিখিল লোকসাক্ষী, কাজেই তাঁরা আপনার একাংশই । জীব ও জল আশ্রয় করে থাকা হেতু যিনি নারায়ণ, তিনি আপনার অংশ হওয়া হেতু অঙ্গই অর্থাৎ মূর্তি বিশেষই । আরও, এই সব নারায়ণ মূর্তি সকলেই সর্বদেশকালবর্তী শুল্ক সত্ত্বাত্মক, মায়িক নয় ।

শায়ীর সহিত দীক্ষ্যবোধে স্তব করছেন—জগৎ ইতি । জগত্রয়ান্ত্রো—সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের ‘অন্তে’ প্রাকৃত প্রলয়ে ব্রহ্মার একদিনে অর্থাৎ প্রতি ব্রহ্মকল্পে সমস্ত সাগর সম্মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায়—থাকে শুধু জল আর জল । অথবা, জগত্রয়ের ‘অন্তঃ’ সব অধোভাগে যে সর্ব জলময়তা ঘার নাম গর্ভোদক সেখানে শ্রীনারায়ণের নাভিকমলে । [এই পর্যন্ত শ্রীধরের মতানুসারে] । ব্যাখ্যান্ত্র—এখানে ব্রহ্মার জন্মকালের কথা বলা হচ্ছে—ব্রহ্মার একশত বৎসর আয়ু—[এক ব্রহ্মকল্পে ব্রহ্মার একদিন, ইহা চৌদ্দমন্ত্র—এই মানের ৩০ দিনে ব্রহ্মার একমাস, ১২ মাসে একবৎসর—এরই একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু । কাজেই ব্রহ্মার প্রতি দিনে যে প্রলয় হয়, তা হল প্রাকৃত প্রলয়—এখানে যে ব্রহ্মার জন্মের কথা বলা হয়েছে, তা ব্রহ্মার একশত বৎসর পূর্ণ হলে মহাপ্রলয়ের পরের কথা—ইহা প্রাকৃত প্রলয়ের কথা নয় । শ্রীজীব বৃহৎ ত্রিমন্দৰ্ভ] উদ্দর—এই শব্দে তদানীং শ্রীনারায়ণের মধ্যগত সব কিছুকেই বুঝানো হয়েছে । নালং—কমল দণ্ড—এই পদে কমল লক্ষ্মী হয়েছে । অথবা, বিশ্বকোষে নলং—শব্দের অর্থ আছে ‘কমল’—ব্রহ্মা এর থেকে বিনির্গত । তু—এখানে ‘তু’ শব্দে অন্ত থেকে কিছু বিশেষ বুঝানো উদ্দেশ্য । কারণ এখানে ব্রহ্মা মাত্র আবরণ বিনাই জাত, অতএব নির্গত পদের সহিত এই ‘বি’ শব্দের যোগ—‘নির্গত’ পদে বহুকাল উদ্দর মধ্যে স্থিতি সূচিত হল । হে দ্বিশ্বর—পুনরায় দৈত্যে ভগবানে পিতৃদৃষ্টিতে তাঁর অযোগ্যতা মনে করে এইরূপ সম্মোধন ॥ জী০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ নহু পুত্রো হি মাতুঃ কুক্ষেরুদগচ্ছতি । নতু সদা কুক্ষাবেব তিষ্ঠ তীতি চেদত আহ-জগত্রয়স্ত্রান্তে প্রলয়ে য উদধীনাং সংপ্লবঃ একীভাবস্তুতদকে অজ্ঞিতি অন্ত্যে নির্গতেহিন্ত নবাস্ত্র-ত্যর্থঃ । তু ভো স্তুদপি অভ্রোহিং ন বিনির্গতঃ অপিতু নির্গত এবেত্যর্থঃ ॥ বি০ ১৩ ॥

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ আচ্ছা, পুত্র তো মাতৃগর্ভ থেকে অবশ্য বেরিয়েই আসবে; সদা পেটের মধ্যেই তো থাকবে না, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে—জগৎ ত্রয়ের অন্তে—প্রলয়ে সমস্ত সাগরের যে একীভাব সেই প্রলয় জলে অজস্ত্রিতি—অন্তে আপনার উদর থেকে নির্গত হউক ব্যানা হউক, হে সুশ্র, অজ হলেও আপনার থেকে আমি কি বিনির্গত নই? অবশ্যই নির্গত, এরূপ অর্থ। [ শ্রীবলদেব—সেই প্রলয়জলে শয়নকারী নারায়ণের উদরে যে নাভি সেই নাভির কমল থেকে ব্রহ্মা বিনির্গত হয়েছে, এই যে প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে, তা মিথ্যা নয়—তা হলে আমি কি আপনা থেকে বিনির্গত হই নি? অবশ্যই নির্গত হয়েছি।] ॥ বি. ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ অঙ্গঃ তবৈব রূপমেকম্, অতো মুখ্যস্ত নারায়ণস্ত তবাঙ্গস্তাদেব তস্ত চ নারায়ণস্তঃ, নারাশ্রায়স্তেন তু গৌণমিত্যাহ—তচেতি। অতোহচিন্ত্যশক্ত্যেব তদ্বিগ্রহস্ত পরিচ্ছিন্মাপরিচ্ছিন্মস্তঃ, ন তু নারাশ্রায়স্তেন নারপরিচ্ছিন্মস্তমিতি ভাবঃ। অগ্রাহ্যেৎ। তত্র তচেতি জলাঞ্চাশ্রায়স্ত মিত্যার্থঃ যদ্বা, পুনস্তৎপ্রস্তাবব্যাজেন তাদৃশে শ্রীকৃষ্ণ এব অবান্তরপ্রকরণমিদঃ পর্যবসায়য়তি, অধীশ স্তোশে মহৎস্তু প্রথমঃ পুরুষঃ, হে স্বয়ংভগবত্ত্বাত্স্তাপ্যপরি বিরাজমানঃ; যথোক্তঃ দ্বিতীয়ে (৬।৪২)—‘আগোহিবতারঃ পুরুষঃ পরস্ত’ ইতি তৈর্যাখ্যাতঃ। পরস্ত ভূমঃ প্রকৃতিপ্রবর্তকো যস্ত ‘সহস্রশীর্ষঃ’ (শ্রীঋক, ম ১০। ৯।১, শ্রীশ্বেত ৩।১৪) ইত্যাহ্যক্তো লীলাবিগ্রহঃ সঃ ‘আগোহিবতারঃ’ ইতি। অতো নরাণাং তৃতীয়পুরুষ-ভেদানাং তত্ত্বতস্তানাং তথা তত্ত্বদণ্ডসংস্থিতানাং দ্বিতীয়পুরুষভেদানাঃ সমূহে নারঃ, তচ তৎসমষ্টিরূপে মহৎস্তুবে, ততস্তস্তাপ্যায়নঃ প্রবৃত্তিযশ্চাদিতি স হমেব মুখ্যে নারায়ণ ইত্যার্থঃ। অতঃ সর্ববদেহিনামাঞ্চা সর্ববৃত্তস্তুতীয়পুরুষঃ, তথাখিল লোকসাঙ্গী অগুস্ত দ্বিতীয়পুরুষঃ, তথা ‘নরভূজলায়নাং ‘নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি’ ইত্যাহুমারেণ যে নরভূবো মহদাদয়ঃ তৎসাহিত্যপাঠ্যাং জলঃ মরপ্রভবমেব, ততো ‘আপো নারঃ’ ইত্যাদুনুসারেণ তদ্রূপশ্চাপো যঃ কারণজলার্গবস্তুত্বান্ত্বানাং। প্রথমপুরুষশ্চ যো নারায়ণঃ, স তৎ হি নিশ্চিতঃ নাসি, কিন্তু তত্ত্বদণ্ডে নারায়ণস্তবাঙ্গঃ, তৎ পুনরঙ্গীত্যার্থঃ; যথোক্তম—‘বিষ্ণেস্ত ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যাত্যথো বিদ্যঃ। প্রথমঃ মহতঃ স্তুতি, দ্বিতীয়ঃ তত্ত্বদণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ঃ সর্ববৃত্তস্তুতঃ তানি জ্ঞানী বিমুচ্যাতে’ ইতি। অতস্তদঙ্গোৎপন্নতাদপি তবৈব পুত্রো ভবেয়মিতি ভাবঃ। এবমেব দ্বিতীয়ে (৪।২৬)—‘ভূমেঃ শুরেতর’ ইত্যাদৌ ‘কলয়া সিতকৃষ্ণকেশো জাতঃ’ ইত্যাদৌ শ্রীব্রহ্মবাক্যে ‘যঃ সিতকৃষ্ণকেশঃ,’ যত্র তত্ত্বর্ণসূচকো সিতকৃষ্ণে কেশো দেবৈবৰ্দ্ধৈ, সোইপি যস্তাংশেন, স স্বয়মেব জাতঃ সন্নিত্যার্থঃ। সিতকৃষ্ণকেশতৎ মোক্ষধশ্মীয়-নারায়ণোপাখ্যান দশ্মিতনানারশ্মিচ্ছবিময়ত্বান্তঃ; তথা চ সহস্রনামভাষ্যধৃতঃ ভারতীয়ঃ শ্রীভগবত্বচনম—‘অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ। সর্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মাহুমুনিসত্ত্বমঃ’ ইতি। এবমেব প্রথমে (৩।১-৪)—‘জগ্নহে পৌরুষঃ রূপ ভগবান্মহদাদিভিঃ। সম্ভূতঃ বোঢ়শকলমাদো লোকসিস্মক্ষয়া। যস্তাস্ত্বি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাঃ বিত্বতঃ। নাভিহৃদামুজাদাসীব্রহ্মা বিশ্বজাঃ পতিঃ। যস্তাবয়ব সংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তবৈব ভগবতো রূপঃ বিশুদ্ধঃ সত্ত্বজ্ঞতম্। পশ্যস্ত্বদো রূপমদ্বচক্ষুষা, সহস্রপাদোক্তি-ভূজাননাদুতম্’ ইত্যাক্ত্বা ‘স এব প্রথমঃ দেবঃ কৌমারঃ সর্গমাণ্বিতাঃ’ (শ্রীভা. ১।৩.৬) ইত্যাদিনা দ্বাৰিশত্য-

বতারাংশ প্রোচ্য কৃষ্ণাপি তদন্তঃপাতিতেন সাধারণে প্রাপ্তে বিশেষমাহ—‘এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু  
ভগবান্স্বয়ম্’ (শ্রীভা০ ১।৩।২৮) ইতি। এষামর্থঃ—ভগবান্স্ব পরমপুরুষোত্তমঃ, লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডানাং  
সিস্মক্ষয়া হেতুন। পৌরুষঃ রূপঃ জগ্নে, প্রাদুর্ভাবকার। কথন্তুতম্? মহদাদিতিঃ সন্তুতঃ মিলিতমন্তুভুত-  
মহদাদিতত্ত্বঃ প্রলয়াদো ‘সে ইন্তঃ শরীরেইপি তত্ত্বমুক্তঃ’ ইতি তৃতীয়স্কন্ধাৎ (৮।১।১)। ষোড়শকলম্—  
‘শ্রীভুঃ কৌর্ত্তিরিলা লীলা কান্তিবিদ্যেতি সপ্তকম্। বিমলাত্মা নবেতোতা মুখ্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ’—ইতি  
ভক্তিবিবেকেক্তেঃ; তাঃ ষোড়শকলা যস্ত তৎ; ইদমাত্মঃ পুরুষরূপমুক্ত্বা দ্বিতীয়মাহ—যস্তান্তসৌতি। ব্রহ্মাণ-  
স্মষ্ট্যা তদন্তু প্রবেশেনান্তসি প্রলয়কালীন গর্ভোদকে শয়ানস্তু যস্ত। কৌদুশান্নাভিহৃদামুজ্ঞাং? ইত্যত আহ—  
যস্যাবয়বেতি। যস্ত নভিহৃদামুজ্ঞস্ত; কিং স্বরূপম? পৌরুষঃ রূপঃ তৎ বৈ প্রসিদ্ধো, বিশুদ্ধমন্ত্রাখ্যস্বরূপ-  
শক্তিবিশেষাভিব্যক্তহাং তৎপ্রচুরঃ স্বরূপমিত্যর্থঃ। ‘নাতঃ পরঃ পরম যন্তবতঃ স্বরূপম?’ ইতি তৃতীয়োক্তেঃ (৯।৩)  
তচ্চেজিতং বলবৎপরমানন্দরূপত্বাং। ‘কো হেৰুন্ত্যাং’ (শ্রীভা০ ২।৭।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তস্মাকার-  
মাহ—পশ্চান্ত্যদ ইতি। তস্মাবতারানাহ—স এব গর্ভোদশায়ি পুরুষ এবেতি। অথাৎৈব তস্ত পুরুষস্তাপ্য-  
বতারিণঃ শ্রীভগবন্তঃ পরিচারয়তি—এতে ইতি। পুংসঃ পুরুষস্তু এতে কৌমারসর্গাত্মা অংশকলাঃ, তদ্বিবেকস্তুত্র  
তৈরেব কৃতঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্স্ব, তু শব্দে ভিন্নোপক্রমে। যঃ পৌরুষঃ রূপঃ জগ্নে শ্রীকৃষ্ণ এব স ইত্যর্থঃ।  
তত্ত্বাপি স্বয়মাঞ্চনৈব, ন তু তৎপ্রতিরূপত্বেন; দীপাং দীপবৎ, এবঞ্চ স্বয়ঃ শ্রীস্বামিপাদৈরপি ‘অথাহমংশ-  
ভাগেন’ (শ্রীভা০ ১০।১।১৯) ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্ ‘অংশেন পুরুষরূপেণ ভাগো মায়ায়া ভজনমীক্ষণঃ যস্ত  
তেন’ সর্বথা পরিপূর্ণরূপেণ ইতি বিবক্ষিতমপি, তথা চ বক্ষ্যাতে শ্রীবহুদেবেন—‘যস্তাংশাংশভাগেন বিশ-  
স্থিত্যপ্যয়োভ্যাঃ’ (শ্রীভা০ ১০।৮।৫।৩।) ইতি। তৈরেব ব্যাখ্যাস্তুতে চ—‘যস্তাংশঃ পুরুষস্তস্তাংশে মায়া’  
ইত্যাদি। যথা ব্রহ্মসংহিতায় (৫।৫৯) শ্রীকৃষ্ণস্তুবে ‘যদ্যেকনিশ্চসিত-কালমথাবলম্বা, জীবস্তি লোমবিলজা  
জগদগুনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্স ইহ যস্ত কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরূষঃ তমহং ভজামি ॥’ ইতি। তস্মাং  
সাধুক্তম—‘নারায়ণেহঙ্গম’ ইতি। দৃষ্টং তৈরেব—‘তাৰৎ সৰ্বে বৎসপালাঃ’ (শ্রীভা০ ১০।১।৩।৪।৬) ইত্যাদো।  
বক্ষ্যাতে চ—‘অগ্নেব দ্বন্দ্বেইস্তু’ ইত্যাদো। অথ প্রকৃতমনুসরামঃ। নহু মায়িকজলান্তঃপাতেন তদপি মমাঙ্গঃ  
কিমু জগদ্বির মায়িকম? ‘ন হি, ন হি’ ইত্যাহ—তচ্চ তবাঙ্গঃ সত্যমেব, ন তু মায়া মায়িকমিত্যর্থঃ।  
অপীতি—সন্তাবিতমেবেদমিত্যর্থঃ। জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীৰ্ব্বৈৰো তোষণী টীকান্তবাদঃ নারায়ণেহঙ্গঃ—নারায়ণ আপনারই ‘অঙ্গঃ’  
এক মূর্তি বিশেষ—অতএব মুখ্য নারায়ণ আপনারই মূর্তিবিশেষ হওয়ায় তাঁর নারায়ণত্ব সিদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু  
‘নার’ জীৰ্ব্বৈ সমূহের আশ্রয়ক্রমে কিন্তু গোণ—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তচ্চ ইতি। অতএব অচিন্ত্য শক্তি  
দ্বারাই সেই বিগ্রহের একই সময়ে সীমাবদ্ধতা ও অসীমতা—জীৰ্ব্বের আশ্রয় বলেই যে নারায়ণের সীমা-  
বদ্ধতা তা কিন্তু নয়। [শ্রীধরের টীকা—আমার অসীম মূর্তি কি করে সসীম জলকে আশ্রয়ক্রমে গ্রহণ  
করবে? এরই উত্তরে—‘তচ্চাপি সত্যঃ’ এই বাক্যের অর্থ—এই জলাদিকে যে আশ্রয় করে থাকে এও  
সত্য। অধ্যবা, পূৰ্ব প্রকরণে ‘প্রথম পুরুষ’ প্রভৃতি রূপে কৃষকে স্তব করিবার পর সেই প্রকরণচ্ছলে পুনৰায়

তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণেই এই অবান্তর প্রকরণ শেষ করানো হচ্ছে—হে অধীশ—শ্রীকৃষ্ণকে ‘অধীশ’ বলে সম্মেধন করা হচ্ছে, কারণ ‘ঈশো’ মহৎস্তা প্রথম পুরুষ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান् বলে এই প্রথম পুরুষের ‘অধি’ উপরে বিরাজমান। “প্রকৃতির উক্ষণকর্তা কারণার্থশায়ী পুরুষ বৈকৃষ্ণপতি ভগবানের প্রথম অবতার”— (ভা০ ২।৬।৪২); এই শ্লোকের স্বামিপাদ কৃত ব্যাখ্যা—যিনি ‘পরম্পর’ পরবেয়ামাধিনাথের ‘পুরুষ’ প্রকৃতি প্রবর্তক, যার লীলাবিগ্রহ সহস্রশির্ষা ইত্যাদি রূপে বর্ণিত, তিনিই প্রথম অবতার।’ নারায়ণঃ—নার+অয়নঃ, অতঃপর নরাণ্যঃ—তৃতীয় পুরুষ ক্ষিরোদশায়ী পুরুষের, তথা দ্বিতীয় পুরুষভেদের অর্থাৎ গর্ভোদশায়ী পুরুষের সমূহ হল ‘নার’ তার সমষ্টিকপই হল মহৎস্তা—অতঃপর এই মহৎস্তারও ‘অয়ণ’ প্রবৃত্তি যাঁর থেকে, তিনিই হলেন মুখ্য নারায়ণ। অতঃপর (১) সর্বদেহিনামাত্মা অসি—আপনি নিখিল (ব্যাষ্টি) জীবের পরমাত্মা—ক্ষিরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষ বলে থাকে। তথা (২) অধিললোকসাক্ষী—সমষ্টি জীবের অন্তর্ধামী—গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ—ব্রহ্মাণ্ডের দ্বিশ্রেষ্ঠ। তথা (৩) নরভূজলায়নাত্ম—‘নর’ বিষ্ণু, ‘নরভূ’ বিষ্ণু থেকে উন্নত তত্ত্ব সমূহ’ এই অন্তর্মারে ‘নরভূ সমূহ মহদাদি’ এর সহিত পাঠ হেতু এই জলও বিষ্ণু জাতই, অতঃপর ‘আপঃ নারঃ’ বিষ্ণু সম্বন্ধীয় জল—এইরূপে ‘নরভূজল’ পদের অর্থ হচ্ছে, কারণার্থ—সেই জল আশ্রয়ী প্রথম পুরুষ। নারায়ণস্ত্রঃ নহি—এই তৃতীয়-দ্বিতীয় প্রথম পুরুষরূপ যে নারায়ণ, সেই নারায়ণই যে আপনি কৃষ্ণ, ইহা ন হি—নিশ্চিত হচ্ছে না, কিন্তু প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষরূপ নারায়ণ আপনার অঙ্গঃ—মূর্তিবিশেষ। আপনি হলেন এদের অঙ্গী। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র প্রমাণ—সাহত্যতন্ত্র “শ্রীকৃষ্ণের বিলাসঘূর্ণ শ্রীবলরামের কলা মহাবিষ্ণুর পুরুষ নামক তিনটি রূপ আছে—তার মধ্যে প্রথমরূপ মহত্ত্বের স্তৰ্ণা, কারণাক্ষিণী ও প্রকৃতির অন্তর্ধামী। দ্বিতীয়রূপ গর্ভদোশায়ী ব্রহ্মাণ্ড মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী এবং তৃতীয়রূপ প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধামী। এই তিনটি রূপকে জানলে সংসার মুক্তি পাবে।”—(শ্রীভা০ ২।৭।২৬) “ভূমেঃ স্থুরেতৰ” শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের “কলয়া সিত কৃষ্ণ” বাক্যের অর্থ এইরূপ হবে, যথা—ইনি কে, যাঁর জাত হস্তয়ার কথা বলা হয়েছে এই শ্লোকে ?—এরই উন্নরে—যাতে দেবতাগণ (সাদা কালো বর্ণ সূচক) “সিত কৃষ্ণ কেশ” অর্থাৎ তেজরাশি দেখেছিলেন সও (অর্থাৎ সেই ক্ষিরোদশায়ী বিষ্ণুও) যাঁর অংশ সেই তিনিই স্বয়ং জাত অর্থাৎ সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান् কৃষ্ণই অবতীর্ণ। অতঃপর এখানে কেশ শব্দে ‘তেজরাশি’ অর্থ করার কারণ বলা হচ্ছে—

মোক্ষধর্মের নারায়ণ উপাখ্যানে বর্ণিত আছে—নারদ ভগবানের মধ্যে নানাবর্ণের জ্যোতি বা তেজ দর্শন করেছিলেন—আবার সহস্রনাম ভাষ্যান্ত মহাভারতে শ্রীভগবৎচনে এইরূপ দেখা যায়, যথা—আমার তেজ রাশি যা প্রকাশ পাচ্ছে, তাকে ‘কেশ’ নামে অভিহিত করা হয়—সর্বজ্ঞ মুনিসন্তুমগণ তাই আমাকে কেশের বলে অভিহিত করেন, (কেশ আছে যার তিনি কেশব)।” এইরূপে প্রথমে (শ্রীভা০ ১।৩।১-৪) শ্লোকে “স্বয়ং ভগবান् শ্রীকৃষ্ণই লোকসৃষ্টির জন্য সর্ব প্রথমে বুদ্ধি আদি ষোড়শ পদার্থ যাতে অংশরূপে বর্তমান সেই কারণার্থশায়ীরূপে প্রথম পুরুষ নামক রূপ ধারণ করলেন।—দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীরূপে গর্ভোদকে শয়ন করলে তার নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম হয়েছিল। (পূর্বাধ্যায়ে ক্ষিরোদশায়ী অনিরুদ্ধ

ত্রিতীয় পুরুষের কথা বলা হয়েছে)।—কারণোদশায়ী নারায়ণ থেকে পাতালাদি শ্রীচরণাদি সন্নিবেশক্রমে লোকবিস্তারকারী বিরাটুরূপ প্রপঞ্চ রচনা হয়েছে—এই কারণোদশায়ী নারায়ণ রজাদি অমিশ্র সচিদানন্দ-ঘন বিগ্রহ।—অসংখ্য হস্তপদাদিযুক্ত, অসংখ্য মস্তক এবং মুকুটকুণ্ডল পরিশোভিত এই বিগ্রহ সিদ্ধগণ প্রেমাঞ্জনচুরিত নয়নে দেখতে পান।” ইত্যাদি শ্লোকে দ্বাবিংশ অবতার বলা হয়েছে এবং এরই মধ্যে সাধারণের সঙ্গে একাকার করে কৃষকেও গণনা করে (শ্রীভা ১৩।২০ ‘রামকৃষ্ণবিত্তি ভুবো’ ইত্যাদি) অপরাধ ভয়ে পুনরায় কৃষের কথা বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে—অবতার সব পুরুষের কলা অংশ। স্বয়ং ভগবান् কৃষ্ণ সর্ব অবতঃস।

অতঃপর উপর্যুক্ত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, ভগবান्—পরম পুরুষোত্তম। লোকসিস্তক্ষয়া—ব্রহ্মাণ্ড সমুহের লোকদের সৃষ্টির জন্য বেদে যাকে পুরুষ বলা হয় সেই পুরুষরূপ প্রকটরূপে স্বীকার করলেন। সেই রূপটি কেমন? মহদাদিভি সংস্কৃতৎ—এইরূপের অন্তর্ভূত ভাবে মহদাদি তত্ত্ব আছে—প্রমাণ (শ্রীভা ৩।৮।১১) “প্রলয়াদিতে তিনি নিজ শরীর মধ্যে ত্রিভুবনস্থ জীববৃন্দের সূক্ষ্মশরীর সকল নিহিত করে অবস্থান করেন।” ষোড়শকলম্ব—শ্রী-ভূ-কৌর্তি-ইলা-লীলা-কান্তি-বিদ্যা এই সাত, আর বিমলাদি নয়—মোট ষোল।—এই মুখ্য ষোড়শ শক্তি।—ভক্তি বিবেক। এই ষোড়শকলা যাঁর সেই প্রথম পুরুষের কথা বলা হল। কারণার্বশায়ী পুরুষ অনন্ত ব্রহ্ম ও সৃষ্টি করে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক মূর্তিতে প্রবেশ করলেন। নিজের স্বর্মজ্জলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করলেন। এইরূপে প্রথম পুরুষের কথা বলে ১।৩।২ শ্লোকে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলা হচ্ছে, যশ্চান্তসি শয়ানস্তু—(অতঃপর সেই কারণার্বশায়ীর দ্বিতীয়বৃহৎ গর্ভোদশায়ী প্রতি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ নিজসৃষ্টজ্জলে শয়ন করলেন।—শ্রীজীব ক্রুমসন্দর্ভ)। এই গর্ভোদশায়ীর নাভিহৃদপদ্ম থেকে ব্রহ্মার জন্ম। এই নাভিহৃদপদ্ম কিরণ? এরই উভয়ে—পরবর্তী শ্লোক ‘যশ্চাবয়ব’ ইত্যাদি যশ্চ—যে নাভিহৃদপদ্মের স্বরূপ হল প্রথম শ্লোকে কথিত কারণার্বশায়ী পুরুষরূপ। তদৈ—‘তৎ’ সেই পুরুষরূপ ‘বৈ’ প্রসিদ্ধ। বিশুদ্ধং সত্ত্বানুজিতম্—বিশুদ্ধ সত্ত্ব নামক স্বরূপ-শক্তির প্রকাশ হেতু সেই পুরুষরূপ শক্তি উচ্ছল।—(শ্রীভা ৩।৯।৩) “হে পরমপুরুষ আপনার স্বরূপ হল নিবিশেষ আনন্দমাত্র ব্রহ্ম।”—বলবৎ পরমানন্দ বলে এই কারণার্বশায়ী বিগ্রহ ‘উর্জিত’ নিরতিশয় বিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই কারণার্বশায়ী বিগ্রহের আকার ১।৩।৪ শ্লোকের ‘পশ্চন্ত্যদ’ ইত্যাদি বাক্যে বলা হয়েছে, যথা—সহস্রপাদ ইত্যাদি; ইহা পরমাত্মা সন্দর্ভে প্রকাশিত আছে। কিন্তু (ভা ৩।৮।২৪-৩০) শ্লোকে দ্বিতীয়বৃহৎ গর্ভোদশায়ীকে উপলক্ষ্য করে—“বেণুভুজাত্রিপাজ্জেুঃ”, “দোর্দণ্ড সহস্র শাখম্”, “কিরীট সাহস্রহিরণ্যশৃঙ্গম্” ইত্যাদি কথা বলা আছে। কারণার্বশায়ী প্রথম পুরুষের অবতার বলা হচ্ছে—(শ্রীভা ১।৩।৬) ‘স এব’ দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীই সেই অবতার। অতঃপর এখানেই এই কারণার্বশায়ী প্রথম পুরুষের অবতারী শ্রীভগবানের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে—‘এতে চাংশকলা’ ইত্যাদি। ‘এতে’ মৎস কুর্মাদি, চতুঃসন্নরূপ প্রভৃতি অবতারগণ কেহ প্রথম পুরুষের অংশ কেহ কলা—কৃষ্ণ কিন্তু ভগবান্ স্বয়ম্—‘তু’ শব্দ ভিন্ন উপক্রমে। যিনি লোক সৃষ্টির জন্য কারণার্বশায়ী প্রথম পুরুষরূপ ধারণ করলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণই। এর মধ্যেও আবার

‘স্বয়ম্’ নিজেই—দীপ থেকে দীপবৎ, প্রতিরূপ ভাবে কিন্তু নয়। ‘স্বয়ং’ পদে স্বামিপাদও এই রূপই ব্যাখ্যা করেছেন—“অথাহমংশভাগেন” (শ্রীভা০ ১০।১২।৯) শোকের ব্যাখ্যায়, যথা ‘অংশেন’ পুরুষ রূপে ‘ভাগো’ মায়াৰ প্রতি উক্ষণ যাঁৰ সেই রূপে—অর্থাৎ ‘সর্বথা পরিপূর্ণরূপে’ এই রূপই বক্তব্য। শ্রীবত্তুদেবও বলেছেন—“কৃষ্ণাংশ পুরুষের অংশ মায়াৰ গুণের অংশ পরমাণুমাত্র লেশেৰ দ্বাৰা এই জগতেৰ উৎপত্তি প্ৰভৃতি হয়।” যথা ব্ৰহ্মসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণ স্তবে—“যে মহাবিষ্ণুৰ লোমকৃপ থেকে আবিভুত ব্ৰহ্মাণ্ডাধিপতি ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু ও শিব যাঁৰ এক নিশ্চাসকাল মাত্ৰ প্ৰকটৰূপে বিৱাজমান থাকেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁৰ কলা বিশেষ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা কৰি।”

অতএব সুন্দৱ বলা হয়েছে,—‘নারায়ণোহঙ্গম্’ ইতি। অর্থাৎ এই প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পুরুষ-রূপ নারায়ণ আপনাৰই অঙ্গ। এই ব্ৰহ্মবনেই তো দেখা গেল—“কৃষ্ণস্বরূপভূত বৎসগণ ও বালক সকল ব্ৰহ্মার চোখেৰ সামনেই তৎক্ষণাং প্ৰকাশ পেতে লাগল—শ্রামসুন্দৱ পীতকোশেৱ বসনধাৰী, চতুর্ভুজ ইত্যাদি রূপে।”—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬)। পূৰ্বপক্ষ, আচ্ছা মায়িকজলাস্তঃপাতেৰ দ্বাৰা আমাৰ সেই পুরুষ-রূপ অঙ্গও জগতেৰই মতো মায়িক হবে না কি? এৱই উভয়ে, নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না—আপনাৰ সেই অঙ্গ নিশ্চয়ই সত্য, মায়িক নয়। এখানে সন্তাবনায় ‘অপি’—এও সন্তাবিত, এৱৰ অর্থ ॥ জী০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ তৰ্হি হং নারায়ণস্ত পুত্ৰঃ স্থান্তেন মম কিং তত্রাহ—নারায়ণস্তং ন হীতি কাকা নারায়ণো ভবত্তেবেতাৰ্থঃ। হে অধীশ উশানামপ্যাধিপতে, “বিষ্টভ্যাহমিদঃ কৃৎস্মেকাংশেন স্থিতো জগ”দিতি অহক্তেঃ সৰ্বদেহিনামাত্মাসি আত্মহাদেবাখিললোকসাক্ষী চ সচ নারায়ণো জীবমাত্রাস্তৰামিতাদাত্মা সাক্ষীচেত্যতত্ত্বদেকাংশ এব সোইবগম্যতে ইতি অমেব স ইত্যৰ্থঃ। নমু ব্ৰহ্মনহঃ কৃষ্ণবৰ্ণহাং কৃষ্ণনামা বৃন্দাবনস্থঃ। সতু নারশৈদোক্তজলস্থ হাত্তারায়ণনামেত্যতঃ। কথমহমেব স ইতি তত্রাহ—নৱভূজলায়নাং “আপো নারা ইতি প্ৰোক্তা আপো বৈ নৱস্মুনবঃ। অয়নং তন্তু তাঃ পূৰ্বঃ তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ” ইতি নিৰুক্তে নৰোন্তুতজলবৰ্ত্তিহাং যো নারায়ণঃ স তবাঙ্গং অদংশহাদিতি ভাৰঃ। অতস্তৎকৃক্ষিগতোহিপ্যহং তৎকৃক্ষিগতএব। কিঞ্চ স্বেচ্ছাময়স্ত নতু ভূতময়স্তেতুক্ত্যা তব বালবপুৰাস্তুদেববপুশ্চ সচিদানন্দময়ত্বেনৈব বৰ্ণিতং, তথা তচ্চাপ্যঙ্গং নারায়ণাখ্যং সত্যং সৰ্বকালদেশবৰ্ত্তি শুন্দসত্ত্বাত্মমেব নতু বৈৱাজস্বরূপমিব মায়য়া মায়িকমিত্যৰ্থঃ। চকারদণ্ডপি মৎস্তকুৰ্মাগুঙ্গং সত্যম্ ॥ বি০ ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হে ব্ৰহ্ম, আপনি যা বললেন, তাতে বুঝা যাচ্ছে, আপনি নারায়ণেৰ পুত্ৰ—আচ্ছা তাতে আমাৰ কি বলুন তো। এৱই উভয়ে, নারায়ণস্তং ন হি—আপনি কি নারায়ণ নন? অর্থাৎ আপনি নিশ্চয়ই নারায়ণ। হে অধীশ—হে উশৰ, সকলেৰ অধিপতি। “হে অজুন, আমি একাংশে এই সমস্ত জগৎবৈপে অবস্থিত”—(জী০ ১০।৪২)।—এই উক্তি অনুসারে আপনি সৰ্ব-দেহিনামাত্মাহসি—আপনি নিখিল জীবেৰ পৰমাত্মা এবং পৰমাত্মা হওয়া হেতু আপনি অখিল লোক-সাক্ষী—সেই নারায়ণও জীবমাত্রেৰ অন্তর্যামী হওয়া হেতু অখিল লোক ‘আত্মা’ সাক্ষী, এইরূপে সেই নারায়ণ আপনাৰ একাংশই, এৱৰ বুঝা যাচ্ছে—এইরূপে আপনিই সেই নারায়ণ। শ্রীধৰ—“নায়ময়সে

১৫। তচেজজলস্থং তব সজ্জগদ্বপুঃ কিং মে ন দৃষ্টং ভগবৎস্তদৈব ।

কিংবা সুদৃষ্টং হন্দি মে তদৈব কিং নো সপত্নেব পুনর্ব্যদর্শি ॥

১৫। অৱয়ঃ [হে] ভগবন् তব সজ্জগদ্বপুঃ (জগদাশ্রয়ভূতঃ শরীর) জলস্থং চে তদৈব কিং মে ন দৃষ্টঃ কিং বা তদৈব মে হন্দি সুদৃষ্টং সপত্নেব (তৎক্ষণাদেব) কিং পুনঃ নো ব্যদর্শি (তব বপুঃ দৃষ্টঃ বভূব) ।

১৫। মূলানুবাদঃ আচ্ছা তাই যদি হয়, তবে এই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপু কি করে প্রাকৃত জলে সীমিত হয়ে থাকা সম্ভব? এরই উত্তরে—] আপনার সেই গর্ভাদশায়ী নারাণ বপু বর্তমান জগতের জলস্থই যদি হয় তবে হে ভগবন् আমি খুজে পেলাম না কেন? আবার ধ্যান মগ্ন হয়ে তখনই সঙ্গে হৃদয় মধ্যে কি করেই বা সচিদানন্দঘনকূপে দেখতে পেলাম, আবার সেই হৃদয় মধ্যেও পুনরায় কেনই বা দেখতে পেলাম না। (অতএব বুঝা যাচ্ছে—আপনার যোগমায়ার অবরণ-প্রকাশের দ্বারা দৃশ্য-অদৃশ্য হন) ।

জানাসীতি হমেব নারায়ণ”—অয় ধাতু থেকে অযন্ত শব্দ নিষ্পত্তি—অযন্ত শব্দে জানা বা দেখা। অখিল লোকের ত্রৈকালিক কর্মের জানা বা দেখা যাব দ্বারা হয় অর্থাৎ যিনি অখিল লোকসাক্ষী, তিনিই নারায়ণ।। আচ্ছা ব্রহ্মন्, আমি বৃন্দাবনবাসী কৃষ্ণবর্ণ বলে নাম ধরি কৃষ্ণ, আব যাকে নারায়ণ বলছেন, তিনি তো ‘নার’ শব্দে উক্ত জল-বাসী বলে নাম ধরেণ নারায়ণ—তাহলে কি করে আমিই সেই নারায়ণ হলাম? এরই উত্তরে, নরভূজলায়নাং—‘নারায়ণ’ পদের নিরুক্তি—নার+অয়ন। ‘নার’ জীব সমূহ ও জল। ‘অয়ন’ আশ্রয়। জীব সমূহ ও জল যার আশ্রয় তিনিই নারায়ণ। এই নিরুক্তি অমুসারে—‘নরভূ’ নর থেকে উত্তৃত অর্থাৎ জীব ও জলের ভিতরে থাকা হেতু যিনি নারায়ণ (প্রথম দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষ) তিনি অংশ হওয়া হেতু আপনার অঙ্গ। অতএব সেই নারায়ণের কুক্ষিগত হওয়া হেতু আমি ব্রহ্মা আপনারই কুক্ষিগত। আবও “আপনি স্বেচ্ছাময় বটে কিন্তু ভূতময় নন”—(শ্রীভা০ ১০।১২।১২) শ্লোকে আপনার বালকৃষ্ণ শরীর এবং অসংখ্য বাস্তুদেব শরীর সচিদানন্দকূপে যে বর্ণিত হয়েছে, ঠিক সেইরূপই তচাপি—(প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় পুরুষ) নারায়ণ নামক অঙ্গ সত্যং—সর্বকালদেশবর্তী শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকই বৈরাজ্যস্বরূপের মতো মায়া—মায়িক নয়। (তৎ+চ) ‘চ’ অন্তস্বরূপও অর্থাৎ মৎস্য কূর্মাদি অঙ্গও সত্যং ॥ বি০ ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ সন্তাবনামেব দর্শয়তি—তচেদিতি। তত্ত্ব সৎ পারমার্থিক-সত্যমেব বপুজ্জলস্থঞ্চেং, তত এব জগদিতি জগদাত্মকঞ্চেং, তত্ত্বদ। কিং ময়া সমষ্টি জীবতয়া সর্বজগদাত্মকত্বেনাপি ন দৃষ্টম? তথা কিং বা হন্দি তৃতীয়োক্তানুমারেণৈব দৃঢ়সমাধিষ্ঠোগ বিকৃতবোধেন ময়া স্বস্তু সুষ্ঠু ‘নাতপৱং পরম যন্তবতঃ স্বরূপম’ (শ্রীভা০ ৩।৯।৩) ইত্যাদি-তত্ত্ব-মহত্ত্বানুমারতঃ সচিদানন্দঘনত্বেন দৃষ্টম? বা-শব্দস্থাপয়াৎ, পুনশ্চ কিংবা বহিৰ্ব্বে সত্যাঃ নো ব্যদর্শীতি। জী০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ‘একাপ যদি হয়’ এইরূপ সংশয় বিকৰ দেখান হচ্ছে, তৎ চে ইতি। তব তৎ—আপনার সেই পারমার্থিক সত্য অর্থাৎ সর্বদেশকালবর্তী শুদ্ধসত্ত্বাত্মক বপুই

১৬। অত্রেব মায়াধমনাবতারে হস্ত প্রপঞ্চে বহিঃস্ফুটন্ত ।

কৃৎস্তু চান্তর্জিতে জনন্যা মায়াস্ত্রমেব প্রকটীকৃতং তে ॥

১৬। অষ্টয়ঃ [হে] মায়াধমন (মায়ানাশন) অতএব অবতারে বহিঃস্ফুটন্ত হি অস্ত কৃৎস্তু প্রপঞ্চে (নিখিল জগতঃ) তে অন্তর্জিতে জনন্যাঃ (যশোদায়াঃ) [প্রদর্শনেন] মায়াস্ত্রঃ (মায়াবৈভবঃ) এব প্রকটীকৃতং ।

১৬। মূলানুবাদঃ হে মায়া উপশমকারী ! বাহিরে এই স্পষ্ট প্রকাশমান জগৎই সাকলে নিজ উদ্দেশ্যে মাকে দেখাবার জন্য আপনি তাঁর প্রতি মায়িক ভাব প্রকাশ করেছিলেন ।

জলেও অবস্থিত হয়ে থাকে স্তুতৰাঃ জগৎ—জগদাত্মকই হয়, তা হলে তখন আমি ব্রহ্ম। সমষ্টি জীবস্তুরূপে সর্বজগদাত্মক হলেও আমার দ্বারা দৃষ্টি হলেন না কেন ? আর কেনই বা দৃঢ় সমাধি যোগে বিচ্ছিন্নভাবে প্রাতুর্ভূত জ্ঞান আমার দ্বারা হৃদয়ে মধ্যে স্থৃষ্টি হলেন ? ‘স্তু’ স্থৃষ্টি ভাবে । (শ্রীভা০ ৩৯।৩) শ্লোকে উক্ত আছে, “ব্রহ্মা পিতা গর্ভোদশায়ীকে স্তুব করছেন—হে পরম ! আপনার যে নির্বিশেষ আনন্দমাত্র স্বরূপ ব্রহ্ম, তা আপনার এই রূপই, ব্রহ্ম কিন্তু আপনার এইরূপ নয় ।” এই শ্লোকে আমার উক্তি অনুসারে ‘স্থৃষ্টি দৃষ্টি হল’ কথার অর্থ হল সচিদানন্দস্তুরূপে দৃষ্টি হলেন । বা—শব্দের সহিত অষ্টয় করে অর্থ এরূপ আসে—পুনরায় কেনই বা বাহুজ্ঞান ফিরে এলে এই বিশেষ দর্শনটি হল না ॥ জী০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ নমু নারায়ণস্তুরূপঃ তদ্যদি শুন্দসত্ত্বাত্মকঃ তর্হি প্রাকৃতে গর্ভোদ এব পরিচ্ছিন্নঃ কৃতঃ সদা দৃশ্যতে নহি সর্বব্যাপকস্তু তস্য গর্ভোদমা ইপরিচ্ছেদঃ সন্তবেৎ তত্ত্ব তস্য তজ্জলস্তুমেব ন নিয়মিত্যাহ—তৎ নারায়ণাখ্যঃ বপুস্তুব সজ্জগৎ সৎ বর্তমানঃ জগৎ যত্র তৎ জলস্তুমেব চেৎ তর্হি তদৈব কমলনালমার্গেণাস্তঃ প্রবিশ্য সন্তুস্রশতঃ বিচ্ছিন্নতাপি ময়া হে ভগবন্নবিচ্ছ্যযোগমায়েশ্বর্যঃ কিঃ ন দৃষ্টম । নমু তত্ত্ব জলএব স্থিতঃ হয়া অজ্ঞানান্নদৃষ্টিমিতি চেৎ তদা হাঃ ধ্যায়তা ময়া তদৈব হস্তাপি স্থৃষ্টি কিংবা দৃষ্টম । তৎক্ষণএব তত্ত্বাপি কিঃ পুনর্ব্যদর্শীত্যত স্তুবপুস্তুব জলস্তুতেন পরিচ্ছিন্নমপি অচিন্ত্যশক্ত্যা স্বকুক্ষিগতীকৃত-জগৎকৃতেনাপরিচ্ছিন্নঃ সর্বব্রৈব দেশে কালেচ বর্তমানমেবাপি অদীয়যোগমায়য়া আবরণ প্রকাশাভ্যামেব দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যবগতম ॥ বি০ ১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা নারায়ণস্তুরূপ সেই গর্ভোদশায়ী পুরুষ যদি শুন্দসত্ত্বাত্মক হন তবে প্রাকৃত গর্ভোদকেই সীমাবদ্ধ হয়ে কি করে সদা দৃষ্টি হতে পারেন ? এরই উত্তরে, সর্বব্যাপক সেই নারায়ণ স্তুরূপের গর্ভোদমাত্র সীমার মধ্যে থাকা সন্তুব নয়—তার সেই জলের মধ্যে থাকাটা কোন নিয়মে নয় । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—আপনার সেই গর্ভোদশায়ীরূপ নারায়ণ বপু বর্তমান জগতের জলস্তুই যদি হয়, তবে তারই কমলনাল-পথে ভিতরে প্রবেশ করে একশ বৎসর ধরে খুঁজেও হে ভগবন্ন অর্থাৎ অচিন্ত্য যোগমায়া ঐশ্বর্যশালি ! তাঁকে দেখতে পেলাম না কেন ? যদি বলেন তথাকার জলেই ছিলাম, কিন্তু আপনি অজ্ঞানবশে দেখতে পান নি—এর উত্তরে, তবে ধ্যানমগ্ন হয়ে আমি তখনই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে মধ্যে স্থৃষ্টি ভাবে কি করে দেখলাম, আবার সেখানেই পুনরায় দেখতেও বা পেলাম না কেন ? অতএব বুঝা

যাচ্ছে আপনার বপু জলের মধ্যে থাকা হেতু সীমাবদ্ধ হলেও অচিন্ত্য শক্তিতে নিজ কুক্ষিতে জগৎ ধারণ করায় অসীমও—সর্বত্রই দেশে এবং কালে অবশ্য বর্তমান থাকলেও আপনার যোগমায়। কর্তৃক আবরণ ও প্রকাশ দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য হয়ে থাকেন ॥ বি ১৫ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকাৎ অত্সন্দপি তবাঙ্গং ন জলাত্মায়ং, নাপি জগদিতি নিশ্চিতং, তত্র অমেব দৃষ্টান্ত ইতি ব্যাজেন পুনঃ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহমেব পরমতত্ত্বপত্রেন সাধয়তি—অত্রেবেতি ত্রিভিঃ। 'মায়াধমনাবতারঃ' ইতি তৎসম্বন্ধমাত্রং ন সোচ্চম্, অধাদীনামপি তৎসম্বন্ধাপাকরণদৃষ্টেরিতি ভাবঃ। তচ্চ যুক্তং, স্বয়ং ভগবত্ত্বেন পরাংপরথাং। তথা চৈকাদশে (১৫ ১৬)—'নারায়ণে তুরীয়াথ্যে ভগবচ্ছব্দ-শব্দিতে' ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং তৈরেব—'বিরাট্, হিরণ্যগর্ভশ্চ কারণং চেতুপাধয়ঃ। ঈশস্ত যত্রিভীনং তুরীয়ং তৎ পদং বিদ্ধঃ ॥' (শ্রীগাৰ্ণ দী) ইতি। অস্ত বহিঃস্ফুটস্ত প্রপঞ্চস্ত নিজান্তর্জষ্টরে জনন্যান্তং প্রতি দর্শনেনে-তার্থঃ। মায়াতং পূর্বোক্তং যত্নদীয়জলাদি প্রপঞ্চাত্মায়ত্ত্ব মায়িকতং তদেব ব্যক্তিকৃতম্। যদ্বা, বিশেষেণ তাংপর্যং জগদিদং বহিরেব স্ফুটং, নান্তরিতান্ত্বার্থস্ত্রেতি, 'অথোইমুস্ত্রে মমার্ভকস্ত, যঃ কশচনোৎপত্তিক আআয়োগঃ' (শ্রীভাৰ্ণ ১০।৮।৪০) ইতি তৈয়েব স্বাভাবিকাচিন্ত্য শক্তিময়-পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদনির্ণয়াৎ দেব-মায়াত্ত্ব পরিহারত্বাচ। শ্রীগুকেন 'ন চান্তর্ন বহিষ্ট্ব' (শ্রীভাৰ্ণ ১০।৯।১৩) ইত্যাদিনা তাদৃশত-নির্ণয়াৎ জগতঃ স্বত্বাবিকমেব তদাশ্রয়কতং ন সন্তুষ্টিতি ভাবঃ ॥ জী ১৬ ॥

১৬। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকানুবাদঃ অতএব আপনার সেই কারণার্থশাস্ত্রী আদি আপনার অঙ্গ জল-অন্তঃপাতি নয়,—জগৎ-অন্তঃপাতিও নয়, ইহা নিশ্চিত। এ সম্বন্ধে আপনি নিজেই দৃষ্টান্ত—এই কথাচলে পুনরায় শ্রীবিগ্রহকেই পরমতত্ত্বপে স্থাপন করা হচ্ছে—অত্রেব ইতি তিনটি শ্লোকে। মায়াধমনাবতার—হে মায়ানাশক অবতার ! আপনার মায়া সম্বন্ধমাত্রও অসহ। অধাদীনও মায়াসম্বন্ধ দুরিত্বকরণ দৃষ্ট হওয়া হেতু, একুপ বলা হল—একুপ ভাব। (কৃষ্ণস্তে বধের পর অঘাতুর আকাশে জ্যোতিরূপে অর্থাং মায়ামুক্তরূপে দৃষ্ট হয়েছিল, পরে সেই জ্যোতি কৃষ্ণস্তে প্রবেশ করে গেল।) ইহা যুক্তিযুক্তই বটে, কারণ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ পরাংপর তত্ত্ব। আরও, একাদশেও একুপই দেখা যায়, যথা—শ্রীভাৰ্ণ ১১।১৫।১৬) শ্লোকে “নারায়ণে তুরীয়াথ্যে” অর্থাৎ “যিনি ষড়শ্বর্ধপূর্ণ ‘তুরিয়’ নামক নারায়ণ-রগী” ইত্যাদি বাক্যের শ্রীধরস্বামি ব্যাখ্যা করলেন—ঈশ্বরের যে বিরাট, হিরণ্যগর্ভ এবং কারণ, এই তিন উপাধিশূল্যতা, একে ঈশ্বরের তুরীয়পদ বলে জানবে।” ‘ইত্যেবং’ এইরূপে নারায়ণেরই তুরিয়তা ষড়শ্বর্ধ-বস্তা। শ্রীধরের এই বাক্যের অর্থ শ্রীবিশ্বনাথ এইরূপ করেছেন, যথা—বিরাট’ স্ফূল, ‘হিরণ্যগর্ভ’ সূক্ষ্ম—এই কার্যদ্বয় উপাধি নয় এবং ‘কারণং’ মায়াও উপাধি নয়, কিন্তু ‘তুরিয়’ সচিদানন্দ বস্তু যাঁর ‘আখ্যা’ আকার অগম্য, সেই নারায়ণ ; তাতে ইত্যাদি। অস্ত ইত্যাদি—এই বাইরের সমস্ত দৃশ্য জগতের জনন্যাঃ—মায়ের চোখে নিজ পেটের মধ্যে প্রদর্শনের দ্বারা উহার মায়াময়ে—মায়াময়ত্বই প্রকাশ করা হল। ‘মায়াত্ব’—যেমন না-কি পূর্বোক্ত তদীয় জলাদিকে, অতএব বিশ্ব সংসারকে আশ্রয় করে থাকার ভাবের মায়িকতা। [কৃষ্ণ মাকে বাইরে পরিদৃশ্যমান জগৎটাকেই সমগ্রভাবে তাঁর উদ্দৰ মধ্যে অবস্থিত দেখালেন,

১৭। যন্ত কুক্ষাবিদং সর্বং সাঞ্চাং ভাতি যথা তথা ।

তৎ অয়পীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়া বিনা ॥

১৭। অন্তয়ঃ যন্ত কুক্ষৈ সাঞ্চাং (তয়া সহিতঃ) ইদং সর্বং যথা ভাতি তৎ সর্বং ইহ অপি অয়ি মায়া বিনা কিম (তব মায়া বৈভবং বিনা কিং অয়ি ঘটেত ?) ।

১৭। মূলানুবাদঃ [বাইরের বিশ্বই কুক্ষিতে প্রতিবিস্তি হচ্ছিল—এর মধ্যে মায়ার স্থান কোথায় ? এরই উত্তরে—]

যশোমার বিশ্বরূপ দর্শনকালে আপনার কুক্ষিতে যেমন আপনা সহ এই বিশ্ব নয়ন-গোচর হচ্ছিল, তেমনই হচ্ছিল বহিদেশেও । দুই-এর মধ্যে ভিন্নতা কিছু ছিল না । মায়া বিনা এ কি করে হতে পারে ? দর্পনে দর্পন প্রতিবিস্তি হতে পারে কি ? অতএব একে মায়ার বৈভবই বলতে হয় ।

বাইরে বর্তমান থাকা কালেই—এই যে ভিতরে দেখানো, ইহা মায়ের প্রতি তাঁর মায়াই ।—শ্রীজীব বৃং ক্রুং সন্দর্ভ ।] অথবা, এই জগতের বাইরে অবস্থিতিটাই স্পষ্ট, কৃষের উদর মধ্যে অবস্থিতি স্পষ্ট নয় । উদর মধ্যে অবস্থিতির এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে—(শ্রীভা০ ১০।৮।৪০) শ্লোকে দেখান হয়েছে, মা যশোদা কৃষের উদর মধ্যে বিশদর্শন করে তর্ক করছেন—এ কি স্বপ্ন, না শ্রীভগবৎ মায়া, না এ কৃষের অচিন্ত্য শক্তিরই কোনও খেলা—এই খানেই তর্কের সমাপ্তি হল অর্থাৎ মা যশোদা কৃষের অচিন্ত্য শক্তিকেই কারণ বলে নির্ণয় করলেন । এবং একই সময়ে সীমিত ও অসীমিত হওয়া হেতু যে দেবমায়া সিদ্ধান্ততা পরিহার করলেন । শ্রীশুকদেব (শ্রীভা০ ১০।৯।১৩) শ্লোকের “কৃষের অন্তর নেই ও তদ্বিপরীত বাইরও নেই”—ইত্যাদি কথায় কৃষের সর্বদেশ ব্যাপকত বিভুতা নির্ণয় করে রাখা হেতু জগতের পক্ষে ইহা স্বাভাবিকই যে উহাতে বিভু কৃষের আশ্রয় যোগ্যতা সন্তুষ্টি না ॥ জী০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ নহু যস্তেব জগতোইত্বর্ত্তিনি জলে তদ্পুঃ স্থিতঃ তদেব জগত্কুক্ষে তিষ্ঠতীত্যসঙ্গতঃ । মহি গৃহস্থান্তর্বর্ত্তিনি ঘটে তদেব গৃহং তিষ্ঠেদিত্যতঃ শুন্দমত্তাত্মক-বপুষি তস্মিন্নস্মান্মায়িকা-দণ্ডমায়িকমণ্ডাদেব বা জগন্তবেদিত্যবসীয়তে । এবং সতি ন তঃ মৎকুক্ষিগত ইত্যাশঙ্ক্য কুক্ষিগতস্ত জগতো বহিষ্ঠজগদৈক্যঃ বদন্নেব মায়িকত্বঃ প্রতিপাদয়তি দ্বাভ্যাম् । অত্বেতি হে মায়াধমন, মায়োপশমক, অন্ত বহিষ্ঠফুটস্তেব প্রপঞ্চস্ত কৃংস্মস্যাপি অন্তর্জাতৰে প্রদর্শনয়েতি শেষঃ । জনন্যাঃ জননীঃ শ্রীযশোদাঃ প্রতীত্যর্থঃ । মায়াত্ম মায়িকত্বং অতো দুষ্টর্ক্যোগমায়ৈব তদ্পুজ্গদন্তর্বর্ত্ত্যপি সর্বজগদ্যাপকং যুগপদেতবেতি ধ্বনিঃ । তেন চ সাক্ষাত্ত্বাপি কুক্ষিগতোইহমধুনাপিবর্তে ইতি সাক্ষাত্ত্বাপি মন্মাতেত্যুৎ্বনিঃ ॥ বি০ ১৬ ॥

১৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যে জগৎ মধ্যের জলে নারায়ণ বপু অবস্থিত সেই জগৎই আবার উহারই উদরে অবস্থিত—ইহা অসঙ্গত কথা,—গৃহের ভিতরকার ঘটে সেই গৃহ অবস্থিত হতে পারে না । অতএব সেই শুন্দমত্তাত্মক নারায়ণ বপুতে দৃশ্যমান এই মায়িক জগৎ অতিরিক্ত অপর অমায়িক জগৎ-ই

বা অবস্থিত, এইরূপ নিশ্চয় হলে হে ব্রহ্মা ! তুমি আমার কুক্ষিগত এ কথা মান। যাই না—এইরূপ পূর্ব-পক্ষ আশঙ্কা করে ব্রহ্মা কুক্ষিগত জগতের এবং বাইরের জগতের ঐক্য বলবার জন্য কুক্ষিগত জগতেরও মায়িক স্থাপন করছেন—ছাইটি শ্লোকে অত্ব ইতি । হে মায়াধামন্ত্র—হে মায়া উপশমণি ! এই বইরে স্পষ্ট প্রকাশমান জগৎই সাকলে নিজ উদর মধ্যে মাকে দেখাবার জন্য, জনন্ত্যাঃ- জননী যশোদার প্রতি মায়াত্ম—মায়িকভাব প্রকাশ করেছিলেন—অতএব দুর্স্তর্ক ঘোগমায়ার প্রভাবেই আপনার সেই বপু যুগ-পংহ এই জগৎ-অন্তর্বর্তী হয়েও সর্বজগৎ ব্যাপে অবস্থিত রয়েছে—এইরূপ তত্ত্বত ব্যাপার সন্তানিত, অতএব আমি ব্রহ্মা সাক্ষাৎ আপনার কুক্ষিগত হয়েও অধূনাও আমি আপনার কুক্ষিগত হয়ে অবস্থিত— এইরূপে সাক্ষাৎ আপনিই আমার মাতা এইরূপ ধ্বনির ধ্বনি ॥ বি০ ১৬ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎঃ তদেবোপপাদয়তি—যদ্যেতি । যদ্য সাবরণস্ত ব্রহ্মাণ্ডমুক্ষাবিদং সর্বং সাত্ত্বং তৎসহিতং ভাতি, তদ্বৃক্ষাণ্ডমিহ এতদ্রূপে ত্যাগপি ভাতি, তত্ত্বাদ্বৃক্ষকৃত্বান্মায়ুরা বিনা তদিদং কিং সন্তবতি ? তেন তৎসম্বন্ধাভাবাঃ ন সন্তবত্যেবেত্যর্থঃ । তত্ত্বাচ নেদং ত্যবি পারমার্থিকং সৎ ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকান্তুবাদঃঃ পূর্ব শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তাই যুক্তি- দ্বারা সমর্থন করা হচ্ছে—যদ্য ইতি । যদ্য—সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডের কুক্ষিতে অর্থাৎ ভিতরে, ইদং সর্বসাত্ত্বং— আপনার সহিত এই বিশ্ব সংসার সব কিছু প্রকাশ পাচ্ছে—ইহ—এই শ্লামসুন্দর ছোটি শিশুরূপ আপনার ভিতরেও এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাচ্ছে—স্তুতরাঃ দুর্স্তর্ক হওয়া হেতু আপনার মায়া বিনা ইহা কি করে সন্তব হতে পারে ! অর্থাৎ অতএব আপনার সম্বন্ধ অভাবে ইহা কোন প্রকারেই সন্তব হতে পারে না । স্তুতরাঃ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এই বিশ্ব সংসার আপনার মতো পারমার্থিক অস্তিত্ব নয় ॥ জী০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কুক্ষিস্ত বহিষ্ঠয়োজ্গতোরনয়োঃ সর্ববৈবাভেদাদেবক্যঃ ঐক্যাদেব কুক্ষিস্তস্ত মায়িকত্ববধারিতমিত্যাহ—যদ্য তব কুক্ষো ইদং বিশ্বং যথা ভাতি তথেব ইহ বহিরপি স্থিতং বিশ্বং ভাতি । নহু বহিঃস্থিতস্ত বিশ্বস্ত কুক্ষো প্রতিবিশ্ব এবায়ং তত্ত্বাহসাত্ত্বং তৎসহিতমেব । নহি দর্পণে দর্পণে দৃশ্যতে ইতি ভাবঃ । তেন বহিঃস্থিতং মায়িকমেব বিশ্বং তৎকুক্ষো দৃষ্টম্ । ত্যৌতি, যথা কুক্ষিস্তং বিশ্বং তদধিকরণক-মিত্যর্থঃ । তত্ত্বাদেলক্ষণ্যগন্ধস্তাপ্যভাবাঃ ইদং জর্জরগতং বিশ্বং কিং মায়ুরা বিনা অপিতু মায়িকমেব । অত্র তত্ত্বজনন্ত্যাত্মবো মদন্তুভবশ্চ প্রমাণমতো মায়িক জগন্মধ্যবর্ত্যহং তৎকুক্ষিগত এব ভবামীতি মুহূর্বিজ্ঞাপ্যমে উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্ত্রেত্যাত্মতঃ ক্ষমস্থেতি ভাবঃ ॥ বি০ ১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃঃ এই কুক্ষিস্ত ও বহির্দেশস্ত জগৎস্ত্রের সর্বথা অভেদ হওয়া হেতু ঐক্য, বিচারের দ্বারা সমর্থিত, আর ঐক্য হওয়া হেতু কুক্ষিস্ত জগতের মায়িক অবধারিত হল—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যদ্য ইতি । যদ্য—আপনার কুক্ষিতে ইদং—এই বিশ্ব যথা নয়নগোচর হচ্ছিল তথাই ইহ-



১৮ । অচ্যুতে অচ্যুতে কিৎ মম ন তে মায়াত্মাদশিত-  
যেকোহসি প্রথমং ততো ব্রজসুহস্মাঃ সমস্তা অপি ।  
তাৰন্তেহপি চতুর্ভুজান্তদখিলেঃ সাকং ময়োপাসিতা-  
স্তাবন্ত্যে জগন্ত্যভুস্তদমিতৎ ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে ॥

১৮ । অন্বয়ঃ অন্ত এব অন্ধকারে (ত্বাং বিনা) অস্ত (জগৎসহস্রস্ত) মায়াত্ম তে মম সমীপে কিং ন  
আদশিতং প্রথমং একঃ অসি ততঃ (অতঃপরং) সমস্তাঃ অপি ব্রজসুহস্মাঃ [তমেব জাতঃ] তৎ (ততঃ)  
ময়া সাকং (সহ) অখিলেঃ উপাসিতাঃ তাৰন্তঃ অপি চতুর্ভুজাঃ তাৰন্তি এব (তাৰৎ সংখ্যকানি) জগন্তি অভুঃ  
(ব্রহ্মাণ্ডানি রপেন তমেব প্রকাশিতবান्) তৎ (ততঃ পরং) অমিতম্ (অপরিমেয়ম) অদ্বয়ং ব্রহ্ম শিষ্যতে  
(পরব্রহ্মকৃপেণ অং প্রকাশিতম্) ।

১৮ । মূলানুবাদঃ আজই আপনার মণ্ডমহিমা দেখানোর সময় আমি যে অসংখ্য বিশ্ব দেখলাম  
সেই বিশ্ব-সম্মন্দী কি বস্তু আপনা বিনা অস্তিত্ব প্রাপ্ত, কিছুই না । সবই আপনার স্বরূপভূত । কাজেই  
আপনি আমাকে মায়া-ভেলকি দেখান নি, চিন্ময় ভাবই দেখিয়েছেন । প্রথমে আপনি এক ছিলেন ।  
অতঃপর স্বরূপশক্তিতে ব্রজসুহস্মাঃ সব কিছু হলেন । অতঃপর যোগমায়া দ্বারাই এঁদের আচ্ছাদিত  
করে দিয়ে আপনি প্রকাশিত হলেন অসংখ্য স্বরূপশক্তিময় চতুর্ভুজরূপে । এঁরা সব উপাসিত হচ্ছিলেন  
আমার মতো চিন্ময় ব্রহ্মা সহ নিখিল তত্ত্বের দ্বারা । অতঃপর যত ব্রহ্মা তত চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড হলেন আপনি ।  
অতঃপর যোগমায়া দ্বারা সে সব কিছু আচ্ছাদিত করিয়ে আপনিই অপরিমিত দৌলত্য মণ্ডিত অনুপম পূর্ণ-  
ব্রহ্ম এক অবশিষ্ট রূপে বিরাজিত হলেন ।

বহির্দেশে স্থিত বিশ্বও নয়নগোচর হচ্ছিল, মাতার নিজ উদ্দেশ্যে বিশ্বদর্শন কালে । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা-  
বহিঃস্থিত বিশ্বের প্রতিবিম্বই বা হিবে উদ্দেশ্যের বিশ্ব । এরই উত্তরে—তা কি করে হবে ? সাত্ত্বং—আপ-  
নার নিজের সহিতই যে ত্রি বিশ্ব ছিল—দর্পণে কি দর্পণের প্রতিবিম্ব দেখা যায় ?—অতএব বহির্দেশে  
স্থিত মায়িক বিশ্বই আপনার উদ্দেশ্যে দৃষ্ট হল তৎকালে ; অৱি ইতি—যথা কুক্ষিস্থ বিশ্ব আপনার আধার  
তথা বহির্দেশে স্থিত বিশ্বও আপনার আধার । তৎ—সেই হেতু বিলক্ষণতা গন্ধমাত্রেরও অভাব হেতু ইদং—  
জর্জরগত বিশ্ব কি মায়য়া বিনা—মায়িক বিনা হতে পারে ? অর্থাৎ নিশ্চয়ই মায়িক । এখানে আপনার  
জননীর অনুভব এবং আমার অনুভব প্রমাণ অনুসারে মায়িক জগৎ মধ্যবর্তী আমি আপনার কুক্ষিগতই বটে,  
অতএব মুহূর্হু প্রার্থনা করছি, “উৎক্ষেপনং গর্ভগতস্তু”—(শ্রীভাৰ ১০ ১৪।২) গর্ভগত শিশুৰ পদার্থাত কি  
মা ক্ষমা করেন না ? অবশ্য করেন—অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন একুশ ভাব ॥ বি ১৭ ॥

১৮ । শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী চীকাৎ জনগুরুভবোইপ্যাস্তামিত্যাহ—অচ্যুতেতি । তৎপদেনাত্র  
সাক্ষাত্কৃত্যুপং বালবৎস চতুর্ভুজাদিলক্ষণং সাক্ষাত্কৃত্যুপমপুচ্যতে ‘পুরোবদ্বাদং ক্রীড়স্তং দদৃশে সকলং হরিম’  
(শ্রীভাৰ ১০।১৩।৪০) ইতি, ‘তাৰৎ সৰ্বে বৎসালাঃ পশ্যতোইজস্ত তৎক্ষণাত । ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়-

বাসসঃ ॥' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬) ইতি, 'সত্যজ্ঞানানন্দমাত্রেকরসমূর্ত্ত্ব' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৫৪) ইতি চোক্ত-  
হ্বাং। অস্মে ত্যমেন চাত্ৰ তদন্তহচ্যতে—'আত্মাদিস্তম্পর্যাত্মেন্দ্রিয়স্ত্রিমন্ত্রিশ্চরাচৈরঃ। মৃত্যুগীতাদ্যনেকার্হেঃ পৃথক্-  
পৃথগ্নপাসিতাঃ ॥' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৫১) ইত্যাদৌ 'স্মহিদ্বস্তমহিভিঃ' (শ্রীভা০ ১০।১৩।৫৩) ইত্যুত্ত্বাং।  
সাকং ময়েত্যনেন স্বাধিষ্ঠানব্রহ্মাণ্ডাপি তদন্তঃপাতো বিবক্ষিতঃ। ততশ্চ হৃদতে স্বাং বৎসাক্ষাত্কৃত্ব-বালবৎস-  
চতুর্ভুজাতক বিনা যদখিঃ দর্শিতমস্ত জগতস্তমহিমতয়া দর্শিতস্ত কিং মায়িকত্বং ন সম্যগ্দর্শিতং,  
কিন্তু দর্শিতমেবেত্যৰ্থঃ। অথ সর্বমেব তদর্শিতং বিবৃগ্নোতি—একোহসীত্যাদিন। তত্র মায়িকামায়িকসর্ব-  
দর্শনাদস্তঃস্থিতং তবৈতজ্ঞপমেব পূর্ণং ব্রহ্মেত্যাপি দর্শিতং, ব্রহ্মলক্ষণাক্রান্তভাদিত্যাহ—'ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে'  
ইতি অদ্বয়পদেন শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধং যদ্ব্রহ্ম, তদপ্যেতদেব ইতি দ্যোতিতম্। 'ন স্থানতোহপি পরস্মোভয়লিঙ্গং  
সর্বত্র হি' (শ্রীব্রহ্মসূত্র ৩২।১১) ইতি ত্যাগাং বক্ষ্যতে চ স্বয়মেব—'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্' ইত্যাদি ॥জীৱ।

১৮। **শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদ :** জননীৰ অনুভবেৰ কথা থাকুক-না, আমি নিজেই  
তো অনুভব কৰেছি—অট্টেব ইতি। আপনা থেকে পৃথক্ এই বিশ্বেৰ মায়িকত্ব আপনি সংহাই কি আমাকে  
দর্শন কৰান নাই ? তৎ—পদে সাক্ষাৎ কৃষ্ণরূপ এবং চতুর্ভুজাদি লক্ষণ বালক ও গো-বৎসরূপ।—তৎ পদেৰ  
এই অৰ্থ কৰার কাৰণ সাক্ষাৎ মেইরূপ পূৰ্বে বলা হয়েছে, যথা—“ব্রহ্মা মানুষ্যমানে এক বৎসৰ পৱ (ব্রহ্মকাল  
এক নিমেষ পৱ) ফিরে এসে দেখলেন কৃষ্ণ সখাগণেৰ সঙ্গে ক্রীড়া কৰে বেড়াচ্ছেন বৎসৰ কাল ধৰে।”—  
(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪০), “কৃষ্ণৰূপভূত গোবৎস ও সুদামাদি বালক সকলে তৎক্ষণাত শ্যামসুন্দৰ চতুর্ভুজরূপে  
ব্রহ্মার নয়ন সম্মুখে প্রকাশ পেতে লাগলেন।”—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৪৬)। (“সত্য জ্ঞান অনন্ত-আনন্দমাত্রেক-  
রস মূর্তি গোবৎস ও সুদামাদি বালক সকল ইত্যাদি।”—(শ্রীভা০ ১০।১৩।৫৪)। অন্ত—এই পদেৰ দ্বাৰা  
এখানে কৃষ্ণ ও চতুর্ভুজাদি লক্ষণ বৎস-বালক ছাড়া অপৱ অৰ্থাৎ নিখিল চৰাচৰেৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা ও কাল  
স্বভাৰাদিৰ কথা বলা হল—এৱ কাৰণ এই সব উক্তি, যথা—“ব্রহ্মা থেকে তৃণ পৰ্যন্ত সকল চৰাচৰেৰ  
অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাগণ কৃষ্ণ ও চতুর্ভুজমূর্তি সকলকে অৰ্চন কৰতে লাগলেন।”—(ভা০ ১০।১৩।৫৩)।—  
“শ্রীভগবৎ মহিমা দ্বাৰা যাদেৰ স্বাতন্ত্র্য আচ্ছাদিত সেই কাল স্বভাৰাদি সকলে মূর্তিমন্ত হয়ে তাঁদিকে  
উপাসনা কৰছে”—(ভা০ ১০।১৩।৫৩)। স্বাকৎময়া ইতি—‘আমাসহ নিখিল তত্ত্বেৰ দ্বাৰা’ এই বাক্যে  
নিজ বাসস্থান ব্রহ্ম গুৰোৱাৰ আপনাৰ অন্তভুক্ততা বলা হল। অতঃপৱ তৎতে—আপনাৰ সাক্ষাৎকৃত্ব (কৃষ্ণ-  
রূপ) ও বৎস বালকাদি ছাড়া যে অখিল তত্ত্ব দেখান হয়েছে—সেই সব তত্ত্বেৰ স্বাতন্ত্র্য আপনাৰ মহিমা  
দ্বাৰা যে তুচ্ছিকৃত তা দেখান হল—এৱ দ্বাৰা কি জগতেৰ মায়িকত্ব সংযুক্তৰূপে দেখানো হল না ?—  
নিশ্চয়ই দেখানো হল, একুপ অৰ্থ। অতঃপৱ সব কিছু যা দেখানো হয়েছে ব্রহ্মাকে তা বিবৃত কৰছেন—  
‘একোহসি’ ইত্যাদি দ্বাৰা। সেখানে মায়িক অমায়িক যা কিছু সকল দেখান হল, তাৰ সব কিছুৱ ভিতৱে  
যে আপনাৰ এই পূৰ্ণব্রহ্ম মধুৱ কৃষ্ণ রূপই বিৱাজমান, তাৰ দেখান হল। সব কিছু ব্রহ্ম লক্ষণাক্রান্ত বলে  
এইরূপ হচ্ছে—‘ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে’ অৰ্থাৎ অবশেষে অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান কৰছেন। এইরূপে ‘অদ্বয়’  
পদে শাস্ত্রান্তর প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম তাৰ ইহাই—এইরূপ ব্যঞ্জিত হল ॥ জীৱ। ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কিং হংকুক্ষিগতং জগৎবহিষ্ঠং তবাদিপুরুষস্ত রোমকৃপগতং চ জগৎসহস্রং সর্বং মায়োপাদান কহাং মায়িকমেবেত্যেতাংকাল পর্যন্তং ময়া অবধারিতমেব। কিন্তু অতর্ক্যমহা-মহৈশ্বর্যস্ত তব অদৌরস্বরূপশক্ত্যাঘঃ চিন্ময়মপি জগৎসহস্রমস্তৌত্যগ্রেবাহুভূতমিত্যাহ—অগ্রেবাস্তু মঞ্জুমহিমনি মদ্বষ্টস্তু জগৎসহস্রস্ত কিং হন্তে জগৎসহস্রসন্ধি কিং বস্তু অদ্বিনাভূতং অপিতু সর্বমেব হংস্যরূপভূতমেব-ত্যর্থঃ। অতএব মম মাং প্রতি তে হয়া অস্ত ন মায়াতং আদর্শিতং কিন্তু চিন্ময়স্তমেব দর্শিতমিতি ভাবঃ। কৃত ইত্যত আহ—একোহসীতি। প্রথমমেকস্তমপি। ততঃ স্বরূপশক্ত্যেব ব্রজমুহুদো বাল। বৎসাঃ সমস্ত। অপি স্তমেবাভূৎঃ। ততো যোগমায়ৈব তানাচ্ছান্ত প্রকাশিতাঃ স্বরূপশক্তিময়াশ্চতুভু'জাস্তমভূৎঃ। কৌদৃশাঃ অথিলেরাআদিস্তস্তপর্যন্তে চিন্ময়ৈবে ময়া মাদৃশেন ব্রহ্মাপি চিন্ময়েনবোপাসিত। স্ততশ্চ তান্ত্যেব জগন্তি চিন্ময়ব্রহ্মাণ্ডাভূতঃ। তত্ততো যোগমায়ৈব তদিচ্ছয়া তান্ত সর্বানাচ্ছান্ত প্রকাশিতং অপরিমিতসৌন্দর্যমলুপম-ব্রহ্ম পূর্ণং অদ্বয়মেকং শিষ্যতে সম্প্রত্যপি মন্ত্রাগ্যাং যোগমায়ো। মদ্বষ্টীঃ প্রত্যনাবৃতমেব ভবান্ত বর্তত ইত্যর্থঃ। অত্র অভূতস্তমভূতি নির্দেশেন ব্রজমুহুদাদীনাং জগদন্তানাং ভগবতা মায়াশক্তিং বিনেবাবির্ভাবি-ত্বাচিন্ময়স্তমবধারণীয়ঃ, মায়ো। অভূত্যাভূতেঃ হন্তে কিমিতুক্তেশ্চ জগতাস্ত স্তুতরামেব ॥ বি০ ১৮ ॥

১৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও আপনার কুক্ষিগত, পরে বাইরে অবস্থিত জগৎ যা আপনার মা যশোদা দেখলেন এবং আপনার কারণোদশায়ীর রোমকৃপে গতায়াতকারী যে অনন্ত কোটি জগৎ, সে সব কিছুই আপনার মায়া উপাদানে নির্মিত বলে মায়িক বলেই এতাবৎ কাল পর্যন্ত আমি নিশ্চয় কৃপে জানতাম, কিন্তু অতর্ক মহা শ্রীশ্বর্ষশালী আপনার নিত্য স্বরূপশক্তি বিরচিত চিন্ময় সহস্র সহস্র জগৎও যে আছে, তা আমি অগ্রহ অনুভব করলাম,—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অগ্রেব—আজই, অস্ত—আপনার এই মঞ্জুমহিমাতে আমার দৃষ্টি জগৎ সহস্রে, অর্থাৎ জগৎসহস্র সম্বন্ধী কিং হন্তে—কি বস্তু আপনা ছাড়া অস্তিত্ব প্রাপ্ত ? অর্থাৎ কিছুই না, পরন্তু সব কিছুই আপনার স্বরূপভূত। অতএব মম—আমার প্রতি তে—আপনার দ্বারা এই জগৎসহস্রের মায়াত দেখান হয় নি, কিন্তু চিন্ময়স্তই দেখান হয়েছে, একুপ ভাব। কি করে ? এরই উভয়ের বলা হচ্ছে—একোহসী—প্রথমে আপনি একই ছিলেন। অতঃপর স্বরূপশক্তি দ্বারাই ব্রজমুহুদ বালক গোবৎস সব কিছুও আপনিই হলেন—অতঃপর যোগমায়া দ্বারাই ব্রজবালক গোবৎস সব কিছু আচ্ছাদিত করে দিলেন—আপনি প্রকাশিত হলেন অসংখ্য স্বরূপশক্তিময় চতুভু'জুরূপে। কিন্তু মূর্তি সকল ? এরই উভয়ের অথিলেঃ—আয়াদি তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকল চিন্ময় বস্তু দ্বারাই এবং আমার সহিত সান্দশ্যবান্ত চিন্ময় ব্রহ্মার দ্বারাও উপাসিত। [বলদেব—মায়া—'লক্ষ্মা' লক্ষ্মীর সহিত অধিল তত্ত্বের দ্বারা উপাসিত।] স্তবস্ত্যেব জগন্তি—অতঃপর আপনি হলেন, যত ব্রহ্মা তত সংখ্যক চিন্ময় ব্রহ্মাণ্ড সকল। তৎ—অতঃপর যোগমায়াই আপনার ইচ্ছামত সেই সব কিছু আচ্ছাদিত করত প্রকাশিত করলেন, অমিত—অপরিমিত সৌন্দর্যমণ্ডিত অনুপম পূর্ণব্রহ্ম অদ্বয়ৎ—এক শিষ্যতে—সম্প্রতিও আমার ভাগ্য হেতু যোগমায়া দ্বারা আমার দৃষ্টির প্রতি অনাবৃত আপনি বিরাজিত, এইরূপ অর্থ ॥ বি০ ১৮ ॥

১৯। অজানতাঃ তৎপদবীমনাঞ্চগ্যাঞ্চন। ভাসি বিতত্য মায়াম্ ।

সৃষ্টিবিবাহং জগতো বিধান ইব উমেবোহিন্ত ইব ত্রিনেত্রঃ ॥

১৯। অন্ধয়ঃ তৎপদবীঃ (তব স্বরূপঃ) অজানতাঃ আত্মা (স্বয়মেব তৎ) আত্মনা (স্বেনৈব) অনাঞ্চনি মায়াং বিতত্য জগতঃ সৃষ্টৌ অহম্ ইব (ব্রহ্ম। ইব) [জগতঃ] বিধানে (পালনে) এব তৎ ইব (বিষ্ণুঃ ইব), [জগতঃ] অন্তে (বিনাশে) ত্রিনেত্রঃ (রূপঃ) ইব ভাসি ।

১৯। মূলানুবাদঃ বহিমুখ লোকে আপনাকে মায়াময় বলে জানে—তাই বলা হচ্ছে, আপনার প্রাপ্তির পথ ভক্তিযোগ যারা জানে না, সেই অমভিজ্ঞ জ্ঞানিমানিদের মতে ব্রহ্মস্বরূপ আপনি নিজ স্বতন্ত্র-তার প্রকৃতিতে স্থিত হয়ে মায়া বিস্তার করত সৃষ্টিকার্যে যেন ব্রহ্মা, পালন কার্যে যেন বিষ্ণু এবং সংহার কার্যে যেন শিব রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন ।

১৯। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ তদেব গুণাবতার লীলাবতারেষপি উমেব মূলম্ ইত্যাহ—অজানতামিতি দ্বাত্যাম্ । উমিত্যস্ত ভাসীত্যনেনাধ্যঃ, কর্তৃঃ ত্রিব্যাধ্যরৈষ্যে মুখ্যাহং । বিধানে পালনে এব ইব, এতৎকার্য-পরিচ্ছন্ন ইব, পালমাত্রকর্ত্তব্যেত্যর্থঃ । বিষ্ণোস্তদৈক্যান্ব ব্রহ্মাদিবত্ত্বামোক্তিরিতি জ্ঞেয়ম্ । যথা দ্বিতীয়ে শ্রীব্রহ্মাণ্বোক্তম—‘স্বজ্ঞামি তন্মিযুক্তেইহং হরো হরতি তদৰ্শঃ । বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্’ (শ্রীভা০ ২।৬।৩২) ॥ জী০ ১৯ ॥

১৯। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে গুণাবতার-লীলাবতার মধ্যেও আপনিই মূল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অজানতাঃ ইতি তু শ্লোক । বিধানে পালনে এবং এব—এই আপনারই সম যিনি, সেই তিনি । ইনি পালনমাত্রেই কর্তারূপে প্রকাশ পাচ্ছেন । এখানে পালনকর্তা বিষ্ণুর নাম না করার কারণ, শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের সহিত ইহার ঐক্যতা, একপ বুঝাতে হবে । যথা—“শ্রীভগবানে দ্বারা নিযুক্ত হয়ে আমি এই বিশ্ব স্বজ্ঞন করি, শিব সংহার করে তাঁরই বশ হয়ে, আর ত্রিশৃঙ্গমায়া শক্তিধর অথবা অন্তরঙ্গা-বহিরঙ্গা-তটস্থা শক্তিধর ভগবান্ পুরুষরূপে এই বিশ্ব পাল করেন ॥”—(ভা০ ২।৬।৩২) ॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ দুর্গমমহিমস্তব চিন্ময়জগতাঃ বার্তা দূরে তাবদাস্তাঃ বহিমুখানাঃ মতে তু উমপি মায়োপাধি শ্রায়াময় এব ভবসীত্যাহ—অজানতামিতি । তৎপদবীঃ তৎপ্রাপকং বত্ত্ব ভক্তি-যোগমজানতাঃ জ্ঞানিমানিনান্ত মতে উমনাঞ্চনি প্রকৃতো স্থিত এব আচ্ছেব তৎ আত্মনেব স্বাতন্ত্র্যাণ্বেতি তব জীবাদ্বিশেষঃ । মায়াং বিতৈত্যেব ভাসি আকারশূণ্যোইপ্যাকারবদ্বেন ভাতো ভবসি । সৃষ্টৌ রজোগ্রণেন যথা অহম্ । বিধানে পালনে সদ্বেন এব তৎ বিষ্ণুরিব, অন্তে তমসা ত্রিনেত্রো রূপ ইবেতি । নিরাকারস্থা-প্যাঞ্চনো মায়িকাকারাঃ যথা ব্রহ্মাবিষ্ণুরূপাস্তথা মায়িকমেব জলস্থং নারায়ণরূপঃ অবতারাম্চ সর্বে মায়িক-রূপা মায়ৈব বৎসবালচতুর্ভুজাদীন্ ক্ষণিকান্ দর্শয়ামাসেতি তে প্রাহুরিত্যর্থঃ ॥ বি০ ১৯ ॥

২০। স্তুরেষ্য বিষ্ণীশ তৈথেব নৃষ্পি তির্যক্তু যাদঃস্বপি তেহজনস্ত ।

জন্মান্তাং দুর্মনিগ্রহায় প্রভো বিধাতঃ সদন্তুগ্রহায় চ ॥

২০। অস্ত্রঃ [হে] ঈশ, প্রভো, বিধাতঃ, অজনস্ত (জন্মরহিতস্ত) তে (তব) স্তুরেষ্য, ঋষিষ্য তথা এব নৃষ্য অপি তির্যক্তু (পশ্চাদিষ্য) যাদঃস্তু (মৎস্যাদি জলজস্তস্তু) অপি জন্ম (অবতারঃ) অস্তাং (অসাধুনাং) দুর্মনিগ্রহায় (গর্বনাশায়) সদন্তুগ্রহায় (সাধুনাম্ম অনুগ্রহায় ভবতি) !

২০। মূলান্তুবাদঃ (জ্ঞানিদের মতের প্রতিরোধ ও ভক্তমতের রক্ষা—এর জন্যই অবতার সকলের আবির্ভাব—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাত ! অজন আপনার দেবতা, ঋষি, মাতৃষ, মানবেতের মৎসাদিতে যে জন্ম তা [অসাধুদের ছষ্ট অভিমান প্রতিরোধ এবং ভক্তদিকে নামরূপগুলীলাদির আস্বাদন-দানরূপ অনুগ্রহের জন্য] ।

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ দুর্গম মহিম আপনার চিমায় জগতের বার্তা তাৎ দূরে থাকুক, বহিমুখের মতে আপনিও মায়া উপাধিযুক্ত—মায়াময়ই । এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—অজ্ঞানতাম্ ইতি । তৎপদবীং—আপনার প্রাপক বস্তু—ভক্তিযোগ অজ্ঞানতাং—অনভিজ্ঞ জ্ঞানিমানিদের মতে আপনিই অনাত্মনি—প্রকৃতিতে অর্থাৎ অজ্ঞানময় জড়ে স্থিত । আত্মা—আপনি আত্মস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, আত্মনা—স্বাতন্ত্র্য (প্রকাশবান)—এইরূপে বিস্তার করে, ভাসি—আকারশূন্ত হয়েও আকারবান্ত রূপে প্রতিভাত হচ্ছেন । স্মষ্টিবিবাহং—স্মষ্টিকার্যে রজোগুণে যথা এই আমি ব্রহ্মা । বিধানে—পালনে সত্ত্বের দ্বারা এই আপনি বিষ্ণুরূপে, সংহার কার্যে তমোগুণে রূদ্ররূপে । নিরাকার হলেও ব্রহ্মের মায়িক আকার যথা ব্রহ্মাবিষ্ণুরূপ তথা মায়িকস্বরূপ জলে স্থিত নারায়ণ রূপ এবং অবতার সকল মায়িকরূপ—মায়া দ্বারাই ক্ষণমাত্রস্থায়ী বৎসবাল চতুর্ভুজাদি দেখান হয়েছে—এইরূপ তারা বলে থাকেন ॥ বি ১৯ ॥

২০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ অজনস্ত প্রাকৃতবজ্ঞনরহিতস্ত স্বরূপশক্ত্যা স্বয়মাবির্ভাবাং তচ কেবলং ভক্তপরিপালনায়েতি মায়াকার্য্যানসক্রিমাত্ত—অস্তামিতি । প্রভো হে অচিন্ত্যশক্তিযুক্তবিধাতঃ, হে অনন্তবতারকর্তঃ ! অত্রাজ্ঞানতামিত্যাদৌ যা টীকাবতারিকা, নম্ম ব্রহ্মান্ত্যাদা, তত্ত্বান্তিপ্রায়ঃ—ঈশ্বরঃ খলু স্বাধীনয়া মায়া প্রপঞ্চবিলক্ষণ-গুদ্ধমস্ত্বাত্মকং স্ববিগ্রহাদিকং ভজতি, তত্ত্বত্বাবিষ্টশ ন ভবতি । গুদ্ধ-সত্ত্বস্ত্ব স্বচ্ছেন গুদ্ধচৈতত্ত্ব-তাদাত্ম্যাপন্নত্বাং তদ্রূপমেব তৎ সর্বম্ । জীবত্ত্বীশ্বরাধীনতয়া মায়াধীনীকৃতঃ, প্রপঞ্চত্বকং রজস্তমোময়ং বিগ্রহাদিকং প্রাপ্নোতি, তত্ত্বত্বাবিষ্টশ ভবতি, রজস্তমসোরস্বচ্ছেন চিন্দপত্তানা-বিকারাজজড়রূপমেব তৎ সর্বমিত্যতো ভবেৎ এব বৈলক্ষণ্যমিতি ; কিন্তু মায়াশব্দস্তু স্বরূপশক্তিবাচিত্বেনাপি প্রতিপাদয়িম্বাণ্বাত্মন-স্বমতয়োরেকহমেব দর্শয়িন্যতে ॥ জী ২০ ॥

২১। কো বেত্তি ভূমন্ত ভগবন্ত পরমাত্মন্ত ঘোগেশ্বরো তৌর্বতস্ত্রিলোক্যাম্ব ।  
ক বা কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তারয়ন্ত ক্রীড়সি ঘোগমায়াম্ব ॥

২১। অন্বয়ঃ [হে ভূমন্ত, (বিশ্বব্যাপকানন্তমূর্তে) ভগবন, পরাত্মন্ত, ঘোগেশ্বর, ক (কুত্র) বা কথং  
বা কতি বা কদা ইতি ঘোগমায়াঃ বিস্তারয়ন্ত ক্রীড়সি ভবতঃ উগীঃ (লীলাঃ) ত্রিলোক্যাঃ কঃ বেত্তি  
(জানাতি) ।

২১। মূলানুবাদঃ (আপনার আবির্ভাবে ভূভাব হরণাদি অন্ত নানা কারণই তো প্রসিদ্ধ, কিন্তু  
জ্ঞানিমানিদের দৃষ্টিভিত্তিতে নিরেসনের জন্য যে জন্ম তাঁতে শুনা যায় নি, এরই উত্তরে—)

হে ভূমন্ত, ভগবন্ত, পরমাত্মন্ত ! হে ঘোগেশ্বর ! আপনি ঘোগমায়া বিস্তার করত কোন্ত কোন্ত স্থানে,  
কি কি প্রয়োজনে, বা কোন্ত কোন্ত সময়ে, বা কত কত ঘটনা-বহুল লীলা করেন — ইহা কারুরই জ্ঞানবার  
সামর্থ্য নেই ।

২০। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ অজনন্ত—প্রাকৃত জন্মরহিত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-  
শক্তিতে নিজে নিজেই আবিভূত হন, যে কোন দ্বারে বা অদ্বারে । সেও কেবল ভক্তগণকে সর্বতোভাবে  
আপনার পালনের জন্য, এইরূপে মায়া কার্যে অনাসক্তি বলা হল, অসত্তাম্ব ইতি—অসাধুগণের দুর্মদ নিরসন  
ও সাধুগণের পালনের জন্য আবিভূত হয়ে থাকেন আপনি, প্রত্বো—হে অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত বিধাতা । হে অনন্ত  
অবতার কর্তা ! [শ্রীস্বামিপাদ—‘অজানতার’ শ্লোকের যে টীকা—অবতারিকা করলেন—‘নন্দ ব্রহ্মণ’ ইত্যাদি  
অর্থাত ওহে ব্রহ্মা, আমি তোমাকে যে শুন্দ চৈতন্য দেখালাম তাকে তুমি প্রপঞ্চবৎ অর্থাত জড়জগতের মতো  
‘মায়া’ বলছ কেন ? এরই উত্তরে ঠিক ঠিক, কিন্তু অদ্বিতীয় আপনাতেই নানাত্ম— গুণবত্তার মংস্তাদি অবতার  
প্রভৃতি—এ হয় কার্যবশে স্বতন্ত্র মায়া নিবন্ধন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে ‘অজানতাম্ব’ ইত্যাদি ।]

শ্রীজীবপাদ স্বামিপাদের উপর্যুক্ত কথার অভিপ্রায় বলছেন, যথা—ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বাধীন মায়ার  
প্রপঞ্চ বিলক্ষণ (ভিন্ন) শুন্দ সন্দেহাত্মক নিজ বিগ্রহাদি প্রকাশ করেন । অতঃপর এইসব বিগ্রহে আবিষ্ট হন  
না । শুন্দ সন্দেহ স্বচ্ছ বলে শুন্দ চৈতন্যের সহিত তাদাত্ত্য প্রাপ্ততা হেতু সেই রূপও চিন্ময়তা প্রাপ্ত । জীব কিন্তু  
ঈশ্বরের মায়ার অধীন হওয়া হেতু মায়া তাকে কবলিত করে নেয়—এই প্রপঞ্চাত্মক রংজো-তমোময় শরীর  
পায়, অতঃপর তাতে আবিষ্টও হয়ে যায় । রংজো-তমো গুণে অস্বচ্ছতা হেতু চিৎকৃপ ধর্ম প্রকাশ পায় না  
বলে জীব জড়ময় । এই রূপেই বিলক্ষণতা প্রাপ্ত হয় জীব-ঈশ্বর কোটি থেকে । মায়া শব্দের অর্থ স্বরূপ-  
শক্তি: বাচি হলেও অর্থাত ঘোগমায়া হলেও, যা পরে ২২ শ্লোকে প্রতিপাদন করা হবে—স্বামিপাদের এবং  
আমার নিজের মতে একই পরিদৃষ্টি হবে ॥ জী০ ২০ ॥

২০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ অত্যন্তে: স্বভক্তানাঃ পরাভবাভাবার্থঃ যৎ স্বপদবীজাপনং প্রায়স্তদৰ্থ-  
মেব তব সর্বেবথতারা ইত্যাহ—স্মরেষ্টি । অসত্তামসাধুনাঃ বয়মেব জ্ঞানবন্ত ইতি যে দুষ্টোমদস্তুষ্ট নিগ্-

হায়। সতাঃ ভক্তানাঃ স্বীয়সচিদানন্দময়রূপগুণলীলাহৃতাবনয়া অহুগ্রহায়। যদ্বত্তম্ “সত্ত্বং নচেদ্বাত্রিদঃ নিজং ভবে” দিত্যাদি ॥ বি ২০ ॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** : অতএব সেই জ্ঞানিদের দ্বারা নিজ ভক্তদের পরাভব রোধ করার জন্য যে নিজ স্বরূপ জ্ঞানানো, সেই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার অবতার সকলের আবির্ভাব, এই আশয়ে স্মরেন্ন ইতি। অসতাম—অসাধুদের যে দৃষ্টি অভিমান, আমরাই জ্ঞানী, তার প্রতিরোধের জন্য, সতাঃ—ভক্তদের অনুগ্রহায়—অহুগ্রহ করবার জন্য অবতারের প্রকটন—নিজ সচিদানন্দময় রূপ-গুণ-লীলার নিরস্তর স্মরণ দিয়ে অহুগ্রহ ॥ বি ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব-বৈৰোঁ তোষণী টীকা** : এবং সর্বমেব নিরূপ্য সংভ্রমেণাহ—কো বেত্তীতি। ভূমন্ হে অপরিচ্ছিন্ন ভগবন্, হে সর্বেশ্বর্যযুক্ত পরমাত্মান, হে সর্বান্তর্ধামিন্ সর্বকারণস্বরূপেতি বা যোগেশ্বর, হে স্বাভাবিক-যোগশক্ত্যা সর্বকালব্যাপক, ভবত উতীলীলা, অহো বিশ্বয়ে, ক কথং বা কদা বা স্ম্যরিতি কো বেত্তি ? কিন্তু পরিচ্ছিন্নভাদপরিচ্ছিন্নানাঃ তাসামাধারং, সর্বেশ্বর্যযুক্তভাসাঃ প্রকারং, পরমাত্মাভাসামিয়ভাঃ, সর্বকালব্যাপকভাত্তদবসরমপি ভামেব বেৎসৌত্যর্থঃ। তত্ত্ব সর্বত্র হেতুঃ—যোগমায়াং মহাস্বরূপশক্তিমিতি ॥

২১। **শ্রীজীব-বৈৰোঁ তোষণী টীকানুবাদ** : এইরূপে সব কিছু নিরূপণ করবার পর সংভ্রমের সহিত বলা হচ্ছে—কো বেত্তি ইতি। ভূমন্—হে অপরিচ্ছিন্ন অর্থাং হে সর্বস্থান ব্যাপক। ভগবন্—হে সর্বেশ্বর্যযুক্ত। পরমাত্মান—হে সর্ব অন্তর্ধামী, অথবা হে সর্বকারণ স্বরূপ। যোগেশ্বর—হে স্বাভাবিক যোগ-শক্তিদ্বারা সর্বকাল ব্যাপক। ভবতঃ উতি—আপনার লীলা। অহো—বিশ্বয়ে। ক—কোথায়, কথং বা—কি করেই বা। কদা বা—কোন্ সময়েই বা হয়—ইহা কারুরই জ্ঞানবার সামর্থ্য নেই। কিন্তু অপরিচ্ছিন্নতা হেতু অপরিচ্ছিন্ন এই সব লীলার আধার, সর্বেশ্বর্যযুক্ত হওয়া হেতু এইসব লীলার প্রকার, পরমাত্মা হওয়া হেতু এই সব লীলার ইয়ন্ত্রা, সর্বকাল ব্যাপক হওয়াতে এই সব লীলার উপর্যুক্ত সময় আপনিই জ্ঞানেন—অন্য কেউ নয়। এই সব লীলা বিষয়ে সর্বত্র হেতু—যোগমায়াং—মহাস্বরূপশক্তি ॥ জী ২১ ॥

২১। **শ্রীবিশ্বনাথ-টীকা** : নহু কৃষ্ণ মম ভূভারহরণার্থমেব জন্ম, রামস্তু রাবণবধার্থমেব, শুরাগ্যবত্তারগণস্তু তত্ত্বসময়ধর্মপ্রবর্তনার্থমেবেতি প্রসিদ্ধির্নতু জ্ঞানিমানিনাঃ দুর্শিদনাশার্থম্। সতাঃ তব প্রাতৰ্ভাবাদিলীলানাঃ কুত্র কুত্র বিষয়ে কিঃ কিঃ প্রয়োজনঃ কদা কদা বা কিয়তো বা তা ইতি কাঁ স্ন্যেন জ্ঞাতুং কোইপি ন প্রভবতীত্যাহ—কোবেত্তীতি। ভূমন্, হে বিশ্বব্যাপকানন্ত্যুর্তে, হে ভগবন্, ভূমত্তেহিপি ষড়শ্বর্যপরিপূর্ণ, হে পরমাত্মান, ভগবত্তেহিপি পরমাত্মাস্বরূপ, হে যোগেশ্বর, যোগমায়ৈবানুভাব্যমানভূমভাদি-মহামহৈশ্বর্য, উতীর্জন্মাদিলীলাঃ ত্রিলোক্যাঃ ত্রিলোকী মধ্যবর্তিনীলীলাঃ কো বেত্তি ন কোইপি, যতঃ কাহো ইত্যাদি। নহু তবানন্তা এব মূর্ত্যেো বিশ্বব্যাপিকাঃ ষড়শ্বর্যবত্যাঃ পরমাত্মাস্বরূপা নতু ভৌতিক্যাঃ ত্রৈলোক্যান্ত-বর্তিনীরেব ভক্তবিনোদনার্থা লীলাঃ কুর্বত্যাঃ সর্বা এব সদৈব যুগপদেব ক্রৌড়স্তৌতি কথং সন্তবেদিত্যত আহ—বিস্তারযন্তি। অচিন্ত্যশক্ত্যা যোগমায়ৈব তত্ত্বপাসকভাবান্ত প্রতি তাসাং যথা সময়ং প্রকাশনাবরণাভ্যা-মেব ক্রীড়ানির্বাহ ইত্যর্থঃ ॥ বি ২১ ॥

২২। তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তুধিষ্ঠিতং পুরুষঃখচঃখম্।

অথেব নিত্যমুখবোধতন্মাবনন্তে মায়াত উদ্বৃত্তিপি যৎ সদিবাবভাতি॥

২২। অন্বয়ঃ তস্মাদ্বাগ (ত্বাচিস্ত্র যোগমায়াবৈভবাদেব) ইদম্ অসৎ স্বরূপং (সার্বকালিক) সত্ত্বারহিতঃ স্বরূপং যস্ত তৎ স্বপ্নাভং অস্তুধিষ্ঠিতম্ (লুপ্তজ্ঞানম্) পুরুষঃখচঃখম্ অশেষঃ (সর্বমেব) জগৎ নিত্যমুখ বোধতন্মো (সচিদানন্দ-স্বরূপে) অনন্তে হরি এব [অধিষ্ঠানভূতে] মায়াতঃ উদ্বৎ (প্রকাশমানং) অপি যৎ 'নাশং গচ্ছৎ' সৎ এব অবভাতি (প্রকাশতে)।

২২। মূলানুবাদঃ এই নিখিল জগৎ অনিত্য, স্মৃতরাং স্বপ্নবৎ অচিরস্থায়ী, অবিশ্বায় লুপ্তজ্ঞান এবং অতীব দুঃখ প্রদ সন্ধিনী-হলাদিনী-সম্বিধ এই স্বরূপশক্তি ত্রয়াত্মক সচিদানন্দ-স্বরূপ অনন্ত আপনার মায়ারূপ কারণ থেকে ইহার উৎপত্তি ও বিনাশ হলেও ইহা সর্বকালিক বলে প্রতিভাত হয়।

২১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আচ্ছা আমার স্মষ্ট জগতের ভার হরণের জন্মাই তো শ্রীভগবান্ কৃষ্ণের জন্ম, রাবণ বধার্থ রামের জন্ম, শুক্রাদি অবতারগণের আবির্ভাব সেই সেই সময়ের ধর্মপ্রবর্তনের জন্মাই, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে—জ্ঞানিমত্তাদের দুষ্ট অভিমান নাশের জন্ম তো নয় । সত্যাই, আপনার লীলাবলীর প্রাদুর্ভাব-কথা,—কোথাকার কোথাকার বিষয়ে, কি কি' প্রয়োজনে, অথবা কথন কথন, অথবা কত কত, তা সম্পূর্ণভাবে জানতে কেউ সমর্থ নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কো' বেত্তি ইতি। ভূমন্তে বিশ্বব্যাপক অনন্ত মূর্তি ! হে ভগবন् ! ভূমাস্বরূপ হয়ে ও বঁড়েশ্বর্যে পরিপূর্ণ ! হে পরমাত্মন्—বঁড়েশ্বর্যে পরিপূর্ণ হয়েও পরমাত্মা স্বরূপ হে যোগেশ্বর—এই পদের ধ্বনি—যোগ+ঈশ্বর যোগমায়া দ্বারাই সম্পাদিত ভূমত্বাদি মহা মহা ঐশ্বর্য। উত্তী—জন্মাদি লীলা। ত্রিলোক্যাম—ত্রিলোকের মধ্যবর্তী লীলা। কো' বেত্তি—কেউ জানে না। যতঃ কি কারণে ? ক' বা ইত্যাদি। আচ্ছা আপনার মূর্তি হল অনন্ত, বিশ্বব্যাপী বিরাজমান, বঁড়েশ্বর্যাপূর্ণ এবং পরমাত্মাস্বরূপ—ভৌতিক অর্থাত্ব জড়কৃপা নয়, ত্রিলোক ব্যাপী বর্তমান—ভক্ত বিনোদের জন্ম লীলা সকল সদা যুগপৎ করতে করতে বিহার করেন—স্মৃতরাং কি করে এ সন্তুষ্টব। এরই উত্তরে—বিস্তারযন্ত্র ইতি অর্থাত্ব যোগমায়া বিস্তার করে। অচিস্ত্র শক্তিতে যোগমায়াই সেই সেই উপাসক ভক্তের প্রতি লীলাবলী যথা সময়ে প্রকাশন আবরণের দ্বারা বিহার নির্বাহ করেন, এই কৃপ অর্থ ॥ বি. ২১ ॥

২১। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎঃ যস্মাদেবং হমেবৈষ সর্বকারণং, তস্মান্মায়াতঃ প্রধানতঃ উদ্বন্দ্ব প্রলীনং ভবচ্ছ, অথেব হামাঙ্গিত্যেব, সদিব হৃদীয়ং স্বরূপমিদং নিত্যধাম বা যৎ সদৃষ্ট, তদিবাবভাতি—হৃদীয়তত্ত্বস্তুত্যেব যৎ কিঞ্চিং তত্ত্ব-সত্ত্বাং প্রাপ্তোভীত্যৰ্থঃ। মায়ায়া অপি হচ্ছক্তিতেন তদাঙ্গায়তামাত্রঃ সন্তুষ্টাদিতি ভাবঃ। তাদৃশস্তু-ব্যাতিরেকে তু অসৎস্বরূপং শশবিষাণতুল্যং, অদৰ্শযেহপি অদৃশ্য-ত্বে স্বপ্নাভং স্থিরার্থপ্রাপ্ত্যভাবাত্; ততঃ এবাস্তুধিষ্ঠিত্যাদি, নিত্যা স্মৃতবোধকৃপা চ যেয়ং পরব্রহ্মভাবেন নির্ণীতা তত্ত্ব স্তুৎস্বরূপে 'সচিদানন্দকৃপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে' (শ্রীগু গো তা. ২) ইতি তাপনীঞ্চতি-হয়শীমুপক্ষ-

রাত্রয়েং। অত্র 'একদেশস্থিতস্তাপ্নেজ্যাংস্না বিস্তারিণী' ইত্যাদি দর্শযিশুমাণ-বিষ্ণুপুরাণবাক্যং 'বৈধর্ম্যাচ ন স্বপ্নাদিবৎ' (শ্রীব্রহ্ম ২।২।২৮) ইতি বেদান্তসূত্রঞ্চ বিচার্যম; অত্রেতদপুতুং ভবতি—মায়াশব্দেন কঢ়িন্দিত্যা-ভিব্যঞ্জকঃ শিক্ষাবিশেষ উচ্যতে, কঢ়িত্বিত্বকস্তব্যঞ্জকশক্তি-বিশেষেহপুচ্যতে। তত্র প্রথমম—ইন্দ্রজাল-পর্যায়স্তদ্বিজ্ঞেষু দৃষ্টঃ, স চ স্বপ্রত্যায়িত-জলাদিনা তেষান্ত ন ভৰং করোতি, স্বাশ্রয়াব্যামোহকস্তাং। অহেষাধাপাতমাত্রে ভামেহপি ন দৃষ্ট্যাদিকং হরতি, মৃগতৃষ্ণাতুল্যস্তাং। দ্বিতীয়স্ত—মুনিদেবাদৌ শ্রুতঃ, যথা তৃতীয়ে শ্রীসনকাদি-বৈকৃষ্ণগমনে তদীয়যোগমায়াশব্দঃ স্বামিভির্ব্যাখ্যাতঃ; স চায়ং ন পূর্ববুল্যঃ শ্রীকর্দমাদীনাং তৎকল্পিত-বিহার-বিমানাদিভিঃ স্বার্থকরস্তাং, শ্রীপ্রহ্যান্দীনাঃ যুক্তাদৌ শক্তিচ্ছন্দাদিদর্শনাচ। সেইয়ং মুহূৰ্দিষু তপ আদিময়ঃ, শ্রীভগবতি তু স্বাভাবিকঃ। যথা—'সর্ববৃত্তেষু সর্বাত্মন্য শক্তিরপরা তব। গুণাশ্রয়ানমস্তস্তে শাশ্বতায়ে হুরেশ্বর' ॥' ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্তায়া অপরাখ্যাশক্তেঃ। 'অশ্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতদ-স্মিংশ্চায়ো মায়া সংনিরুদ্ধঃ' (শ্রীশ্বে ৪।৯) ইত্যাদি শ্রুতে, মায়াখ্যয়া কথিতয়া স্বাভাবিকস্তম অমিথ্যা-ব্যঞ্জকস্তং শ্রীবিষ্ণুপুরাণ এব দর্শিতম—'শক্তয়ঃ সর্বভাবানামচিন্ত্যাজ্ঞানগোচরাঃ। অতোহিতে ব্রহ্মস্তস্তস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবস্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্তু যথোষ্ঠতা' ইতি; 'একদেশস্থিতস্তাপ্নেজ্যাংস্না বিস্তারিণী যথা। পরস্ত ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমথিলং জগৎ ॥' ইতি চ, 'মায়াস্ত প্রকৃতিঃ বিদ্যান্মায়িনস্ত মহেশ্বরম' (শ্রীশ্বে ৪।১০) ইতি শ্রুতিশ্চ। প্রকৃতি-শব্দেন স্বভাবমাহ—'ন তু তৎপর্যায়ং বিদ্যাঃ' ইতি জ্ঞাপনতাৎপর্যায়েন্তৰাইন্দৃত্বিধেয়ত্বপ্রাপ্তেঃ পর্যায়মাত্রকথনে লক্ষণাত্মাভাবাজ্জ্ঞানাস্তিকেঃ। 'মায়িনস্ত মহেশ্বরম' ইত্যত্র অনুয বিধেয়ত-স্ত্রেব লক্ষেশ্চ; কিন্তু মায়িনং মহেশ্বরমিতি মহেশ্বরস্তু মায়াশ্চিততৎ বোধযতি। ততশ্চ মহেশ্বরস্তুমেবান্তরঙ্গং তদক্তিমং চেত্যায়াতি; 'ইন্দ্রে মায়াবান পুরুষঃ শূরঃ' ইতিবৎ। মায়ায়া বহিরঙ্গতেইপি স্বাভাবিকস্তমেক-দেশস্থিতস্তাপ্নেরিতি দৃষ্টান্তেনেব লক্ষ্য। মায়ায়া বহিরঙ্গতে চ ন তদোবেণ মহেশ্বরস্তু লিপ্তঃ স্ত্রাঃ; যথোক্তং প্রথমে (৭।২৩) শ্রীমদ্ভজ্জনেন—'তমাতঃ পুরুষঃ সাক্ষাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। মায়াঃ বুদ্ধশ্চ চিচ্ছন্দ্যা কৈবল্যে স্থিত আত্মানি ॥' ইতি সেয়মেব চিচ্ছক্তিঃ পরাত্মেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রোক্তা - 'যতীতগোচর। বাচাং মনসাদ্ব বিশেষণ। জ্ঞানি-জ্ঞানপরিচেষ্টা বন্দে তামীশ্বরীঃ পরাম্ ॥' ইতি। অস্যা এব পরাত্মেনান্তরঙ্গতঃ পরমাচিন্ত্যস্তং বিবিধ বৃত্তিতৎ মহেশ্বরতাৎপর্যায়কস্তমপ্যাদিষ্টম; 'ন তস্য কার্যঃ করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্ত শক্তিবিবিধেব শ্রুত্যতে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চ ॥' (শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি। অত্র খলু ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চেতি—পরাত্মারোপোপজীব্য-বস্তুত্বাভাবজ্ঞাপিতস্ত স্বাভাবিকস্ত পরমাচিন্ত্যস্ত চ বোধকম। তৃতীয়ে শ্রীসনকাদি-বৈকৃষ্ণগমনে যোগমায়েতি নির্দিষ্টী, চিচ্ছক্তিত্বেন স্বামিভির্ব্যাখ্যাতা, তত্ত্বাদিভিশ্চ স্বভাব্যে 'যোগ-মায়া চ মায়া চ তথেচ্ছাশক্তিরেব চ। মায়া-শব্দেন ভগ্যস্তে শব্দতত্ত্বার্থবেদিভিঃ ॥' ইতি শব্দমহোদধিমুদাহৃত্য 'স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া যুতঃ। অতো মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদ্ধস্তি সনাতম্ ॥' ইতি শ্রুতিমপি প্রমাণীকৃত্য যোগমায়া-শব্দবস্তাপ্নেয়ত্বাচিত্বেন সম্মতঃ। শ্রীরামানুজচরণেশ্চ 'মায়া বয়নং জ্ঞানম' ইতি নির্ণটস্থিতপর্যায়শব্দাঃ স্বভাব্যে লিখিতাঃ। তৃতীয়ে স্বামিশ্চ 'সা বা ত্রস্ত সংদৃষ্টঃ শক্তিঃ সদস-দাত্ত্বিকা। মায়ানামেব' ইত্যত্র দ্রষ্টব্যানুসন্ধানকৃপেতি। 'আত্মেচ্ছানুগতা বাত্মত্বাত্মেচ্ছা মায়া' ইতি। 'কালবৃত্যা তু মায়ায়ং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্যমাধুত বীর্যবান ॥ ততোহভবন্মত্বমব্যক্তাং

কালচোদিতাং' (শ্রীভাৰ্তা ৩।৫।২৬-২৭) ইত্যব্যক্তমপি মায়া-শব্দেন বোচ্যতে শ্ব; 'প্রায়ে মায়াস্ত মে  
ভৰ্তুর্নায়ামেহপি বিমোহিনী' ইত্যাদো মোহিনীশক্তিৰপি। 'মায়া দন্তে কৃপায়াঞ্চ' ইতি বিশ্বপ্রকাশে, 'মায়া  
স্বাচ্ছাস্বৰীবুদ্ধ্যোঃ' ইতি ত্রিকাণশেষে চ। কৃপাদয়োহপি তৎপর্যায়াঃ দৃশ্যন্তে। অত্যেব 'তম্যাং তমোবন্নেহারম্'  
ইত্যাদো মায়া-শব্দেন প্রভাবমাত্রমভিপ্রেতম্; সত্যঃ, তৎপ্রকাশনেহপি দোষাবিশেষাং, দৃষ্টান্তে চ তস্ম  
তাদৃশত্বাং, তদৈবং তত্ত্ব যথাযথঃ মায়া-শব্দে। যোজনীয়ঃ, শ্রীমামিব্যাখ্যা চেতি সর্বঃ সমঞ্জসম্। অত্র চ  
প্রকরণে মায়া-শব্দেন দুষ্টক্ষণক্রেবাভিধানম্; তত্ত্বম—'মৎস্তানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষবস্থিতঃ।  
ন চ মৎস্তানি ভূতানি পশ্চ মে যোগমৈশ্বরম্॥' (শ্রীগীৰ্ত্তনাম ৯।৪) ইতি। অতো যত্র যত্ত্ব স্পর্শী নাস্তি, তত্ত্ব তস্ম  
স্থিততঃ মিথ্যেতি, মিথ্যাত্মপি তদ্ব্যাখ্যাতং যুক্তম্। কিঞ্চ, যা পরাখ্যশক্তিহেন উক্তা, সৈব বৈকৃষ্ণাদো স্বরূপ-  
বিভূতিব্যক্তিকা; যথা 'ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে,-রম্ভুতা যত্র সুরাস্তুরাচ্ছিতাঃ' ইতি দ্বিতীয়ে (৯।১০),  
'দৰ্শনামাস লোকং স্বং গোপানাঃ তমসঃ পরম' (শ্রীভাৰ্তা ১০।২৮।১৪) ইত্যাগ্রে 'ইতীবেশেইতর্কে' ইত্যাদিকং  
'সত্যজ্ঞান-' ইত্যাদিকং পূর্বত্ব। এতন্ময়ী বিভূতিশ্চানন্দেৰা; যথা দ্বিতীয়ে তত্ত্বে (৯।১০)—'ন চ কাল-  
বিক্রমঃ' ইতি; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'কলা-কাষ্ঠা-নিমেষাদি কালমৃত্যন্ত গোচরে। যত্ত শক্তিৰ্ন শুদ্ধস্ত প্রসীদতু  
ম মে হরিঃ॥' ইতি। 'কলামুহূর্তাদিময়শ্চ কালো, ন যদিভূতেঃ পরিণাম হেতু' ইতি চ অত্র শুদ্ধস্তেতুক্তত্বাং  
ভগবৎস্বভাবেষা মহতী শক্তিঃ। যা হপরা, সা ন তাদৃশী, কিন্তু যথা তত্ত্বে— যদ্যাযুতাযুতাংশাঃশে বিশ্ব  
শক্তিৰিয়ং স্থিতা ইতি; 'সর্গাদ্বা ভাবশক্তয়ঃ' ইতি চ। একানশে (৩।১৬)—'এষা মায়া ভগবতঃ স্মষ্টি স্থিত্যন্ত  
কারিণী' ইতি, তদেবমপি যথার্থং বিবেচনীয়ম্॥ জীৰ্ণ ২২॥

২২। শ্রীজীৰ্ব বৈ০ তোষণী টীকান্তুবাদঃ যেহেতু এইকৃপে আপনিই এই সর্বকারণ, সেই  
হেতু এই জগৎ মায়াতঃ—প্রধান (জগৎ কারণ) থেকে উদ্ভৃত হয়ে তাতেই বিলীন হয় যায়। অয়েব—  
আপনাকে আশ্রয় করত সদিব— সৎ বন্ধুর মতো—আপনার এই স্বরূপ বা নিত্যধামকৃপ যে সৎবন্ত, তার  
মতো প্রকাশ পায়, অর্থাৎ আপনার সেই সেই সত্তা থেকেই যৎকিঞ্চিং সত্তা প্রাপ্তি করে থাকে—কারণ  
মায়া অর্থাৎ প্রধান আপনার শক্তি হওয়া হেতু তার আশ্রয়মাত্র 'সৎ' হয়ে যায়। যদি শ্রীভগবৎশক্তি যুক্ত  
না হত তবে অসৎ স্বরূপ এ শশকশ্চৰ্ষবৎ অলীক হয়ে যেত। শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হলেও শ্রীভগবানের  
অশূর্তিতে স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হয়ে থাকে এই জগৎ-স্থায়ী অর্থ অপ্রাপ্তি হেতু। অতঃপর অন্তর্ধিষ্ঠিতম্—  
অবিদ্যা দ্বারা লুপ্ত জ্ঞান হয়ে থাকে। স্বত্ব ও জ্ঞানকৃপ এই যে তত্ত্ব পরত্বকৃপে নির্ণীত হল, সেই তত্ত্ব থেকে  
উদ্ভৃত ইত্যাদি—এই তত্ত্ব কিৰূপ? সচিদানন্দকৃপ—“হে অক্লিষ্টকারিণে! সচিদানন্দকৃপ কৃষ্ণ তোমাকে  
ইত্যাদি।”—(শ্রীপূর্ব গোৰূত্ব ২।১।২)। এ সম্বন্ধে “একাদেশস্থিত অগ্নিৰ দ্যুতি বিস্তারিণী” ইত্যাদি—বিষ্ণু-  
পুরাণ বাক্য—এবং “বৈধর্ম্যাচ ন স্বপ্নাদিবৎ ইত্যাদি”—বেদান্ত বাক্য বিচার্য। এ সম্বন্ধে একৃপণ বলা হয়—  
মায়া শব্দে কেউ কেউ মিথ্যা-অভিব্যক্তিক উপদেশ বিশেষ, আবার কেউ কেউ দুর্বিতর্ক সত্য ব্যঞ্জক শক্তি-  
বিশেষও বলেন। প্রথম প্রকার মায়া—ইন্দ্রজাল পর্যায়, এই ইন্দ্রজাল বিজ্ঞনে ধৰা পড়ে। নিজে অন্ত  
সবার বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়, কিন্তু নিজে ভাবে পড়ে না—কারণ এই ইন্দ্রজাল নিজ আশ্রয়ের প্রতি প্রভাব

বিস্তার করতে পারে না। অন্য জন আপাতমাত্র অমে পড়লেও কিন্তু ইহা তাদের জ্ঞান-নয়নাদি হরণ করতে পারে না—মরিচিকার জল অমের মতো। দ্বিতীয় প্রকার মায়া—মুনি ও দেবতাদি সম্বন্ধে শোনা যায়, যথা—শ্রীসনকাদির বৈকুণ্ঠ গমন প্রসঙ্গে শ্রীভাবো ৩।১৬।৯ শ্লোকে শ্রীভগবানের মায়া বিভূতির কথা বলা আছে, যথা—“অথগুবিকুণ্ঠ যোগমায়া-বিভূতি”।

(শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যা : অথগু—অনবিহিন্ন এবং বিকুণ্ঠ।-অপ্রতিহত। যোগমায়া বিলাসভূত। বিভূতি সম্পন্ন বৈকুণ্ঠের ভগবান। [কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি। চিংশক্তি জীবশক্তি, আর মায়া শক্তি ॥ চৈতোম ২০]। এবং অন্য এক প্রকার ইন্দ্রজালের কথা বলা হচ্ছে, যা পূর্বের মতো নয়, যথা—(শ্রীভাবো ২৩।৯) নিজ মায়া-কল্পিত বিমানাদিতে দেবতুতিকে নিয়ে শ্রীকর্দম খাবির বিহার প্রসঙ্গে যে যোগমায়ার কথা বলা হয়েছে, তা ঘোগোথ বিভূতি ইহা নিজ প্রয়োজন সাধনের জন্য কল্পিত হওয়া হেতু পূর্বের মতো নয়—এবং (শ্রীভাবো ১০।৭৬।১৭) শাল্যের সহিত প্রদ্যুম্নাদির যুক্তাদিতে শাল্যের মায়া-সৌভের পরাক্রমে যে শক্তি বিনাশাদি—তা প্রদ্যুম্নাদির দর্শন হেতু অন্য প্রকার। এই সব মায়া হল মুনি প্রভৃতির তপ আদিময়—আর শ্রীভগবানের ক্ষেত্রে ইহা স্বাভাবিক। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে মায়া সম্বন্ধে একপ বলা হয়েছে, যথা—হে সর্বাত্মন স্তুরেশ্বর ! সর্বভূতে আপনার যে গুণাশ্রয়া ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা (গী০ জীবাখ্যা) শক্তি, মেই নিত্য শক্তিকে প্রণাম। আরও শ্রীভগবানের স্বাভাবিক অমিথ্যা ব্যঞ্জক শক্তির খবর শ্রীবিষ্ণুপুরাণ একপ দিয়েছেন, যথা—‘শক্তুরঃ সর্বভাবানাম্ ইত্যাদি অর্থাৎ সমস্ত ভাবের অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর শক্তি সকল শ্রীভগবানে বর্তমান। এই কারণে মেই ভগবানের শক্তি সকল স্মৃত্যাদি ভাবশক্তিকূপে ক্রিয়াশীল। হে তাপস শ্রেষ্ঠ অগ্নির যেমন উষ্ণতা ধৰ্ম স্বাভাবিক মেইকুপ শ্রীভগবানের শক্তি সকলও স্বাভাবিক।—(বি০ পু০ ১।৩।২)।

আরও, “একদেশ স্থিতস্থাপ্তে ইত্যাদি তাৎপর্যার্থ—স্বরের এক কোণে স্থিত অগ্নির আলো। যেমন সমস্ত স্বর ব্যাপে থাকে তেমনই পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি সমস্ত জগৎ ব্যাপে রয়েছে। অর্থাৎ শ্রীগবৎ-শক্তিই জগৎকূপে পরিণতি লাভ করেছে।” (শ্রীগবৎ ৪।১০)—“মায়াকে শ্রীভগবানের স্বভাব বলে জানবে, আর মায়ী হলেন মহেশ্বর।” ‘মায়ী হলেন মহেশ্বর’ একথায় একপ অর্থ-বোধ হচ্ছে, মায়া হলেন মহেশ্বর শ্রীভগবানের আশ্রিত তত্ত্ব।

অতঃপর মহেশ্বরতাই অন্তরঙ্গ, ইহাই অকৃত্রিম এইকুপ অর্থ আসছে—‘বীর ইন্দ্র মায়াবান পুরুষ’ এই বাক্যের মতো। মায়ার বহিরঙ্গ ভাব থাকলেও স্বাভাবিকতাও আছে—এ পাওয়া যাচ্ছে ‘একদেশস্থিত অগ্নির’ দৃষ্টান্তে। মায়ার বহিরঙ্গতা দোষ থাকলেও মেই দোষে মহেশ্বরহ লিপ্ত হচ্ছে না। এর প্রমাণ,—শ্রীমৎ অর্জুন বলছেন—‘তুমিই আত্মপুরুষ, প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ ঈশ্বর, অতএব নির্লিপ্ত। তুমি স্বরূপ-শক্তি পটমহিষী সম চিংশক্তির দ্বারা দুর্ভাগ্য সম মায়াকে দূরে সরিয়ে দিয়ে মেই চিংশক্তির সহিত নিজ চিন্ময় স্বরূপে বিরাজমান।’—(শ্রীভাবো ১।৭।২৩)। মেই চিংশক্তিকে শ্রীবিষ্ণু পুরাণে পরা স্বরূপ বলা হয়েছে—“যিনি বাক্য-মন বিশেষণের অগোচর, জ্ঞানীর জ্ঞানের সীমার বাইরে অবস্থিত, মেই পরা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি।” এই চিংশক্তিরই পরা ভাব থাকা হেতু অন্তরঙ্গ ভাব, পরম অচিন্ত্য ভাব, বিবিধবৃত্তি এবং মহেশ্বর

ତାଂପର୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।—“ଶ୍ରୀଭଗବାନେର କାର୍ଯ୍ୟ-କାରଣ ନେଇ, ତାର ସମାନ-ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଇ ନା । ଏହି ‘ପରା’ ଶ୍ରୀଭଗବାନେର ବିବିଧ ଶକ୍ତିର କଥା ଶୋଣା ଯାଇ—ସ୍ଵାଭାବିକୀ ଜ୍ଞାନ-ବଳ-କ୍ରିୟା । ଯା ସ୍ଵରୂପେର ସଙ୍ଗେ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ, ତାକେଇ ସ୍ଵାଭାବିକ (ବା ସ୍ଵରୂପଗତ) ଶକ୍ତି ବଲେ, ସେମନ ଅଗ୍ରିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି । ଏହି ସ୍ଵାଭାବିକ ଶକ୍ତି ତିନଙ୍କପେ ପରିଣତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଚିଂଶକ୍ତି ଜୀବଶକ୍ତି, ଆର ମାୟା ଶକ୍ତି ।— ଜ୍ଞାନଶକ୍ତିପ୍ରଧାନ ବାହୁଦେବ-ଚିତ୍ତାଧିଷ୍ଟତା, କ୍ରିୟାଶକ୍ତିପ୍ରଧାନ ସନ୍କଷ୍ଟର୍ଗ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ କୁଷ] ସମ ନେଇ ଅଧିକ ନେଇ, ଏହି କଥାର ପରା ଭାବେର ଆରୋପୋପଜୀବ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅନ୍ତର-ଅଭାବ ଜ୍ଞାପନ ସ୍ଵାଭାବି କତା ପରମାଚିନ୍ତ୍ୟତା ବୋଲାନୋ ହଲ । ତୃତୀୟ କ୍ଷଣେ ଶ୍ରୀମନକାଦିର ବୈକୁଞ୍ଜ ଗମନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମୂଳ ଶୋକେ ଯାକେ ‘ଯୋଗମାୟା’ ବଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରା ହେବେ, ସ୍ଵାମିପାଦ ତାକେଇ ଚିଂଶକ୍ତି ରାପେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେଛେ । ତତ୍ତ୍ଵାଦିଗଣଙ୍କ ସଭାଜ୍ୟେ—‘ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବିଦ୍ଗଣେର ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଶବ୍ଦେ ଯୋଗମାୟା, ମାୟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି କଥିତ ହୁଏ ।’ ଏହିଙ୍କପେ ‘ଶବ୍ଦମହୋଦଧିର’ ଉଦ୍ବାହନ ତୁଲେ ଏବଂ—‘ସମାତନ ବିଦ୍ୟୁ ସ୍ଵରୂପଭୂତ ମାୟା ନାମକ ନିତ୍ୟଶକ୍ତିର ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ତାଇ ତାକେ ମାୟାମର ବଲା ହୁଏ ।’ ଶ୍ରୀଭାବ ପ୍ରମାଣ ତୁଲେ ପ୍ରମାଣ କରଲେନ ଯୋଗମାୟା ଶବ୍ଦେର ମତ ମାୟା ଶବ୍ଦ ଓ ଚିଂଶକ୍ତି ବୋଧକଙ୍କପେ ମୟ୍ୟତ । ଶ୍ରୀରାମାହୁଜ୍ଚରଣ “ମାୟା, ବୟୁନ, ଜ୍ଞାନ” ଏହିଙ୍କପେ ଅଭିଧାନ କରି ପର୍ଯ୍ୟା ଶବ୍ଦ ନିଜ ଭାଷ୍ୟେ ଲିଖେଛେ । ଶ୍ରୀସ୍ଵାମିପାଦ (ଶ୍ରୀଭାବ ୩୫-୨୫) ଏହିଙ୍କପେ ‘ଆତ୍ମେଚାହୁଗତା’ ବାକ୍ୟେର ଅର୍ଥ କରତେ ଗିଯେ ସ୍ଵାମିପାଦ ରାପା ଶକ୍ତିଇ ମାୟା । (ଶ୍ରୀଭାବ ୩୫-୨୩) ଶୋକେର ଟିକାଯ ଲିଖେଛେ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ସ୍ଵରୂପ ପରମେଶ୍ୱରେର ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ସ୍ଵରୂପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ-‘ମା ବା ଏତ୍ସ୍ତ’ ଇତ୍ୟାଦି ଶୋକେର ଟିକାଯ ଲିଖେଛେ ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ସ୍ଵରୂପ ପରମେଶ୍ୱରେର ଦ୍ରଷ୍ଟ୍ସ୍ଵରୂପ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ-‘ମା ବା ଏତ୍ସ୍ତ’ ଇତ୍ୟାଦି ଶୋକେର ଟିକାଯ ଲିଖେଛେ । ଏହିଙ୍କପେ ‘ଆତ୍ମେଚାହୁଗତା’ ବାକ୍ୟେର ଅର୍ଥ କରତେ ଗିଯେ ସ୍ଵାମିପାଦ ରାପା ଶକ୍ତିଇ ମାୟା । (ଶ୍ରୀଭାବ ୩୫-୨୬-୨୭) ଶୋକେ ଅବ୍ୟକ୍ତକେ ମାୟା ଶବ୍ଦେ ଅଭିହିତ କରା ହଲ ।—“ମୟ୍ୟ ଦେଖେ କୁପାର”- ବିଶ୍ୱାସ ମାୟା, ଶାନ୍ତିରୀ, ତ୍ରିକାଣ୍ଡ ଶେଷ । ମାୟା ଶବ୍ଦେର ତାଂପର୍ୟ କୁପାଦିଓ ଦେଖା ଯାଇ । ଏଥାନେ ବ୍ରଜାର ଉପର ଯେ କୁଷମାୟା ତାର ସହିତ (ଶ୍ରୀଭାବ ୧୦-୧୩-୪୫) ହିମଜନିତ ଅନ୍ଧକାରେର ଉପମା ଦେଓଯାତେ ବୁଝା ଯାଇଁ, ‘ମାୟା’ ଶବ୍ଦେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ମାତ୍ରାଇ ଅଭିପ୍ରେତ । ଏହି ପ୍ରକରଣେ ମାୟାଶବ୍ଦେର ଦ୍ୱାରା କୁଷେର ଦୁଷ୍ଟକ ଶକ୍ତିରଟ ଅର୍ଥ ସମ୍ଯକ୍ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ । ସେଇ କଥାଟ ବଲା ହାଇ—ଏହି ଜଗଂ ଆମା କର୍ତ୍ତକ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମି ତାର କିଛୁତେଇ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ । ଭୂତ ସକଳଙ୍କ ଆମାତେ ଅବସ୍ଥିତ ନାହିଁ । ଆମାର ଅସାଧାରନ ଅସ୍ତରିତ-ସ୍ଟଟନା ଚାତୁର୍ୟମର ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦେଖ । ଅତଏବ ସେଥାନେ ଯାର ସ୍ପର୍ଶ ନେଇ, ମେଥାନେ ତାର ଅବସ୍ଥିତି ମିଥ୍ୟା, ଏହିଙ୍କପେ ମିଥ୍ୟାକୁପେ ଜଗତକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ହେବେ ଥାକେ, ଇହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତି ଆରଣ୍ଡ, ଯା ପରା ନାମକ ଶକ୍ତିରକ୍ଷପେ ବଲା ହେବେ, ତା ବୈକୁଞ୍ଜାଦି ଆଧାରେ ସ୍ଵରୂପ ବିଭୂତି ବ୍ୟାଞ୍ଜିକା ।—“ସଥାଯ ଲୋକିକ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦିର ହେତୁଭୂତା ‘ମାୟା’ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ତଥାଯ ସୁରାମ୍ବୁର ବନ୍ଦିତ ଭଗବଂପାର୍ଦନଗଣ ମଦ ବିରାଜମାନ ।”—(ଭାବ ୨୧୯-୧୦) (ମାୟା-ଜଗଂମୁଷ୍ଟାଦି ହେତୁ ଭଗବଂ ଶକ୍ତି) ।—ଶ୍ରୀରିଦ୍ଧ ଟିକା । “ଶ୍ରୀକୁଷ ଗୋପଗଣକେ ପ୍ରକୃତିର ଅତୀତ ବ୍ରଜସ୍ଵରୂପ ବୈକୁଞ୍ଜଲୋକ ଦର୍ଶନ କରାଲେନ ।”—(ଶ୍ରୀଭାବ ୧୦-୧୩-୧୪) ।

ଏହି ଆମାତେ ଯେ ବିଭୂତି, ତା ନଶର ନାହିଁ, ସଥା—“ବୈକୁଞ୍ଜ କାଳ ବିକ୍ରମ ନେଇ”—(ଭାବ ୨୧୯-୧୦) । ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣେ—“କାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତାଦିମ କାଳ ଯାର ବିଭୂତିର ପରିଣାମ ହେତୁ ନାହିଁ ।” “ଯେ ଶୁଦ୍ଧେର ଶକ୍ତି ନିମେଷାଦି କାଳମୁଦ୍ରର ଗୋଚରେ ନାହିଁ, ମେହି ହରି ଆମାର ପ୍ରତି ପ୍ରମଳ ହୁଏ ।”

‘ଶୁଦ୍ଧ’ ବଲାତେ ବୁଝା ଯାଚେ, ଏହି ‘ପରା’ ମହତୀ ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀଭଗବତଭାବା । କିନ୍ତୁ ‘ଅପରା’ଯେ ଶକ୍ତି, ତା ତାଦୃଶ ନୟ । କିନ୍ତୁ ଇହା ଧେରପ ତା ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁପୁରାଣେ ମେଖାନେଇ ବଲା ଆଛେ, ଯଥୀ—“ଯେ ମହତୀ ଶକ୍ତିର ଅୟୁତାୟୁତ ଅଂଶେର ଅଂଶେ ଏହି ବିଶ୍ଵଶକ୍ତି ଅବସ୍ଥିତା ।” “ସୁଷ୍ଟି ଆଦିର ହେତୁ ଭାବଶକ୍ତି ସମ୍ମ ଅର୍ଥାଂ ଅଗ୍ନିର ଦାହିକାଶକ୍ତିର ଶାଖା ସୁଷ୍ଟି ଶିତି ପ୍ରଳୟେର ହେତୁଭ୍ରତା ସ୍ଵାଭାବିକୀ ଶକ୍ତି ।”—“ଭଗବାନେର ଏହି ମାଯା ସୁଷ୍ଟି-ଶିତି ପ୍ରଳୟକାରିଣୀ”—(ଭାବ ୧୧।୩।୧୬), ସୁତରାଂ ଏରପ (ଅର୍ଥାଂ ଅପରା ଶକ୍ତିର) ସଥାଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନୀୟ ॥ ଜୀ ୦ ୨୨ ॥

୨୨ । ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵନାଥ ଟୀକା । ତ୍ୟାଂ ଇନ୍ଦ୍ରକାରାମ୍ପଦଂ ଜଗଦେବ ମାୟିକ । ମଧ୍ୟମପରିମାଣବହେଇପ୍ରେୟତ୍ୟ-ପରିଚେଦକ । ତ୍ୟାଂ ଶୁଦ୍ଧଦ୍ୱାତ୍ମାତ୍ମକମେବେତି ପ୍ରକରଣମୁପସଂହରତି—ତ୍ୟାଦିତି । ଅମ୍ବ ସାର୍ବକାଲିକମତ୍ତାରହିତଃ ସ୍ଵରପଂ ସନ୍ତ ତ୍ୟ । ଅତଏବ ସ୍ଵପ୍ନାଭଂ ସ୍ଵପ୍ନାତ୍ମାନବଦଳକାଲବର୍ତ୍ତି ନତୁ ସ୍ଵାପ୍ନିକବସ୍ତ୍ରବଦଶ୍ୟ ଜଗତୋମିଥ୍ୟାତଃ ବ୍ୟାଖ୍ୟେଯଃ “ପ୍ରଥାନପୁଂଭ୍ୟାଃ ନରଦେବମତାକୃ” ଦିତି ସନ୍ତମୋକ୍ତେ: “ସତ୍ୟ ହେବେନ୍ ବିଶ୍ଵମୁହୂର୍ତ୍ତତେ” ତି ମାଧ୍ୟଭାୟ ପ୍ରମାଣିତଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ୟ । ଅନ୍ତା ଲୁପ୍ତା ବିଷ୍ଣ୍ଵା ଜ୍ଞନମବିତ୍ତିଯା ସନ୍ତ ତ୍ୟ । ନିତ୍ୟମିତି ସନ୍ତିନୀ, ସୁଖମିତି ହ୍ଲାଦିନୀ, ବୋଧ ଇତି ସମ୍ବିଦତଃ ଏତ୍ୟ ସ୍ଵରପଶକ୍ତିତ୍ରିତ୍ୟାତ୍ମକତ୍ୟାଂ ସଦାନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟଃ ତନବେ । ସନ୍ତ ତ୍ୟନ୍ ତ୍ୟି ଅଧିଷ୍ଠାନେ ମାଯାତଃ କାରଣାତ୍ୟ ଉଦ୍ଗତ୍ୟ ଅପି ଯ୍ୟ ଅନ୍ତଃ ଗତ୍ତଦିପି ସଦିବ ସାର୍ବକାଲିକମିବ । ସଦା, ସ୍ଵପ୍ନାଂ ସଦମୁଗ୍ରାହକାନି ଭ୍ରମସରକାର୍ଯ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାନି ତ୍ୟାଦିଦିଂ ଜଗଦେବ ଅମ୍ବ ସ୍ଵରପଂ ଅମଙ୍ଗଲାତ୍ମକଂ ନମ୍ବ ମିଥ୍ୟାତ୍ମୁତ୍ସ୍ତ ଜଗତଃ କିଂ ଭଦ୍ରାଭଦ୍ରବିଚାରେଣ ତତ୍ରାହ—ସ୍ଵପ୍ନାଭଂ ସ୍ଵପ୍ନବନ୍ନ ତାତୀତି ତ୍ୟମିଥ୍ୟାତ୍ୟନ ପ୍ରତୀତମିତ୍ୟର୍ଥଃ । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଧିଷ୍ଵତ୍ତାଂ ପୁରୁତ୍ସହଃଥ୍ସାଦଭଦ୍ରମପି ସଦିବ ବିଷ୍ଣାନନ୍ଦନ୍ତ୍ୟା ଉତ୍ସମିବାଭାତି ॥ ବି ୦ ୨୨ ॥

୨୨ । ଶ୍ରୀବିଶ୍ଵନାଥ ଟୀକାନୁବାଦ । ସୁତରାଂ ଏହି ଆକାରାମ୍ପଦ ଜଗନ୍ତ ମାୟିକ । ମଧ୍ୟମାକାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେବେ ଏହି ପରିଚିନ୍ (ସୌମିତ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବପୁ ଶୁଦ୍ଧମତ୍ତାତ୍ମକ, ଏହି ମିଦାନ୍ତେର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକରଣେର ଉପସଂହାର କରା ହଚ୍ଛେ—ତ୍ୟାଂ ଇତି । ଅମ୍ବ—ସାର୍ବକାଲିକ ମତ୍ତାରହିତ-ସ୍ଵରପ ବିଶିଷ୍ଟ ସା, ତାଇ ଅମ୍ବ ; ଅତଏବ ସ୍ଵପ୍ନାଭ—ସ୍ଵାପ୍ନିକ ଜ୍ଞାନେର ମତ ଅଳ୍ପକାଲବର୍ତ୍ତୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାପ୍ନିକ ବସ୍ତ୍ରର ମତ ଜଗଂ ମିଥ୍ୟା, ଏରପ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯାବେ ନା ।—“ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ପ୍ରଥାନ-ମାଯାଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସାଶେର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ । ଜଗଂ ‘ମତ୍ୟକୃ’ ଶ୍ରୀଭଗବାନେର ଶକ୍ତିକାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଜଗଂ ମିଥ୍ୟା ହତେ ପାରେ ନା, କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମର ମିଥ୍ୟାତ୍ୟନେ ତାର ଅଛୁମେଯ ଶ୍ରୀଭଗବାନେତେ ପ୍ରମାଣେର ଅଭାବ ଏମେ ଯାଓଇବା ହେତୁ ।” (ଶ୍ରୀଭାବ ୭।୧।୧୧) । ଅନ୍ତାଧିଷ୍ଵଣା ଜଗଂ—ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯାର ଧିଷ୍ଵଣା (ଜ୍ଞାନ) ‘ଅନ୍ତା’ ଲୁପ୍ତ ହେବେଛେ, ସେଇ ଜଗଂ । ନିତ୍ୟମୁ ଇତି—ସନ୍ତିନୀ ଶକ୍ତି । ସୁଥମୁ—ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି । ବୋଧ—ସମ୍ବିଦ ଶକ୍ତି ;—ଏହି ସ୍ଵରପ ଶକ୍ତିତ୍ରାତ୍ମକ ହୁଏଇ ହେତୁ ମିଦାନ୍ତମଯ ଶରୀର ଯାଇ, ସେଇ ତ୍ୟି—ହ୍ଲୌଯ ଅଧିଷ୍ଠାନେ ମାଯାତଃ—‘କାରଣା’ ମାଯାରପା କାରଣ ଥେକେ ଉତ୍ୟତ—ଉତ୍ୟତ (ଉେପନ୍ତି) ହଲେଓ, ପୁନରାୟ ନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଗେଲେଓ ଯେନ ସଂ—ସର୍ବକାଲିକ, ଏରପ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ ଏହି ଜଗଂ । ଅଥବା, ଯେହେତୁ ସଦମୁଗ୍ରାହକ ହ୍ଲୌଯ ସ୍ଵରପ ସକଳଇ ମଙ୍ଗଳ-ପ୍ରବାହ । ତ୍ୟାଦିଦିଂ—ତାଇ ‘ଇନ୍’ ଏହି ଜଗଂ ଅମ୍ବ ସ୍ଵରପ—ଅମଙ୍ଗଲାତ୍ମକ । ଆଚା ମିଥ୍ୟାତ୍ମୁ ଜଗଂ ସମ୍ବନ୍ଦେ ଭଦ୍ରାଭଦ୍ର ବିଚାରେ କି ପ୍ରୟୋଜନ ଆଛେ, ଏରଟି ଉତ୍ସରେ, ସ୍ଵପ୍ନାଭ—ସ୍ଵପ୍ନ + ନ + ଭଂ] ସ୍ଵପ୍ନବନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନା ଅର୍ଥାଂ ଏହି ଜଗଂ ମିଥ୍ୟା ବଲେ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ନା । କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଧିଷ୍ଵଣା—ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏଇତେ ଅତିଶୟ ହୁଅସ୍ତରପ ଅଭଦ୍ର ହଲେଓ ସଦିବ—ବିଷ୍ଣାନନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଉତ୍ସମେର ମତଇ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ॥ ବି ୦ ୨୨ ॥

২৩। একস্তুমাঞ্চা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বরং জ্যোতিরনন্ত আত্মঃ।

নিত্যাহক্ষরে। ইজন্মস্থুখে নিরঞ্জনঃ পূর্ণাদ্বয়ো মুক্ত উপাধিতোহম্মতঃ ॥

২৩। অন্বয়ঃ একঃ তঃ সত্যঃ আত্মা (পরমাত্মা) আত্মঃ পুরাণঃ পুরুষঃ নিত্যঃ পূর্ণঃ অজস্রস্থঃ  
অক্ষরঃ অমৃতঃ অনন্তঃ অদ্বয়ঃ উপাধি মুক্তঃ নিরঞ্জনঃ (নির্মলঃ) [ভবনি]।

২৩। মুলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ ! আপনি পরমাত্মা, পুরাণপুরুষ, সত্যস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, অনন্ত, সর্বাবত্তারাবত্তারী, পূর্ণ, অদ্বয়, উপাধিমুক্ত অমৃত স্বরূপ ।

২৩। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ পুনরবাস্তুর-প্রকরণং তথ্যেব উপসংহরতি—এক ইতি ।

যশ্চাং 'নারায়ণস্ত্রী' ইত্যাদি, 'একোহসি' ইত্যাদি চ, তশ্চাং সপাণিকবলোহয়ং হমেক এবাবা সর্বেষাঃ প্রাপক্ষিকা প্রাপক্ষিকানাঃ মূলস্বরূপম্, 'তমেকং গোবিন্দং সচিদানন্দবিশ্রাম' ইতি, 'সাক্ষাং প্রকৃতিপরো যোহিয়মাআ গোপালঃ কথঃ অবতীর্ণে ভূম্যাঃ হ বৈ' ইতি গোপালতাপনীক্ষণতেঃ। বক্ষ্যাতে চ—'সর্বেষামপি ভাবানাম' ইত্যাদি, 'কৃষ্ণমেনমবেহি হম' (শ্রীভাৰ্তা ১০।১৪।৫১) ইত্যাদি চ। তত্ত্ব 'আত্মহমেব সাধয়তি পুরুষঃ' ইত্যাদিনা, তত্ত্ব 'পুরুষো যোহিসাবৃতমঃ, পুরুষো গোপালঃ' ইতি ক্ষণতেঃ। পুরাণঃ—'গৃতঃ পুরাণ-পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ' (শ্রীভাৰ্তা ১০।১৪।১৩) ইতি বক্ষ্যমাণাং; সত্যঃ—'সত্যব্রতঃ সত্যপরং ত্রিসত্যম' পুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ' (শ্রীভাৰ্তা ১০।১২।২৬) ইত্যাদ্যক্ষণাং; স্বরং জ্যোতিঃ—'ঘো ব্রহ্মাণং বিদ্ধাতি পূর্বঃ, ঘো বিদ্বাংস্ত্বে গাপয়তি আ কৃষ্ণঃ। তৎ ত দেবমাত্মাবুদ্ধিপ্রকাশং, মুমুক্ষুবৈ শরণমমুং ব্রজেং' (শ্রীগোতা পৃ ৪।৫) ইতি তৎক্ষণতেঃ; অনন্তঃ—'ন চান্তর্বন বহির্যন্ত' (শ্রীভাৰ্তা ১০।১৯।১৩) ইত্যাদি; 'যোহিযং কালস্তন্ত তে' (শ্রীভাৰ্তা ১০।৩।২৬) ইত্যাদ্যক্ষণাং; আন্তঃ—'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতায়াম্ (৫১); 'বিদিতোহসি ভবান্সাক্ষাৎ', (শ্রীভাৰ্তা ১০।৩।১৩) ইত্যাদি শ্রীবস্তুদেববাক্যাদেঃ; নিত্যঃ—'নিত্যে। নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা,-মেকো বহুনাং ঘো বিদ্ধাতি কামান্। তৎ পীঠগং ঘে মু যজন্তি বিপ্রা,-স্ত্রেষাঃ সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম'। শ্রীগোতা পৃ ৩।৩), 'এতেন্দ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদঃ ঘো, নিত্যোদ্যুক্তাঃ সংযজন্তে ন কামান্। তেষামসৌ গোপকৃপঃ প্রযত্নাং, প্রকাশয়েদাত্মপদঃ তদৈব ॥' ইতি তচ্ছ্রুতেঃ; অক্ষরঃ—'যশ্চাং ক্ষরমতীতোহিয়মক্ষরাদপি চোত্তমঃ' ইতি শ্রীগীতাভ্যাঃ (১১।১৮); অজস্রস্তুথঃ—'কৃষ্ণাত্মকা নিত্যানন্দেকরূপঃ' (শ্রীগোতা পৃ) ইতি তৎক্ষণতেঃ; 'কেবলাহৃত্বানন্দস্বরূপঃ' (শ্রীভাৰ্তা ১০।৩।১৩)—ইতি শ্রীবস্তুদেববাক্যাদেঃ; নিরঞ্জনঃ—'বিশুদ্ধবিজ্ঞানধনং স্বসংস্থয়া, সমাপ্তসর্বার্থম' ইতি (শ্রীভাৰ্তা ১০।৩।৭।২২) শ্রীনারদ বাক্যাং; পূর্ণঃ—'তে হোচুরূপাসনমেতস্য গোবিন্দস্ত্রাখিলাধাৰিণো জ্ঞাহি' ইতি তৎক্ষণতেঃ; 'কো বেত্তি ভূমন' (শ্রীভাৰ্তা ১০।১৪।২।১) ইত্যাদি-ব্রহ্মবাক্যাদেঃ; অদ্বয়ঃ—'অদ্বীতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ' (শ্রীগোতা পৃ) ইতি তৎক্ষণতেঃ; মুক্তঃ—'উপাধিতঃ সাক্ষাং-প্রকৃতিপরঃ' ইতি তৎক্ষণতেঃ; অযৃতঃ—'গোবিন্দান্মৃত্যুবিভেতি' (শ্রীগোতা পৃ) ইতি তৎক্ষণতেঃ; সাক্ষাং-প্রকৃতিপরঃ' ইতি তৎক্ষণতেঃ; অযৃতঃ—'গোবিন্দান্মৃত্যুবিভেতি' (শ্রীগোতা পৃ) ইতি তৎক্ষণতেঃ; 'মন্ত্র্যা মৃতুব্যালভীতঃ পলায়ন, লোকান্সর্বান্স' (শ্রীভাৰ্তা ১০।৩।২৭) ইত্যাদিবাক্যাদেঃ; তথা জন্ম-জৱাভ্যাঃ 'ভিন্নঃ—'স্থাশুরূপমচ্ছেত্তোহিয়ম, যোহিসৌ সৌর্যে তিষ্ঠতি, যোহিসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোহিসৌ গোপান্স পলঘৰতি,

যোহসৌ গোপেষু তিষ্ঠতি' (আগো তা ১।১২) ইত্যাদি তৎক্ষণতেরেব। তত্র টীকায়ঃ পদত্রয়েণ চতুর্বিধঃ ক্রিয়াকলং বারয়তীতি তদ্বারণং সমাপয়তীত্যর্থঃ ॥ জী০ ২৩ ॥

**২৩। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ** অবান্তর প্রকরণ শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা যথার্থকৃপে স্থাপন করবার পর এখন প্রস্তুত বিষয়ের উপসংহার করা হচ্ছে—এক ইতি। এই শ্লোকে ব্রহ্মার উল্লিখিত কৃষ্ণের স্বরূপবাচি পদের পক্ষে এখানে শাস্ত্র প্রমাণ উক্তি দেওয়া যাচ্ছে—যেহেতু (১০।১৪।১৪) শ্লোকে বলা হয়েছে, 'আপনিই নারায়ণ' ইত্যাদি এবং (১০।১৪।১৮) শ্লোকে "আপনি 'এক' অদ্বিতীয় স্বরূপ" ইত্যাদি, সেই হেতু একত্রমাত্র—আপনার 'সপাণি কবল' বিগ্রহ 'এক'ই 'আত্মা' প্রাপক্ষিক অপ্রাপক্ষিক সব কিছুর মূল স্বরূপ। "আপনি এক অদ্বিতীয় গোবিন্দ সচিদানন্দ বিগ্রহ" ইতি, "সাক্ষাৎ প্রকৃতীর অতীত এই যে পরমাত্মা স্বরূপ গোপাল, ইনি কি করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন" ইতি—গোপাল তাপনী শ্রুতি। এই যে পরমাত্মা স্বরূপ গোপাল, ইনি কি করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলেন" ইতি—গোপাল তাপনী শ্রুতি। এই শ্রীমদ্ভাগবতেই মহাদেব বলছেন—“হে দেবদেব, জগন্ম্যাপী, জগদীশ, জগন্ময় ! আপনি যাবতীয় বস্তুর মূল নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। আপনি জড়প্রধান নন, পরস্ত সমগ্র চেতনার আত্মা ও নিয়ামক ।”—(শ্রীভা০ ৮।১২।১৪)। আরও, “শ্রীশুকদেব বলছেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ ! তুমি কৃষ্ণকে অধিল জীবের পরমাত্মা বলে জানবে ।”—(জা০ ১০।২৪।৫৫)। **পুরুষ**—“আত্ম অর্থাং গোবিন্দ স্বরূপই পুরুষকে নিশ্চয়কৃপে পরিচয় করিয়ে দেয়” ইত্যাদি,—“যিনি 'পুরুষ' তিনিই উন্ম পুরুষ গোপাল ।”—শ্রুতি। **পুরাণ**—“বিচ্চি বনমালায় বিভূতিত হয়ে পুরাণ পুরুষ শ্রীবৃন্দাবনে গৃত ভাবে বিহার করছেন ।”—(শ্রীভা০ ১০।৪৪।১৩)। **সত্যঃ**—“দেবতাগণের স্তবে—“হে নিত্যসত্যস্বরূপ, আক্ষিত পালনকৃপ সত্যব্রতধারী, সর্বদেশ কালে সর্বশ্রেষ্ঠ”—(শ্রীভা০ ১০।১।২৬)। এইরূপে নানা প্রমাণ থাকা হেতু প্রস্তুত শ্লোকস্থ শ্রীভগবানের স্বরূপের পরিচয় দৃঢ়ীকৃত হল। **স্বয়ং জ্যোতি**—“যে কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষরমন্ত্রদানে পালন করেন সেই 'আত্মবুদ্ধি প্রকাশক' পরম দেবতার শরণাগত হয় বিদ্বান মুমুক্ষুগণ ।”—(গো০ তা০ পূ ৪।৫)। **অনন্তঃ**—“যার অনন্তর্দেশ নেই বর্তিদেশ নেই” ইত্যাদি—(শ্রীভা০ ১০।৯।১৩)।—“এই যে মহীয়ান কাল, যার দ্বারা এই বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই কাল আপনারই ক্রিয়া শক্তি। আপনি সর্বশক্তি অভয়ের আধার ।”—(শ্রীভা০ ১০।৩।২৬) এইরূপ উক্তি থাকা হেতু। **আদ্যঃ**—“ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ” ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতা (৫১), “আপনি যে স্বয়ং ভগবান, তা জানলাম ।”—(শ্রীভা০ ১০।১।১৩) বস্তুদেব বাক্য থাকা হেতু। **নিত্যঃ**—“যিনি নিখিল নিত্যের নিত্য, নিখিল চেতনার চেতনা, বহু হয়েও এক অর্থাং অদ্বিতীয়, যিনি জীবের সব অভিলাষ পূরণ করেন, সেই কল্পক্রমবেদীমূলস্থ ভগবানকে যে বিপ্র সকল অর্চন করেন, তাঁদের শাশ্বতি সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে—অন্তের হয় না”—(আগো০ তা০ পূ০ ৩।৩)। “এই বিষ্ণুর পরমপদ যিনি নিত্য উন্ম সহকারে ভক্তি ভরে পূজা করেন, বিষয়ের পূজা নয়, তার নিকট গোপকৃষ্ণ তৎক্ষণাত্তে নিজপদ প্রকাশ করেন, প্রয়ত্ন হেতু ।” এইরূপ শ্রুতি থাকা হেতু। **অক্ষরঃ**—“আমি 'ক্ষরঃ' জীবাত্মা রূপ পুরুষের অতীত, অক্ষর ব্রহ্ম হতেও উন্ম, বিকার রাহিত্য হেতু পরমাত্মা পুরুষ হতেও শ্রেষ্ঠ ।”—(গীতা ১।৫।১৮)। **অজস্র** **সুখঃ**—“কৃষ্ণাত্মক নিত্যানন্দেকরূপ”—(শ্রীভা০ তা০ পূৰ্ব) ইতি শ্রুতি হেতু।—“বিশুদ্ধ অনুভবের সহিত

অভিন্ন আনন্দস্বরূপ”—(শ্রীভা০ ১০।৩।১৩)। এইরূপ বস্তুদেৰ বাক্য হেতু । **নিৱঞ্জন**—নিৰ্মল ।—“বিশুদ্ধ  
অনুভবস্বরূপ যে ব্ৰহ্ম, তাঁৰই সান্তীভূতরূপ যে ঈশ্বৰ, সেই আপনাকে প্ৰণাম কৰছি” (ভা০ ১০।৩।১।২২)  
শ্রীনারদেৰ বাক্য হেতু । **পূৰ্ণং**—“আপনাৱা অখিলবস্তু ধাৰণকাৰী এই গোবিন্দেৰ উপাসনা বলুন ।” শ্ৰুতিতে  
থাকা হেতু । ‘হে সৰ্বথা পৱিপূৰ্ণ পুৰুষ’—(শ্রীভা০ ১০।১৪।১১)। ইত্যাদি ব্ৰহ্মার বাক্য হেতু । **অমৃতঃ**—  
“অদ্বিতীয় মহৎ শ্রীকৃষ্ণকে প্ৰণাম প্ৰণাম”—(শ্ৰীগোপাল তা০পূ) এইরূপ শ্ৰুতি হেতু ; **উপাধিতো মুক্তঃ**—  
“উপাধিমুক্ত সাক্ষাৎ প্ৰকৃতিৰ অতীত ।” শ্ৰুতি হেতু । **অমৃতঃ**—“গোবিন্দ থেকে মৃত্যু ভয়ে পলায়ন কৰে”  
(গো তা পূ) এইরূপ শ্ৰুতি থাকা হেতু । “এই মৰ্তলোকে মৃত্যুরূপ সৰ্পভয়ে ভীত লোক ব্ৰহ্মাদি সকল লোকে  
ধাৰমান হয়েও নিৰ্ভয় হতে পাৱে নি ।”—(শ্রীভা ১০।৩।২৭) ইত্যাদি বাক্য হেতু । তথা ‘অমৃত’ জন্ম নেই  
জৱা নেই, এৱলে যিনি অগ্ন সব থেকে ভিৱ—“ইনি স্থিৱ, অখণ্ডনীয় । ইনি স্বৰ্য সম্বন্ধিয় তেজে আছেন,  
গো-তে আছেন, গোপণকে পালন কৰেন, গোপদেৱ মধ্যে আছেন ।” ইত্যাদি শ্ৰুতি থাকা হেতু ।—  
[ শ্রীস্বামিপাদেৱ টীকায় অমৃতত্ত্ব প্ৰতিপাদনেৰ জন্য চতুৰ্বিধ ক্ৰিয়াৰ ফল নিষেধ কৰা হয়েছে—স্বৱং জ্যোতি,  
নিৱঞ্জন এবং উপাধিতো মুক্ত এই পদত্বয়েৰ দ্বাৱা । এৱ ভাৱ এ সম্বন্ধে ‘আগ্ন’ পদে উৎপত্তি নিষেধ কৰা  
হচ্ছে । শ্রীভগবৎ প্ৰাপ্তিৰ ক্ৰিয়া বা জ্ঞানেৰ দ্বাৱা হয়ে থাকে ক্ৰিয়া দ্বাৱা প্ৰাপ্তি ‘আআ’ (আআ দৃশ্য নয়,  
অতএব সত্য) পদে নিষেধ কৰা হচ্ছে । জ্ঞানেৰ দ্বাৱা প্ৰাপ্তি ‘স্বৱং জ্যোতি’ পদে বাৱণ কৰা হচ্ছে । আশু  
ধানকে যেমন উদুখলে কিম্বা চেকিতে কুটে তাৰ তুষ দূৰীভূত কৰা হয় সেইৱেপে উপাধি দূৰীকৰণে বিকৃত  
হউক না, উপাধি না থাকায় তা সন্তুষ্ট নয়—তাই বলা হচ্ছে ‘মুক্ত উপাধিত’ ইতি ] । জী০ ২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : কিঞ্চ, তবানন্তমুর্তিহেইপি দমচন্ত্যশক্ত্যা একমূর্তিৰেবেত্যাহ—এক  
ইতি । তঃ এক আআ পৱমাত্তেৰ্যঃ । জীৱাত্মনাঃ বহুহেনেকহাভাবাৎ । নহু পৱমাআ নিৱাকাৰ এব ন  
পুৰুষঃ পুৰুষবন্ধুকৃতিমত্যেৰ পদাৰ্থে রুটে । কিমন্যঃ পুৰুষঃ ইবাৰ্বাচীনঃ ন পুৱাতনঃ । নহু নন্দপুত্ৰাহ-  
দৰ্বাচীনোইপ্যহং পুৱাতনো ভবতঃ স্তৰ্যেৰাভূৎ নতু যথাৰ্থতয়েতি তত্ত্বাহ, সত্যঃ তঃ নন্দপুত্ৰোইপি সত্যঃ  
ত্ৰৈকালিক সত্ত্বাবান্পুৱাগ পুৰুষ ইত্যৰ্থঃ । নন্দপুৱস্তু কালকৰ্ম্মাদি প্ৰকাশ্যহাদহমপি কিং তথেব । ন স্বৱং  
জ্যোতিস্তু স্বপ্রকাশঃ কিং সুৰ্য্যাদিবৎ পৱিচ্ছিন্নঃ ন অনন্তঃ ন বিগতেহস্তঃ কালতো দেশতশ্চ যন্ত সঃ  
নন্দহেইপ্যবতারা এবস্তুতা এব তেষামহং কতমস্তুত্বাহ, আগ্নঃ তঃ তেষামপি মূলভূতেইবতাৰীত র্থঃ । নন্দহং  
দ্বিপৰাক্ষান্তে কিমেতৎস্বরূপেণেবাবস্থাস্ত্বামি নবেত্যত আহ, নিত্যঃ জগদিদং পুৱাতনমপি সত্যমপি দ্বিপ-  
ৰাক্ষান্তে স্বৰূপেণাস্ত্বায়িতাদনিত্যমুচ্যতে । তস্ত তদাপি নন্দপুত্ৰাকাৱেণাপি স্থাস্ত্বামীতি নিত্য উচ্যসে । তদা-  
কাৰস্ত পূৰ্ণব্ৰহ্মস্বরূপত্বাত “গোহিসৌ সৌৰ্য্যে তিষ্ঠতৌ”ত্যাদৌ “যঃ সাক্ষাৎ পৱত্ৰক্ষেতি গোবিন্দঃ সচিদানন্দ-  
বিগ্ৰহঃ বৃন্দাবনস্তুৱৰভূতলাসীনমি”তি বা তাপনীক্ষণতে । “ব্ৰহ্মণোহি প্ৰতিষ্ঠাহ”মিতি অহক্ষেচ । নন্দ-  
কাৰবতঃ ষড়ু কাৰবত্তেন প্ৰতিক্ষণক্ষেত্ৰাদহমপি কিং তথেব । ন অক্ষৱঃ নন্দকাৰবন্তো হাবশ্যামেৰ স্বথতঃখ-  
ধৰ্ম্মানো ভবস্তি তত্ত্বাহ—অজন্মস্তুখঃ । নহু মম বাল্যে গোপীস্তুত্যন্ধনধিষ্ঠতাদিষ্য লোভঃ পৌগণে কালিয়াদিষ্য

কোপঃ, কৈশোরে গোপিকাস্ত কাম ইত্যাহং কামাদিমালিষ্যুক্ত এব, ন নিরঞ্জনঃ স্বকামাদীনামপি চিন্ময়ত্বাহং । নমু তদপি গোপিকাদিসাপেক্ষস্তাদপূর্ণস্ত ভবাম্যোবেতি তত্ত্বাহ—পূর্ণঃ প্রেমভক্তিসাপেক্ষস্ত হি ন পূর্ণঃ ব্যাহ-স্তৌত্যর্থঃ । নম্বেবস্তুতো মদিধঃ কোইপ্যত্তো বর্ততে ন বেতি তত্ত্বাহ অদ্বয়ঃ । নমু সত্যমদ্বয়ত্বাহং পূর্ণব্রজ্জৈবাহং তদপি কেচিমাঃ বিদ্যোপাধিং মহান্তে তত্ত্বাহ—উপাধিতো মুক্ত ইতি “বিদ্যাবিদ্যাভ্যাঃ ভিন্ন” ইতি গোপাল-তাপনীশ্রুতেঃ । যতস্তুমযুত ইতি “অমৃতঃ শাশ্বতঃ ব্রহ্মে”তি শ্রুত্যুক্তমযুতশব্দবাচ্যঃ নিরূপাধি ব্রহ্মেব । শ্লেষণে ন বিদ্যতে মৃতঃ মৃতুর্ধৰ্ম্মাহ স ইতি ॥ বি ২৩ ॥

২৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ আরও, আপনার অনন্তমূর্তি থাকা সহেও আপনি অচিন্ত্য শক্তিতে এক মূর্তিই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এক ইতি । আপনি এক আত্মা—পরমাত্মা, একুপ অর্থ । জীবাত্মা বহু বলে তার একত্বের অভাব । আচ্ছা, পরমাত্মা তো নিরাকার, পুরুষ নয়—পুরুষ শব্দে তো আকৃতি বিশিষ্টই বুবা যায় । এক কি অন্ত পুরুষের মতো অর্বাচীন, পুরাতন নয় ? আচ্ছা নন্দপুত্র বলেই আমি অর্বাচীন হলেও পুরাতন-আপনার স্মৃতি যোগ্য হয়েছি, কিন্তু যথার্থভাবে নয়—এরই উত্তরে, সত্যঃ—আপনি নন্দপুত্র হলেও ‘সত্য’ ত্রৈকালিক সত্ত্বাবান্ত পুরোণ পুরুষ ।

পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই পুরুষের কাল-কর্মাদির প্রকাশক ভাব হেতু আমিও কি কাল কর্মাদির মতো এই পুরুষের দ্বারা প্রকাশিত ? না আপনি তো স্বয়ংজ্যোতিঃ—স্বপ্রকাশ । সূর্যের মত কি সৌমিত ? না, অনন্ত—কালতঃ দেশতঃ যাঁর অন্ত নেই সেই পুরুষ । আচ্ছা, অন্ত অবতারগণও তো এই কুপই—তাদের মধ্যে আমি কোন্টি ? এরই উত্তরে, আচ্ছঃ— আপনি তাদেরও মূলভূত অবতারী, এইকুপ অর্থ ।

আচ্ছা আমি দ্বিপরার্থ অন্তে কি এই স্বরূপেই বিরাজমান থাকি-বা থাকি না, এর উত্তরে বলা হচ্ছে, নিত্যঃ— এই জগৎ পুরাতন হলেও সত্য হলেও দ্বিপরার্থ অন্তে স্বরূপে থাকে না বলে ইহাকে অনিত্য বলা হয় । আপনি কিন্তু তখনও নন্দপুত্র আকারেই বিরাজমান থাকেন, তাই নিত্য বলা হচ্ছে—সেই আকারেরই পূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া হেতু—“যিনি এই বৃন্দাবনে থাকেন ।” ইত্যাদি । বা “যিনি সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম—সেই গোবিন্দ সচিদানন্দ বিগ্রহ বৃন্দাবন-কল্পতরু তলাসীন ।”—তাপনী শুভ্রি থাকা হেতু । “আমি ব্রহ্মের বাসস্থান”—গীতায় শ্রীভগবানের উক্তি । আচ্ছা, যার শরীর আছে, সেতো ষড়বিকার-বান্ত হওয়া হেতু প্রতিক্ষণ অপক্ষয় শীল, আমিও কি সেইকুপ অপক্ষয়শীল ? না আপনি সেইকুপ নন—আপনি অক্ষর—অপক্ষয়শীল নন । আচ্ছা, যাদের শরীর আছে তারা নিশ্চয়ই স্থুতি-হৃৎখ দেহ ধর্ম যুক্ত, এরই উত্তরে, অজস্র স্থুতি—আচ্ছা বাল্যে আমার গোপীস্তুন-হৃৎ-দধি-ঘৃতাদিতে লোভ, পৌগণ্ডে কালিয় নাগাদিতে কোপ, কৈশোরে গোপীকাদিতে কাম এইকুপে আমি কামাদি মালিষ্যুক্তই তো হলাম এরই উত্তরে—না, তা নয়, নিরঞ্জন—আপনি নির্মল, কারণ আপনার কামাদিও চিন্ময় । আচ্ছা, তা হলেও তো গোপিকাদি সাপেক্ষ হওয়ায় আমি অপূর্ণ, এরই উত্তরে, আপনি প্রেমভক্তি সাপেক্ষ হওয়ায় পূর্ণভোর হানী হচ্ছে না । আচ্ছা এইকুপ আমার মতো অন্য কেউ আছে বা নেই, এরই উত্তরে, অদ্বয়—আপনি অদ্বয় তত্ত্ব ! আচ্ছা,

২৪। এবংবিধিঃ ত্বাং সকলাত্মনামপি স্বাত্মানমাত্মাত্মতয়া বিচক্ষতে ।

গুর্বর্কলকোপনিষৎসুচক্ষুষা যে তে তরন্তীব ভবানৃতামুধিম् ॥

২৪। অব্যঃ যে গুর্বর্কলকোপনিষৎসুচক্ষুসা (গুরুরেব সূর্যাঃ উপনিষৎজ্ঞানং প্রাপ্য তেন স্বনেত্রুপং তেন) সকলাত্মনাঃ স্বাত্মানং এবন্ধিঃ ত্বাং আত্মাত্মতয়া (পরমাত্মাত্মেন) বিচক্ষতে (পশ্চতি) তে ভবানৃতমুধিঃ (মিথ্যাভবসমুদ্রঃ) তরন্তি ইব ।

২৪। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ ! যারা গুরুকৃপা-লক্ষ উপনিষৎ জ্ঞানদৃষ্টিতে পূর্বোক্ত লক্ষণ সকল আত্মার পরমস্বরূপ কৃষ্ণ আপনাকে অনুর্ধ্বামীরূপে অভুতব করেন, তারা অনায়াসে ভবসমুদ্র পার হয়ে যান ।

সত্যাই আমি অদ্বয় বলে পূর্ণব্রহ্ম নিশ্চয়, তা হলেও কেউ কেউ আমাকে বিদ্যা-উপাধিযুক্ত মনে করে, এরই উত্তরে, উপাধিতো মুক্ত—আপনি উপাধি মুক্ত—“বিদ্যা অবিদ্যার প্রশংস্মুক্ত”—গোপাল তাপনী ক্রতি । অতএব আপনি অমৃত “অমৃত শাশ্বত ব্রহ্ম” এইরূপে শ্রত্যুক্ত অমৃত শব্দ বাচ্য নিরূপাধি ব্রহ্ম আপনি । অর্থাত্ত্বর—যার হাতে মৃত্যু হলে মৃত্যুপদ লাভ হয়, কাজেই আর পুনর্বার জন্ম হয় না মৃত্যুও হয় না ॥ বি ২৩ ॥

২৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী চীকাৎঃ এতাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানেনায়াসেনেব সংসারানুচ্যন্তে ইত্যাহ—এবমিতি, এবন্ধিঃ পূর্বোক্তপ্রকারকং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণঃ সকলাত্মনামপি জীবভেদেনাং পূর্বোক্তপুরুষত্রয়ভেদেনামাঙ্গাপি রশ্মীনাং স্বেকদেশানাং সূর্যমণ্ডলমিব স্বাত্মানং পরমস্বরূপং আত্মাত্মতয়া সকলেত্যাদিনা যথোক্তঃ তথৈব, ন তু কেবলশুন্দাত্মদিতয়েত্যর্থঃ । বিচক্ষতে আত্মাদিতঃ সর্বতঃ পরমপ্রেমাস্পদহেনাহৃতবস্তি, সাক্ষাত্তপদেষ্ট ত্বাং তাদৃশো গুরুরেবার্কঃ, ন স্তোপদেষ্ট বৎ দিপাদীস্থানীয়ঃ; তদিদশ কৃষ্ণমেনমবেহি ত্রমাত্মানমখিলাত্মানাম্ (শ্রীভা ১০।১৪।৫৫) ইত্যমুসারেণ শ্রীশুকদেবাদিঃ । উপনিষচ্ছু-গোপালতাপত্তায়া ‘যোহসৌ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম গোপালঃ’ ইত্যাদিরূপা । ভবো জন্মমরণাদিময়ঃ সংসারঃ, তস্মান্তত্ত্বাত্মারেণ চ ‘হ্যমুজাক্ষ’ (শ্রীভা ১০।২।৩০) ইত্যাদিরীত্যা গোবৎসপদায়মানত্বাদিব-শব্দঃ ॥ জীং ২৪ ॥

২৪। শ্রীজীব-বৈং তোষণী চীকানুবাদঃ ২৩ প্লোকে যা বলা হল, “এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান, তার দ্বারা অনায়াসে সংসার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় জীব । এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এবম ইতি । এবংবিধিঃ-পূর্বোক্ত প্রকার ত্বাং—আপনাকে । নিজ একদেশ রশ্মিজালের আশ্রয় সূর্য মণ্ডলের মত পূর্বোক্ত কারণাগৰবশায়ী প্রভৃতি পুরুষত্রয়ের আশ্রয় স্বাত্মানং—পরম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মাত্মতয়া—অনুর্ধ্বামীরূপে, কেবল যে শুন্দ জীবের অনুর্ধ্বামীরূপে, তাই নয়, সকল জীবেরই, বিচক্ষতে—‘বি+চক্ষতে’ জীবাত্ম থেকে সর্বত্তোভাবে পরম প্রেমাস্পদরূপে অভুতব করে যারা । গুর্বর্ক—গুরুরূপী সূর্য, সাক্ষাৎ উপদেশ দান করা হেতু তাদৃশ গুরু হলেন সূর্যস্বরূপ, অন্ত উপদেশ দাতার মত দীপস্থানীয় নয় । শুকদেবাদিই হলেন তদিদি গুরু, কারণ তিনি এই সাক্ষাৎ উপদেশ করেন, যথা—“শ্রীশুক শিষ্য পরীক্ষিঃ মহারাজকে উপদেশ

২৫। আজ্ঞানমেবাগ্নতয়াইবিজানতাঃ তেনেব জ্ঞাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতম্।  
জ্ঞানেন ভূয়োহপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জামহের্ভোগভবাভবো যথা ॥

২৫। অষ্টয়ঃ আজ্ঞানঃ (জীবম) আগ্নতয়া (জ্ঞানানন্দময় আগ্নতেন) অবিজানতাঃ নিখিলং  
প্রপঞ্চিতঃ জ্ঞাতঃ (সর্বঃ সংসারোহভূঃ) ভূয়ঃ অপি (পুনঃ অপি) জ্ঞানেন তৎ (প্রপঞ্চিতঃ) রজ্জাম্ অহেঃ  
(সর্পস্ত) ভোগভবাভবো যথা (শরীঃস্ত অধ্যাসাপবাদৈ); প্রলীয়তে ।

২৫। মূলানুবাদঃ যারা শুন্দ জীবকে স্বয়ং মূলস্বরূপ বলে জানে, কিন্তু আপনিই যে স্বয়ং  
মূলস্বরূপ, তা জানে না, তাদের এই দোষে দেহে আগ্নবুদ্ধিস্বরূপ নিখিল সংসার এসে যায়। পুনরায় স্বরূপ  
জ্ঞানের উদয় মাত্রই এই ভ্রম চলে যায়—রজ্জুতে সর্পভ্রমের অপগমের মত ।

করছেন—হে পরীক্ষিঃ, তুমি এই কৃষকে সর্বজীবের আগ্নবুদ্ধিস্বরূপ বলে জানবে ।” উপনিষৎ—জ্ঞানস্বরূপ  
স্বচক্ষু, শ্রীগোপাল তাপনী আদি দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত জ্ঞান স্বচক্ষু । কিরূপ উপদেশ ? যথা—“যিনি সেই  
অক্ষ-পরংব্রহ্ম গোপাল” ইত্যাদি রূপ । এবং ভব ইতি—জগ্নমরণাদিময় সংসার । ইহা অনুত্ত মিথ্যা ।  
এই স সারের মিথ্যাত্ত হেতু যারা আপনাকে আশ্রয় করে তাঁরা ভবসাগরকে গোবৎসপদতুল্য তুচ্ছ মনে  
করে—‘অ্যমুজাক্ষ’—(শ্রীভা ১০।২।৩০) এই শ্লোকানুসারে ॥ জী০ ২৪ ॥

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কিঞ্চ হনীয়নির্বিশেষব্রহ্মস্বরূপোপাসক। অপি হয় পুরুষাকার-  
স্বরূপে পরমাত্মেন ভক্ত্যা ভাগ্যবশাদ্য যদি প্রাপ্তনিষ্ঠাঃ স্বাস্ত্রহি তে শাস্ত্রভক্তাঃ সংগীয়ন্ত ইত্যাহ—এবন্ধিঃ  
উক্তলক্ষণং ত্বাঃ সকলাত্মানাঃ সর্বজীবাত্মানাঃ স্বাত্মানঃ মূর্ত্ত্বেন মনোনয়নাহ্লাদকত্বাঃ শোভনমাত্মানঃ পুরুষ-  
স্বরূপমেব আজ্ঞানতয়া পরমাত্মেন ভক্ত্যা যে পশ্চতি “পরমাত্মত্বা কৃষে জাতা শাস্ত্রীরত্মতে”তি  
শ্রীভক্তিরসামৃতোক্তঃ । কেন গুরুরেবার্কস্তস্মান্নক। অধ্যয়নেন প্রাপ্তা যা উপনিষৎ সৈব স্বচক্ষুস্তেনতদার্থব-  
গাহনোথেন জ্ঞানেন ভব এব অনুত্তমুধিস্তঃ তরন্তীব ॥ বি০ ২৪

২৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও, আপনার নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপের উপাসকগণও আপ-  
নার পুরুষাকার স্বরূপে পরমাত্ম ভাবে ভক্তিতে ভাগ্যবশে হেতু যদি প্রাপ্তনিষ্ঠ হয় তবে তাঁদিগকে শাস্ত্রভক্ত  
বলা হয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, এবন্ধিঃ ইতি । এবংবিধৎ—পূর্বশ্লোকে যে বলা হল সেই লক্ষণযুক্ত  
ত্বাঃ—আপনাকে । সকলাত্মনাহপি—সর্বজীবাত্মারও স্বাত্মানঃ—মূর্ত্ত্বে মনো-নয়নের আহ্লাদক হেতু  
শোভন ‘আজ্ঞানম’ পুরুষস্বরূপকেই আজ্ঞানতয়া—পরমাত্মস্বরূপে ভক্তিতে যিনি দেখেন, তার শাস্ত্র রতি  
হয়—“পরমাত্ম ভাবনায় কৃষে শাস্ত্র রতি জাত হয় ভক্তিরসামৃতসিঙ্গু । কার দ্বারা ? যে গুরু রূপ সূর্য,  
তাঁর থেকে লক্ষ—অধ্যায়নের দ্বারা প্রাপ্ত যে ‘উপনিষৎ’, উহাই স্বচক্ষু, এর দ্বারা । উপনিষৎ-অর্থ অব-  
গাহনোথ জ্ঞানের দ্বারা যে পরমাত্মস্বরূপে দর্শন করে, তিনি ভবানুধি—সংসারস্বরূপ মিথ্যাসমূদ্র তরন্তীব—  
উত্তীর্ণ হয়ে থাকেন ॥ বি০ ২৪ ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী চীকাৎ নবাআ খলু শুক্রাবস্থে। জীব এব মূলঃ, ততস্তদজ্ঞানেন এব জাতঃ প্রপঞ্চস্তজ্ঞানেনৈব নশ্চে, কিং ভগবজ্ঞানেনেতি বিপ্রতিপন্নান্নিরাকরোতি—আত্মানমেবেতি, আত্মানঃ স্বয়মেবাত্মাত্ম মূলস্বরূপত্বেন বিজ্ঞানতাঃ জীবানাঃ, ভবস্তঃ তু তদ্বপত্তেনাপ্যবিজ্ঞানতামিত্যেব-কারার্থঃ। তেনৈব মূলেন ভগবদজ্ঞানেনৈব হেতুনা নিখিলঃ প্রপঞ্চিতঃ জাতঃ তঃ দোষমসহিষ্ণু। ভগবন্তক্ষয়া মারয়। বিস্তারিতঃ দেহাদিকঃ তেষাঃ জাতম্। স্বরূপাঙ্গুল্পির্বক-তদধ্যাসেন তদীয়তয়া সম্পন্নঃ, তস্মাজ্ঞানেন মূলেন ভগবদজ্ঞানচ্ছদকেন ভগবজ্ঞানেনৈব স্বরূপজ্ঞানঃ, তদধ্যাসহেতুরজ্ঞানমপি প্রলীয়তে, তৎপ্রলয়মের দৃষ্টান্তেন স্পষ্টঃ বোধযুক্তি—রজ্ঞামিতি। অত্যেকদেশাদিশেষে দ্রষ্টব্যঃ—‘ভয়ঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্তো,-দীশাদপেতস্ত বিপর্যয়োহস্থিতিঃ। তস্মায়াতো বুধ আভজেন্তঃ, ভক্ত্যেকয়েশঃ গুরুদেবতাত্মা।’ (শ্রীভা ১।১।২।৩৭) ইতি; তৈশ ব্যাখ্যাতম्—“যতো ভয়ঃ তস্মায়া ভবেন্ততো বুধে। বুদ্ধিমাংস্তমেব আভ-জেঁ উপাসীত; নহু ভয়ঃ দ্বিতীয়াভিনিবেশতো ভবতি, স চ দেহাহঙ্কারবতঃ, স চ স্বরূপাঙ্গুলণাং, কিমত্র তস্ত মায়া করোতি? অত আহ—ঈশাদপেতস্ত ইতি। ঈশবিমুখস্ত তস্মায়া অস্থিতিঃ স্বরূপাঙ্গুলির্বৃত্তি, ততো বিপর্যয়ো দেহোহস্মীতি, ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশান্তয়ঃ ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষপি মায়ান্ত; উক্তঃ শ্রীভগবতা—‘দৈবী হেষা গুণময়ী মম মায়া হৃত্যয়। মামেব যে প্রপত্তস্ত মায়ামেতাঃ তরন্তি তে।’ (শ্রীগী ৭।১।৪) ইত্যাদি। যদ্যপেবং তথাপীশ্বরতত্ত্বমাত্রস্যাপেক্ষয়া তত্ত্ব প্রতিপত্তি মাত্রস্ত, ন চাংশিনঃ, ন চাহুভবস্তু শ্রীরামনায়াপি তচ্ছুবণাং। তস্মাং তত্ত্ব জীবস্বরূপাঙ্গুভব এব সম্যগপেক্ষতে, পরি-পূর্ণাবির্ভাবস্তু স্বয়ংভগবস্তজ্ঞানঃ পরমঃ মহদেবেতি তস্ত চ ফলঃ তয়ি চ পরমপ্রেমোদয় এবেতি ভাবঃ॥

২৫। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী চীকান্তুবাদঃ আচ্ছা আত্মা হল শুক্র জীব, ইহাই মূল। অতএব এর সমক্ষে অজ্ঞানতা বশতঃই সংসার এসে যায়—আর এই আত্মার জ্ঞানেই সংসার নাশ হয়ে যাব; তবে আর ভগবৎ জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এইকপ বিপরীত ভাবনা নিরাকৃত হচ্ছে, আত্মানমেবেতি।

আত্মানাম—শুক্র জীবকে আত্মতয়া—স্বয়ং মূলস্বরূপ বলে জানে, কিন্তু আপনিই যে স্বয়ং মূল স্বরূপ তা জানে না—এখানে ‘এব’ কারের এইকপ অর্থ তেনৈব—এর দ্বারাই—মূলে শ্রাকৃষ্ণ বিষয়ে অজ্ঞানতা হেতুই নিখিল প্রপঞ্চিতম্য জাতম—নিখিল প্রপঞ্চ তাদের জাত হল—এই অজ্ঞানরূপ দোষ-অসহিষ্ণু ভগবৎভক্ত মায়াদেবীর দ্বারা বিস্তারিত দেহাদি নিখিল প্রপঞ্চ জাত হল তাদের। স্বরূপ-অঙ্গুলি পূর্বক দেহে আত্ম বুদ্ধি দ্বারা দেহই আমি একপ বুদ্ধি পাকা হয়ে গেল—স্মৃতরাং জ্ঞানোদয়ে মূল ভগবৎ-অজ্ঞানচেদক ভগবৎ জ্ঞানের দ্বারা স্বরূপ জ্ঞানদেহে আত্মবুদ্ধি হেতু যে অজ্ঞান তাও লয় প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেই লয় প্রাপ্ততা দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্ট করা হচ্ছে, রজ্জাম্ ইতি। অজ্ঞান জগ্নাই রজ্জুতে সর্পভূম, জ্ঞানোদয়ে উহা চলে যায়। এখানে দৃষ্টান্তটি একদেশবর্তী হওয়া হেতু বিশেষ দ্রষ্টব্য—“যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি বিমুখ, মায়াতে তার স্বরূপ বিস্মিত ঘটে এবং তৎপর দেহে আত্মবুদ্ধি রূপ বিপর্যয় ঘটে, এর থেকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ জন্মে, তৎক্ষেত্রে ভয়ের উদয় হয়, স্মৃতরাং বিবেকী ব্যক্তি গুরুদেবকে দেবতা জ্ঞান করে অনন্ত ভক্তিতে শ্রীভগবানের ভজন করবেন।”—(শ্রীভা ১।৩।২।৩৭)।

[শ্রীসামিপাদের ব্যাখ্যা ১০।১৪।২৫] ‘যেহেতু শ্রীভগবৎমায়া দ্বারাই ভয়ের স্তজন হয় কাজেই বুদ্ধি-বুদ্ধি-মান ব্যক্তি এই মায়ার অধীশ্বর ভগবানকে উপাসনা করেন। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকেই তো ভয়ের উৎপত্তি, সেই দ্বিতীয়াভিনিবেশ দেহ-অহঙ্কার থেকে আসে, আর এই দেহ-অহঙ্কার স্বরূপ-অঞ্চুরণ হেতু আসে—এখানে মায়ার কি কাজ? এরই উত্তরে, ঈশ্বাদপ্তেন্ত্র—ঈশ বিমুখের শ্রীভগবৎমায়া দ্বারা ‘অস্মতি’ স্বরূপের অঙ্গতি ঘটে, অতঃপর বিপর্যয়—আমি দেহ এইরূপ বুদ্ধি আসে, অতঃপর দ্বিতীয়াভিনিবেশ থেকে ভয় আসে।’

লৌকিক মায়াতেও এক-কে আর-এক যে দেখা যায়, তাতো প্রসিদ্ধই আছে এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা গীতায় উক্তও হয়েছে—“আমার এই শুণময়ী দৈবীমায়া তুলজ্ব। আমাকে যে আশ্রয় করে আমিই তাকে এই মায়া পার করে দেই।] যদিও এখানে স্বয়ং ভগবান্কৃষ্ণই একুপ বলেছেন, তথাপি ঈশ্বরতত্ত্ব মাত্রেই অপেক্ষা মায়া ছাড়ানে—তাতেও আবার স্বরূপ মাত্রেই অপেক্ষা, অংশী শ্রীকৃষ্ণের নয়, অনুভবের নয়, কারণ শ্রীরাম-নামেরও একুপ বল শোনা যায়। স্বতরাং এখানে মায়া-তাড়নে জীবস্বরূপ অনুভবই সম্যক্ত অপেক্ষা আছে, পরিপূর্ণ আবির্ভাব স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধে সেই জ্ঞান পরম মহৎই হয়ে থাকে, তার ফলও—স্বয়ং ভগবানে পরম প্রেমোদয়ই হয়ে থাকে, একুপ ভাব ॥ জী০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ১০। নহু তরন্ত্যেব তে কিমিতি তরন্তীবেতি ক্রযে? তথা ভবস্ত্য চান্ততঃং বা কৃতস্ত্র তেষাং জ্ঞানিনামাশ্রয়ণীয়ে বিবর্তবাদমতে জগদিদমনৃতমেব ইত্যত তত্ত্বরণমনৃতমেব তরন্তীবেতুচ্যাতে ইত্যাহ—দ্বাভ্যাম্। আআনং জীবং আত্মতয়া জ্ঞানানন্দময়াত্মেন অবিজ্ঞানতাং কিন্তু অবিদ্যয়া আবরণাজ্ঞ-জ্ঞাতুমশৰূবতাং তেনৈবাজ্ঞানেন নিখিলং প্রপঞ্চিতং সর্ববং সংসাৰোহিত্বৎ। ভূয়ঃ পুনশ্চ সাংখ্যযোগবৈরাগ্য-তপোভক্তিভিৰাত্মনো দেহব্যতিৰিক্তহেন যজ্ঞজ্ঞানং তেন তৎ সর্ববং প্রপঞ্চিতং বিলীয়তে। যথা রঞ্জাং অহে-র্ভোগস্ত সর্পশরীরস্ত অজ্ঞানজ্ঞানভ্যাং ভবাভবৈ অধ্যাসাপবাদৌ ॥ বি০ ২৫ ॥

২৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ১০। আচ্ছা তারা কি পার হয়ে গেল? না, পারের মতো হল—এই কথার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই ‘ভব’ অর্থাৎ এই জগৎকে ‘অনৃত’ অর্থাৎ মিথ্যা বলা হল। অথবা, সেই জ্ঞানিদের আশ্রয় যোগ্য বিবর্তবাদ মতে এই জগৎ মিথ্যা, তাই এই জগৎ-পারও মিথ্যা—কাজেই বলা হল পার নয়, পারের মতো। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—ঢুটি শ্লোক। আআনং—জীবকে আত্মতয়া—জ্ঞান-নন্দময় জীবাত্মারূপে অজান্তা ব্যক্তিদের নিকট (সংসাৰ প্রকাশ পায়)। অবিজ্ঞানতাং-কিন্তু অবিদ্যা দ্বারা আবরণ হেতু জ্ঞানতে অসমর্থ জনদের তেনৈব—সেই অজ্ঞানের দ্বারাই নিখিলং প্রপঞ্চিতং—সব বিচ্ছু সংসাৰরূপে প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ ভাস্তি জ্ঞানের বিষয়রূপে সম্পাদিত হয়। ভূয়ো—পুনৰায় সাংখ্যযোগ-বৈরাগ্য-তপো-ভক্তিদ্বারা জীবাত্মার দেহ-ব্যতিৰিক্তরূপে যে জ্ঞান, তাৰ দ্বারা সেই নিখিল সংসাৰ বিলীন হয়ে যায় ॥ বি০ ২৫ ॥

২৬। অজ্ঞানসংজ্ঞৈ ভববন্ধমোক্ষৈ দ্বৌ নাম নাগোঁ স্তু ঋতজ্ঞভাবাঃ ।

অজ্ঞস্ত্রচিত্যাত্মনি কেবলে পরে বিচার্যামাণে তরণাবিবাহনী ॥

২৬। অন্বয়ঃ অজ্ঞস্ত্র চিত্যাত্মনি (নিরন্তরজ্ঞানস্বরূপে আস্ত্রত্বে) কেবলে (শুন্দে) পরে (প্রপঞ্চ-তীতে) বিচার্যামাণে তরণো (সূর্যে) অহনী (রাত্রিদিনে) ইব অনো দ্বৌ নাম অজ্ঞান-সংজ্ঞৈ ভববন্ধমোক্ষে ঋতজ্ঞভাবাঃ (সত্যজ্ঞানস্বরূপভাবাঃ) ন স্তঃ (ন বিদ্যেতে) ।

২৬। মূলানুবাদঃ সংসার বন্ধন ও মুক্তি এই নাম দুটিই অজ্ঞানতা থেকে উদ্ধৃত । সত্য জ্ঞান থেকে পৃথক কোনও ভাবে যে বন্ধ-মোক্ষের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তা নিত্য জ্ঞান রূপ শুন্দ প্রপাঞ্চতীত আস্ত্রত্বে বিচাররত হলে মিথ্যা হয়ে পড়ে ।

২৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ অনৃতঃ দর্শয়তি—অজ্ঞানেতি । ঋত-শব্দেন ত্রাব্যভিচায়ুচ্যতে ; জ্ঞ-শব্দেন জ্ঞাতা, ভাব শব্দেন পদার্থবিশেষঃ ; ঋতশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ঋতজ্ঞঃ, স চাসৌ ভাবশ্চেতি ঋতজ্ঞভাবঃ । এষ এবাজ্ঞস্ত্রচিত্যাত্মনীত্যুবদিষ্যতে, তত্ত্ব ঋতাজ্ঞস্ত্রয়োরেকত্বঃ ব্যক্তমেব, জ্ঞানচিতোরেকত্বঃ প্রকাশরূপস্তু সূর্যাদেঃ প্রকাশমানস্ত্বচিতোইপি চেতনকৃপত্বাঃ । যৎ খলু স্বপ্রকাশমজ্ঞান রহিতঃ, তজ্জ্ঞাত্বাদেব, ভাবাত্মানোরেকত্বত্ব ভাবয়তি প্রকাশয়তি চেতয়তীতি নিরুক্তেঃ, আত্মনীত্যাত্মানমিত্যাভ্যাঃ জীবস্বরূপমেবাত্র পূর্বত্ব চ পঠে লভ্যতে । তত্ত্বেজ্ঞানজ্ঞানবন্ধমোক্ষবিচারার্থত্বাঃ । প্রকরণেইশ্বিন্নাভ্যামন্ত্রত্বগবদ্ধাঃ চিহ্নাঃ, যুশ্মন্তবচ্ছবদরোঃ সর্বত্ব প্রযুক্তত্বাচ । তস্মাদয়মর্থঃ—দ্বৌ ভববন্ধমোক্ষৈ ঋতজ্ঞভাবদ্বৌ স্তঃ, মায়াবৃত্তিকৃপত্বাঃ, তৌ তস্মিন্নজ্ঞস্ত্রচিদাত্মরূপে ঋতজ্ঞভাবে তু বিচার্যামাণে ন স্তঃ । তত্ত্বানরোঃ সম্বন্ধোইস্ত্রনাস্তি বেতি বিচারে ক্রিয়মাণে তু তত্ত্ব ন সন্তুত ইত্যর্থঃ । তর্হি কথঃ তৌ স্ফুরতঃ ? তত্ত্বাহ—অজ্ঞানেনৈব সংজ্ঞাপ্রতীতিয়োন্তে, তথা দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি—যে অহনী লিঙ্গসমবায়স্ত্বায়েন রাত্যহনী তরণেরস্তো স্তঃ, কালবৃত্তিকৃপত্বাঃ, তে তু তরণো তথা বিচার্যামাণে যথা ন সন্তুত ইত্যর্থঃ । জীৱ ২৬ ॥

২৬। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ জন্মরণাদিময় সংসারের অসত্যতা দেখান হচ্ছে অজ্ঞানেতি । ঋতজ্ঞভাবাঃ—ঋত+জ্ঞ+ভাবাঃ—এখানে ‘ঋত’ শব্দের অর্থ অব্যভিচারী অর্থাৎ অপরি-বর্তনশীল, নিত্য ইত্যাদি । ‘জ্ঞ’ জ্ঞাতা । ‘ভাব’ পদের অর্থ বিশেষ (পূর্বাপর বিচার করে একই অর্থ দ্বোতনা করলে তাকে পদার্থ বলে) । ঋতজ্ঞ ভাবঃ—সত্য জ্ঞান ভাব—সত্যজ্ঞান আস্ত্রত্ব । এই ‘ঋতজ্ঞভাব’ (ঋত+জ্ঞ+ভাব) পদটির অমুবাদরূপেই শ্লোকের পরবর্তী পদ অজ্ঞস্ত্রচিত্যাত্মনি (অজ্ঞস্ত্র+চিত্যাত্মনি) পদটি প্রয়োগ করা হয়েছে । মেখানে ঋত ও অজ্ঞস্ত্র এই দুটি পদের একত্ব এবং জ্ঞান ও চিং এই দুটি পদের একত্ব প্রকাশিত—প্রকাশরূপ সূর্যাদির প্রকাশমানতার মতো ‘চিং’ ও জ্ঞান স্বরূপ হওয়া হেতু । যা স্বপ্রকাশ এবং অজ্ঞান রহিত, তা জ্ঞাত্ব অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্ব হয়ে থাকে । ‘ভাব’ এবং আত্মনি এই দুইটি পদের একত্ব—‘ভাবয়তি’ প্রকাশ করে, চেতনা দান করে, এইরূপ নিরুক্তি থাকা হেতু । এই শ্লোকের ‘আত্মনি’ পদ ও পূর্ব শ্লোকের (২৫ শ্লোকের) ‘আত্মনাম’—এই দুই পদে ‘জীবস্বরূপ অর্থই পাওয়া যায়, এখানে ও পূর্ব শ্লোকে ।

২৭। আমাঞ্চানং পরং মহা পরমাঞ্চানমেব চ ।

আত্মা পুনর্বহিম্বগ্য অহোহজ্ঞনতাজ্ঞতা ॥

২৭। অঘযঃ তাঃ আত্মানং পরং (পরমাঞ্চানং মহা) পরং (পরমাঞ্চানং) আত্মানঃ মহা আত্মা পুনঃ বর্হিঃ মণ্য অহো, অজ্ঞনতাজ্ঞতা (অজ্ঞনম্ব অজ্ঞতা কীৰ্ত্তী) ।

২৭। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ ! অতি শূর্ঘ জন পরমাত্মা আপনাকে কেবল শুন্দ জীবস্তুরপ মনে করে এবং এমন যে পরমহরি আপনি, তাকেও অব্বেষণ অযোগ্য মনে করে । পুনরায় শুন্দ জীবস্তুরপ বিলক্ষণত্বে দেহের মধ্যে অব্বেষণ করে, শ্রীবৃন্দাবনে নয় ।

স্তুতরাঃ এই জীবস্তুরপ অর্থেই অজ্ঞান-জ্ঞান, বন্ধ মোক্ষ এই সব বিচার যোগ্য । এই প্রকরণে কিন্তু অন্তর 'আত্মনি'-'আত্মানম্' এই দু পদ ভগবৎবাচী না হওয়া হেতু এবং সর্বত্র 'যুদ্ধাৎ' 'ভবৎ' শব্দ ব্যাবহার হওয়া হেতু উপরের অর্থ ই সমীচীন । স্তুতরাঃ এই শ্লোকের অর্থ একপ হবে, যথা—ভববন্ধন-মোক্ষ, এহই সত্য-জ্ঞান-আত্মতত্ত্ব থেকে ভিন্ন-মায়বন্ধনুরপ হওয়া হেতু । অজ্ঞন চিত্যাঞ্চনি—নিত্যজ্ঞানরূপ শুন্দ প্রপঞ্চাতীত আত্মতত্ত্ব-ভূমিকায় দাঢ়িয়ে বিচারত হলে বন্ধন মোক্ষ তুইই মিথ্যা হবে পড়ে । এই বন্ধন মোক্ষের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ আছে কি নেই ? একপ বিচার করলে দেখা যায় কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয় । তা হলে এই বন্ধন মুক্তি কি করে স্ফুর্তি প্রাপ্ত হয় ? এরই উত্তরে, অজ্ঞানের দ্বারাই সংজ্ঞা—প্রতীতি হয় এই বন্ধ-মোক্ষের । দৃষ্টান্তের দ্বারা বিষয়টি বুঝানো হচ্ছে, যথা—যে রাত্রিদিন (লিঙ্গসমবায় শায়ে) শূর্ঘ থেকে ভিন্ন সত্ত্বান-কালবন্ধি-রূপত্ব হেতু, সেই দিন রাত্রিকে শূর্ঘ বসে তথা বিচারত হলে আর যেমন ভিন্নত রাখা সম্ভব হয় না, সেইকপ বন্ধ-মোক্ষ সম্বন্ধেও জানতে হবে, বন্ধনও নেই কাজেই মোক্ষও নেই । [ শ্রীসনাতন—মিথ্যাদ্বের দৃষ্টান্ত, শূর্ঘে রাত্রি দিনের মতো—শূর্ঘে রাত্রির অভাব, সেই হেতু তার বিভাজ্য দিবাভাগও নেই । ] ॥ জী০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্ব টীকাৎ : অতঃ ভবস্তু অনুত্তাদেব তত্ত্বরণস্থাপ্যন্তত্বঃ স্পষ্টয়তি অজ্ঞানেতি । অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যয়োন্তো ভববন্ধমোক্ষে ভবঃ সংসারস্তুত্ত্বে বন্ধচতন্মোক্ষচ তো দ্বৌ নাম জ্ঞানাবো জ্ঞ তৃতঃ জ্ঞানমিতি যাবৎ, ঋতুচাসৌ জ্ঞানাবশ্চ তস্মাদগ্নো যো স্তঃ তো ঋতজ্ঞাবে তস্মিন্নজ্ঞস্তুচিত্যাঞ্চনি তৎস্তুরূপে জীবে কেবলে দেহাদি সঙ্গরহিতে বিচার্যমাণে সতি ন স্তঃ ন সম্ভবত ইত্যুব্ধবঃ । দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি । যে অহনৌ লিঙ্গ সম-বায়ন্তায়েন রাত্র্যাহনৌ তরণেরগ্নো স্তঃ । তে তু তরণে তথা বিচার্যমাণে যথা ন সম্ভবত ইত্যৰ্থঃ ॥ বি০ ২৬ ॥

২৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অতএব সংসারের অসত্যতা হওয়া হেতু এই সংসার তরণও যে মিথ্যা হবে দাঢ়াচ্ছে, তাই স্পষ্ট করা হচ্ছে—অজ্ঞান সংজ্ঞো ইতি । অজ্ঞান সংজ্ঞো—অজ্ঞানে কৃত নাম যাদের, সেই ভববন্ধ মক্ষে—সংসার বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানাব—জ্ঞানাব অর্থাতঃ জ্ঞান ; সত্য জ্ঞান থেকে পৃথক ভূমিকায় দাঢ়িয়ে যে বন্ধ-মোক্ষের অস্তিত্ব বোঝা যায়, তা দেহাদি সঙ্গ রহিত সত্য জ্ঞানরূপ জীবে

বিচার্যমান হলে ন স্তঃ—আর বোঝা যায় না—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যে অহনী লিঙ্গসমবায় ত্বায়ে রাত্রিদিন সূর্য ভিন্ন অন্য স্থান থেকে সম্ভব, সেই রাত্রি দিন সূর্যের ভিতরে বসে বিচারে রত হলে যথা সম্ভব নয়, সেই রূপ বঙ্গ মোক্ষ সম্বন্ধেও বুঝতে হবে ॥ বি ২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈৰোণী টীকা** : যে তু সকলাত্মানামপ্যাহ্বানং তামাত্মামাত্রত্বা বিচক্ষতে, তে অতিমূর্খা এবেত্যাহ—তামিতি, পরমাত্মানমেব ত্বাঃ পরং কেবলমাত্মানং শুন্দজীবস্বরূপং মহা । অপ্যর্থে চকারঃ । আত্মা ‘আততত্ত্বাচ মাতৃত্বাং আত্মা হি পরমে হরিঃ’ ইতি স ভবানপি অপুনর্বহিমুর্গ্যঃ স্ত্রাং ! ‘অভাবে ন অনো না’ ইত্যমরঃ । ন পুনর্বহিঃ শ্রীবৃন্দাবনে মৃগ্যতে, কিন্তু শুন্দ জীবস্বরূপভেদেন দেহান্তরে এব মৃগ্যতে ইত্যর্থঃ । অহো বিশ্বায়ে, ইয়মজ্ঞজনতায়। অজ্ঞতা, পূর্বোক্তস্তু বিবিধবেলক্ষণ্যস্তু হাস্যনমুসন্ধানাং । যদ্বা, আত্মানং সর্বেবাঃ মূলস্বরূপং ত্বাঃ পরম অনাত্মানং মহা, তথা পরং অন্তেইত্যমেব তাদৃশমাত্মানং মহা, যঃ কশ্চিদন্ত্যো ভবেদিতি কল্পয়িত্বা, বহিস্ত্রংপাদাজপদনাদস্মাদগৃহ আত্মা মৃগ্যো ভবতি, মৃগ্যত ইত্যর্থঃ । ইয়মহো অজ্ঞজনতায়। অজ্ঞতেতি । যদ্বা, ত্বাঃ কেবলাত্মানং জীবস্তু শুন্দস্বরূপমেব মহা তত উৎকর্ষবাপ্তে পরমাত্মানমন্ত্র্যামিমাত্রং চ ত্বাঃ মহা তথা তথা বা যদি মন্ত্রতে, তদাপীত্যর্থঃ । অজ্ঞজনতায়। অজ্ঞতেব পরিশিষ্যতে । ‘বিষ্টভ্যাহমিদং কৃঞ্চমেকাংশেন স্থিতো জগৎ’ (আগী ১০।৪২) ইতি ভগবদ্বাক্যানন্মুসন্ধানাং, যশ্চ আত্মা মুখ্যবৃত্ত-তচ্ছব্দবাচ্যো বহিমুর্গ্য এবেতি তর্জনীযুগলেন চরণকমলযুগলং দর্শয়তি ; যদেবং ন স্ত্রাং, তদাহমপি স্বসদন এব স্থিতা মনসি সমাধান্তঃ, ন পুনরত্ব শ্রীবৃন্দাবনে সমায়ান্ত্রম, ‘ন হি গৃহে নষ্টং বনে মৃগ্যতে’ ইতি ভাবঃ । সপ্তিশজনেইহুরোধেন জগ্ন্যজনতায়। অজ্ঞতেতি বা ; যদ্বা, যে জীবতত্ত্বেরত্ববি-দোহিপি সর্বং পরিত্যজ্য তাদৃশং শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি শ্রীবৃন্দাবন এব মৃগ্যস্তি, তান্ত্বোত্তি । প্রথমং তাবৎ পরং কেবলমদ্বেতোপাসনয়। আত্মানং জীবস্বরূপান্তিরিক্তমহূর্ভূয়, ততঃ পরমাত্মানমেব চাহুভূয় পুনরধূনা আত্মা তল্লক্ষণং সর্বেবাঃ মূলস্বরূপং বহিশক্তুরাদিগোচরে মৃগ্যঃ সম্পাদতে ; তস্মাদহো বিজ্ঞজনতায়। বিজ্ঞতে, অজ্ঞজনাজ্ঞতেতি কচিং পাঠঃ । তত্র চাজ্জ শব্দেনানুত্তমশব্দবদ্বিজ্ঞ এবাত্র ব্যাখ্যেয়ঃ । অত্র মৃগ্য অহো ইত্যত্র রোকনস্থাভাবঃ, সদৈশ্বরোদনবচনত্বেন মৃগ্য ইত্যকারণ্ত প্রত্বাং ‘অতো রোকন্ত্বাদপ্তুতে ইতি সুত্রং ন প্রবর্ত্ততে ইতি ॥ জী ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব-বৈৰোণী টীকানুবাদ** : কিন্তু যারা আত্মারও আত্মা আপনাকে কেবল মাত্র আত্মা বলে দেখে তারা অতি মূর্খ ই এই আশয়ে বলা হচ্ছে, ত্বাম ইতি ।

পরমাত্মানমেব ত্বাম—পরমাত্মা আপনাকে কেবল আত্মানং—শুন্দ জীবস্বরূপ মনে করত । চ—অপি । আত্মা—“অসীম হওয়া তেতু ও মাতা স্বরূপ হওয়া হেতু আত্মাই পরম হরি” এইরূপে সেই পরমহরি আপনিও অপুনর্বহিমুর্গ্যস্ত্রাং—খোজবার অযোগ্য হয়ে থাকেন মুখ্যদের কাছে । (অভাবে—নহি, অ নো, না-অমর) ‘পুনর্বহি’ শ্রীবৃন্দাবনে খোজে না, কিন্তু খোজে শুন্দজীব স্বরূপ বিলক্ষণতায় দেহের ভিতরে, একপ অর্থ । অহো বিশ্বায়ে । ইহা অজ্ঞজনতার অজ্ঞতা, পূর্বোক্ত বিবিধ বিলক্ষণতা যুক্ত স্বয়ং ভগবান্

কৃষের অনুসন্ধান না করা হেতু তাদের অজ্ঞতারই প্রকাশ । অথবা, আত্মানঃ—সকল আত্মার মূলস্বরূপ ত্বাং—আপনাকে পরম—অনাত্মা মনে করে, তথা পরং—আপনা থেকে অন্তকে, সর্বমূল স্বরূপ আত্মা মনে করে । অন্য সাধারণ কিছু হবে, এইরূপ কল্পনা করে এই বৃন্দাবনে আপনার এই পদক্ষমলের নিকট থেকে অন্তর্ত্র আত্মার অনুসন্ধান করে । ইহা অহো অজ্ঞজনতার অজ্ঞতা । অথবা, ত্বাং—আপনাকে কেবল আত্মানঃ—জীবের শুন্দস্বরূপ মনে করে, তারপর আপনাকে উৎকর্ষ প্রাপ্ত পরমাত্মা এবং অনুর্ধামী মাত্র মনে করে—সেইরূপ সেইরূপ যদি বা মনে করে, তা হলেও এই মনে করাটা অজ্ঞজনতার অজ্ঞতাতেই পরিশেষে গিয়ে ঠেকে । “হে অজ্ঞন, অথবা এইরূপ বহুজানে তোমার কি প্রয়োজন ? বস্তুত তুমি ইহাই জেনো যে, আমি একাংশ দ্বারা এই সমগ্র চরাচর জগৎ ব্যাপে অবস্থান করছি ।” গীতা ১০।৪২) । এইরূপ শ্রীভগবৎ-বাক্য অনুসন্ধান হেতুই তাদের এই অজ্ঞানতা । আরও যে ‘আত্মা’ মুখ্য বৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝাচ্ছে, তাকে ‘বহিঃ’ এই শ্রীবৃন্দাবনেই অনুসন্ধান করতে হবে, ব্রহ্মা এইরূপে তর্জনী যুগলের দ্বারা চরণ-যুগল দেখালেন । যদি এইরূপ না হত, তাহলে আমি ব্রহ্মলোকে নিজের ধরে বসে মনের ভিতরে তাকে নিয়ে আসতাম ধ্যানযোগে—পুনরায় এই বৃন্দাবনে চলে আসতাম না । ‘গৃহে তারান বস্তু বনে থোঁজে না লোকে’—এইরূপ ভাব । অথবা, যারা আসলে অজ্ঞান হয়েও নিজেদের জ্ঞানী মনে করে সেই জনদের অজ্ঞতা । অথবা, যারা জীবতত্ত্ব দীঘিরতত্ত্ববিদ হয়েও সব কিছু ত্যাগ করে তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে সম্প্রতি শ্রীবৃন্দা-বনেই থুঁজছেন, তাদিকে স্তব করছেন ব্রহ্মা । প্রথমে সাকল্যে পরং—কেবল অব্দৈত উপাসনা দ্বারা আত্মা আপনাকে জীবস্বরূপের অতিরিক্ত অনুভব করে অতঃপর পরমাত্মাকেও অনুভব করে পুনরায় অধুনা আত্মা—তলস্থান সকলের মূলস্বরূপ আপনাকে মাংস চক্ষু আদির দৃশ্যাদি রূপে মৃগ্য—নিয়ে আসেন ; সে কারণে তারা বিজ্ঞ—‘অহো বিজ্ঞজনদের বিজ্ঞতা,’ এইরূপ পাঠও কোথাও আছে ; আবার কোথাও ‘অজ্ঞ-জনতার অজ্ঞতা’, এরূপও আছে । আরও, যেখানে অজ্ঞ পাঠ, সেখানে অজ্ঞ শব্দে অনুভূম শব্দবৎ বিজ্ঞতা এরূপ ব্যাখ্যা এখানে করা যাবে না । [ অনুভূম—‘ন বিগ্নতে উত্তম যস্মাত্’—অতি উত্তম । ] এখানে ‘মৃগ্য অহো’ কাঁদতে কাঁদতে থুঁজে বেড়ায়, এরূপ অর্থ করা যাবে না ॥ জী০ ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ যে স্বাত্মবিদ্যাঃ পুরুষাকারঃ ত্বাং নাদ্রিয়ন্তে ত এব পুর্বোক্তাঃ স্তুলতুষ্যাবঘাতিন ইত্যাহ—স্বামিতি । চ অপ্যর্থে । পরমাত্মানমেবাপি ত্বাং পুরুষাকারঃ পরং শুন্দপরমাত্ম-নোহন্তঃ মায়াশবলঃ আত্মানঃ মত্তা আত্মা পরমাত্মা পুনস্ত্রেবহিরেব মৃগ্যঃ । অহো তস্ম। অজ্ঞজনতায়া অজ্ঞতা অত্যন্তুতেত্যর্থঃ । অযমর্থঃ বিবর্তপরিণামাদরোবাদাঃ খলু চিন্তিষ্ঠে মায়িকে জগত্যেব প্রবর্তন্তে । নতু পূর্ণচিতি ব্রহ্মণি তথা “শাবদঃ ব্রহ্ম বপুর্দৰ্থ” দিতি তৃতীয়াৎ । “যদুদ্বপুর্ভাতি বিভূষণায়ুদ্বেব্যক্তিদ্ব্যক্তমধারয়দ্বিভুঃ । বভুব তেনৈব স বামন” ইত্যষ্টমাত্ম । “সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রেকরসমূর্ত্য়” ইতি দশমাত্ম । “গোবিন্দঃ সচিদানন্দবিগ্রহঃ বৃন্দাবনস্তুরভূতলাসীন” মিতি “তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্বৃক্ষগোপালপুরী হী”তি গোপালতাপনী-শ্রষ্টেশ্চ । পূর্ণব্রহ্মাত্মকে ভগবদ্বপুর্বামাদাবপি যে তু শ্রুতিস্মৃতীক্ষণাভাবাদন্ধাস্তত্ত্ব তত্ত্বাপি বিবর্তমন্তপরম্পরায়েব

২৮। অন্তর্ভবেনন্ত ভবন্তমেব হতৎ ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ ।

অসন্তমপ্যন্তঃহিমন্তরেণ সন্তঃ গুণং তৎ কিমু যন্তি সন্তঃ ॥

২৮। অন্তর্ভবেন্ত সন্তঃ (সাধবঃ) হি (নিশ্চয়ে) অতৎ ত্যজন্তঃ (জড়ং ত্যক্ত্বা) অন্তর্ভবে এব ভবন্তঃ মৃগয়ন্তি (বিচিৰন্তি) অন্তি (নিকটে) অসন্তম (অবিদ্যমানম) অপি অহিং (সর্পঃ) [“নামঃ সর্পঃ” ইত্যাকারং জ্ঞানঃ] অন্তরেণ (বিনা) সন্তঃ (জ্ঞানঃ) কিমু সন্তঃ (বিদ্যমানঃ) তৎ গুণং যন্তি (জ্ঞানন্তি) ।

২৮। মূলানুবাদঃ হে অনন্ত ! জগতের মধ্যে যারা বিবেকী, তারা শ্রীকৃষ্ণ আপনাকেই অন্তের করে থাকেন। আপনাকে ছাড়া অগ্রান্ত যব কিছু বিরক্তির সহিত ত্যাগ করে থাকেন। কারণ অসত্যভূত সর্পবুদ্ধি ত্যাগ বিনা সত্যরজ্জু বুদ্ধি হয় না ।

প্রবর্ত্তন্তো অশ্বন্তি তে হৃহো শব্দেন ব্রহ্মণ। স্বস্থল্লো শোচেয়ু মধ্যে বিশ্বরসবিবরী চক্রিরে ইতি । অঙ্গ-জ্ঞানান্তরেত্যাপি পাঠঃ ॥ বি ২৭ ॥

২৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ যারা নিজেদের আত্মবিং মনে করে (অথচ নয়) সেই জনেরা ব্রজবালকরূপ আপনাকে আদর করে না, তারাই পূর্বোক্ত স্তুল তুষ কুটুন্কারী লোক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে ধাম্ ইতি । চ—অপি ।

পরমাত্মানমেবাপি—বিগ্রহবান् আপনাকে ‘পরং’ শুন্দ পরমাত্মা থেকে ভিন্ন মায়িক দেহ মনে করে । আত্মা—পরমাত্মা খুঁজে বেড়ায় আপনা থেকে বাইরে । অহো সেই অঙ্গ জনতার অঙ্গতা ! অর্থাৎ ইহা অতি অন্তুত । বিবর্ত-পরিপামাদি বাদিগণ চিংভিন্ন মায়িক জগতেই বিতর্ক স্থুল করে দেয় । পূর্ণ চিংব্রক্ষে করে না । এই বিগ্রহ যে পূর্ণ চিং ব্রক্ষ, সে সম্বন্ধে শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণ উন্নতি দিচ্ছেন, যথা—“শব্দব্রহ্মাত্ম” —(ভা ৩।১২।৪৭) অর্থাৎ বেদময় দেহধারণ করলেন ।”—“শ্রীভগবানের যে-বিগ্রহ ভূষণ ও আয়ুধ সকলের সহিত নিত্য প্রকাশ পাচ্ছে ; আরও, যা অব্যক্ত ও চিংব্রক্ষপ, তাকেই কৃপা করে ব্যক্ত করলেন তিনি । সেই বিগ্রহেই, মাতা পিতার গোচরেই অন্তুত চরিত নটের আয় বামন ব্রাহ্মণ কুমার হলেন ।”—ভা ৩। ১৮।১২।—“সত্য-বিজ্ঞান আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ, সত্য-বিজ্ঞান-অন্তুই ব্রহ্মের স্বরূপ, আনন্দই ব্রহ্মের রূপ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সত্যাদি রূপ যে ব্রহ্ম, তাঁরই মূর্ত্তরূপ হল এই সব বৎস বালক ।” (ভা ০ ১০।১৩।৫৪) । —“বৃন্দাবনের দেবতরু তলে বিরাজমান গোবিন্দ সচিদানন্দ বিগ্রহ” ইতি—“সব ব্রজবালার মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম গোপাল পূরী” গোপালতাপনী । এইসব প্রমাণ হেতু পূর্ণ ব্রহ্মাত্মক শ্রীভগবৎ বপুতে, ধামাদিতেও যারা শ্রুতিস্মৃতি আলোচনা অভাবে অঙ্গ, তারা সেই সেই স্থানেও অঙ্গ শুরু পরম্পরায় বিবর্ত প্রবর্তিত করে— এরা পতিত হয়—‘অহো’ শব্দে ব্রহ্মা নিজ স্থিতে শোচাদের মধ্যে এদেরকে বিশ্বর রসের বিষয় রূপে নির্ণিত করলেন । পাঠ অঙ্গজনতা-জ্ঞজনতা ইত্যাদি দু প্রকার আছে ॥ বি ২৭ ॥

୨୮ । ଶ୍ରୀଜୀବ-ବୈଶ୍ଵାରଣୀ ଟୀକା ৎ ପୂର୍ବତ୍ର ହେତୁମାହ—ହେ ଅନ୍ତର୍ମୁନ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପିନ୍, ହି ଯନ୍ମାଂ ଅନ୍ତର୍ଭବେ, ବ୍ୟାଷ୍ଟିମନ୍ତ୍ରିକରଣସ୍ତ ଭବତ୍ସ ଜଗତୋ ମଧ୍ୟେ ସନ୍ତୋ ବିବେକବନ୍ତୋ ଭବତ୍ସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମେବ ମୃଗ୍ୟାନ୍ତି । ସର୍ବଦୋଷହୀନଃ ସର୍ବଗୁଣପୂର୍ଣ୍ଣମେବ ପ୍ରାଣ୍ୟଃ ତେଷଃ ମନୋରଥଃ ; ସ୍ୱରଂ ଭଗବାନ୍ ଭବାନେବ ଚ ତାଦୃଶ ଇତି । କିଂ କୁର୍ବତ୍ସଃ ? ଅତ୍ୟଦ୍ୟତି-ରିକ୍ତମନ୍ତ୍ରଦ୍ୟଦପରିତୋଷେ ତ୍ୟଜନ୍ତଃ । ନହୁ ଜଗଦେବ ମମାବରଣଃ, ତେ କଥମତ୍ର ମତ୍ରପ୍ରାଣିଃ ସ୍ତାଂ ? ଉଚ୍ୟତେ—ଭବେ-ଦେବମବିବେକିନାଃ, ବିବେକିନାନ୍ତ ଗୃହସ୍ତ କାରଣସ୍ତ ତବ ତତ୍ତ୍ଵଗୁଣଲେଶାଭାସଭାସିତଃ କାର୍ଯ୍ୟଭୂତଃ, ତଦେବ ପ୍ରତ୍ୟାୟକଂ ତତ୍ର ଚାନ୍ତ ନାମ, ସନ୍ତ୍ରପମସନ୍ତ୍ରପମପ୍ରୟନ୍ତିଶ୍ୱାନ୍ ତଦାଶ୍ରାସଲାଭୋ ଦୃଶ୍ୟତ ଇତ୍ୟାହ - ଅନ୍ତର୍ମୁନ୍ତମପାତି । ମନ୍ତ୍ର ଇତି ସାଧାରଣ-ବିବେକିନଃ, ପୂର୍ବେଷାଂ ତର୍ବିଶେଷାଣଃ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତାଃ । ଅତ୍ର ଚ ତଦଂଶତ୍ୟାଗେ ବାଷ୍ଟିପ୍ରକ୍ରିୟେଯଃ ପ୍ରଥମତୋ ଦେହାଦୀନାଂ ଜଡ଼-ମଲିନାଦିତାଂ କ୍ରମଶତ୍ୟାଗେନ ତଚେତନାଦିହେତୁଃ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମାପଲଭାବେ, ନିର୍ବିଶେଷବ୍ରକ୍ଷାଦୃଷ୍ଟିଷ୍ଟ—‘ସା ନିର୍ବିତିତ୍ସମ୍ଭୂତଃ ତତ୍ତ୍ଵାଂ ତବ ପାଦପଦ୍ମ,-ଧ୍ୟାନାନ୍ତବଜ୍ଞନକଥାଶ୍ରବଣେନ ବା ସ୍ତାଂ । ସା ବନ୍ଦନି ସ୍ଵମହିମନ୍ତ୍ରପି ନାଥ ମାତ୍ର୍’ (ଶ୍ରୀଭା ୪୧୯ ୧୦) ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରବବାକ୍ୟାଦିଭ୍ୟଃ ‘ବର୍କଣୋ ହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାହମ୍’ ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀଗୀତାଦିଭ୍ୟଚ (୧୪୧୨) ପରିହାତେବ । ତତଃ ଶୁଦ୍ଧଜୀବଶ୍ରାପି ପ୍ରକାଶକଃ, ‘କେଚି ସ୍ଵଦେହାନ୍ତହୁ ଦୟାବକାଶେ ପ୍ରାଦେଶମାତ୍ରଃ ପୂରୁଷଃ ବସନ୍ତମ୍ । ଚତୁର୍ବୁର୍ଜମ୍’ ଇତି ଦ୍ଵିତୀୟୋକ୍ତେଃ (୨୧୮) ତଦନ୍ତର୍ଧାମୀ, ତଶ୍ରାପି ତାଙ୍କ-ଶ୍ରୀଗୋଲାସେନ ତତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭୋଦଶାୟୀ ତୃତୀୟେ ବର୍ଣିତଃ, ସମଷ୍ୟାନ୍ତର୍ଧାମୀ ତଦବତାରାଶ୍ଚ, ତତୋହପି ସର୍ବବ୍ରକ୍ଷାଣୁସମଷ୍ୟାନ୍ତର୍ଧାମୀ ‘ଆଶୋହତାରଃ ପୂରୁଷଃ ପରଶ୍ର’ (ଶ୍ରୀଭା ୨୬୧୪୨) ଇତି ଶୁଚିତଃ । କାରଣାର୍ଥଶାୟୀ ପ୍ରଥମପୂରୁଷଃ । ତତୋ ‘ବିଷ୍ଟଭ୍ୟାହମିଦି କୃତ୍ସମ୍’ (ଶ୍ରୀଗୀ ୧୦୧୮୨) ଇତ୍ୟାଦି, ‘ସ୍ତା-ୟୁତ୍ୟାତାଂଶାଃଶେ ବିଶଶକ୍ତିରିଯଃ ସ୍ଥିତା’ ଇତ୍ୟାଦିଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ସାଙ୍କାଂ ଅମେବ । ଅଥ ସମଷ୍ଟାବପି ପୂର୍ବମିଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ରାଦିମଯଃ ବିରାତ୍ତକ୍ରମଃ ମାମେବେଶରଃ ମନ୍ତ୍ରାନ୍ତେ, ପଶ୍ଚାନ୍ତଶ୍ରାପି ନଶବତ୍ତାଦିନା ତଦନ୍ତର୍ଧାମୀତ୍ୟାଦି ପୂର୍ବବ୍ୟଃ । ତଶ୍ଵାଦଧୂନା କେନାପି ଭାଗ୍ୟୋଦୟେନ ସାଙ୍କାତ୍ରବୈବ ଲାଭେ ସତି ସାଧୁଭ୍ରଂ ‘ଭାମାଭ୍ରାନମ୍’ ଇତ୍ୟାଦି । ଅତ୍ରେଯଃ ଶ୍ରୀବୈଷ୍ଣବପ୍ରକ୍ରିୟା—ଯହେ’ବ ଯଦେକଂ ଚିହ୍ନତ ମାଯାଶ୍ରାମଃ ବିଦ୍ୟାମର୍ଯ୍ୟଃ, ତହେ’ବ ତମାରାବିଷୟମବିଦ୍ୟାପରିଭୂତଃ ଚେତୁକ୍ରମୟଶୁକ୍ରମିତି ଜୀବାତ୍ମ-ପର-ମାତ୍ରାନୋର୍ବିଭାଗୋବିଗତଃ । ତତଃ ସ୍ଵର୍ଗପାରମର୍ଯ୍ୟବୈଲକ୍ଷଣ୍ୟେନ ତଦ୍ଵିତୟଃ ମିଥୋବିଲକ୍ଷଣସ୍ଵର୍ଗପମେବେତ୍ୟାଗତଃ, ନ ଚ ପରିଚେଦ ପ୍ରତିବିଷ୍ଵତ୍ତାଦି-ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭାଗଃ ସ୍ତାଂ ; ତତ ଯହ୍ୟାପାଧେରନାଦିବିଦ୍ୟକରେନ ବାନ୍ତବତ୍ସ ତହ୍ୟବିଷୟ ତନ୍ତ୍ର କଥମପି ପରିଚେଦ ବିଷୟାସନ୍ତବଃ । ନିର୍ଦ୍ଦର୍ଶକଶ୍ରୀ ବ୍ୟାପକଶ୍ରୀ ନିରବୟବସ୍ତ ପ୍ରତିବିଷ୍ଵତ୍ତାଯୋଗୋହିପି ଉପାଧିମସନ୍ଧାଭାବାଂ, ଦୃଶ୍ୟାଭାବାଚଚ ଉପାଧିପରିଚିନ୍ନାକାଶଶ୍ର-ଜ୍ୟୋତିରଂଶନ୍ତେବ ପ୍ରତିବିଷ୍ଵେ ଦୃଶ୍ୟତେ, ନ ଭାକାଶଶ୍ର, ଦୃଶ୍ୟାଭାବାଦେବ । ତଥା ବାନ୍ତବପରିଚେଦାଦୌ ସତି ସାମାନ୍ୟଧିକରଣ୍ୟ ଜ୍ଞାନମାତ୍ରେଣ ନ ତତ୍ୟାଗଶ୍ଚ ଭବେ । ଶାନ୍ତ୍ରେ କଟିଏ ପ୍ରତିବିଷ୍ଵତ୍ତା-ତଞ୍ଜୀକାରଶ୍ଚ ତେଷଃ ଅନୁବଦ୍ଧାରଣାତ୍ମକ, ନ ତର୍ଥାତ୍ମମ, ବୁଦ୍ଧିତ୍ଵାଭାକ୍ରମନ୍ତର୍ବାଦ୍ୟାନ୍ତର୍ମାତ୍ରାଦେବମ୍ ଶ୍ରୀଭ୍ୟ ମୂ ୩୧୯-୨୦) ଇତି ଶାର୍ଵେନ ଉପାଧେରାବିଦ୍ୟକରେ ତୁ ବାନ୍ତବପରିଚେଦାଭାବାଂ ପ୍ରାକ୍ତନେ ମାଯାଶ୍ରାମିତ୍ୟାତ୍ୟଭୟା-ଶ୍ରାକୋ ବିରୋଧନ୍ତଦବସ୍ତ ଏବ ସ୍ତାଂ । ତଥା ଶୁଦ୍ଧାଯଃ ଚିତ୍ୟବିଦ୍ୟାକଲିତୋପାଧୋ ତଶ୍ଵାମୀଶ୍ରାମାଖ୍ୟାଯାଃ ବିଦେତ୍ୟମଞ୍ଜନ୍ମାଚ କଳନା ଶ୍ରାଦ୍ଧିତ୍ୟାଗମକ୍ଷେଯମ୍ । ତଶ୍ଵାଦେକମେ ତେ ପରମତତ୍ତ୍ଵ ସ୍ଵାଭାବିକାଚିତ୍ୟଶକ୍ତ୍ୟା ସର୍ବଦୈବ ଚତୁର୍ଦ୍ଵାବତିଷ୍ଠିତେ, ଶୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର୍ମଣ୍ଡଳତ୍ତେଜ ଇବ ବହିର୍ଗୁଲତଦ୍ଵିହିର୍ଗତରଶ୍ୟାଦିରାପେଣ । ଅଚିତ୍ୟଶକ୍ତିତ୍ଵ ଚ ମଣିମନ୍ତ୍ର ମହୌଷଧ୍ୟାଦୀନାଂ କାରଣ-ଗଣକାରଣେ ତମ୍ଭିନ୍ନାର୍ଥ୍ୟମ୍ ; ‘ଶ୍ରଦ୍ଧତେଷ୍ଟ ଶବ୍ଦମୂଳଭାବଃ’ ଇତି, ‘ଆତ୍ମନି ଚୈବ ବିଚିତ୍ରାଶ୍ଚ ହି’ (ଶ୍ରୀଭ୍ୟ ୨୧୧୨୭-୨୮) ଇତି ଚ ଶାର୍ଵେନ ‘ଆତ୍ମେଷରୋହିତକ୍ୟସହନ୍ତଶକ୍ତିଃ’ (ଶ୍ରୀଭ୍ୟ ୩୩୩୦) ଇତି ; ସହେଲିପ୍ରେୟତଦର୍ଶିତମ୍, ଅତ୍ସତ୍ତ୍ଵ-

সমাবেশাদ্যুপপত্তিশচাচিন্ত্যশক্তিহৈনেব পরাহতা । দুর্ঘটঘটকহং হচ্ছিন্ত্যহং, যেন খলু সা শক্তিপরিচ্ছন্নমপি পরিচ্ছন্নহৈন দর্শয়তি, যথেব দর্শয়তে ‘একদেশস্থিতস্তাপ্নেঃ’ ইতি । সা শক্তিশ্চ ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, তটস্থা, বহিরঙ্গা চেতি, তত্ত্বান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেণেব স্বরূপেণ বৈকৃষ্ণাদিস্বরূপবৈভবেন চাবতিষ্ঠতে তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয়চিদেকাত্ত শুক্রজীবস্বরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া আভাসগত বর্ণশাবল্যস্থানীয়-তনীয় বহিরঙ্গবৈভবজড়াআপ্রধানস্বরূপেণ চেতি চতুর্ধাৰ্থম্; যথোন্তং শ্রীবৈষ্ণবে—‘একদেশস্থিতস্তাপ্নের্জ্যাংম্বা বিস্তারিণী যথা । পরম্পৰা ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমধিলং জগৎ ॥’ ইতি শ্রবণে চ—‘ষষ্ঠ ভাসা সর্বদিমং বিভাতি’ (শ্রীকৃষ্ণ ২।১।১৫) ইতি । অতএব তদাদ্যুহেন জীবস্ত্রেব তটস্থশক্তিহং প্রধানম্ব চ মায়ান্তভুত্তমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ঃ তত্ত্বেব দর্শিতম্ । ‘বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা । অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞাশ শক্তিরিণ্যতে ॥’ ইতি । তত্ত্ব ‘পরা যাতীত-গোচরা বাচাম্’ ইত্যনেনোক্তা । ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবভূতা, সেয়মপরা প্রথমতৃতীয়য়ো-মধ্যবর্ত্তিনী, তৃতীয়াপেক্ষয়া সেয়মপি পরেতি বা । তথা চ শ্রীগীতাম্বু ভূম্যাদিতয়া ভেদং প্রাপ্তা প্রকৃতিরষ্ট-ধেতুক্ষ্যা প্রাহ—‘অপরেয়মিতস্ত্রাং প্রকৃতিং বিন্দি মে পরাম্ । জীবভূতাম্’ (শ্রীগী ৭।৫) ইতি । ‘সর্বভূতেষু সর্ববাঞ্চাং’ ইত্যনেনোক্তা তু অবিদ্যাকর্ম কার্যং যস্তা অপরায়াঃ, সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ । অতএব জীবস্ত রশ্মিস্থানীয়স্থাৎ মণ্ডলবিলক্ষণং মায়াব্যবধান-তিরোধাপনীয়বৈভবহং যুক্তম্ । তদনন্তরং হৃতক্রম—‘যথা ক্ষেত্রজ্ঞ-শক্তিঃ সা তারতম্যেন বর্ততে’ ইতি । অত্যন্তরঙ্গতটস্থ বহিরঙ্গস্থানীয়ে তেষামেকাআকানাঃ তত্ত্ব সাম্যঃ, ন তু সর্ববাঞ্চানেতি তত্ত্বস্থানীয়স্থমেবোক্তং, ন তু তত্ত্বদপতঃ, তত্ত্বতদোষা অপি নাবকাশং লভন্তে । অত্ব বিশেষবিবেকাঃ শ্রীভাগবতসন্দর্ভ তটীকয়োরবলোকনীয়া ইতি দিক্ ॥ জী০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকান্তুবাদঃ পূৰ্ব শ্লোকের অজ্ঞনের অজ্ঞতার হেতু বলা হচ্ছে—হে অনন্ত—সর্বব্যাপী শ্রীভগবান্—হি—যে হেতু অন্তর্ভবে—ব্যষ্টি-সমষ্টিরূপ জগতের মধ্যে সন্তো—বিবেকাজন ভবন্তুৎ—শ্রীকৃষ্ণকেই অন্বেষণ করে থাকে । সর্বদোষহীন সর্বগুণপূর্ণকেই পাওয়ার জন্য তাদের মনোরথ । স্বয়ং ভগবান্ আপনিই তাদৃশ । এই বিবেকী জনেরা কি করে থাকে ? অতৎ—আপনাকে ছাড়া অগ্রান্ত সব অপরিতোষ হেতু ত্যাগ করে । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা জগৎই আমার আবরণ, স্থুতরাঃ কি করে আমার প্রাপ্তি এখানে হতে পারে ? এই উদ্ভবে বলা হচ্ছে—এ হল অবিবেকীদের কথা । বিবেকীদের কথা কিন্তু সর্বকারণ-কারণ গৃহ্ণ আপনার সেই সেই গুণলেশাভাসের দ্বারা প্রকাশিত কার্যকূপই আপনাকে জানিয়ে দেয় এবং ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে । মৎস্ত কুর্মাদির সংরূপ এবং জগৎ প্রভৃতি অসংকপকেও অন্বেষণের বিষয়ীভূত না করা জনদের স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভ দেখা যায়—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অসন্তম-গীতি । সন্তঃ—সাধারণ বিবেকীগণ । পরের শ্লোকে বিশেষ বিবেকীর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে । এই শ্লোকের এই সাধারণ বিবেকীদের শ্রীভগবৎ অংশ মৎসকুর্মাদির পরিহারের পৃথক পৃথক প্রক্রিয়া বলা হয়েছে, যথা—প্রথমতঃ দেহাদির জড়মালিয় প্রভৃতি থাকা হেতু ক্রমশঃ ত্যাগের দ্বারা শ্রীভগবৎ-চেতনাদি হেতু শুক্র আআর উপলক্ষ হয় । নির্বিশেষ ব্রহ্মদৃষ্টি কিন্তু নিশ্চয়রূপে পরিহত হয়েছে, যথা—“হে নাথ, আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যান আপনার নিজজনের সহিত আপনার যে লীলা, তা শ্রবণ করে যে আনন্দ লাভ হয়,

অক্ষানন্দেও সেকুপ স্থখ অনুভব হয় না।”—(শ্রীভাৰ্তা ৪।৯।১০)। এই ক্রিব বাক্যাদি হেতু এবং “আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি”—(গী ১৪।২৭) শ্লোক হেতু। অতঃপর শুন্দ জীবেরও প্রকাশক কোনও কোনও যোগী নিজ অনুর্ধ্বামী পুরুষেরে ধারণার দ্বারা স্মরণ করে থাকে, যথা—“কোনও কোনও যোগীপুরুষ স্বস্ত দেহস্থ হৃদয়-গহ্বরে বিরাজিত চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মাস্তুক প্রাদেশমাত্র পুরুষকে ধারণা দ্বারা স্মরণ করেন থাকেন।”—(শ্রীভাৰ্তা ২।২।৮)। এই অনুর্ধ্বামীরও সেখানে অল্প গুণোল্লাস হেতু অতঃপর তৃতীয় ক্ষক্ষে বর্ণিত গর্ভোদাশ্যামীকে এবং সমষ্টি অনুর্ধ্বামীকে ও শ্রীভগবৎ অবতারগণকে স্মরণ করে, অতঃপর সর্বব্রহ্মাণ্ড-সমষ্টি-অনুর্ধ্বামী ও অন্ত অবতার কারণার্থবশায়ীর স্মরণ করে “শ্রীভগবানের প্রথম অবতার কারণার্থবশায়ী-পুরুষ প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্তা।”—(শ্রীভাৰ্তা ২।৬।৪২)। গীতার ১০।৪২ শ্লোকে কৃষ্ণ অজুনকে বলছেন—“হে অজুন, এইরূপ বহুজ্ঞানে তোমার কি প্রয়োজন ? বস্তুত তুমি ইহাই জেনো, আমি একাংশে সমগ্র জগৎ ব্যাপে অবস্থান করছি।” “যার অযুত্তাযুত অংশের অংশে এই বিশ্বস্তি স্থিত”—ইত্যাদি অনুসারে সাক্ষাৎ আপনিই তাদের ধ্যানের বিষয় হরে থাকেন শেষ পর্যন্ত।

অতঃপর সমষ্টি প্রক্রিয়া—পূর্বে ইন্দ্রচন্দ্রাদিময় বিরাট রূপ আমাকেই ঈশ্বর মনে করে, পরে তারও নশ্বরতাদি দেখে এই বিরাটের অনুর্ধ্বামীকে ঈশ্বর মনে করে—সে হেতু অধুনা কোনও ভাগ্যোদয়ে সাক্ষাৎ আপনারই লাভ হলে অর্থাৎ আপনিই যে সকল আত্মার মূলস্বরূপ স্বয়ংস্বরূপ ভগবান्, ইহা জানা হলে তার পক্ষে একুপ বলাই সমীচীন যে ‘যারা আপনাকে সেকুপ জ্ঞান করে না তারা অজ্ঞ।’

এখানে বৈক্ষণমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধে বিচার করা হচ্ছে—যেহেতু অদ্বিতীয়-চিংবস্তু মায়ার আশ্রয় বিদ্যাময়, তাই মায়ার বিষয় অবিদ্যা দ্বারা তাঁর পরাবৃত্ত হওয়া রূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়।—এই কথার আধারেই জীবাত্মা-পরমাত্মার বিভাগ বুঝে নিতে হবে—স্বতরাং স্বরূপ-সামর্থ্যের বিভিন্নতায় জীবাত্মা-পরমাত্মা এই দ্রুই বিভিন্ন স্বরূপ, একুপ সিদ্ধান্ত আসছে। আবার এ-দ্রুই পরিচ্ছন্দ প্রতিবিম্বতা প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা যে বিভিন্ন স্বরূপ, তাও বলা যাবে না। পরিচ্ছন্দ বাদ—যেকুপ প্রস্তুর খণ্ডের পৃথক্ক পৃথক্ক খণ্ড দেখা যায়, সেকুপ বাস্তব উপাধি দ্বারা দ্রুই হয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের একখণ্ড ঈশ্বর ও অন্ত খণ্ড জীব একুপ কল্পনাকে পরিচ্ছেদ বাদ বলে। শুন্দ ব্রহ্ম কোনও কালেই কোনও বস্তুর চেষ্টা বিষয় হন না। যে সব ধর্ম থাকলে তিনি অপরের চেষ্টার বিষয় হতে পারেন, তার কোনটিই তাতে নেই। স্বতরাং মায়া দ্বারা পরিচ্ছন্দ (খণ্ডিত) হয়ে ঈশ্বর ও জীব এই দ্রুই হয়েছেন—এ কথা বলা যাবে না।

প্রতিবিম্ববাদ—জলে যেকুপ সূর্যতুল্য বহু সূর্য-প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তজ্জপ এই জগতে পরমাত্মাতুল্য বহু আত্ম প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়’—এই শ্রতি অনুসারে প্রতিবিম্ববাদী অব্দেতমতাবলম্বী মণ্ডন মিশ্রণ বলেন—অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত পরমাত্মাই জীব, প্রতিবিম্ব বিষ্ণ থেকে অতিরিক্ত কোনও বস্তু নয়—অব্যয় ব্যতিরেকে এই তত্ত্বই নির্দ্বারিত হচ্ছে। এর উত্তরে বলা হচ্ছে—পরমাত্মা জীব থেকে পৃথক্ক, তাই সূর্য তুল্য, এই বাক্য দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। ভিন্ন পদার্থে ই বিষ্ণ-প্রতিবিম্ব ভাব ঘটে, অভিন্নে নয়।—

তাই যদি হত তবে অগ্নির ছায়ায় জালা হত। ভেদ ভিন্ন সাদৃশ্যের সন্তানাই হয়। পূর্বপক্ষ—জীব ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা যায়। অবিদ্যায় পরমাত্মার আভাসকেই জীব বলা যাবে—এই পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে বলা হচ্ছে—জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের উপাধি যে অবিদ্যা তা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ। আরও পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সন্তুষ্ট। অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার প্রতিবিম্ব হতে পারে না। জীব পরমাত্মার স্থায় চেতন পদার্থ। আরও একটি পূর্বপক্ষ খণ্ডন করে বলা হচ্ছে—বিভুর প্রতিবিম্ব সন্তুষ্ট না। তবে শ্রুতির প্রতিবিম্ব বাক্যের কিরূপ অর্থ হবে? এরই উত্তরে, শ্রুতির এই বাক্য মুখ্য বৃত্তিতে প্রযুক্ত হয় নি গুণ বৃত্তি-দ্বারা বৃদ্ধিত্বাস-ভাগিতাই উহাতে প্রকাশিত হয়েছে—উহার তাৎপর্য এইরূপ—সূর্য বৃদ্ধিভাক, বৃহদায়তন, জলাদি উপাধি ধর্মে সংস্পৃষ্ট নয়, স্বতন্ত্র। পক্ষান্তরে সূর্যের প্রতিবিম্ব—হ্রাস, হ্রাসভাক, ছোট আকার, জলাদি উপাধি ধর্মে যুক্ত ও পরতন্ত্র। তদ্বপ্ন পরমাত্মা—বিভু, প্রকৃতি ধর্মে নির্লিপ্ত ও সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু জীব-অহু, প্রকৃতি ধর্মে সংলিপ্ত ও ভগবদধীন। স্বতরাং সেই অদ্বিতীয় পরম তত্ত্বই স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি দ্বারা সর্বদাই চার প্রকারে বিরাজমান হন, যথা—সূর্য, তার অন্তর্মণ্ডলস্থ তেজ, বহির্মণ্ডল ও তার থেকে বহি-গৃত রশ্মি প্রাচৃতি রূপে অবস্থিত। মণিমন্ত্রমহৌরধি প্রভৃতি যে শক্তিতে কার্যকরী হয়, তা ও শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তিরই খেলা—ইহা আশ্চর্য। শ্রুতিই হল প্রমাণ শিরোমণি—শ্রুতির এই শক্তি আসছে 'শব্দ' থেকে এখানেই অচিন্ত্যতা। 'শ্রীভগবানে শক্তির এমনই বিচিত্রতা'—ত্ব ২। ১৩। ২৭-২৮। এই স্থায় অহু-সারে। "আপনার অনন্ত শক্তি তর্কের অগম্য" — (ভা ০। ৩। ৩। ৩। ৩)। অতএব সেই সেই সমাবেশ অসঙ্গতি এই অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই পরাহত হয়ে থাকে। দুর্ঘটব্যক্তাই অচিন্ত্যতা—যার দ্বারা সেই শক্তি অপরিচ্ছিন্ন হালও পরিচ্ছিন্ন রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। যথা—ব্রহ্মের এক কোনে স্থিত অগ্নির আলো যেমন সমস্ত ঘর জুরে থাকে সেইরূপ শ্রীভগবৎ শক্তি জগৎ জুরে থাকে, অর্থাৎ জগৎ-রূপে পরিণতি লাভ করে।

সেই শক্তি ত্রিবিধি—অন্তরঙ্গা, তটস্থা এবং বহিরঙ্গা। এর মধ্যে স্বরূপশক্তি নামক অন্তরঙ্গা পূর্ণ-স্বরূপে এবং বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবে বিরাজিত রূপে, তটস্থা রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম-শুন্দজীব রূপে, বহিরঙ্গা মায়া নামক আভাসগত-বর্ণ শাবল্য স্থানীয়রূপে এবং তদীয় বহিরঙ্গ বৈভব জড়াত্মক প্রধানরূপে এই চতুর্বিধি। যথা—শ্রীবৈষ্ণবে বলা হল—একদেশস্থিত অগ্নির আলো যেমন চতুর্দিক আলোকিত করে থাকে, তেমনই পরব্রহ্মের শক্তি অখিল জগৎ জুরে অবস্থিত। "যার দীপ্তিতে সকল জগৎ দীপ্ত হয়ে আছে।" — (শ্রীকঠ ২। ১। ১৫) ইতি। অতএব চিদেকাত্মক হওয়া হেতু জীবণ তটস্থা শক্তি এবং প্রধানকে মায়া শক্তির অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে তিনটি শক্তি উপরে সেখানেই দেখান হয়েছে।—"বিষ্ণু শক্তি তিনি প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা এবং অবিদ্যা নাম। বিষ্ণুর পরা শক্তি ইংশক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি জীব শক্তি। কর্মসজ্ঞারপা অবিদ্যাশক্তির নাম মায়া।" — (বিষ্ণুপুরাণ ৬। ৭। ৬০)। এই বিষ্ণুপুরাণেই বলা আছে—যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ নয়, তাই পরা।' নাম মায়া।' অপরা বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি জীবশক্তি—ইহা প্রথমা শক্তি পরা ও তৃতীয়া মায়া—এ দু এর মধ্যবর্তী। অথবা, তৃতীয়া মায়ার সহিত তুলনায় এই জীব শক্তিকেও 'পরা' বলা যেতে পারে। গীতায়ও এইরূপই বলা আছে, যথা—ভূম্যাদি দ্বারা ভেদপ্রাপ্তা প্রকৃতি অষ্ট প্রকার, এইরূপ উক্তির পর বলা হয়েছে—“পূর্বে যে প্রকৃতির

বিবরণ দেওয়া হল, তা নিকৃষ্ট, তদতিরিক্ত জীবস্বরূপ আমার অগ্ররূপ শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে। হে অজুন, সেই প্রকৃতিই এই জগৎ ধারণ করে আছে।।। শ্রীবলদেব—এই জড়া প্রকৃতি থেকে ভিন্ন পরা চেতন বলে, ভোগ-কর্তা বলে উৎকৃষ্ট জীবস্বরূপ আমার প্রকৃতিকে জান। পরবে হেতু—এই চেতনা দ্বারা এই জগৎ নিজ কর্ম দ্বারা শয্যাসনাদিবৎ নিজ ভোগের জন্য গৃহীত হয়।।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে জীবশক্তি সম্বন্ধে উপর্যুক্ত উক্তি হেতু, যথা “সর্বভূতের মধ্যে সর্বান্তর্ধামী”—অবিদ্যা কার্যকর্তা যে অপরা তার নাম মায়া। অতএব জীব সূর্যের রশ্মি স্থানীয় হওয়াতে মণ্ডল থেকে ভিন্ন, তা হলেও মায়ার আবরণ তিরোধাপন যোগ্য বৈভব বিশিষ্ট। এর পর বলা হয়েছে, “সেই যে ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীবশক্তি, তা লঘু-গুরু তারতম্য ভাবে থাকে।” এখানে অন্তরঙ্গ-তটস্থ বহিরঙ্গ ভাবের দ্বারাই এক ভাব বিশিষ্ট সকলের সেই সেই বিষয়ে সমতা কিন্তু সর্ব প্রকারে নয়। সেই সেই স্থানীয়স্থ উক্ত হয়েছে সেই সেই রূপত্ব উক্ত হয় নি। অতএব সেই সেই বিষয়ক দোষ সকলও প্রবেশ করতে অবকাশ পায় নি। জী০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ বিজ্ঞান্ত দ্বাঃ মায়োপাধিতেন মগ্নন্তে, কিন্তু জীবাত্মানমেবতস্মেব মায়ামালিত্তাতো বিচ্যুতীকর্তৃৎ তমেব কেবলং শুন্দং মৃগয়স্তৌত্যাহ—অন্তর্ভবে শরীরমধ্য এব বর্তমানং অনন্তভবং অনন্তা অসংখ্যা ভবা নানা যোনিযু জন্মানি যস্ত তঃ প্রসিদ্ধমন্ত্রজ্ঞং জীবাত্মানং মৃগয়স্তি। কিং কুর্বন্তঃ অতৎ আত্মভিন্নং মায়িকং মায়াং ত্যজন্তঃ অপবদন্তঃ। নহু চিন্ময়স্ত জীবাত্মানো জ্ঞানেনালং কিং চিন্তিত্ত্বাপবাদে-নেত্যাশক্যাধ্যস্তস্যাপবাদং বিনা অধিষ্ঠানতত্ত্বঃ ন সম্যক্ত জ্ঞায়ত ইতি সতাঃ ব্যবহারেণাহ—অসন্তুষ্টি। অন্তি সমীপে অসন্তুষ্টম্প্যহিমন্তরেণ নায়মত্তিরিতি তদপবাদং বিনেত্যর্থঃ। সন্তঃ শুণং রজ্জুং সন্তঃ কিমু যন্তি জানন্তি নৈব জানন্তি তথ্যেব। “অসঙ্গেহিযং পুরুষ ইতি শ্রাতেজীবাত্মানঃ স্তুলশৃঙ্গদেহসম্বন্ধে নৈবান্তি তৎসম্বন্ধা-ভাবাদেব দেহো দৈহিকাঃ শোকমোহাদয়শ্চ তস্য নৈব সন্তি। তদপ্যবিদ্যৈরেব তত্ত্বান্তি জীবাত্মানি দেহোইধ্যস্তঃ। তত্ত্বশ কদাচিত্তত্ত্বেন জ্ঞানেন নায়মাত্মা দেহ ইতি তস্য দেহস্তোত্প্যপবাদং বিনা সত্যঃ শুন্দং জীবাত্মানং কিং জানন্তি নৈব জানন্তীত্যর্থঃ।। বি০ ২৮ ॥

২৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ জ্ঞানিগণ আপনাকে মায়া-উপাধিযুক্ত মনে করে। কিন্তু জীবাত্মাকে মায়ামালিত্ত থেকে পৃথক্ক করবার জন্য কেবল শুন্দ জীবাত্মাকেই অনুসন্ধান করে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অন্তর্ভবে—শরীর মধ্যেই বর্তমান অনন্তভবং—অসংখ্য ‘ভবা’ নানা যোনিতে জন্ম যাব সেই প্রসিদ্ধ অঞ্জলি জীবাত্মাকে অব্রেষণ করে। কিরূপ ভাবে? অতৎ—জীব চৈতন্ত ভিন্ন জড়বস্ত্ব ও মায়াকে পরিহার করতে করতে অর্থাৎ দোষ দর্শন করতে করতে। আচ্ছা, চিন্ময় জীবের জ্ঞানে কি প্রয়োজন? তা হলে কি চিংভিন্ন অন্তের পরিহার জন্য, এইরূপ আশঙ্কা করে, যা আরোপিত অর্থাৎ দেহে যে আত্মবুদ্ধি-তার পরিহার বিনা অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয় তত্ত্ব সম্যক্ত প্রকারে জানা যায় না—এইরূপ সতের ব্যবহার অনুসারে বলা হচ্ছে, অসত্যমিতি—ঠিক যেমন অন্তি অসন্তুষ্টমপি অহিমু অন্তরেণ—সম্মুখে সর্প নেই, ইহা সত্য হলেও—যতক্ষণ বুদ্ধি দ্বারা তাকে পরিহার করা যাচ্ছে, ততক্ষণ সেই ব্যক্তি যাব রজ্জুতে সর্পভ্রম ঘটেছে, তার সন্তুৎ শুণং শুণং ইত্যাদি—রজ্জু বুদ্ধি নিশ্চয় হয় কি? হয় না। ‘এই পুরুষ অসঙ্গ’ এরূপ শ্রান্তি

২৯। অথাপি তে দেব পদামুজন্ম-প্রসাদলেশামুগ্নহীত এব হি ।

জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিয়ো ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্ম ॥

২৯। অন্বয়ঃ [হে] দেব, ভগবন্ম অথ অপি তে পদামুজন্ম-প্রসাদলেশামুগ্নহীতঃ (পাদপদ্মনব্যস্ত কণামাত্র করুণাপ্রাপ্তঃ জনঃ) এব হি তত্ত্বঃ মহিয়ঃ (মাহাত্ম্য) জানাতি অন্তঃ একঃ অপি চিরঃ (দীর্ঘকালঃ) বিচিন্বন্ম (বিচারযন্নপি) ন (ন জানাতি) ।

২৯। মূলামুবাদঃ হে শ্রীবৃন্দাবন দেবতা ! যিনি আপনার পাদপদ্ম যুগলের করুণাকণা মাত্রত্ব লাভ করেছেন তিনিই অমুগ্নহীত । এই অমুগ্নহীত জনই আপনার অসীম মহিমার স্বরূপ যৎ কিঞ্চিং অমুভব করেন । প্রসাদহীন জন একাকী নিঃসঙ্গ হয়েও বহুকাল শাস্ত্রাভ্যাসে বিচার ও যোগাভ্যাসে অন্বেষণ করেও পায় না ।

থাকা হেতু জীবাত্মার স্তুল-সূক্ষ্ম দেহ সম্বন্ধ নেই, এই সম্বন্ধের অভাব হেতু দেহ-দৈহিক শোক-মোহাদিও তার নেই—হহা দৃঢ় নিশ্চয় । তা হলেও অবিষ্টা দ্বারাই জীবাত্মার দেহ আরোপিত হয় । অতঃপর কদাচিং উদ্বৃত্ত জ্ঞানের দ্বারা এই আত্মা দেহ নয়, এইরূপে সেই দেহের বা আসলে সেখানে নেই, তারও পরিহার বিনা সত্য শুন্দ জীবাত্মাকে কি জানা যায় ?—না, জানা যায় না ॥ বি ২৮ ॥

২৯। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ যত্প্রেবমপরিচ্ছিন্নঃ ভস্মাহাত্ম্যঃ প্রস্ফুটমেব, তথাপি হৎ-প্রসাদেনৈব তদ্বিবেকস্ত তৎপরিসরগমনঃ স্তোত্র তত্ত্বথেত্যাহ—অথাপীতি । যোজনাত্ব স্পষ্টা । তত্ত্ব চাথাপি তব মহিয়স্তত্ত্বঃ জানাতীত্যনেন পূর্বপ্রকরণে বিবর্তবাদময়ব্যাখ্যাপনয়নঃ প্রস্ফুটমেব, পদার্থাস্তু দর্শ্যন্তে দেব হে সর্বপ্রকাশক, সর্বত্র প্রকাশমানেতি বা ; যদ্বা, দীর্ঘতি শ্রীবৃন্দাবনে সদা ক্রীড়তীতি সমোধনম্ ; প্রসাদঃ কৃপা, তত্ত্ব লেশেনাপ্যমুগ্নহীত এবেতি । ‘যমেবৈষ বৃণুতে’ (শ্রীমু ৩।২৩) ইত্যাদি-শ্রান্তিঃ সূচয়তি ; ভজ্যা তু পদামুজন্ম-প্রয়োগঃ, হি নিশ্চিতম, ভগবন্ম হে নিজকারণ্যাদিণুণ প্রকটনপরেত্যর্থঃ । অয়ঃ প্রসাদে হেতুরহঃ । মহিয়ঃ স্ফুটম—‘অস্ত্বাপি দেববপুৰ্বঃ’ (শ্রীভা ১০।১৪।১২) ইত্যাদিভিরপরিচ্ছিদ্যতরোপক্রান্তস্তু ‘কো বেত্তি ভূমন্ম’ (শ্রীভা ১০।১৪।১১) ইত্যাদিন। তথাভ্যস্তস্ত্বাপি তত্ত্বঃ স্বরূপঃ জানাতি যৎকিঞ্চিদমুভবতি । অন্তঃ প্রসাদহীনঃ, একঃ একাকী নিঃসঙ্গঃ সন্মুগ্নিত্যর্থঃ ; শ্রেষ্ঠে কৃদ্বাদিরগীতি বা বিচিন্বন্ম, তত্ত্বঃ কীদৃক কিয়দ্বেতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারযন্ম, যোগাভ্যাসেন চ মৃগযন্নপীত্যর্থঃ । লেশেতুক্তিস্তু বর্দ্ধিষ্ঠোঃ অমেণ পূর্ণপ্রাপ্তিপ্রায়েণ ॥ জী ২৯ ॥

২৯। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকামুবাদঃ [ স্বামিপাদঃ আচ্ছা, একপ জ্ঞানেক সাধ্য মোক্ষে কি প্রয়োজন, তাই ভক্তিকে উন্মেষিত করা হচ্ছে, অথাপি ইতি । যদিও হস্তপ্রাপ্য সম জ্ঞানের কথা বলা হল, তথাপি হে দেব ! আপনার পদকমল যুগলের একদেশের যে প্রসাদলেশ মাত্র, তার দ্বারা অমুগ্নহীত জনই আপনার মহিমা জানতে পারে । ]

যদিও এইরূপে পূর্ববর্তী কয়েকটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের অপরিসীম মাহাত্ম্য নিশ্চয় রূপেই প্রক্ষুটিত করা হল, তথাপি তাঁর প্রসাদে সেই মহিমার ধারে কাছেই বিবেকীজনের গমন হয়। যদি কৃপাস্পর্শ না হয়, তবে অন্য পথে বৃথা অন্বেষণ চলতে থাকে, এই আশয়ে বলা হয়েছে, অথাপি ইতি। তৎসম্বন্ধে আরও বক্তব্য—অথাপি—যদ্যপি কৃপা প্রাপ্ত জন আপনার মহিমার তত্ত্ব জানে, এই বাক্যের ধ্বনি—পূর্ব প্রকরণে বিবর্তবাদময় (মায়াবাদ সম্মত সিদ্ধান্ত বিশেষময়) ব্যাখ্যা ভাল ভাবেই খণ্ডন করত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেব—হে সর্বপ্রকাশক, অথবা সর্বত্র প্রকাশমান, অথবা 'দিব্যতি' শ্রীবৃন্দাবনে বিহারশীল দেবতাকে সম্মোধন। প্রসাদঃ—কৃপা, এর লবলেশমাত্র। লেশমাত্র হলেও অনুগৃহীতই। "শ্রীভগবান् যাকে নিজের বলে স্বীকার করেন, তার দ্বারাই তিনি লভ্য হন"—(শ্রীমু ৩।২।৩)। ইত্যাদি শ্রুতির কথাই এখানে প্রকাশ করা হল। পূর্বে জ্ঞানাদি সম্বন্ধে কখনও-ই 'পদানুজ' পদের ব্যবহার দেখা যায় নি, কাজেই বুঝা যাচ্ছে, ভুক্তি সম্বন্ধেই এই পদের উল্লেখ এখানে হি—নিশ্চয়ার্থে। ভগবন्—হে কারুণ্যাদি গুণ প্রকটন পর—এই গুণই প্রসাদের হেতুরূপে অনুমান করা হল। মহিম্য তত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের মহিমার তত্ত্ব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে, এই স্তবের "অস্ত্রাপি দেব বপুষো"—১৪।১২) প্রভৃতি উপক্রম শ্লোকের দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে কথিত, এবং পরে 'কো বেত্তি ভূমন' ইত্যাদি শ্লোকে একই ভাবে কথিত অসীম মহিমার তত্ত্ব—স্বরূপও জ্ঞানার্থি—যৎ কিঞ্চিং অনুভব করে। অন্যঃ—প্রসাদহীন, একঃ—একাকী নিঃসঙ্গ হয়েও। অথবা শ্রেষ্ঠ কুজ্ঞাদিও। বিচিন্তন—মহিমার স্বরূপ কিন্তু কি পরিমান, এইরূপ শাস্ত্রাভ্যাসের দ্বারা বিচার এবং যোগাভ্যাসের দ্বারা অন্বেষণ করেও (পাও না), এইরূপ অর্থ। লেশ এইরূপ উক্তি করা হয়েছে, একবিন্দু মাত্র দি঱ে আরম্ভ হলেও পরে ক্রমে বাড়তে বাড়তে পূর্ণতা প্রাপ্তি হয়, সেই অভিপ্রায়ে। জী০ ২৯ ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কিঞ্চ তস্য জীবাত্মনো ব্রহ্মস্তুত্যানুভবস্তু কেবলেন হন্তক্রিলেশেনাপি ভবতি নান্যথেত্যাহ—অথাপীতি। যদ্যপি মায়ামায়িকসমস্তাংশ বিচ্যুতঃ স্যাং তথা স জীবাত্মা। তদপি তব পদাঞ্জ প্রসাদলেশেনানুগৃহীত এব ভগবতস্তব যো মহিমা মহিমশব্দবাচ্যং ব্রহ্ম তস্য তত্ত্বং জ্ঞানাতি। যথুক্তং হয়েব মৎস্যক্রপেণ—“মদীয়ং মহিমানং পরব্রহ্মত্বে শব্দিতং। বেংস্যস্যানুগৃহীতং মে সংপ্রশ্রেবিবৃতং হৃদী”তি। ব্যাখ্যাচ তত্ত্ব্যা শ্রীস্বামিপাদানাং—মে ময়। অনুগৃহীতং তুভ্যং প্রসাদীকৃতং পরব্রহ্ম বেংস্যসীতি। অত্র প্রসাদলেশে গুণীভূতভক্তিযোগে জ্ঞানিনাঃ পূর্বসিদ্ধো বর্তত এব। তেনানুগৃহীত ইতি অবিদ্যায়ামুপর্যাঃ বিদ্যায়াশ্চেপরমারন্তে “জ্ঞানং ময়ি সংস্তুসেদিতি ভগবত্তেজ্জ্ঞানমপি ত্যক্ত্বা তত উর্বরিতাঃ ভক্তি-মেব কেবলাঃ বহু মানয়স্তামেবাভ্যসেং যো জ্ঞানী তমেব প্রসাদলেশরূপো ভক্তিযোগোঁনুগৃহাতীত্যাথঃ। যস্তু ফল প্রাপ্তে সত্যাঃ ন সাধনোপযোগ ইতি, মত্বা জ্ঞানং ভক্তিঃ ত্যক্ত্বা কেবল ব্রহ্মানুভব এবোত্ততঃ স্যাং স একোইপি মুখ্যোইপি জ্ঞানিসহস্রণুভবন্নপীত্যার্থঃ। চিরং বিচিন্তন বহুশাস্ত্রাভ্যাসযোগাভাসাভ্যাঃ বিচারযন্নপি ॥

২৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও, জীবাত্মার ব্রহ্মস্তুত্যানুভব কিন্তু কেবল তার ভক্তি লেশের দ্বারাই হয়, অন্য কোনও প্রকারে নয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—অথাপি ইতি। যদিও মায়া মায়িক

৩০। তদন্ত মে নাথ স ভুরিভাগো ভবেছত্র বান্ত্র তু বা তিরশ্চাম্ ।

যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং ভুত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥

৩০। অন্বয়ঃ [হে] নাথ, অত্র ভবে (ব্রহ্ম জন্মনি) অন্ত্র তিরশ্চাঃ বা পশু পক্ষ্যাদীনামপি মধ্যে বা জন্ম তশ্মিন্ব বা) যেন অহঃ ভবজ্জনানাঃ একঃ অপি ভুত্বা তব পাদ-পল্লবম্ নিষেবে (পূজযিষ্যামি) সঃ ভুরিভাগঃ (মহদ্ব ভাগ্যম) অন্ত্র ।

৩০। মূলানুবাদঃ তাই বলছি হে সর্বকামপূরক ! এই ব্রহ্ম জন্মেই হোক কিম্বা পশু-পক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হোক আমার সেই মহৎভাগ্য হোক, যাতে আপনার ভক্তগণের অনুগতরূপা কোনও কিছু হয়ে আপনার পাদপল্লব সেবা করতে পারি ।

সমস্ত অংশ খসে পড়ে গিয়েছে যার থেকে সেই জীবত্ত্বার কথা বলা হল এখানে, তথাপি আপনার পদকমল-প্রসাদলেশের দ্ব্যরা অনুগৃহীত ব্যক্তিই ভগবান আপনার যে 'মহিমা' মহিম শব্দবাচ্য ব্রহ্ম, তার তত্ত্ব জানে' যা মৎসরূপে তিনি নিজেই বলেছেন, যথা "তৎকালে আমা কর্তৃক উপনিষৎ এবং তোমার প্রশ্ন দ্বারা হৃদয়ে প্রকাশিত পরব্রহ্ম শব্দে প্রকাশিত মদীয় মহিমাও অবগত হবে ।" এখানকার ব্যাখ্যায় শ্রীস্বামিপাদ—“মৎস-রূপী শ্রীভগবান্ বলছেন—আমার দ্বারা তুমি 'অনুগৃহীত' প্রসাদীকৃত হয়েছ, তুমি পরব্রহ্মকে জানবে ।”

এখানে প্রসাদলেশে—গুণীভূত ভক্তিযোগ জ্ঞানিদের পূর্ব সিদ্ধরূপে ছিলই । শ্রীভগবানের অনু-গৃহীত, এই কথার অর্থ হল, অবিদ্যা চলে গেলে বিদ্যাও চলে যাওয়ার আরম্ভে 'জ্ঞানও আমাতে বিসর্জন দিয়ে' এইরূপ ভগবৎ-উক্তি হেতু জ্ঞানও ত্যাগ করে—অতঃপর অবশিষ্ট কেবলা ভক্তিকেই বহুমানন্ত করত তাকেই অভ্যাস করে যে জ্ঞানী, তাকেই প্রসাদলেশরূপ। ভক্তিযোগ অনুগ্রহ করে দেই । যিনি ফলপ্রাপ্তি হলেও সাধন-উপযোগ করে না, জ্ঞানকেই মানন্ত করে এবং ভক্তি ত্যাগ করে কেবল ব্রহ্মানুভবেই উগ্রত, তিনি একোহপি—মুখ্য হলেও অর্থাৎ জ্ঞানিসহস্র গুরু হলেও বহুকাল বিচিন্ন—বহু শাস্ত্রাভ্যাস ও যোগাভ্যাস দ্বারা বিচার করেও পান না ॥ বি ২৯ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ মম তু তাদৃশপ্রসাদস্ত ফলঃ যজ্ঞজ্ঞানঃ, তস্মাপি যৎ ফলমুপাসনঃ, তস্মাপি যৎ ফলঃ সাক্ষাৎকারঃ, স এব সহসা সংবৃত্তস্তম্বাদেতদেব প্রার্থয়ে ইতি নৌমীত্যাদি-প্রতিজ্ঞামেব সঙ্গময়ন্ত, সর্বঃ প্রকরণঃ তাদৃশে শ্রীকৃষ্ণ এব পর্যবসায়যন্নাহ—যাবৎসমাপ্তি । তত্ত্বাদ নাথ হে সর্বকামপরিপূরক ! পারমেষ্ট্যপদপ্রাপকং ষন্মাত্র ভাগ্যঃ, তন্মহল্ল ভবতি, কিন্তু স এব ভুরিভাগঃ মহস্তাগঃ, যন্তবজ্জনানামেকোহপীতি সেবায়ঃ সম্যক্ত্বাত্পক্ষয়া, অতএব নি-শব্দঃ । তত্র চ তত্র ব্রজজন্মনি, অন্ত্র তৎপ্রতিযোগি-হরিণাদিতির্যগ্যোনো বা ন মমাগ্রহঃ, কিন্তু তত্ত্বাবেবেতি বা শব্দাভ্যাঃ সূচ্যতে, হরিণাদি-যোনো সেবা চ স্নেহেন রঞ্জাদিমার্জনায়াবহেলনাদিরূপা গম্যা, সা চ তদ্বিধানাঃ দৃষ্টিব কিল প্রার্থ্যতে, পত্নদ্বয়মিদম্ব ইখঃ বা সঙ্গমনীয়ম্—যদ্যপেয়ঃ তব মহিমা, তথাপি হৎপদানুজদ্বয়স্ত যঃ প্রসাদোইন্দ্রগ্রহঃ,

তস্ম লেশোইপি যত্র, কিমুত পূর্ণঃ স তেনামুগৃহীত এবেতি, ভবজ্জনানামমুগতকুপ একোইপি কশ্চনাপি ভূত্বেতি ৮ ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকামুবাদঃ আমাৰ তো তাদৃশ প্ৰসাদেৱ ফল জ্ঞান, তাৰও যে ফল উপাসনা, তাৰও যে ফল সাক্ষাৎকাৰ, তাৰও সহসাই ঘটে গিয়েছে; স্মৃতিৰাঃ এই প্ৰার্থনা কৰছি— এইৱেপে স্তুবারন্তেৰ ‘নৌমিদ্যতে’ ইত্যাদি প্ৰতিজ্ঞাকেই অৰ্থাৎ কৃষ্ণেৱ কৃপাদি বৰ্ণনময় বাক্যকেই অৰ্থয় কৰে নিয়ে সৰ্বপ্ৰকৰণ তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণেই পৰ্যবসিত কৰে ব্ৰহ্মা যাৰং সমাপ্তি বলছেন—তদন্ত মে ইত্যাদি। তৎ—সেই হেতু নাথ—হে সৰ্বকাম পূৰক ! ব্ৰহ্মাপদ প্ৰাপক এই যে আমাৰ ভাগ্য, তা মহৎ নয়। ভুৱি-ভাগ্য—মহৎভাগ্য উহাই, যাৰ ফলে ভবজ্জনানানাং—আপনাৰ জনেৱ মধ্যে একোইপি—হৱিগাদি পশু-পক্ষী কোনও একটা কিছু ভুঁতা—হয়েও নিবেবে—আপনাৰ পাদপল্লব সেবা যেন কৱতে পারি একুপ প্ৰার্থনা। অতএব সমাক্ষ প্ৰকাৰে সেবা প্ৰাপ্তিৰ অপেক্ষায় ‘নি’ শব্দেৱ প্ৰয়োগ। ভবেহত্বা—তাৰ মধ্যেও সেই ব্ৰহ্ম জন্মে, অন্যত্ৰ বা—অথবা, ব্ৰহ্ম জন্মেৱ মত উচ্চ জন্মেৱ উণ্ট। দিক্ নৌচু জন্ম হৱিগাদি পশুপক্ষী যোনিতে আমাৰ আগ্ৰহ নেই—কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তেৱ মধ্যেই উচু বা নৌচু যোনিতে জন্মেৱ আগ্ৰহ, বা শব্দ-দ্বয়েৱ দ্বাৰা ইহাই প্ৰকাশিত হচ্ছে। হৱিগাদিৰ জন্মে সেবা হল, স্মেহে কৃষ্ণেৱ অঙ্গ থেকে জিব, দ্বাৰা চেটে রজাদি মুছিয়ে দেওয়া কৃপ সেবা। হৱিগাদিৰ এইৱেপে সেবা যা ব্ৰহ্মা ব্ৰজে দেখেছেন, সেই অনুকূপ প্ৰার্থনা কৱলেন। ২৯ ও ৩০ এই পঞ্চম এই ভাবেও একীভূত কৱা যেতে পাৱে—যদিও এইৱেপেই আপনাৰ মহিমা, তথাপি আপনাৰ পদকমলেৱ যে অনুগ্ৰহ, তাৰ লেশ মাত্ৰও যাৰ উপৱে আছে, সেই আপনাৰ তত্ত্ব জানে। পূৰ্ণ অনুগ্ৰহ যাঁৰ উপৱ, তিনি যে আপনাৰ মহিমা জানবেন, তাতে আৱ বলবাৰ কি আছে ? ব্ৰহ্মা কৃষ্ণেৱ দ্বাৰা অনুগৃহীতহ—এখন প্ৰার্থনা হচ্ছে, আপনাৰ ভক্তগণেৱ অনুগতকুপ। ‘একোইপি’ কোনও কিছু হয়ে যেন আপনাৰ পাদপল্লেৱ সেবা কৱতে পারি ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ ভো ব্ৰহ্মন সাধ্যসাধনতত্ত্বশিরোমণেন্তৈত্যেৰ ব্যঞ্জিতলক্ষণযোৰ্ভক্তি-জ্ঞানযোৰ্মধ্যে তব কৃত স্পৃহেত্যত আহ—তদন্তিতি। হে নাথেতি সম্মোধনেনৈব ব্যঞ্জিতায়ঃ সত্যামপি দাস্ত্যস্পৃহায়ঃ ভো ব্ৰহ্মন, উৎকৰ্ষনিকৰ্ম্মো সম্যক্তয়া বিচাৰ্যেৰ সৰ্বোৎকৃষ্টঃ বস্তু স্পষ্টঃ প্ৰার্থয়স্তেতি চেৎ স এব মে ভূৱি ভাগো মহদেৱ ভাগ্যং মনসা নিৰ্বাচিতমেৱ বৰ্ততে ইতি ভাবঃ। যেন ভূৱিৰাগেন অত্ ভবে ব্ৰহ্মজন্মনি বা তিৰঞ্চামপি মধ্যে যজ্ঞম তস্মীন্ বেতি ব্ৰহ্মজন্মারভ্যতিৰ্যগ্যোনিপৰ্য্যন্তঃ যাবন্তি জন্মানি সন্তুবন্তি তেষপি কাপি জন্মনীতি ভাবঃ। “গজোগৃধ্রোবণিক্পথ” ইতি বচনাত্ত্বিদ্যগ্যোনাবপি ভক্তিশ্রবণং। তিৰঞ্চামীতি বহুবচনেনাপিশব্দেনচ মোক্ষায় জলাঞ্জলিঃ দত্তা স্বস্তৃত অত্বাৰ্থে সহস্রজন্মপ্ৰার্থনাপি বাঞ্ছিতা। ভবদীয়ানাঃ জনানাঃ মধ্যে একো যঃ কশ্চিদপি নিতৰাঃ সাধকতসিদ্ধতযোৰ্দশয়োঃ সেবেতদেবং “নৌমিদ্য তে” ইতোৱেন মাধুৰ্যঃ ‘অস্মাপি দেবে’ত্যাদিভিঃ ‘তদন্ত মে নাথেত্যন্তেঃ’ পঁচেইৱৈশ্বর্যঃ বিবৃতবতা ব্ৰহ্মণা তন্মধ্য এব জ্ঞানে প্ৰয়াসমিতি ‘তত্ত্বেইমুকম্পা’মিত্যাভ্যাঃ কেবলায়। ভক্তেৱকৰ্ম্মঃ, “হামাত্মানং পৱং মহে”তি

“অজ্ঞতাং ত্বং পদবী” মিত্যাভ্যাং কেবলজ্ঞানস্থাক্ষেপঃ । ‘শ্রেয়ঃস্মতিমিতি’ ‘পুরেহভূম’ মিত্যাভ্যাং কেবলয়ো-  
জ্ঞানভক্ত্যাঃ ক্রমেণ বৈফল্যসাফল্যে ‘অন্তর্ভবে ‘অনন্তেতি’ ‘অথাপি তেদেবে’ ত্যাভ্যাং ভক্তিমিশ্রাং জ্ঞানম् ।  
‘এবন্ধিং ত্বাং সকলাঅনাম’ মিত্যনেন শান্তভক্তিঃ । ‘তদন্ত মে’ ইত্যনেন দাস্তভক্তিশ্চাভ্যধার্যি । অতঃ পরস্ত  
মাধুর্যসিন্ধাবে নিপত্তিযুক্ত ব্রহ্মণা ‘অহাততিধ্যাম’ ইত্যাদিভিঃ রাগাত্মক বাংসল্যাদিরতিমন্ত এব স্তোযুক্তে  
ইতি স্তুত্যর্থতাৎপর্যনিষ্কর্ষঃ ॥ বি০ ৩০ ॥

৩০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, ভো ব্রহ্মণ, সাধ্যসাধন-তত্ত্বশিরোমণে ! স্তুতিদ্বারা  
প্রকাশিত ভক্তি-জ্ঞান ভাবের মধ্যে আপনার কোনটায় স্পৃহা ? এর উভয়ে ব্রহ্মা বলছেন তদন্ত মে নাথ ।  
'মে নাথ'—এই সম্বোধনের দ্বারাই আপনার দাস্তে স্পৃহা প্রকাশিত হলেও ভো ব্রহ্মণ ! উৎকর্ষ নিকর্ষ  
সম্যক্ প্রকারে বিচার করে সর্বোৎকৃষ্ট বন্ত স্পষ্ট করে প্রার্থনা করুন, কৃষ্ণ এইরূপ কথা উঠালে, ব্রহ্মা  
বললেন—স ভুরিভাগো—উহাই আমার পরমভাগ্যরূপে মনের মধ্যে নিশ্চয়রূপে স্থির হয়ে আছে,  
এরূপ ভাব । যে পরমভাগ্যের দ্বারা ভবেহত্ব বা—ব্রহ্ম জন্মেই হোক, কিম্ব। তিরশ্চামু বা—হরিণাদি নিম্ন  
যোনিতে যে জন্ম, তাতেই হোক অর্থাৎ ব্রহ্মজন্ম থেকে আরম্ভ করে হরিণাদি নিম্ন যোনি পর্যান্ত যত কিছু  
জন্ম সম্ভব, তার মধ্যে যে কোনও জন্মে, এরূপ ভাব—‘গঙ্গো গৃহ্যে। বণিকপথ’ এইরূপ শাস্ত্রবচন থাকায়  
পশুপক্ষী জন্মেও, ভক্তি শ্রীনামাদি শ্রবণ হেতু । ‘তিরশ্চামপীতি’ এখানে বহুবচন প্রয়োগ এবং ‘অপি’ শব্দ  
থাকায় বুঝা যাচ্ছে মোক্ষে জলাঞ্জলি দিয়ে ; এদিকে কিন্তু ব্রহ্মার নিজের ভক্তির জন্য সহস্র জন্ম প্রার্থনাও  
প্রকাশ পাচ্ছে । আপনার নিজজনদের মধ্যে একো—উচ্চ নীচ যা কিছু হয়েও সাধক-সিদ্ধ উভয় দশায়  
সেবা যেন করতে পারি, এই প্রার্থনা । এই ইচ্ছাতেই “নৌমিদ্য তে” ইতি প্রথম শ্লোকে মাধুর্য, অস্তাপি  
দেব’ দ্বিতীয় শ্লোকাদি দ্বারা এবং ‘তদন্ত মে নাথ’ ইতি এই শ্লেষের ৩০ শ্লোকে ঐশ্বর্য বিবরণকারী ব্রহ্মা জ্ঞান-  
ভক্তি এ দ্রু-এর মধ্যে “জ্ঞানে প্রয়াসম্” ইতি ৩ শ্লোকে, ‘তত্ত্বেনুকম্পাঃ’ ইতি ৮ শ্লোকে কেবলা ভক্তির  
উৎকর্ষ দেখালেন এবং ‘ত্বামাত্মানং পরং মত্তা’ ইতি ২৭ শ্লোকে, “অজ্ঞতাং ত্বং পদবীম্” ১৯ শ্লোকে কেবল  
জ্ঞানকে তিরস্কার করলেন । ‘শ্রেয়ঃস্মতিম্’ ৪ শ্লোকে এবং পুরেহভূমন্’ ৫ শ্লোকে কেবল জ্ঞান ও কেবল  
ভক্তি দ্বারা ক্রমে জ্ঞান ও ভক্তির বৈফল্য দেখিয়ে তৎপর ‘অন্তর্ভবেনন্ত’ ইতি, ‘অথাপি তে দেব’ এই  
হৃষি শ্লোকের দ্বারা ভক্তি মিশ্র জ্ঞানের কথা বললেন ব্রহ্মা । ‘এবং বিধম্ ত্বাং সকলাঅনাম’ ২৪ শ্লোকের দ্বারা  
শান্ত ভক্তির কথা বলা হল । ‘তদন্ত মে’ ইতি ৩০ শ্লোকের দ্বারা দাস্ত ভক্তিঃ বলা হল । অতঃপর পরে কৃষ্ণের  
মাধুর্যসিন্ধু নিপত্তিত ব্রহ্মা ‘অহো অতি ধ্যাম’ ইত্যাদি ৩১ শ্লোকাদির দ্বারা রাগাত্মক বাংসল্যাদি রতিমন্ত-  
দিগকে স্তুব করছেন—এইরূপে ব্রহ্মার স্তবের তাৎপর্য সার ॥ বি০ ৩০ ॥

৩। অহোহিতিধ্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তুত্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা ।

যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যত্প্রয়েহত্তাপিনচালমধ্বরাঃ ।

৩। অন্বয়ঃ [হে] বিভো যৎ তপ্তয়ে অন্তাপি অধ্বরা (সর্বেইপি ধজাঃ) ন অলং (ন সমর্থা অভবন) তে (হয়া) বৎসতরাত্মজাত্মনা (গোবৎস গোপবালকরূপেণ) যাসাং (গবাম্ ব্রজগোপীনাং চ) স্তুত্যামৃতং অতীব মুদা (হর্ষেণ) পীতং অহো ! ব্রজগোরমণ্যঃ (ব্রজ গো গোপ্যঃ) অতিধ্যাঃ ।

৩। মূলানুবাদঃ হে বিভো ! যজ্ঞ সকল আজ পর্যন্ত যার তৃপ্তি সাধনে অসমর্থ, অহো সেই আপনি গোবৎস গোপবালক মূর্তিতে পরমানন্দে যাদের স্তুত্যামৃত অত্যন্ত আবেশের সহিত পান করেছেন সেই ব্রজ গো-গোপীগণ অতি ধন্ত ।

৩। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ নহু ভবেয়ং নাম সর্বপূর্ণঃ হয়াপি মেবিতুমন্ত্বেষণীয়ঃ, কিন্তু ভবান্পরমেষ্ঠী, মজ্জনাশ্চাত্র গোপা গো-রক্ষকা এব, তস্মাং কথঞ্চিং যাদবাদিসঙ্গ এব তৎপ্রাপ্তু-মর্হিষ্যতীত্যাশক্ত্য এবামেব মহিমা সর্বতঃ পর ইতি তদেকদেশোদাহরণেন ব্যঞ্জয়তি, তেন চ স্বাভিলাষং সুচয়তি— অহো ইতি । প্রথমত এব বিশ্বায়বাচক-প্রয়োগোহয়মতীব-বিশ্বয়েন অতিধ্যাঃ কৃতার্থতা-পরম-কার্ত্তাঃ প্রাপ্তাঃ । কে তে ? ব্রজগোরমণ্য ইতি রমণী-শব্দেন পরমোৎকৃষ্টত্বং, স্তুত্যামৃতেন ভগবৎস্মৃত্যেতুত্বং ব্যঞ্জিতম্ ; বহুত্মন্ত্বত একস্তা অপি তথা ভাগ্যঃ দুর্লভমিতি বোধয়তি । কথং ধণ্ডাঃ ; তত্রাহ—হে বিভো পরিপূর্ণ ! তে হয়াপি যাসাং স্তুত্যামৃতং পীতমৃত্যঃ । বিভুত্বেব দর্শয়তি—অথ কাৎস্মো সর্বেইপ্যধ্বরা ইত্যর্থঃ । তে যন্ত তবাত্তাপি বেদস্তানাদিত্বাত্বিহিতানামধ্বরাণামপ্যনাদিকালতোহিত্যপর্যন্তং তপ্তয়ে সন্তোষমাত্রায় নালং ন সমর্থাঃ, পরিপূর্ণস্বাদেবেতি ভাবঃ । তথাতৃতেনাপি পীতমিত্যনেন অন্তামৃতাশিনোইপি, যজ্ঞভাগমাত্রোপ-জীবিনস্তুত তত্র চ তেষু চ ন সাদরঃ, তস্মাদহো কিমিদমমৃতমিতি ভাবঃ । তত্ত্বাপি স্তুতমিত্যনেন তাদৃশস্ত্বাপি তন্ত্র তচ্ছীরোন্তবরসবিশেষাস্বাদনমিতি, তথা পীতমিত্যৰ্থ-বৈশিষ্ট্যেন স্বয়ং শ্রীমুখেন চুষিতমিতি, তত্র চাতী-বেত্যনেনাত্যন্তমিতি, তত্র চ মুদেত্যনেন পরমামোদ-পূর্বকমিতি, তত্ত্বাপি বৎস বৎসপরূপেণ ইত্যনেন পরমলোভেন কোটিধা ভূত্যা ইত্যেবমুন্তরোন্তরচমৎকারবৈশিষ্ট্যঃ বোধয়তি । কিঞ্চ, ন কেবলমস্মিন্ব ব্রজে তাসামেব পরমবিশিষ্টানাঃ কাদাচিত্কমেবেদৃশঃ ভাগ্যঃ, ন চ কর্মকাণ্ডমাত্রামুসারেণ ; ‘যত্প্রয়েহত্তাপ্যথ নালমধ্বরাঃ’ ইতি যদেব ভবন্মাহাত্ম্যং মন্ত্বিধচমৎকারকরম, অপি তু তদ্বাসিমাত্রেব নিত্যমেব চ কিমপি তদ্বিজ্ঞতে ॥ জী০ ৩। ॥

৩। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ [ক্রীসনাতনঃ আরও কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রীনন্দব্রজজনের সদৃশ ভক্তি, বা তাদের পাদপল্লব সেবাই প্রার্থনা করছি—এই আশয়ে, তথা ‘মধুরেণ সমাপ্তেরে’ এই শ্বায়ে, তথা ভগবানের প্রিয়জনদের মাহাত্ম্য বর্ণনই শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রতি এই অভিপ্রায়ে তাদিগকে বন্দনা করা হচ্ছে—অহো ইতি । ]

পূর্বপক্ষ, হে ব্রহ্ম ! কি সেই সেবা ? সর্বপূর্ণ হয়েও আপনার দ্বারা যে সেবা অস্বেষণীয় । আপনি হলেন ব্রহ্মা আর আমার জনগণ, এই এখানে যাদের দেখছেন এরা সব একে জাতিতে গোয়ালা, তাতে আবার গরুর রাখাল—তাই বলছি, কোনও প্রকারে যাদবাদি সঙ্গই সেই সেবা পাওয়ার ঘোগ্যতা অর্জন করতে পারবে, এইরূপ পূর্বপক্ষ আশঙ্কা করে তার উত্তরে—এই কৃষ্ণের জনদের মহিমাই সব থেকে শ্রেষ্ঠ সুনিশ্চয় করে তাদের মহিমারই কিঞ্চিৎ উদাহরণের দ্বারা প্রকাশ করছেন এবং তার দ্বারা নিজ অভিলাষও ব্যঙ্গিত করছেন—অহো ইতি ।

অহো—প্রথমেই এই বিশ্ব বাচক প্রয়োগ অতীব বিশ্বয় হেতু । অতিধ্যন্তা—কৃতার্থতা, পরম-কাষ্ঠা (সীমা) প্রাপ্তা । তারা কে ? ব্রজগোরমণ্য—‘রমণী’ শব্দে পরম উৎকৃষ্টত্ব, স্তন দানের দ্বারা ভগবৎ সুখ হেতুত্ব ব্যঙ্গিত হল । ‘রমণ্য’ এই বহুবচন প্রয়োগ অন্তর একজনেরও তথা ভাগ্য দুর্লভ, এইরূপ বুঝাচ্ছে । ধন্ত কেন ? এরই উত্তরে, হে বিভো—হে পরিপূর্ণ ! তে—আপনি ও যাসাং স্তুত্যামৃতম্—যাদের স্তুত্যামৃত পীতম্—পান করছেন । ‘বিভুত্ব’ত্ব দেখান হচ্ছে—বেদ অনাদি বলে তৎবিহিত অধ্বরা—যজ্ঞও অনাদিকাল থেকে আজ পর্যন্তও যৎ তে—যে-আপনার, তৃপ্তিয়ে—সন্তোষমাত্র বিধান করতে ন অলং—সমর্থ নয়, পরিপূর্ণ হেতু, এরূপ ভাব । তথাভূত হয়েও পীতম্—এই বাক্যে অর্থ আসছে, অন্ত অমৃত ভোজী হয়েও । যজ্ঞভাগমাত্র উপজীবী আপনি কিন্ত না-স্থানের প্রতি, না-সেই যজ্ঞভাগের প্রতি আদর বুদ্ধি সম্পন্ন—তাই বলছি অহো—অহো এই স্তনহৃষ্ট কি এক অনিবচনীয়, এরূপ ভাব । সেখানেও স্তুত্য—এই শব্দের দ্বারা তান্দুশ হয়েও সেই গো গোপী শরীর থেকে-উদ্ভূত রসবিশেষ আস্থাদন, তথা ‘পীতম্’ পদের অর্থ বৈশিষ্ট্যের সহিত অর্থাৎ স্বয়ং শ্রীমুখে চুষে চুষে পান, তার মধ্যেও আবার অতীব—এ পদে অত্যন্ত আবেশে পান, তার মধ্যেও মুদা—এই পদে পরম আমোদ পূর্বক পান, তার মধ্যেও ‘বৎস-বৎসপালকরূপে’ এর দ্বারা পরম লোভে কোটি গুণে বিভক্ত হয়ে—এইরূপে উত্তরোত্তর চমৎকার বৈশিষ্ট্য বোঝান হল । কেবল মাত্র এই ভৌমব্রজে পরম বিশিষ্ট গো-গোপীদেরই কোনও এক সময়েই মাত্র-যে এরূপ ভাগ্য, তা নয় । আর কর্মকাণ্ডমাত্রা অহুসারেও এরূপ ভাগ্য ধারণা করা যায় না—“যজ্ঞ যার তৃপ্তি বিধান অগ্নাপি করতে পারে নি”—এইরূপে যদিও আপনার মাহাত্ম্য মৎবিধ জনের চিন্তচমৎকারকারী, কিন্ত ব্রজবাসিমাত্রেই নিত্যই কি এক অনিবচনীয় মাহাত্ম্য বিরাজিত । ] ॥ জী০ ৩। ॥

৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ॥ কিঞ্চ তত্ত্ব উত্তুক্তেষ্টতি নিকৃষ্টস্য মৈমতাবত্ত্যেব প্রার্থনা সমুচ্চিতা তৎ-প্রসাদাং ফলবতী ভূয়াৎ যে তু উত্তুক্তেষ্টতিপ্রকৃষ্টাস্ত্রেবাঃ ত্বয়ি শুন্দবাংসল্যাদিরতিভাজাং পদবী প্রার্থয়িতুম্যোগ্যা অশ্বদাদিভিরতিতুল্ব’ভা কেবলং স্তুত এবেত্যাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাং । ব্রজস্থ গাবো গোপ্যাশ্চ অতিধ্যন্তাস্ত্রাপ্যহো ইত্যাশ্চর্য্যাভিধায়কপদেন বাজনসা গোচরাশ্চমৎকারাতিশয়ো ব্যঙ্গিতঃ । তমেবাহ—তে ত্বয়া সচিদানন্দস্বরূপেণাপি যাসাং স্তুত্য দেহেকাবয়বস্তনোন্তৰং অমৃতং পীতং তত্রাপি মুদা তত্রাপ্যতীবেতি পুনঃ পুনঃ পানেইপি মুদঃ প্রতিক্ষণবর্দ্ধিষ্য তমেব তত্রাপি গবাঃ বৎসত্রাত্মানেতি দোহনাদি ব্যবধানস্থানহস্তঃ



৩২। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপবর্জীকসাম্ ।

যশ্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

৩২। অঘয়ঃ অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং যৎ পরমানন্দং পূর্ণং সনাতনং ব্রহ্ম নন্দগোপবর্জীকসাম্ (ব্রজগোপজনানাম্ব) মিত্রঃ (মিত্রেন বর্ততে) ।

৩২। মূলানুবাদঃ অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য নন্দগোপ প্রমুখ ব্রজবাসীগণের, যাদের মিত্র পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ।

গোপীনামাঞ্জাঞ্জনেত্যন্থ। তৎ প্রাপ্ত্যভাবঃ তত্ত্বাপি বিভো, ইত্যতিলোভাং স্বস্ত বহুস্বরূপীকরণেনেতি তাসাং মধ্যে একস্যা অপ্যেক স্তরোথে রসোইপি হ্যাত্যক্ত্বমশক্য ইত্যানন্দমাত্র স্বরূপস্ত ত্বাপ্যানন্দকহাতাসাং বপুষঃ সচিদানন্দস্তে কে নাম সংশেরতে ইতি ভাবঃ। যস্ত তব তৃপ্তিয়ে “ত্রপ প্রীণনে” যং ত্বাং প্রীণয়িতু-মিত্যর্থঃ। অত্যাপি অনাদিকালতঃ প্রবৃত্তা অদ্যপর্যন্তা অপি সবেইপি যজ্ঞা অস্মাদিকৃতা মন্ত্রানুষ্ঠানপাবিত্যান্ত-বিকলা অপি নালং ন সমর্থাঃ ॥ বি০ ৩১ ॥

৩১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও তদ্বিষয়ে আপনার ভক্তের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট আমার এই পর্যন্তই প্রার্থনা সমুচ্চিত—ইহা আপনার প্রসাদে ফলবতী' হোক। আপনার ভক্তের মধ্যে যাঁরা অতি উচ্চ কক্ষায় অবস্থিত সেই শুন্দ বৎসল্যাদি রতিমতীদের আপনাতে যে গতি, তা আমি প্রার্থনা করতে অযোগ্য—আমাদের দ্বারা অতি হৃলভ তাঁরা কেবল স্তুতই হতে পারেন—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অহো ইতি দুইটি শ্লোকের দ্বারা। ব্রজস্থ গো-রমণী-গোপগণ অতি ধন্ত্য—একুপ বলবার পরও পুনরায় অতি আশ্চর্যস্তোতক ‘অহো’ পদের দ্বারা বাক্য মনের অগোচর চমৎকারাত্মিক্য প্রকাশ করা হচ্ছে। তাই বলা হচ্ছে, তে—‘হ্যাত্য’ আপনার দ্বারা সচিদানন্দ স্বরূপ হয়েও যাদের স্তুত্যং—দেহ সম্বন্ধীয় অবয়ব স্তুন থেকে জাত অমৃত পীত—তন্মধ্যেও আবার মুদু—অতি আনন্দের তন্মধ্যেও আবার অতীব—এইরূপে পুনঃ পুনঃ পানেও ‘মুদুঃ’ প্রতিক্ষণ বৃদ্ধিশীল আনন্দ—তদ্বিষয়েও বৎসতরাঞ্জাঞ্জনা—গোপবালক ও দুর্ধের বাচুবুরূপী আপনার দ্বারা (পান)। তাই দোহনাদি ব্যবধানের অসহ্যতা। গোপীদের পুত্ররূপে আপনি নিজেই পান করেন। কারণ দামাদি রূপা না হলে দামাদি মায়েদের স্তুত্যামৃত প্রাপ্তি হত না। এর মধ্যেও আবার বিভো—এইরূপে অতি লোভ হেতু নিজের বহুবুরূপী করণের দ্বারা (পান)। এতে বুঝা যাচ্ছে, তাদের মধ্যে একেরও, এক স্তরোথ স্তুত্য রসও আপনি ত্যাগ করতে অসমর্থ। এইরূপে আনন্দমাত্র স্বরূপ আপনারও আনন্দ দানকারী হওয়া হেতু এঁদের দেহের সচিদানন্দস্তে কি সংশয় থাকতে পারে, ইতি ভাব। অত্যাপি—অনাদিকাল থেকে আরস্ত করে আজ পর্যন্তও নিখিল যজ্ঞগু, আমি ব্রহ্ম। শিব প্রভৃতি দ্বারা কৃত মন্ত্র-অনুষ্ঠান পাবিত্যাদি অবিকল হলেও, তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হয় নি যাঁর ॥ বি০ ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ ব্রহ্মকাণ্ডমুসারেণ ভবন্মাহাঞ্জ্যমপি ন তাৰন্মাত্রতাযোগ্য-মিত্যস্তি, অতিশয়ান্তরমণীতি স্মরণ্বিল পুনরতীব সচমৎকারমাহ—অহো ইতি। অহো আশ্চর্যে, ভাগ্যমনির্ব-

চনীয়স্তৎপ্রসাদঃ, বীপ্তা তদতিশয়িতা প্রাগলভ্যেন, পুনঃ পুনশ্চমৎকারাবেশাঃ । নহু কথঃ প্রথমতশ্চমৎ-কারমাত্রং ব্যঞ্জয়সি ? যেষাং তৎ, তান् কথয় । তত্ত্বাহ—শ্রীমন্নদরাজ ব্রজবাসিমাত্রাগাম় ; পশ্চ পক্ষিপর্যন্তানাং কথমাশ্চর্যম্ ? কথঃ বা ভাগ্যম্ ? তত্ত্বাহ—পরমানন্দং যৎ তদেব যেষাং মিত্রঃ স্বাভাবিক-বন্ধুজনেচিতপ্রেমকর্তৃ তাদৃশপ্রেমবিষয়শ্চ ইত্যর্থঃ । তথা চ বক্ষ্যতে শ্রীগোপৈঃ—‘হস্ত্যজশ্চাতুরাগোহিস্মিন् সর্বেষাং নো ব্রজোক-সাম্ । নন্দ তে তনয়েহস্মাস্তু তস্মাপ্যোৎপত্তিকঃ কথম্ ।’ (শ্রীভা ১০।২৬।১৩) ইতি । আনন্দস্তু ক্লীবত্বং ছান্দ-সম, তেন চ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম’ (শ্রীব উ ৩।১।৩২) ইতি শ্রুতিবাচ্যঃ তৎ সূচয়তি । যত্র কাপ্যানন্দ এব খলু সর্বে তাদৃশপ্রেমকর্তারো দৃশ্যতে, ন হানন্দঃ, কুত্রচিং এষ হানন্দেহিপি তৎকর্তা, তত্র চ শ্রুতিমাত্রবেদেত্তেন পরমঃ খণ্ডযুক্ত-তারতম্যবৎ স্বরূপত এবালৌকিকমাধুর্যঃ, অত আশ্চর্যঃ ভাগ্যং চেতি ভাবঃ । অন্যদপ্যাশ্চর্য-ময়মিদমিত্যাহ—সনাতনম্ ; তত্তাদৃশমপি নিত্যঃ কস্তুচিং ক্ষুদ্রানন্দেহিপি ন নিত্যো দৃশ্যতে, এষাত্ম তাদৃশো-হিপি ; পুনঃ কথস্তুতম্ ? ‘অথ কস্মাত্তচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চ’ শ্রুতেঃ । ‘বৃহত্বাদবৃংহণহাচ যদুক্ত পরমং বিদুঃ’ ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ । বৃহত্তমত্তেন ব্রহ্মসংজ্ঞমপি, ‘অথানন্দস্তু মীমাংসা ভবতি’ ইত্যারভ্য ‘যে তে শতম্’ ইতি বারং বারং মহুয্যানন্দান্মৎপর্যন্তানন্দং দশধা শতশতগুণাধিক্যেন গণয়িত্বা মন্ত্রেহিপি শতগুণমানন্দং পরব্রহ্মণঃ প্রোচ্যাপি সভ্রমেণ যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ন বিভেতি কৃতশ্চন ॥’ (শ্রীবৈঃ ২।৪।১) ইত্যনেনাস্তাং স্মৃত্বা বাজ্ঞানসাতীতে সর্বতো বৃহত্তমত্তেন শ্রুতিভিগী’তমপীত্যর্থঃ । ততঃ আনন্দস্তৈতাদৃশত্তমেতাদৃশবৃহতোহিপ্যনেন মিত্রতঃ কচিদ্বৃষ্টিমিতি ভাবঃ । ন চৈতাবদেব, কিং তর্হি পূর্ণ-ম্প্যযুক্তঃ সৌরভ্যাদিভিরিব স্বাভাবিকরূপ-গুণ লৌলৈশ্বর্য মাধুরীভিঃ সর্বাভিরেব পূরিতং সৎ, এতদপি কুত্রাপি ন দৃষ্টঃ শ্রুতঃ, ন চ তাদৃশমিত্রমিত্যর্থঃ । অত্তাপরোক্ষেহিপি শ্রীকৃষ্ণে পরোক্ষবৎ, নির্দেশঃ কৌতুকবিশেষায় ; কিঞ্চ, মিত্রস্ত বিধেয়ঃ পরমানন্দমনুগ্রহম্ ; তত্ত্বচানুগ্রহ-ধর্মবিধেয়বৈশিষ্ট্যায় প্রযুজ্যন্তে ইতি মিত্রতায় অপি তত্ত্বাবো লভ্যতে, মনোরমং স্ববর্ণমিদং কুণ্ডলং জ্ঞাতম্ ইতিবৎ । যুজ্যতে চ—অনুগ্রহ বিধেয়তাদাত্যাপন্নত্বেন বিবক্ষিতহাঃ, তত্র চ পরমানন্দতঃ পূর্ণত্বং তস্মাঃ সিদ্ধমেব, তৎপ্রেমরূপত্বাঃ, সনাতনহমপি তস্ম সনাতনহাঃ, নিরূপাধিত্বেনোক্তহাঃ, কালবৈশিষ্ট্যানির্দেশেন কালসামান্তলাভাঃ । অন্তত্র শ্রীকৃষ্ণিণ্যাদৌ দৃষ্টহাঃ, এষামপি তথৈব শ্রুতি তন্ত্রাদৌ দৃষ্টহাচ । এবং পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবত্তমপি দর্শিতম্, তথা নিজাভিলাষস্তু যুক্ততা চেতি ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ ব্রহ্মকাণ্ড অনুসারে আপনার যে মাহাত্ম্য, তাও অত্থানি উচ্চকক্ষায় পৌছবার যোগ্য নয়—অতিশয় ব্যবধান বর্তমান—ইহাই যেন স্মরণ করতে করতে পুনরায় অতীব সচমৎকার ও২ শ্লোকে বললেন—অহো ইতি । অহো—আশ্চর্যে । ভাগ্যঃ—অনিবচনীয় সেই প্রসাদ—‘অহো ভাগ্যঃ অহো ভাগ্যঃ’ দ্রুবার বলা হল বীপ্তায়-ভাগ্যের অতিশয়তা-প্রাগলভ্যে পুনঃ পুনঃ চমৎকার আবেশ হেতু । আচ্ছা, প্রথমে কেন চমৎকার মাত্র প্রকাশ করলে, যাদের সেই চমৎকার তাঁদের কথা বল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—শ্রীনন্দরাজ এবং ব্রজবাসি মাত্রদের ; পশ্চ পক্ষিপর্যন্তদের কি করেই বা আশ্চর্য, আর কি করেই বা ভাগ্য এরই উত্তরে—পরমানন্দস্বরূপ যিনি, তিনিই যাদের মিত্র—স্বাভাবিক

ବନ୍ଧୁଜନୋଚିତ ତାଦୃଶ ପ୍ରେମବିଷୟ । ଏବଂ ତଥା ବଳାଓ ଆହେ, ଯଥା—“ହେ ନନ୍ଦ, ତୋମାର ଏହି ପୁତ୍ରେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର ବ୍ରଜଜନଦେର ହସ୍ତରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରାଗ ବର୍ତମାନ, ଆମାଦେର ପ୍ରତିଓ ତାର ସ୍ଵାଭାବିକ ସ୍ନେହ ବର୍ତମାନ, ଏର କାରଣ କି ?—(ଭା ୧୦ ୨୬ ୧୩), ପରମାନନ୍ଦ—ପରମ ଆନନ୍ଦସ୍ଵରୂପ । ‘ଆନନ୍ଦ’ ପଦ କ୍ଲୀବଲିଙ୍ଗ ; ବୈଦେକବାକ୍ୟ ଆର୍ଥ-ପ୍ରୟୋଗ । ଏହି ପଦେ ‘ବିଜ୍ଞାନମାନନ୍ଦ ବ୍ରନ୍ଦ’ (ଶ୍ରୀବ୍ର ୭ ୩୯ ୩୪) ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାତି ବାଚ୍ୟ ବ୍ରନ୍ଦକେ ବୁଝାନୋ ହଚ୍ଛେ । କୋଥାଓ କିଛୁ ଅଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ହଲେ ମେଖାନେ ସକଳେ ତାଦୃଶ ପ୍ରେମକର୍ତ୍ତାକେଇ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ କୋଥାଓ ‘ଆନନ୍ଦ’କେ ଦେଖିତେ ପାର ନା । ବ୍ରନ୍ଦ ସମ୍ବନ୍ଧେ କିନ୍ତୁ ଆମନ୍ଦଇ ତ୍ର୍ଯକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ମେଖାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧିମାତ୍ର ବେନ୍ଦୁ ବଲେ ପରମ—ଗୁଡ଼-ଅୟତ ତାରତମ୍ୟରେ ସ୍ଵର୍ଗପତ ଅଲୋକିକ ମାଧ୍ୟମ । ଅତଏବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ, ଏକୁପ ଭାବ । ଏହି ବ୍ରନ୍ଦ ଅପର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ-ମଯୋ, ଏହି ଆଶ୍ୟରେ ବଲା ହଚ୍ଛେ—ସନାତନମ୍—ବ୍ରନ୍ଦ ତାଦୃଶ ହୟେଇ ନିତ୍ୟ । ଏହି ଜଗତେ କାରର ଗୁଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହୟେ ଯଦି, ତା ‘ନିତ୍ୟ’ ହୟ ନା । ଏହି ବ୍ରନ୍ଦାନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟ । ପୁନରାୟ ବ୍ରନ୍ଦ କିରୁପ ? “ବ୍ରନ୍ଦ ବୁଝି ଓ ଅନ୍ତକେ ବୁଝି କରେ ଦେଓଯାର ଗୁଣବିଶିଷ୍ଟ”—ଶ୍ରଦ୍ଧାତି । “ଯିନି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ବୁଝି ଏବଂ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ତାକେଇ ପରବ୍ରନ୍ଦ ବଲେ ଜୀବନ ।”—ବିଷ୍ଣୁପୂରାଗ । [“ମେହି ବ୍ରନ୍ଦ ଶବ୍ଦେ କହେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ୍”—ଚୈତେ ୩୦] । ସର୍ବବୁଝି ବଲେ ବ୍ରନ୍ଦ ସଂଭାବ ହଲେଇ “ଅତଃପର ଆନନ୍ଦରେ ତତ୍ତ୍ଵ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ହଚ୍ଛେ”—ଏହି ବାକ୍ୟ ଥେକେ ଆରଣ୍ୟ କରେ “ଯେ ତେ ଶତମ୍” ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ—ଆଲୋଚନା ଥେକେ ପାଇୟା ଯାଇ—ମହୁୟାନନ୍ଦ ଥେକେ ଆମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବାର ବାର ଦଶବାର ଶତ ଶତ ଗୁଣାଧିକ୍ୟ ଗଣନା କରତ ଆମାର ଥେକେଇ ଶତଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ପରବ୍ରନ୍ଦ—ସଭମେର ସହିତ ବଳାଓ ହୟେଇ— ଯେଥାନ ଥେକେ ବାକ୍ୟ-ମନେର ଶହିତ ଫିରେ ଆମେ ନା ପେଇୟେ । ବ୍ରନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ଜୀବନଲେ ଆର କୋଥାଓ ଭଯ ଥାକେ ନା ।—(ଶ୍ରୀତୈତେ ୨୧୪୧) । ଏହି ସବ ଶ୍ରଦ୍ଧାତି ବାକ୍ୟର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ମନେର ଅତୀତ ଅସୀମତ ଶ୍ଵରଣ କରେ ସର୍ବଭାବେ ବୁଝନ୍ତମରୂପେ ଗୀତଓ ହୟେଇ । ଅତଃପର ଆନନ୍ଦ ତାଦୃଶ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ଓ ତାଦୃଶ ବୁଝି ହଲେଇ, ଏର ସାହିତ ମିତ୍ରତ କଟିଂ ଦେଖା ଯାଇ, ଏକୁପ ଭାବ । ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ମମାପ୍ତି ତାଇ ନଯ ; ତା ହଲେ କି ? ଏହି ଉତ୍ତରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ—ପୂର୍ଣ୍ଣମୂଳ—ସୌରଭ୍ୟାଦିର ମତୋ ସ୍ଵାଭାବିକ ରୂପ-ଗୁଣ-ଲୀଲା-ଏଶ୍ୱର ମାଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱାରା ସକଳକେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଦେଇ । ଇହା କୋଥାଓ-ଇ ଦେଖା ବା ଶୋନା ଯାଇ ନା ଏବଂ ତାଦୃଶ ମିତ୍ରତ କୋଥାଓ-ଇ ଦେଖା ବା ଶୋନା ଯାଇ ନା । ଏଥାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାଙ୍କାଣ ମନ୍ଦୁଖେ ଉପଚ୍ଛିତ ଥାକ-ଲେଇ ତାତେ ଅପରତ୍ୟକ୍ଷେର ମତୋ ନିର୍ଦେଶ କୌତୁକ ବିଶେଷ ରଚନାର ଜନ୍ମ । ଆରଣ୍ୟ ଏଥାନେ ‘ମିତ୍ରତା’ ବିଧେଯ (ୟା ଅଞ୍ଜାତ) ଆର ପରମାନନ୍ଦ ଅନୁବାଦ (ୟା ଜ୍ଞାତ), କାଜେଇ ଯା ଜ୍ଞାତ ମେହି ‘ପରମାନନ୍ଦ’ ପଦଟି ଆଗେ ବଲେ ତ୍ର୍ୟ ପଶ୍ଚାଣ ଅଞ୍ଜାତ ‘ମିତ୍ରତା’ ପଦଟି ପ୍ରଥ୍ୟୋଗ କରାଇ ବିଧି—କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ଅନୁବାଦେର (ଜ୍ଞାତେର) ଅର୍ଥାଣ ପରମାନନ୍ଦର ଆଗେଇ ବିଧେଯ (ଅଞ୍ଜାତ) ‘ମିତ୍ରତ’ କେ ପ୍ରଥ୍ୟୋଗ କରା ହୟେଇ ତାକେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦାନେର ଜନ୍ମ ; ଅତଏବ ମିତ୍ରତାର ଏବଂ ପରମାନନ୍ଦର ମେହି ମେହି ଭାବ ଲାଭ ହୟେ ଗିଯେଇ,—“ମନୋରମଃ ଶୁର୍ଣ୍ଣମିଦଃ କୁଣ୍ଡଳଃ ଜାତମ୍” ଇତିବ୍ୟ । ଏକୁପ ପ୍ରୟୋଗେର ଆରଣ୍ୟ ହେତୁ ଦେଖାନ ହଚ୍ଛେ, ଯଥା—

ଅନୁବାଦ ପରମାନନ୍ଦର ମିତ୍ରତା-ତାଦୃଶ୍ୟାପାନ୍ତରୂପେ ଉତ୍କ ହୁଏଇ ହେତୁ ଏକୁପ ପ୍ରୟୋଗ, ଏତେ ପରମାନନ୍ଦର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରତାର ମିନ୍ଦଇ ହଲ—ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମରୂପ ହୁଏଇ ହେତୁ । ମିତ୍ରତାର ସନାତନର ମିନ୍ଦ ହଲ—ପରମାନନ୍ଦ ସନାତନ ଧର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏଇ ହେତୁ, ନିରୁପାଧିକରୂପେ ଉତ୍କ ହୁଏଇ ହେତୁ, କାଳ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର ଅନିର୍ଦେଶେ ଦ୍ୱାରା କାଳ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭ ହେତୁ, ଅନ୍ତର କୁଳିଣୀ ଆଦିତେ ଏହି ମିତ୍ରତା ଦେଖା ଯାଇଏଇ ହେତୁ ଏବଂ ବ୍ରଜବାସିଦେର

সহিত এই মিত্রতা শ্রুতি-তন্ত্রাদিতে দেখা যাওয়া হেতু। এইরূপে পূর্ববৎ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা দেখান হল, তথা ব্রহ্মার নিজের অভিলাষ যে সমীচীন, তাও দেখান হল ॥ জী০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ৎ রাগাত্মকবাংসল্যপ্রেমবতীঃ স্তুতা রাগাত্মকস্থ্যপ্রেমবতঃ স্তুবন্নেব তন্ত্রেণ বাংসল্যাদিসর্ববৰ্তীরতোহপুঃপঞ্চাকয়তি অহো ভাগ্যমহোভাগ্যমিতি। বীপ্স। অত্যানন্দচমৎকারেণ পরমানন্দমিতি ক্লীবহুমার্ঘম্। তেন চ ‘সত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি’ শ্রুতিবাচ্যঃ ব্রহ্ম সূচয়তি। পরম পদেন শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রতিষ্ঠাভূতত্ত্বং পূর্ণপদেন ব্রহ্মস্বরূপাগামংশাবতারাণাং ব্যাখ্যাতিঃ। এতাদৃশং ব্রহ্ম যেষাং শ্রীদামাদি-বালকানাং মিত্রঃ সখা। মিত্রতন্ত্র দ্বংকাল ভবতঃ বারষ্বন্ম বিশিনিষ্ঠ। সনাতনং সার্বকালিকমিতি মিত্রতন্ত্র সার্ব-কালিকঃতন্ত্রে শ্রীদামাদীনামপি সার্বকালিকতঃ ভজাপিতম্। ‘অয়ন্তু ত্রমো ব্রাহ্মণ’ ইত্যক্তে ব্রাহ্মণ্যস্ত্রৈবোত্তম-ত্বাত্ত্বিশিষ্টেহপুত্রম ইতিবদ্বাপি মিত্রস্ত্রৈব সনাতনত্বং বিবক্ষিতম্। তথা মিত্রশব্দস্তু বন্ধুমাত্রবাচকত্বাদেবঞ্চ ব্যাখ্যেয়ম্। শ্রীমন্তরাজব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্যন্তাণাং সর্বেষামেবাহো ভাগ্যমহোভাগ্যং কিং পুনর্নন্দস্তু তত্ত্ব তদীয়গোপানাং। কিং তৎ যেষাং বাংসল্যাদিসর্ববিধিপ্রেমবতাং পরমানন্দং ব্রহ্ম সনাতনং মিত্রঃ বন্ধুঃ। বন্ধুত্বাচিতপ্রীতিকর্তৃ। যদ্বক্ষাতে গোপৈঃ— দুস্ত্যজ্ঞশ্চাতুরাগোহিস্ত্রিন্ম সর্বেষাং নৌ ব্রজৌকসাম। ‘নন্দ। তে তনয়েহস্মাত্তু তত্ত্বাপোঃপত্তিকঃ কথ’মিত্যত এষু ব্রজবাসিষ্ঠোৎপত্তিকাতুরাগোব পূর্ণব্রহ্মেত্যার্থ আয়াতঃ। তেন পরমানন্দমপ্যানন্দযন্তি ব্রজবাসিন ইতি। তে সচিদানন্দময়া এবাথ চ পরমবিশ্বস্তরসবিষয়ীভূতা ইতি ধৰনিতম্ ॥ বি০ ৩২ ॥

৩২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদ** ৎ রাগাত্মক বাংসল্য প্রেমবতীগণকে স্তুতি করবার পর রাগাত্মক স্থ্যপ্রেমবান্দের স্তুব-করারূপ উপায়েই বাংসল্যাদি সর্বরতিমতীদেরও শ্লোকের দ্বারা স্তুব করছেন— অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য ইতি। বীপ্স। (ছড়িয়ে পরার ইচ্ছা) —অত্যানন্দ চমৎকারে দুবার বলা হল। পরমানন্দম্—পুঁলিঙ্গ ‘আনন্দ’ শব্দের ক্লীবলিঙ্গরূপ ব্যবহার আর্থ প্রয়োগ। এই আনন্দ পদের দ্বারা ‘সত্যং বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্মেতি’ এই শ্রুতিবাচ্য ব্রহ্মকে বুঝাচ্ছে। ‘পরম’ পদে কৃষ্ণ যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা আর ‘পূর্ণং’ পদে কৃষ্ণ ব্রহ্মস্বরূপ অংশ অবতারণ থেকেও যে পৃথক্ত তাই বুঝানো হল। এতাদৃশ ব্রহ্ম যৎ— ‘যেষাং’ যে শ্রীদামাদি বালকদের মিত্রং—সখা, এই মিত্রতা যে শুধু তৎকালীন, তা বারণ করত ইহাকে বিশিষ্টতা দান করা হচ্ছে—সনাতনং—সর্বকালিত এই মিত্রতা। এইরূপে মিত্রতার সর্বকালিকতার দ্বারা শ্রীদামাদিরও সার্বকালিকতা জানানো হল। যেমন নাকি ‘এই ব্যক্তি উত্তম ব্রাহ্মণ’ এরূপ বললে ব্রাহ্মণের উত্তমতা হেতুই সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিরও উত্তমতা এসে যাচ্ছে, সেইরূপ এখানেও মিত্রতারও সনাতনত বলা হল। তথা ‘মিত্র’ শব্দের বন্ধুমাত্র বাচকত্ব হেতু এরূপই ব্যাখ্যা করতে হবে। নন্দগোপব্রজৌকসাম— নন্দগোপের যে ব্রজ সেই ব্রজের আশ্রয়ী মাত্রদের— পশু-পাথী পর্যন্ত সকলেরই অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য। নন্দের নিজের ও তদীয় গোপেদের কথা আর বলবার কি আছে?

যমিত্রং ইত্যাদি—বাংসল্যাদি সর্ববিধ প্রেমবান্ম যাদের বন্ধু হলেন পরমানন্দ ব্রহ্ম সনাতন, তাঁদের যে কি ভাগ্য তা কো ভাষায়ন্ম ব্যক্ত হবে? অর্থাৎ তা অনিবচনীয়। গোপেদের মুখেই ইহা বলা আছে, যথা

৩৩ । এষান্ত ভাগ্যমহিমাচ্যুত তাৰদাস্তামেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ ।

এতদ্বীকচষকৈকেৱসকৃৎ পিবামঃ শৰ্বাদয়োহঁ শ্রুদজমধ্বযুতাসবং তে ॥

৩৩ । অৱয়ঃ [হে] অচ্যুত, এষাঃ (ৰজ্বাসিনাঃ) ভাগ্যমহিমা তু তাৰৎ আস্তাঃ ন কোহাপ তন্মহিমানং বক্তুং সমৰ্থঃ' সৰ্বাদয়ঃ (কুদ্বাদয়ঃ) বয়ম্ একাদশ (অহং ব্রহ্ম চন্দ্রাদয়শ্চ) এব হি এদ্বীকচষকৈকে (ইন্দ্ৰিয়ৰূপ পানপাত্ৰেঃ) অসকৃৎ (সদৈব) তে অজ্বুদজমধ্বযুতাসবম্ (পদকমলমধুস্বৰূপামৃতমন্তঃ) পিবামঃ যত বয়ং [অপি] ভূরিভাগাঃ ।

৩৩ । মূলানুবাদঃ হে অচ্যুত ! এই ব্ৰজেৱ গোপ-গোপী সমূহেৱ ভাগ্য মহিমাৱ কথা দূৰে থাকুক, কুদ্বাদি আমৱা একাদশ ইন্দ্ৰিয়াধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাও ধৃত । কাৰণ এই সব ব্ৰজবাসিগণেৱ একাদশ ইন্দ্ৰিয়ৰূপ পানপাত্ৰে আমৱা একাদশ জনও আপনাৱ চৱণকমল-মধু মুহূৰ্হ পান কৱছি ।

—“হে নন্দ তোমাৱ এই পুত্ৰেৱ প্ৰতি আমাদেৱ সমস্ত ব্ৰজজনেৱ দুষ্পৰিহাৰ্য অনুৱাগ বৰ্তমান, তঁৰও আমাদেৱ প্ৰতি স্বাভাৱিক স্নেহ বৰ্তমান । এৱ কাৰণ কি ?”— (ভা০ ১০।২৬।১৩) । এৱ থেকে তিনি যে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম তাই বুৰা যাচ্ছে । তাই পৱনানন্দ স্বৰূপকেও ব্ৰজবাসিগণ আনন্দিত কৱেন, এইৱপে ব্ৰজবাসিগণ সচিদানন্দময় । অথচ ‘অহো ভাগ্য’ এইৱপে পৱনবিশ্ব-ৱসবিষয়ীভূত, এৱপে ধৰনিত হচ্ছে ॥ বি০ ৩২ ॥

৩৩ । শ্ৰীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ অহো এষাঃ মাহাত্ম্যঃ কো নাম বৰ্ণয়িতুং শক্ত্যাং ? বয়মপ্যেষাঃ সম্বন্ধেনৈব পৱনকৃতার্থা জাতা, ইত্যাহ—এষামিতি । তু-শব্দেো ভিৱোপক্রমে, অজ্বুদজমধু শ্ৰীচৱণারবিন্দমাধুৰ্য্যম্ ; তৎপানং তু তদীয়াভিমানাধ্যবসায়-সম্ভলদৰ্শনশ্রীবণাদিৱপম্, দেবতাশ্চ শৰ্বব্ৰহ্মচন্দ্-দিঘাতাৰ্ক-প্ৰচেতোহিষ্বিহৃন্দোপেন্দ্ৰমিত্রকাঃ ; গুহেন্দ্ৰিযদ্বয়স্তানুপযোগাদঘৰীলভাচ তদধিষ্ঠাত্ৰোমিত্-প্ৰজাপত্যোন্ত্যাগেনৈকাদশ । পাদাধিষ্ঠাতোপেন্দ্ৰস্ত তদীয়-ধাৱণশক্ত্যাবেশাবতাৱো দেবতাবিশেষ এব কশ্চিং । চিন্তাধিষ্ঠাতাৱং শ্ৰীবাস্তুদেৱং বিনা তেষাঃ সৰ্বেবামপ্যকৰ্তুং ক্ষমতেন তৃতীয়েহভিধানাং, তস্য তু তৎসমীপ-গত্যুভবস্তুখং শ্ৰীগোপাদীনাঃ স্বয়ং ভগবতো নিত্যাপ্রাকৃতপৰিকৱচাদেতেষাং প্ৰাকৃতাধুনিকভাবদসন্তবেহপি তন্ত্যাবৱণস্ত-দেবগণাভেদবিক্ষয়েদমুক্তঃ, তদাবেশিৱপাত্তেষাম ; তথাচ পাদোন্তৰখণ্ডে—‘নিত্যঃ সৰ্বে পৱে ধাম্নি যে চাত্তে চ দিবৌকসঃ । তে বৈ প্ৰাকৃতনাকেহিষ্মৱনিত্যাস্ত্ৰিদিবেশৱাঃ ॥’ ইতি । উভয়থাপি তস্য চ নিত্যাদিত্যত্র কৱণপক্ষস্ত্যেব হি দেবতা, ন ভোক্তৃপক্ষস্ত্যেতি শাৱীৱকনিৰ্ণয়ঃ । শ্ৰীগোপাদীনামন্তৰঙ্গ-পৰিকৱচেন স্বতঃ সৰ্বশক্তিভিত্তি—শ্ৰীকৃষ্ণেপাসনা-শাস্ত্ৰাভিপ্ৰায়ঃ । পূৰ্ববদঘৰীলপৱিহাৰঃ, সূৰ্যাদীনাঃ নয়নাদিকোটিভিঃ যুগপদৰ্শনাদি সুখাধিক্যসাতত্যপৱিহাৰশ্চ বিৱৰণ্যেত । তত ইয়ং বা ব্যাখ্যা—শ্ৰীমন্দৰাজ-ব্ৰজোকসাঃ তাদৃশং ভাগ্যমেৱ কৈমুত্যেন স্তোতুং কাদাচিংকেনাপি তন্মাধুৰীমাত্ৰাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিন্নতি, তেন চ তাদৃশনিজাভিলাষমপি জড়ত্বি—এষামিতি ; যদ্বা, একাইবিতীয়াইলুপমেত্যৰ্থঃ । এতদ্বীজে প্ৰথমানং তদেতদিত্যৰ্থঃ । তে তৰাঙ্গুদজমধু হৃষীকচষকৈকেন্দ্ৰিজনিজচক্ষুৱাদিভিৱেৱ পানপাত্ৰেঃ শক্ত্যা ভক্ত্যা চ প্ৰাথম্যাং শৰ্ব আদিৰ্ঘেষাঃ তে দশদিক্পালদেবতা বয়মসকৃৎ পুনঃ পুনৱিহাগত্য পিবামঃ । বক্ষ্যতে চ—

‘বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃন্দেঃ’ (শ্রীভা ১০।৩।১২) ইতি, ‘শক্রশর্বপরমেষ্ঠপুরোগাঃ’ (শ্রীভা ১০।৩।১৫) ইতি চ। কৌদৃশম্ অমৃতামবম্? পরমস্বাত্ত্বাদিনাইমৃতং পরম মাদকত্বেন চাসবঃ, তরোদ্বন্দ্বেক্যং তন্দপম্; যদ্বা, এতে চ তে হৃষীকচক্ষকাশ্চ, তৈঃ; এতচ্ছব্দপ্রয়োগশ্চাত্যস্তচমৎকারেণ। অমৃতা মৃত্যুহীন। মুক্তাস্ত্বামপ্যাসবং মাদকমিত্যর্থঃ॥ জী০ ৩৩॥

৩৩। শ্রীজীব-বৈৰে তোষণী টীকানুবাদঃঃ অহো, এই ব্রজবাসিদের মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করতে সমর্থ? এন্দের সম্বন্ধেই আমরা কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এষাম ইতি। তু—ভিন্ন উপক্রমে। অজ্যুদ্বজমধু—শ্রীচরণারবিন্দ মাধুর্য। পিবাম—পান করছি। সেই পান ব্রহ্মার অভিমান নিশ্চয়-সঙ্কল্প-দর্শন শ্রাবণাদিরূপ। একাদশ বয়ঃ—আমরা ১১ জন দেবতা। মোট ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা তো ১৪ জন, তবে ১১ জন কেন বলা হল? এর উত্তরে—আমরা শিব, ব্রহ্মা ও চন্দ্ৰ। দশ দেবতা—দিক্ পৰন, সূর্য, প্রচেতা বৰুণ, অশ্বিনীকুমারবয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতা—অগ্নি, ইন্দ্ৰ, উপেন্দ্ৰ, মিত্ৰ, প্ৰজাপতি=সাকুল্যে ১৩ জন। (কৃষ্ণের সহিত অভেদ হেতু চিন্তাধিষ্ঠাতা বাসুদেবকে বাদ দিয়ে) গুহেন্দ্ৰিয়ের আনুকূল্য না থাকা হেতু এবং অশ্বীলতা হেতু তাদের অধিষ্ঠাতা মিত্ৰ ও প্ৰজাপতিৰ ত্যাগে ১১ জনই হল। পা এর অধিষ্ঠাতা উপেন্দ্ৰ তদীয় ধারণশক্তিৰ আবেশ অবতার কোনও দেবতা বিশেষ। কৃষ্ণের সঙ্গে অভেদ হেতু চিন্ত-অধিষ্ঠাতা শ্রীবাসুদেবকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতা দেবতা একাদশ। শ্রীবাসুদেব বিনা ব্রহ্মাদি একাদশ জনের কোনও ক্ষমতা নেই, একপই তৃতীয়ে আছে। শ্রীবাসুদেবের কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সামৌপ্য অনুভব স্বীকৃত হয়, আৱেশ এই স্বীকৃত হয় ব্রজের গোপব্রহ্মাদির, স্বংভগবানের নিত্য অপ্রাকৃত পৱিত্ৰতা হেতু। আৱ এই ব্রহ্মাদি একাদশজনের প্রাকৃত আধুনিকতা হেতু তা তা অসম্ভব হলেও সেই নিত্য আবৱণ্ণ দেবতাগণ সহ অভেদ বিচারে এখানে একপ উত্ত হৰেছে ব্রহ্মার দ্বাৰা। অপ্রাকৃত রাজ্যের ব্রহ্মাদি একাদশ শ্রীভগবৎ-আবেশকূপ।। শ্রীপাদ্মোত্তৰ খণ্ডে একপই আছে, যথা—“চিন্ময় ধামে সকলেই নিত্য। অন্ত যে সব দেবতা আছেন, প্রাকৃত এই সর্গলোকে, তাৰা সব অনিত্য দেবতা।।” উভয় প্ৰকারেই শ্রীবাসুদেবের নিত্যতা হেতু তিনি ইন্দ্রিয় পক্ষের দেবতা, ভোগকৰ্তাৰ পক্ষের নয়—এইকুপ শারীৰিক নিৰ্ণয়।

শ্রীগোপাদি অন্তরঙ্গ পৱিত্ৰ বলে তাদের সৰ্বশক্তি আছে—তাদের পক্ষে এই সৰ্বশক্তি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা শাস্ত্র অভিপ্রায়। এই বৃন্দাবনেও পূৰ্ববৎ গোপেদের ইন্দ্রিয়ের অশ্বীলতা হেতু পৱিত্ৰার এবং বৃন্দাবনের সূর্যাদিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতাগণেৰ নয়নাদি কোটি ইন্দ্রিয়ের দ্বাৰা যুগপৎ কৃষ্ণদৰ্শনাদি সাত্য পৱিত্ৰার নিষেধ কৰা হল এখানে। অতঃপৰ ব্যাখ্যা একপ হবে, যথা— শ্রীমৎনন্দৱাজেৰ ব্রজবাসিগণেৰ তাদৃশ ভাগ্যকেই কৈমুতিক শ্রায়ে স্তুতি কৰাৰ জন্ম কদাচিং কোন প্ৰকাৰে লবলেশ কৃষ্ণ-মাধুৰী লাভে নিজেদেৱণ ভাগ্যকে অভিনন্দিত কৰছেন ব্রহ্মা। এবং তাৰ দ্বাৰা তাদৃশ নিজ অভিলাষণ দৃঢ় কৰছেন— এষাম ইতি। অথবা, একাদশ—এক।+। দশ। ‘একা’ অন্বিতীয় অনুপম। এই ব্রজে প্ৰসিদ্ধ অনুপম দশজন দিক্পাল। তে অজ্যুদ্বজমধুবমৃতামবং—আপনার পাদপদ্ম মাধুর্য। হৃষীকচক্ষকৈঃ—নিজনিজ নয়নাদি-রূপ পানপাত্রে (পান কৰব)। শক্তি ও ভক্তিতে প্ৰাধান্ত হেতু শৰ্ব—শিব আদি-ঘাদেৱ সেই দশদিকপাল

দেবতা আমরা বার বার এই বৃন্দাবনে এসে পান করব।—শ্রীমন্তাগবতে উক্ত আছে—“বৃন্দাবনের পথে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ গিরিধারীর শ্রীচরণ বন্দনা করছেন।”—(শ্রীভা০ ১০।৩৫।২২)।—“শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশী-বাদন করতে থাকেন, তখন শিব ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবতাগণ মোহপ্রাপ্ত হন আকাশমার্গে।”—(শ্রীভা০ ১০। ৩৫।১৫)। অমৃতাসবৎ—কিরূপ অমৃতাসব ? পরম স্বাতু বলে অমৃত, পরম মাদক বলে মদ। এ দু-এর মিশ্রনে যেরূপ হয় সেরূপ অপূর্ব সেই মাধুর্য। অথবা, এই ইন্দ্রিয়রূপ পান পাত্রে—এখানে অত্যন্ত চমৎকারে ‘এতৎ’ শব্দ প্রয়োগ। অমৃতাসবৎ—মুক্তগণেরও মাদক। জী০ ৩৩।

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : কিষ্ণেভি ব্রজবাসিভির্বয়মপি ভূরিভাগাঃ ক্রিয়ামহে ইত্যাহ—এষান্ত ভাগ্যস্ত মহিতা মহিমা তাৰদাস্তাঃ কস্তাঃ বক্তুঃ শক্রোতি। বয়মেকাদশ এতেষামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারোহিপি ভূরিভাগাঃ। যত এতেষাঃ হৃষীকাগীন্দ্রিয়াণ্যেব চষকানি পানপাত্রাণি তৈস্তব অজ্যুদ্বজয়োশ্চরণকমলযোর্মঞ্জীর-রঞ্জিতযোর্মধু তত্ত্বাভিমানাধ্যবসায়সকল শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ কীর্তন সম্বাহনান্তিক গত্যাত্মকং তদেব অমৃতং স্বাতু আসবং মাদকং শৰ্বাদয়ো রূদ্রাদয় ইত্যশ্লীলস্তেন্দ্রিয়দ্বয়স্ত্রাধিষ্ঠাতৃদেবতাদ্বয়স্ত ত্যাগাং চিত্তাধিষ্ঠা-তুর্বাহুদেবস্থাপি তদভেদ দৃষ্ট্যা তাগাদেকাদশেরপিবামঃ। অত্র যদ্যপেয়ামন্তরাত্মন এব বিষয়ভোগে নতু তত্ত্বকর্তৃগামিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃণামিত্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধো ব্রহ্মা তিষ্ঠতি চক্ষুৰ্বি সূর্যস্তিষ্ঠতি তঃ তমধিষ্ঠাতারং বিনা তত্ত্বদিন্দ্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীনাঃ প্রাহকং ন স্ত্রাদিতি, সামান্ত দৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাঃ প্রবাদোহিপি শ্রীকৃষ্ণে রত্নোৎকৃষ্টাবতাঃ ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ কর্তৃত্বমাত্রেণেব ভোক্তৃহাভিমানস্বীকারাং তথেব স্বেষাঃ প্রাকৃতহেইপি অপ্রাকৃত-তত্ত্বদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃহাভিমানাচ্চ। প্রেমামেব বিলক্ষণেং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্ত্র পত্তাবল্যাদৈ মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধেরিত্যাদীতি। অন্তর্থা চিদানন্দময় বপুষাঃ শ্রীভগবৎ পরিবারাণামিন্দ্রিয়াদীনামপি ভগবত ইব তন্ময়স্তমেব নতু প্রাকৃতত্ত্বসন্তবেৎ কুত্রস্ত্র প্রপঞ্চতানাঃ ব্রহ্মাদীনাঃ প্রবেশ ইতি জ্ঞেয়ম্। ষদ্বা, কাদাচিং কেনাপি তন্মাধুরীলাভেন স্বেষামপি ভাগ্যমভিনন্দতি এষামিতি। ভাগ্যমহিতা একা অদ্বিতীয়া অনুপমেত্যর্থঃ দশেব দশাপি বয়ঃ দিক্পাল দেবতা ভূরিভাগা ভবামঃ। কুত ইত্যত আহ—এতদিতি। স্বতর্জন্ম্যা স্বনেত্রশ্রোত্রাণি স্পৃশতি। বৎসচারণায় ব্রজান্দ্রিষ্টান্তস্ত তব চরণসৌন্দর্য-সৌম্র্যাদ্যতঃ নেত্রশ্রোত্রৈঃ পিবাম ইতি ॥ বি ০ ৩৩ ॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** : আরও, এই ব্রজবাসিগণ আমাদিকেও ভূরিভাগ্যবান् করে দিচ্ছেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কিন্তু এদের ভাগ্যের চরমকাষ্ঠা প্রাপ্ত মহিমার কথা দূরে থাকুক—কে তা বলতে সমর্থ ? এদের ইন্দ্রিয়-অধিষ্ঠাতা আমরা একাদশ জনন্ত ভূরিভাগ্যবান्। কারণ এদের হৃষীক—ইন্দ্রিয় সমূহই চৰক—পানপাত্র। এই পানপাত্র সমূহের দ্বারা আপনার অজ্যুদ্বজয়োঃ—চৰণকমলযুগলের ‘মঞ্জীর’ নৃপুরে রঙান মধ্যামৃতাসবৎ—স্বমিষ্ট অমৃতমদ ; মধুপান করছি, এরূপ অভিমান অধ্যবসায় সকল যথা—শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ-কীর্তন-সম্বাহন-নিকটে গমন—ইহাই অমৃত স্বাতু মদ। শৰ্বাদয়—রূদ্র প্রমুখ। অশ্লীল ইন্দ্রিয়দ্বয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতাদ্বয়ের ত্যাগ হেতু চিত্রের অধিষ্ঠাত বাস্তবেরও কুফের সহিত অভেদ দৃষ্টিতে ত্যাগ হেতু ‘ইন্দ্রিয় একাদশ’ বলা হল। এই একাদশ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করছি।

৩৪ । তত্ত্বরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাঃ ষদেগোকুলেহপি কতমাজ্জ্বিরজোভিমেকম্ ।

ঘজ্জীবিতন্ত নিখিলং ভগবান্মুকুন্দস্ত্র্যাপি ষৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥

৩৪ । অন্বয়ঃঃ অস্তাপি ষৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যম্ এব (শ্রুতিভিঃ মৃগ্যতে এব) [সঃ] ভগবান্মুকুন্দঃ তু ঘজ্জীবিতঃ (যেবাং জীবনং) নিখিলং (সর্বস্বক্ষণ তেবাং) কতমাজ্জ্বিরজোভিমেকঃ (যন্ত্র কস্তাপি চরণধূলি-কণিক়া সর্বাঙ্গস্মৃপনং) [যত্র জন্মনি তৎ] ইহ অটব্যাঃ (শ্রীবৃন্দাবনে) গোকুলে গো গোপগোপীনাং বাসভূমো ষৎ কিমপি জন্ম তৎ ভূরিভাগ্যাঃ (ব্রহ্মজন্মনোহপি অধিক সৌভাগ্যাস্পদঃ মঞ্চে) ।

৩৪ । মূলানুবাদঃ শ্রুতিগণ অস্তাবধি যাঁর পদরজ খুঁজে বেড়াচ্ছে, সেই ভগবান্মুকুন্দ যাঁদের জীবন সর্বস্ব সেই ব্রজজনদের চরণস্পর্শ, অথবা গোকুল নগরের প্রান্তবাসী হাড়ী ডোমদের চরণ রঞ্জে স্নান যে জন্মে লাভ হতে পারে, সেই জন্ম লাভই জীবের মহাভাগ্য ।

এখানে বিবেচ্য—[ চিন্ময় ধামের চন্দ্র সূর্যাদি, দেবতা মনুষ্য পশ্চ প্রভৃতি সমস্তই সচিদানন্দময় । এবং তারই জড়ান্তকরণে আমাদের এই প্রাকৃত চন্দ্র সূর্য প্রভৃতি নির্মিত । আমাদের এই প্রাকৃত জগতের দেবতাগণ অপ্রাকৃত জগতের দেবতারই শক্ত্যাবিষ্ট জীব বিশেষ ; জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জীবের বিষয় গ্রহণ সামর্থ্য নেই—ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্ দেবতার শক্তিতেই জড়বিষয় মাত্র গ্রহণ হতে পারে । পার্যদগণের সচিদানন্দময় ইন্দ্রিয় নিজ শক্তিতেই শ্রীভগবানের রূপ-রসাদি গ্রহণ করে ।] ব্রহ্ম। উৎকর্ণ-উদ্বেগ বশতঃ উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ভুলে গিয়ে নিজে প্রাকৃত অন্তকরণের অধিষ্ঠাতা হয়েও ব্রজবাসিগণের অন্তকরণের সহিত সাদৃশ্য লেশ গন্ধে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছেন । যদিও ব্রহ্মা রূদ্রাদির অন্তরাত্মারই বিষয় ভোগ, সেই সেই ব্রহ্মারূদ্রাদি কর্তাদের ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা দেবতাদের নয়, এইরূপ আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত (অন্তকরণের দোষ গুণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত) ; তথাপি বুদ্ধিতে ব্রহ্মা চক্ষুতে সূর্য অবস্থিত, সেই সেই ব্রহ্মাদি অধিষ্ঠাতা বিনা সেই সেই ইন্দ্রিয় শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ রূপরসাদির গ্রাহক হতো না । সামান্য দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিকদের একূপ পরম্পর বলা বলিও শোনা যায় । শ্রীকৃষ্ণে রতি-উৎকর্ণাবান্ম ব্রহ্মাদির আনন্দের কারণ হচ্ছে ক্রিয়ার নিষ্পাদক ও প্রযোজক হৃপ্রকার কর্তা হলেও নিষ্পাদক কর্তাই ভোগ করে থাকে—কিন্তু ব্রহ্মাদি প্রযোজক কর্তা হয়েও এঁদের ভোকৃত অভিমান স্বীকার করে নিলেন, ইহাই এক কারণ । আরও, ব্রহ্মাদি দেবতারা প্রাকৃত হলেও তদেরই অপ্রাকৃত সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলে অভিমান, ইহাই দ্বিতীয় কারণ । ইহাই প্রেমেরই বিপরীত প্রক্রিয়া—অন্তর পদ্মাবলী আদিতেও দেখা যায়, “মিথ্যা নিন্দা বাক্যের দ্বারাও অভিমান সিদ্ধি” ইত্যাদি । অন্তর্থ চিদানন্দ বপু শ্রীভগবৎপরিবারদের ইন্দ্রিয়াদিরও ভগবানের মত তন্ময়ভূই হত, প্রাকৃত সন্তুষ্ট হত না । তবে কি করে আর সেখানে প্রপঞ্চগত ব্রহ্মাদির সেই অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে প্রবেশ হয় ? এরূপ বুঝতে হবে ।

অথবা, কদাচিত্ত কেউ শ্রীকৃষ্ণ মাধুরী লোভে নিজেদের ভাগ্যকেও স্তুতি করে—এবাম ইতি । ব্রজবাসিগণের ভাগ্যমহিমা এক অদ্বিতীয়, অর্থাৎ অনুপম । দৈশ্বৰ—আমরা দশ জন দিগ্পাল দেবতাও

তুরি ভাগ্যবান् । কি করে ? এই আশয়ে বলা হচ্ছে—এতদ্ব ইতি—নিজের তর্জনী দ্বারা নিজের নেতৃ-কর্ণ, স্পর্শ করে বললেন এই সব ইন্দ্রিয় (দ্বারা পান করছি)। বৎস চরাবার জন্য ব্রজ থেকে নিষ্কান্ত আপনার সৌন্দর্য সৌন্দর্য অমৃত নয়ন কর্ণদ্বারে পান করছি ॥ বি ৩০ ॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ তদেবং তেষাং মহামাহাত্ম্যমহুবদন্ত জাতদৈন্যস্তজ্জনান্তঃ-পতিতয়া তচ্চরণসেবেচ্ছামপি ধাত্রেন্দ্রৈনেবাকরবমিতি ব্যঞ্জয়ন ষৎকিঞ্চিত্প্রতিজ্ঞনচরণরজ এব বহুমন্ত্রমানঃ প্রার্থ-যতে—তদিতি, তৎপ্রতিকূলঃ মুক্ত্যাদিপঞ্চকম্ ইহেত্যাদি-পদপঞ্চকেন নিরস্তম্ । তত্ত জন্মেতি মুক্তিরিহ মথুরামণ্ডল ইতি, বৈরুগ্যাদিকমপীতি সাক্ষপ্যাদি, অটব্যামিতি মথুরাদি, গোকুল ইতি মধুবনাদি ; তত্ত্বাপি কিমপি দুর্ব্যাদিমৃহত্তম হমিত্যভিপ্রায়ঃ, তচ্চরণসেবায়ামন্ত্ররীণাভিলাষাচ । অভিষেক ইতি—সর্বাঙ্গসাফল্যলোভাত্তক্ষম । অন্তর্ভূতঃ । যদ্বা নহু কথঃ সাক্ষাদেগাপাদিজন্মেব ন প্রার্থ্যতাম ? তত্ত্বাহ—যদিতি ; যস্ত গোকুলস্য তদ্বাসিমাত্রস্য নির্খিলঃ জীবিতঃ ভগবান্মুকুন্দ এব, তত্ত্ব যঃ স্বয়ঃ ভগবান্ম পরাংপরত্বাং সাধয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ । সাধিতোহপি যো মুকুন্দঃ প্রায়শো মুক্তিমেব দাতা, ন তু ভক্তিযোগমাত্রমপি, তমেতঃ বিনা মজজনঃ ক্ষণমপি ন জীবিতুঃ শক্রোতীত্যর্থঃ, ইতি পরমপ্রেমবিশেষ-বস্ত্রমুক্তম । আন্তঃঃ তাবদগ্নেছৰ্ত্রঃসাধ্যত্বঃ দুর্লভপ্রেমত্বঃ, যস্ত পাদরজঃ শ্রুতিভিরঢাপি তর্যি সাক্ষাদত্রাবতীর্ণে-ইপি দৃশ্যত এব ; কতমঃ রজঃ কিয়মহিমেতি জ্ঞাতুমিষ্যত এব, ন তু তদন্তঃ প্রাপ্যত ইত্যর্থঃ । ‘যতো বাচঃ’ (শ্লোকে ২৪।১) ইত্যাদি-শ্রুতেঃ । অতঃ পরমপ্রাচীন মানুশ সর্বজ্ঞানপ্রদ শ্রুতিদুল্লভ-জ্ঞানে তৎপাদরজস্তাপি প্রার্থনা মেইনুপযুক্তা ; কৃতঃ ? পুনঃ প্রেমভরবশীকৃত-তৎপাদাজক শ্রীগোপাদিজন্ম প্রার্থনেতি ভাবঃ । এবম্ ‘অহোহিতিধন্তা’ ইত্যারভ্য শ্রীব্রজবাসিভেদানাং যথা পূর্বমাহাত্ম্যাকৈমুত্যঃ দর্শয়িত্বা শ্রীব্রজেশ্বররোম্প্রস্ত তদতীব বোধিতঃ, সাক্ষান্তৎপ্রভাবশ্চ তো প্রশংসিতুমপি ‘কোহহঃ বরাকঃ’ ইতি বিবক্ষয়া সখায়স্ত স্বাপরাধজ-ভয়-লজ্জাভ্যাঃ ন প্রস্তুতা এব, অতশ্চ তদাচ্ছাদনায় লক্ষানন্দবিশেষান্তমাতর এব প্রথমত উপন্যস্তা ইতি জ্ঞেয়ম ॥ জী ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে ব্রজবাসিদের মহামাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে দৈত্যের উদয়ে সেই ব্রজজনদের মধ্যে আমিও একজন, একপ মননের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা ইচ্ছা ও ধৃষ্টিতা বশেই করব, এইরূপ প্রকাশ করে ষৎকিঞ্চিং শ্রীকৃষ্ণজন চরণরজই বহুমাননা করে প্রার্থনা করছেন অক্ষা—তদ্ব ইতি । শ্রীকৃষ্ণ সেবার প্রতিকূল মুক্ত্যাদি পঞ্চক নিরস্ত হল, ‘ইহ’ ইত্যাদি পদ পঞ্চকের দ্বারা । এই শ্লোকে জন্ম—মুক্তি, ইহ—এখানে, মথুরা মণ্ডলে, বৈরুগ্যাদিতেও সাক্ষপ্যাদি মুক্তি, অটব্যাম—মথুরাদি, গোকুলে—মধুবনাদিতে জন্ম, তার মধ্যেও কিমপি—হর্বাদি কোমল তৃণজন্ম অভিপ্রায়—সেখানে আপনার পনধূলি দ্বারা সম্যক্রূপে অভিষেক সিদ্ধি হেতু এবং আপনার চরণ সেবাতে গোপন অভিলাষ হেতু । অভিষেক ইতি—পদধূলিতে স্নান, সর্বাঙ্গ সাফল্য লাভের জন্য উক্ত হয়েছে ।

[স্বামিপাদের টীকা—গোকুলবাসিগণ ধন্ত কেন ? ষৎ ইতি—এদের জীবন ও যথাসর্বস্ব ভগবান্মুকুন্দ, তাই এরা ধন্ত । মুকুন্দপরই জীবন এদের ।] অথবা পূর্বপক্ষ, আচ্ছা সাক্ষাং গোপাদি জন্ম কেন-না প্রার্থনা

করছেন ? এরই উত্তরে—যদিতি । যৎ—‘যদ্য’ যে গোকুলের অর্থাং যে গোকুলবাসি মাত্রেরই নিখিল জীবন ভগবান् মুকুন্দ—এখানে ইনি স্বয়ং ভগবান্ পরাংপর বলে সাধন ক্ষমতার অতীত, তাই প্রার্থনা করছি না, একপ অর্থ । সাধনার সিদ্ধিতেও যে-মুকুন্দ প্রায়শঃই মুক্তিই দিয়ে থাকেন, ভক্তিযাগ মাত্রও দেন না—সেই পদরজে মজ্জন বিনা বাঁচতে পারবো না । এইরূপে ব্রহ্মার পরম প্রেমবিশেষবস্তা বলা হল । তাবৎ দৈন্য সাধ্যত্ব দুর্লভ প্রেমের কথা দূরে থাকুক যাঁর পদরজ শ্রুতি সমূহও অন্যাপি অব্বেষণ করে বেড়াচ্ছেন—সেই তিনিই সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হয়ে সকলের নয়নগোচর হচ্ছেন । কতমৎ রজঃ—রজের কি অন্তু মহিমা, তা জানতে ইচ্ছা করি, কিন্তু তার অন্ত পাই না, একপ অর্থ । কারণ ‘বাক্যমন সেখান থেকে ফিরে আসে ।’—(শ্রীতে ২।৪।১) এইরূপ শ্রুতি আছে । অতএব পরম প্রাচীন মাদৃশজনকে সর্বজ্ঞানপ্রদ যে শ্রুতি, সেই শ্রুতির জ্ঞানের সীমার বাইরে অবস্থিত আপনার নিকট পদরজের প্রার্থনাই আমার পক্ষে অমূল্যযুক্ত, প্রেম-ভরবশীকৃত আপনার চরণ-কমলসেবী শ্রীগোপাদি জন্ম প্রার্থনার কথা আর বলবার কি আছে, একপ ভাব । এইরূপে ‘আহোতিথিত্বা’ ৩। শ্লোক থেকে আরস্ত করে বিভিন্ন ব্রজবাসীর মাহাত্ম্য যেকোপে পূর্বে দেখিয়ে কৈমুতিক ত্যায়ানুসারে শ্রীব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরীর মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে—তাতে সাক্ষাৎ তাঁদের প্রভাব এবং তাঁদিকে প্রশংসা করতে ‘আমি কে এক তুচ্ছজন’ এই বিচারে স্বাপরাধ-ভয়-লজ্জাতে সম্মুখে উপস্থিত সখাগণের কথা আর তোলা হল না । এবং অতঃপর তাঁদেরকে গোপন করার জন্য লক্ষণন্দ বিশেষ তাঁদের মাঝেদের কথাই প্রথমে উল্লিখিত হল, একপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ তস্মাজ্জগদৈৰ্ঘ্যায় প্রাপ্তব্যায় মোক্ষায় চ ময়া জলাঞ্জলি-  
দিত্তঃ কেন প্রকারেণ্মাং ব্রজবাসিনাং চরণধূলয়ো লভ্যন্ত ইতি বিভাব্য সনিশ্চয়মাহ,—তদেব মে ভূরিভাগঃ  
ভবত্ত্বিতি শেবঃ । যদি শ্রীমৎকৃপাকটাঙ্গ উদারা ভবন্ত্বীতি ভাবঃ । কিং তৎ ইহ অটব্যাং বন্দাবনে যৎ কিমপি  
কোমলতৃণদুর্বাদিজন্ম যহুপরি হৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনচরণবিত্তাসমৌভাগ্যঃ সন্তবেৎ । নন্দস্মিন্নতিত্ত্বে  
লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্ত্রৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ তর্হি গোকুলেহপি হন্তন্ত প্রাপ্তাদাবপি কতমস্ত হন্তীয় সৌচিক-  
কারু হডিদপাদ্যেকতরস্মাজ্বুরজসোহভিষেকে যত তথাভূতঃ শিলাশীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু । নন্দেৰাং ব্রজ-  
বাসিনামেতাবন্মাহাত্ম্যবন্ধে কো হেতুঃ কথং বা জগৎপূজ্যস্ত জগৎস্তুঃ পরমেষ্ঠিন স্তুবেষাং নীচজ্ঞাতীনাং  
পাদধূলিলিঙ্গায়াং নাস্তি লজ্জতি তত্ত্বাত—যেষাম্ জীবিতং ভগবান্ ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্য়” ত্যমরণান্তর-  
বর্গাং সৌন্দয়সৌৰ্ষ্যাদি গুণবিশিষ্টো ভগবান্, মুকুন্দঃ মুখে কুন্দবদ্বাস্ত্বঃ যস্ত সঃ ইতি হৎসৌন্দয়াদি মন্দ-  
হসিতাদ্যেক জীবনোপায়ঃ তেন বিনা সত্ত এবামী ত্রিয়ন্তে ইত্যেতেষামসাধারণঃ ত্বয়ি মহাপ্রেমৈব সর্বোৎ-  
কর্ষে হেতু ইতি ভাবঃ । নিখিলমিতি কিঞ্চিদপি জীবিতং ন ভোজনপানাদিহেতুকমিত্যর্থঃ । অতোহস্তাপি  
যেষাং পদরজঃশ্রুতিভিমৃগ্যতে এব নতু প্রাপ্ত প্রাপ্ত্য ইত্যতোহং ব্রহ্মাপি কিং বেদেভোহপ্যধিকো যত  
এতৎপ্রার্থনে মম লজ্জা স্থাদিতি ভাবঃ । অতো ময়া তদন্ত মে নাথেতি যৎ পূর্বঃ প্রার্থিতং তৎ স্বস্ত  
বৈধভক্তিমত্বে এব যদি ব্রজজনানুগতিমত্বেন মাঃ রাগানুগামৃ তান্তোধৌ নিমজ্জয়তি তদেবং প্রার্থিতম্ ॥ বিঃ৩৪

৩৫। এবাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান् কিং দেবরাতেতি ন ।

চেতো বিশ্বফলাং ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যযন্মুহৃতি ।

সদ্বেষাদিব পৃতনাপি সকুল। ত্বামেব দেবাপিতা ।

যদ্বামার্থস্তুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্তুৎকৃতে ।

৩৫। অন্বয়ঃ [হে] দেব, সকুল। পৃতনা অপি সদ্বেবাং ইব (ভক্তবেশান্তুকরণমাত্রেন) হাং এব আপিতা (প্রাপিতা) যদ্বামার্থ স্তুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়াঃ (যেবাং গৃহঃ অর্থঃ তনয়ঃ প্রাণঃ আশয়ঃ চ এতে) স্তুৎকৃতে এবাং ঘোষ নিবাসিনাঃ (ব্রজগোপজনানাং বিষয়ে) ভবান্ কিং রাতা (দাস্ত্রসি) বিশ্বফলাং তৎ (ভবজপাং) অপরং ফলঃ কুত্রাপি উত ইতি অয়ৎ (চিন্তয়ৎ) নঃ (অস্মাকং) চেতঃ মুহৃতি ।

৩৫। মূলানুবাদঃ হে দেব ! যাদের গৃহ-ধন-স্তুহৃৎ-দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র ইত্যাদি প্রিয় বস্তু সব কিছুই আপনার শ্রীতির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত, সেই ব্রজবাসিদের আপনি কি দিতে পারেন, মাত্র মাতৃ-বেশের অনুকরণ হেতুই যখন পৃতনাকে সবংশে আপনার নিজেকে দিয়ে দিলেন । সর্ব ফলাত্মক আপনা থেকে উৎকৃষ্ট ফল অন্তর্দেশে বা কালে বহু বহু অন্বেষণেও না পেয়ে আমি মোহিত হয়ে পড়ছি ।

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্তুতরাঃ আমি জগৎ-ঐশ্বর্য প্রাপ্তি এবং প্রাপ্তব্য মোক্ষকে জলাঞ্জলি দিয়েছি, কি করে এই ব্রজবাসিদের চরণধূলি লাভ হতে পারে, একুপ চিন্তাযুক্ত ব্রহ্মা সনিশ্চয় বললেন,—তদ্ভূরিভাগ্যমু—উহাই আমার ভূরিভাগ্য হোক । যদি আপনার শোভা যুক্ত কৃপাকটাক্ষ আমার প্রতি স্তুপসন্ন হয়, একুপভাব । সেই ভূরিভাগ্য কি ? ইহ অটব্যাং—এই বৃন্দাবনে কোনও তুচ্ছ কোমল তৃণ দুর্বাদি জন্ম, যার উপরে আপনার প্রিয় সখাদি ব্রজবাসিজনের চরণ-বিশ্বাস সৌভাগ্য সন্তুষ্ট হতে পারে । পূর্বপক্ষ, ওহে ব্রহ্মা এই অতি দুর্লভ লোভ ছেড়ে দিয়ে নিজ যোগা অন্ত কিছু প্রার্থনা কর, একুপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে, গোকুলেহপি—সেই নগরের প্রাপ্তব্যেও কতমস্তু—আপনার দরজি হাড়ি-ডোমাদি কোন একজনের পদধূলির স্নান যে স্থানে হতে পারে, সেই স্থানের শিলাপীঠ-ছোট্ট পাটাদি জন্ম হউক । পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজবাসিদের এতদূর মাহাত্ম্য হওয়ার কারণ কি ? কেনই বা জগৎপূজ্য জগৎস্তুষ্ঠা ব্রহ্মা আপনার এই নীচ জাতিদের পাদধূলি লিপ্সাতে লজ্জা নেই । এরই উত্তরে, যৎজৌবিতমৃ—যাদের জীবন ভগবান্ন—‘ভগং’ ‘শোভা, কাম মাহাত্ম্য’—অমরকোষ—সৌন্দর্য, সৌম্বর্যাদি গুণ বিশিষ্ট ভগবান্ন । মুকুন্দ—মুখে কুন্দবৎ হাস্ত যার তিনি—এইকুপে আপনার সৌন্দর্যাদি, মন্দহাসি প্রভৃতি একমাত্র জীবনেোপায় যাদের । ইহা বিনা সন্তাই এরা মরে যাবে, এইকুপে আপনাতে এদের অসাধারণ প্রেমই সর্বোৎকৰ্ষে হেতু, একুপ ভাব । অতএব অস্তাপি যাদের পদরজ ক্ষতিগণণ খুঁজেই বেড়াচ্ছে, কিন্তু প্রার্থনাঃ পায় না—অতএব আমি ব্রহ্মাও কি বেদের থেকেও অধিক যে এই প্রার্থনার জন্য আমার লজ্জা হবে, একুপ ভাব । অতএব হে নাথ, তাই হউক । পূর্বে যা প্রার্থনা করলাম তা আমি নিজে বৈধী ভক্তিমান হলেও যদি ব্রজবাসিনুগতি-

মান্ত্র হওয়ার দরজন আমাকে রাগানুগা অমৃত সাগরে নিমজ্জিত করে দেয়—এই আশায় একুপ প্রার্থনা ॥ বি ৩৪ ॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকাৎ নহু ভবদ্বিধায়াপি যদেষাঃ চরণরজ এব পরমফলহেন দাস্তে, তহ্যেভ্যো বা কিং দাস্তে ? কিঞ্চ, পূর্বঃ ভবতা ‘হাঃ লক্ষ্মেৰ হাঃ স্তোমি’ ইতি প্রতিজ্ঞাতম্ ; অধুনা পুনরেচচরণরজ এব প্রার্থ্যতে, ভদ্রেয় নিষ্ঠা ভবদ্বিধানামিতি সনশ্চ প্রশ্নমাশঙ্ক্য তথেবাহ—এষামিতি, পূর্বোক্তমাহাআ্যনাম্ । উত্ত প্রশ্নে, বিশ্বফলাদপীতাপি-শব্দাব্য়ঃ । ততশ্চাস্মাঃ শ্রীবজভূমেৱাঙ্কং তব স্থানঃ নাস্তি, এতৎ-স্বরূপাদুর্দুঃ চ ফলঃ নাস্তীতি, কুত্র চ কিং দাতেত্যৰ্থঃ । অয়দিতি—নঞ্চপূর্বমিণ-ধাতোৰূপম্, অত্তঃ পরঃ ফলঃ কুত্রাপ্যজানদিত্যৰ্থঃ । মুহূৰ্তীতি নিশ্চয়াশক্তেঃ সতাঃ সন্তাবযুক্তানাঃ ব্রজবাসি-বিশেষাণঃ ধাত্রীজনানাঃ বেশোঃ ‘লেভে গতিঃ ধাক্কাচিতাঃ ততোইন্দ্রম্’ ইতি তৃতীয়োক্তেঃ (২।২৩) । ইবেতি তত্ত্বাপি হিংসাময়দন্তেনেব, ন তু ভক্ত্যোত্যৰ্থঃ, অতঃ সমানফলতঃ কথঃ স্নাদিতি ভাবঃ । পৃতনাপীত্যত্ত্বস্ত কা বার্ত্তে-ত্যৰ্থঃ । অপি-শব্দেইয়ঃ যথাযোগমত্ত্বাপি ঘোজ্যঃ । সকুলেতি—প্রাক্তনাধুনিকতৎকুলোৎপন্নসহিতা, হামে-বেতি পৃতনাপীঃ সাক্ষাৎ তৎপূর্ণপ্রতি অযোষাক্ত ভগবদ্বেষিণাঃ পৃতনামুবন্তিহেনেব ; বকাঘঘোক্ত্ব বিরোধিবেশা-মুক্তিমাত্রিমিতি জ্ঞেয়ম্, আপিতা অবৈব । শুহৃৎ নিরূপাধিহিতকারী ; প্রিয়স্তাদৃশপ্রীতিবিষয়ঃ । তৎকৃত ইতি প্রত্যেকং স্বাভাবিকমেব তেষাঃ তদেকার্থভূম, তব পুনঃ তত্ত্বেদনানেক-প্রিয়জনার্থভূমিত্যৰ্থঃ । তদেবং তে পূর্ণা এব শ্রীভগবচরণাল্প্ত প্রত্যাপকারাসামর্থ্যেনাপূর্ণা ইব, তত্ত্বেভ্যঃ কিমিব দাস্তি ? অতোইহমপি ভবতা-মৃণহেন পারবশ্চমাশঙ্ক্য তাদৃশনিজাভিলাষসিদ্ধয়ে তচ্চরণরজঃশরণ এব ভবিতুঃ যুক্ত ইতি ভাবঃ । তদেবমপি শ্রীকৃষ্ণ-তদ্বাসিনোরব্যভিচারিত্বমেব ব্যঞ্জিতম্, তথা পূর্বপক্ষভঙ্গেবায়ঃ পরমসিদ্ধান্তঃ সূচিতঃ, তাদৃশ-তদ্বশী-কারময়প্রেমণ এব পরমফলভাবঃ ॥ জী ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা হে ব্রহ্মা আপনাদের মত জন-দেরই যদি ব্রজবাসিদের চরণরজ পরমফলরূপে দেওয়া যায়, তবে আপনাদের সম্মানীয় এই অতি উচ্চ কক্ষায় অবস্থিত এই ব্রজজনদের বা কি দেওয়া যাবে ? আরও, পূর্বে আপনি প্রতিজ্ঞা করে রেখেছেন— শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়ার জন্ম তাঁকে স্মৃতি করছি, অধুনা পুনরায় ব্রজবাসিদের চরণরজমাত্রই প্রার্থনা করছেন, ভাল ভাল আপনার এই নিষ্ঠা—এইরূপ সন্ম প্রশ্ন আশঙ্কা করে একুপ বলা হচ্ছে—এবাম ইতি । এষাম্ব— পূর্বোক্ত মহা মহিমাবিশিষ্ট জনদের । উত্ত—প্রশ্নে । দ্বিতীয় চরণের ‘বিশ্বফলাঃ’ পদের সহিত ‘অপি’ শব্দ যোগ করে অর্থ করতে হবে, যথা ‘বিশ্বফলাদপি’ এইরূপে অর্থ হবে, সর্বফলরূপ এই ব্রজভূমির উত্থে’ আপনার কোন স্থান নেই—এই আপনার এই স্বরূপ থেকে ফলও কিছু নেই, কাজেই কোথা থেকে আর কি দিতে পারেন এদের । অয়ৎ ইতি—‘অজানৎ’ উহা থেকে শ্রেষ্ঠ ফল কুত্রাপি আছে বলে জানি না । মুহূৰ্তি ইতি—কিছু নিশ্চয় করার অসামর্থ্য মোহ প্রাপ্ত হচ্ছি । সদ্বেষাদিব—‘সতাঃ সন্তাব যুক্ত ব্রজবাসি-বিশেষ ধাত্রী জনদের বেশ অনুকরণ হেতু ‘ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হয়েছে পৃতনা’ এইরূপ(ভাব।২।২৩)শোকের বাক্য

ହେତୁ ମୋହପ୍ରାପ୍ତ ହଚ୍ଛି । ଇବ ଇତି—ଏଇ ମଧ୍ୟେ ଓ ହିଂସାମୟ ଦନ୍ତେଇ ବେଶାନୁକରଣ, ଭକ୍ତିତେ ବେଶାନୁକରଣ ନାହିଁ । ଅତଏବ ଏହି ପୂତନାର ଧାତ୍ରୀଦେର ସମାନଗତି କି କରେ ହତେ ପାରେ ? ଏକଥି ଅର୍ଥ । ପୂତନାପି—ପୂତନାଓ ଆପନାର ଚରଣାଶ୍ରୟ ପେଲ, ଅନ୍ତେର କଥା ଆର ବଜବାର କି ଆହେ । ଏହି 'ଅପି' ଶବ୍ଦଟି ସଥାଯୋଗ୍ୟ ଅନ୍ତକ୍ରତେ ଯୋଜନୀୟ । ସକୁଳା—ଆନ୍ତନ ଆଧୁନିକ ତାର କୁଳୋଂପନ ଅନ୍ତରଦେର ସହିତ (ପୂତନା ଗତି ପେଲ) । ଦ୍ୱାମେବ ଇତି—ପୂତନାକେ ସ୍ଵୀକାର କରେନ । ପୂତନାର ସାକ୍ଷାତ କୁଳ ପ୍ରାପ୍ତି । ତାର କୁଳେ ଜୀତ ଅଗ୍ର ଭଗବଂବିଷ୍ଵେଷୀଦେର ପୂତନାର ଆନୁଗତ୍ୟେଇ ପ୍ରାପ୍ତି । ଅଥବକ ତାର କୁଳେର ହଲେଓ ଆନୁଗତ୍ୟହୀନ ବିରୋଧିବେଶ, ତାଇ ମୁକ୍ତ ମାତ୍ର ପେଲ, ଏକଥି ବୁଝିତେ ହବେ । ସୁହୃ—ନିକଳପାଧି ହିତକାରୀ । ପ୍ରିୟଃ—ତାଦୂଶ ଶ୍ରୀତିବିଷୟ । ଦ୍ୱର୍କୁତେ ଇତି—ବ୍ରଜବାସିଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେଇ ଏକମାତ୍ର ଆପନାରଇ ସମ୍ପଦି । ଆପନି କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର-ସଖା ଇତ୍ୟାଦି ଭେଦେ ବହୁ ପ୍ରିୟଜନେର ସମ୍ପଦି । ଏହିକୁପେ ବ୍ରଜବାସିଗଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶ୍ରୀଭଗବଂଚରଣ ଆପନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାପକାରେ ଅସମର୍ଥ ହେତୁ ଯେଣ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅତଏବ ଏହି ବ୍ରଜବାସିଦେର ଆପନି କି ଦିତେ ପାରେନ । ଅତଏବ ଆଶ୍ରମ ହେତୁ ବ୍ରଜବାସିଦେର ନିକଟ ଆପନାର ଅଧୀନତା ଆଶଙ୍କା କରେ ଆମି ତାଦୂଶ ନିଜ ଅଭିଲାଷ ମିଳିର ଜନ୍ମ ତାଦେର ଚରଣରଜେର ଶରଣାଗତ ହେତୁ ଆବଶ୍ୟକ ବଲେ ଠିକ କରିଲାମ, ଏକଥି ଭାବ । ଏକଥି ହଲେଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ବ୍ରଜବାସିଦେର ମଧ୍ୟେ ଏକାନ୍ତିକତା ସୂଚିତ ହଲ ଏଥାନେ । ଟିକାରଣେ ଭଙ୍ଗିକରିମେ ପୂର୍ବପକ୍ଷେର ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଦ୍ୱାରାଇ ପରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୂଚିତ ହେଯେଛେ—ବ୍ରଜଜନଦେର ତାଦୂଶ ଶ୍ରୀଭଗବଂବଶୀକାରମୟ ପ୍ରେମଇ ପରମଫଳ ସ୍ଵରୂପ ହେତୁ ॥ ଜୀବ ୩୫ ॥

୩୫ । ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ଟୀକା ॥ କିଞ୍ଚ ଯେବାଂ ପାଦରଜୋ ମୟା ଲୋଭାତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥ୍ୟତେ ତଲ୍ଲଭ୍ୟତାଂ ନ ଲଭ୍ୟତାଂ ବା ମଯେତି ସ୍ପଷ୍ଟଃ ନ ଜ୍ଞାନେ ଚେତେ ମା ଜ୍ଞାନି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନଦେକଃ ସଂ ପୃଚ୍ଛ୍ୟତେ ତହୁତରମବଶ୍ୟମେବ ଦେହିତ୍ୟାହ—ଏବାଂ ଏଭୋ ଭବାନ୍ କିଂ ରାତେତି କିଂ ଫଳଂ ଦାସ୍ତତୀତି ଉତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନେ ଇତ୍ୟଃ ପୃଚ୍ଛାମୀତ୍ୟର୍ଥଃ । ନାହିଁ ସର୍ବବେଦାର୍ଥତତ୍ତ୍ଵଜ୍ଞେନ ହୈୟେବ ଚେତ୍ସା ବିଚାର୍ୟ ସ୍ଵରମେବ ଜ୍ଞାନତାଂ ତତ୍ତ୍ଵାହ,—ନୋହିସ୍ମାକଃ ଚେତ ଇତି । ବହୁବଚନେନ ନ କେବଳଂ ମରୈବ ଅପିତୁ ରୁଦ୍ରମୁନିକାଦୀନାଂ ନାରଦାଦୀନାଂ ମର୍ବେଷାମେବ ସର୍ବଜ୍ଞାନାଂ ଚେତୋ ମୁହଁତି । ଚେତଃ କୌଣ୍ଡଃ ବିଶ୍ଵଫଳାଂ ସର୍ବଫଳାତ୍ୟକାତ୍ତ୍ଵାହିପି ଅପରମତ୍ତଃ ଫଳଂ କୁତ୍ରାପି ଦେଶେ କାଳେ ବା ଅଯଃ ବୁଦ୍ଧ୍ୟା ବହୁଧା ଅନ୍ଧିସ୍ତ୍ରାପି ଅପ୍ରାପ୍ୟବ୍ୟ । “ଇନ୍ ଗତୋ” ଶ୍ଵତ୍ସତଃ । ଅଯମର୍ଥଃ—ସର୍ବଫଳକୁପତ୍ରମେଭିରନାଦିତ ଏବ ପୁତ୍ରାଦିରପତ୍ରେନ ପ୍ରାପ୍ତ ଏବ ବର୍ତ୍ତମେ । ଅତଏବ ମୟା ଏବାଂ ଭବାନିତି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରି ତୁ ହତୋଇପ୍ୟଧିକମତ୍ୟଃ କିଞ୍ଚନ ବଞ୍ଚ ପ୍ରଶନ୍ତମହୃଦ୍ୟଃ ତଦୈବୈତୋଦ୍ୟୋଦେଵତ୍ରେନ ଯୋଗ୍ୟମତବିଶ୍ୟଃ ତତ୍ତ୍ଵ ନାତ୍ତୀତାମ୍ଭାକଃ ଚେତୋ ମୋହେ ହେତୁରିତି । ନାହିଁ ବ୍ରଜନ୍, ସତ୍ୟ ହଂ ତତ୍ତ୍ଵାନଭିଜ୍ଞ ଏବାସି ମରୈତେଷାଂ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତିମନ୍ତ୍ରରାଗମଯୀମନ୍ତ୍ରତାଂ ଭକ୍ତିଃ ଜାନିତେବ ତୃସାଧ୍ୟଫଳଭୂତଃ ସ୍ଵାଭାବ ପୁତ୍ରାଦିରପଃ ପ୍ରଥମମେବ ଦନ୍ତ ଇତ୍ୟତେ ଖଲୁ କୁତ୍ରା ଭବନ୍ତି, ଅହଂ ତୁ କରିସ୍ତ୍ରମାଣବିଜ୍ଞ ଇତି ମରୈବ ଜିତମିତି ଚେତ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୋ, ତଦପି ହଂ ଆୟେନ ଜୀବମେ ଏବେତ୍ୟାହ—ମଦେଶାଦିବ ମଦେଶାଦେବେତ୍ୟର୍ଥଃ । ପୂତନା ପାପିଷ୍ଠାପି ସ୍ଵକୁଳମହିତାପି ଦ୍ୱାମେବ ଆପିତା ହୈୟେବ ହାଂ ସ୍ଵାଭାବାଂ ପ୍ରାପିତା । ତଥା ଯେବାଂ ଧାମାଦୟୋ ମମତାମ୍ପଦାହନ୍ତାମ୍ପଦାନି ହୃଦୟମେବ ତେ ଚୈତେ ବ୍ରଜବାସିନୋହିପି ହୟା ଦ୍ୱାମେବାପିତା ଇତି ବାକ୍ୟଶେଷୋ ନାସାନେତ୍ରଜ୍ଞାଗ୍ରୀବାଭଜ୍ଞେବ ଜ୍ଞାପିତଃ । ଯତ୍ ଏବ ସ୍ଵାଭାବ ଅତିନିକୃଷ୍ଟାଯିର ପାପିଷ୍ଠାଯିର ପୂତନାଯି ଦନ୍ତଃ ସ ଏବ ସ୍ଵାଭାବ ଅତିପ୍ରକୃଷ୍ଟେଭ୍ୟଃ ପୁଣ୍ୟବଚ୍ଛିରୋ ମଣିଭୋଯ ବ୍ରଜ-

৩৬। তাৰজ্জ্বাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাৰঃ কাৰাগৃহঃ গৃহম্ ।

তাৰমোহোহজ্যুনিগড়ো যাবৎকৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥

৩৬। অৰ্থঃ [হে] কৃষ্ণ, তাৰৎ রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ (চৌরাঃ) [ভবন্তি] তাৰৎ গৃহঃ কাৰাগৃহঃ তাৰৎ মোহঃ অজ্যুনিগড়ঃ (পাদশৃঙ্খলঃ) [ভবতি যাবৎ জনাঃ তে (তব) ন (অনুৱাগিনঃ ন ভবন্তি) ।

৩৬। মূলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ ! যে পৰ্যন্ত জীৱ আপনার প্ৰতি অনুৱাগী না হয়, সে কাল পৰ্যন্তই রাগাদি তস্তু, গৃহ কাৰাগার এবং মোহ পাদশৃঙ্খলস্বরূপ হয়ে থাকে ।

বাসিভ্যো দন্ত ইতি প্ৰথমতো দানেইপ্যনুচিতানুষ্ঠিতিত্ব'ৰ্বারেত্যেষাঃ খণিতস্বীকাৰ এব তব নিষ্ঠতিৱিতি ভাবঃ ॥ বিৰ ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আৱণ্ড, যাদেৱ পদৱজ আমি লোভবশে প্ৰার্থনা কৱলাম, তা আমাৰ লাভ হবে কি না, হবে, তা যদি স্পষ্ট না বলতে চান, নাই বা বললেন ; কিন্তু অন্ত এক যা জিজ্ঞাসা কৱছি, তাৰ উত্তৰ অবশ্যই দিন, এই আশৱে ব্ৰহ্মা বলছেন—এষাং—এদিগকে অৰ্থাৎ এই ব্ৰজজনদেৱ আপনি রাতেতি—কি ফল দিতে পাৱেন ? উত—প্ৰশ্নে । এই প্ৰশ্ন কৱছি আপনাকে । পূৰ্বপক্ষ, আছা সৰ্ববেদাৰ্থ-তত্ত্ব আপনিই মনে মনে বিচাৰ কৱত নিজেই বুঝে নিন না, এৱই উত্তৰে, নো চেত—আমাৰেৱ মন ; এখানে বহুবচন ব্যাবহাৰে কেবল যে আমাৰই মনেৱ কথা বলা হচ্ছে তাই নয়, কিন্তু কুন্দ, সনকাদি নারদাদি সকল সৰ্বজ্ঞগণেৱ মন মুহূৰ্তি—মোহ প্ৰাপ্তি হচ্ছে । চিনেৱ কি অবস্থা ? বিশ্বফলাং—সৰ্বফলাত্মক আপনা থেকে অপৱৎ—অগ্ন ফল কুত্রাপি—কোনও দেশে বা কালে অয়ৎ—বুদ্ধি দ্বাৱা বহু বহু অন্বেষণ কৱেও না পেয়ে (চিত্ মোহ প্ৰাপ্ত) । এৱ অৰ্থ—সৰ্বফলস্বরূপ আপনাকে এৱা অনাদিকাল থেকেই পুত্ৰলুপে প্ৰাপ্ত হয়েই আছে । কিন্তু যদি আপনা থেকে অধিক অন্ত কোনও বস্তু প্ৰশংসন থাকে, তবে তাই এদিগকে দেওয়াৰ যোগ্য হতে পাৱে—তাতো নেই, আমাৰেৱ মনেৱ মোহেৱ ইহাই হেতু । পূৰ্বপক্ষ, হে ব্ৰহ্মা, সত্যই আপনি তত্ত্ব সমৰ্পকে একেবাৰেই অনভিজ্ঞ—আমি এদেৱ হবু অনুৱাগময়ী অন্তুত ভক্তি জেনেই তো তৎসাধ্যফলভূত আত্মভূত পুত্ৰাদিৱৰ নিজেকে প্ৰথমেই দিয়ে রেখেছি—এইৱৰূপে অন্তে শুধু কৃতজ্ঞ, আমি কিন্তু হাতে কলমে কৱা বিজ্ঞ—অতএব আপনাৰ সঙ্গে কথায় আমিই জিতে গেলাম—হে কৃষ্ণ, একৱপ যদি জয়ৰ্ধনি কৱেন, তবে বলছি শুলুন—সত্যই তো প্ৰভু আপনি খুব শ্যায় পথেই চলছেন বটে, সদেশাদিব—সাধুৰ বেশ অনুকৰণেৱ দ্বাৱাই, পূতনা পাপিষ্ঠা হয়েও নিজকুলেৱ সকলেৱ সহিত, ত্বামেৱ আপিতা—তাকে আপনি নিজেকে পাইয়ে দিলেন । অহো যাদেৱ গৃহ-ধন-সুস্তি-নিজপ্ৰিয় দ্রব্য এবং দেহ মন-প্ৰাণ-পুত্ৰ ত্ৰঃকৃতে—আপনাৰ প্ৰতিৰ নিমিত্ত, সেই অনগ্রহতি বিশিষ্ট ব্ৰজবাসিদেৱও অহো সেই একই ভাবে নিজেকে পাইয়ে দিলেন—একৱপে বাক্য শেষ কৱলেন, নামা-নেত্ৰ-অ শ্ৰীবাভঙ্গী দ্বাৱাই—যেখানে নিজ দেহ অতি নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠা পুতনাকে দান কৱলেন, সেই দেহই অতি প্ৰকৃষ্ট পুণ্যবস্তুৰ শিরোমণি ব্ৰজবাসিদেৱও দিলেন—এইৱৰূপে প্ৰথম থেকেই দানেও অনুচিত অনুষ্ঠান অনিবার্য হয়ে উঠেছে, অতএব এই ব্ৰজবাসিদেৱ কাছে আপনাৰ খণিত স্বীকাৰই আপনাৰ নিষ্ঠতি, এৱপ ভাব ॥ বিৰ ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ নহু ধামাদীনাং মদেকার্থতৈব যদি তেষাং মহিমা, তর্হি ভবানপি নিজগৃহং গহা তথেবাচরেদিতি চেৎ আন্তঃং তাবদেষামাত্মানোহিপি অদেকার্থহেনাআরামগণেভ্যোহিপি মহত্তরং ভাব-মাহাআয়াৎ, মাদৃশান্ত ভবত্তনুথহমপি দুর্ঘটমিত্যাহ—তাবদিতি। অয়মর্থঃ—রাগো বিষয়-প্রীতিঃ, তদাদয়স্তম্ভয় বিষয়লাভালাভানিষু হৰ্ষবিষাদশোকাত্তা গৃহং বিষয়মাত্রং মোহো রাগাদিহেতুরবিবেকস্তে চ তত্ত্বিক্রিয়ায়াৎ রাগমুখনিরীক্ষকা এব সর্বব ইতি প্রথমং স এবোক্তঃ। তত্ত্ব নিরুপাধি-প্রেমাস্পদস্থানোহিপ্যাত্মেন অমেব রাগস্ত স্বাভাবিকপরমযোগ্যাশ্রয়ঃ। অতস্তলক্ষণ-নিজস্বামিনমনুপলভ্যেব অমলসৌ জনানাং শুভবাসনারূপাং অন্তজনসামগ্রীং হরংশ্চৌর এব, ততস্তদনুবর্ত্তিনোহিপি তাদৃশাঃ। অথ গৃহময়ো বিষয়োহিপ্যবশিষ্টদণ্ডনায়েব কারাগারীকৃতঃ স্থান, অপদানুসরণবিরোধিবোধ-প্রদত্তান। মোহোহিপ্যসৌ তেন তেনাবস্থা-বৈশিষ্ট্যং প্রাপ্তস্তত্ত্ব স্বয়ং নিগড়ায়তে। নষ্টেহিপি তাদৃশকারাগৃহে রাগাদিময়স্ত তস্তাবশেষেণাপি অপদানু-সরণেমুখতাশক্তেঃ। তদেব অদীয়ানুস্তুতো তে তাবত্তাদৃশা ভবন্তি, যাবজ্জনাস্তে তব ন ভবন্তি, অয়া ন স্বীক্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। জ্ঞাত তু তাবকত্তে রাগাদীনামপ্যাত্মেহিপ্যাত্মনস্তব প্রাপ্তো সত্যাঃ তৈর্ণাআপ্যাশ্রিয়ত ইতি স্বয়মেব তে দোষা অপগচ্ছন্তীত্যর্থঃ। অত্ত রাগস্ত তৎপ্রাপ্তিঃ। ‘যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্মনপায়নী। সামন্তস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্তাপসর্পতু ॥’ ইত্যনুসারেণ গৃহস্ত অদর্পিতত্ত্বেন মোহস্ত চ অপ্রেময়ত্বেনেতি; অতএব তে তাবত্তাবকানাং শিরোমণয়ো মাদৃশস্ত্বেতচরণরেণুস্পর্শিগণে যৎকিঞ্চিত্তৎপ্রাপ্তাবপ্যভিলাষিণ এব কথমেতৎ কক্ষাঃ প্রাপ্তুম ইতি ভাবঃ। যদ্বা, নহু তেষাং প্রত্যগকারাসমর্থমপি মাং সদা সেবমানাস্ত এব দূষণীয়াৎ, তত্ত্বাহ—হে কৃষ্ণ সর্বচিন্তাকর্ষক যাবত্তে তব জনান ভবন্তি, অপদেবাং ন প্রাপ্তুবস্তীত্যর্থঃ; অর্থাৎ অন্তক্রানাং তাবৎ তেষাং অস্ত্বতো স্বাভাবিকভোজনেচাদয়ো নিবাসস্থানং কদাচিন্নিদ্রাদিনা অন্তিমলক্ষণে মোহোহিপি তাবৎ পরমত্বংখদা এবভবন্তি; যদ্বা, তব রাগাদয়স্তব লীলাস্থানমপি অপ্রেমমূচ্ছাৎপি তাবৎ পরমত্বংখদা ভবন্তি, যাবৎ সাক্ষাং অপদেবাং ন প্রাপ্তুবস্তীতি পূর্ববৎ। তদেব সতি তব মোহনস্তমেবৈষাং ব্রজবাসিনামপি তবানুসরণে কারণং, তস্মাদেষাং কো দোষ ইতি ভাবঃ॥ জী০ ৩৬॥

৩৬। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকান্তুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই গৃহবাসিদের মদগতপ্রাণ হেতুই যদি মহিমা, তবে আপনিও নিজ গৃহে গিয়ে সেইরূপ অংচরণ করুন-না, এরূপ যদি বলা হয়, এরই উত্তরে—এই ব্রহ্মবাসি সকলের কথা দূরে থাকুক, ‘আজ্ঞা’ পদে জীবাআরণ আপনা-গত পুণ হওয়া হেতু আজ্ঞারামগণ থেকে মহত্ত্ব ভাব-মাহাআয়। আমাদের তো ভগবৎ-উন্মুখতাই দুর্ঘট। এই আশয়ে-তাবদ ইতি। রাগঃ—বিষয় প্রীতি। রাগাদয়ঃ—রাগময় বিষয় লাভ অলাভ-হানিতে হৰ্ষ-বিষাদ-শোক প্রভৃতি। গৃহং—বিষয়মাত্রই। মোহঃ—রাগাদি হেতু বিবেক হীনতা—এই অবিবেকীরা সকলেই সেই সেই বিক্রিয়াতে রাগমুখ নিরীক্ষকই হয়ে থাকে অর্থাৎ দুই বিষয় প্রীতিতেই গাঁ ভাসিয়ে দেয়, তাই তাদের কথাই প্রথমে বলা হল। এ সম্বন্ধে নিরুপাধি প্রেমাস্পদ আজ্ঞারও আজ্ঞা বলে হে কৃষ্ণ, আপনিই রাগের স্বাভাবিক পরম যোগ্য আশ্রয়। কিন্তু এইরূপ নিজ স্বামীকে আশ্রয় না করে এই রাগ ঘূরতে ঘূরতে লোকের শুভবাসনারূপ

শ্রীভগবৎ ভজন সামগ্রী হরণ করে নেয় চোরের মত। অতঃপর এই রাগের অনুগত অন্তাগ রিপুও একই প্রকার কাজ করে। অতঃপর গৃহময় বিষয়ও অবশিষ্ট দণ্ডানের জন্য বন্ধন-আগারে পরিণত হয়—শ্রীকৃষ্ণপদ অনুসরণ-বিরোধি-জ্ঞানপদ বলে।

মেই মোহ—মেই মেই ভাবে অবস্থা-বৈশিষ্ট্য প্রাপ্তি মোহ অভিষ্ঠুনিগড়ো—স্বয়ংই পায়ের শৃঙ্খল হয়; কারণ তাদৃশ কারাগৃহ বিনাশ প্রাপ্তি হয়ে গেলেও রাগাদিময় সেই মোহের অবশেষ থাকা হেতু শ্রীকৃষ্ণ-চরণ অনুসরণ-উন্মুখতার সামর্থ্য হয় না। এইরপে আপনার অনুসরণ সম্বন্ধে এই সকল মোহগ্রন্থজন তাৎক্ষণ্য তাদৃশ থাকে যাবৎ সেই সকলজন তে—আপনার না হয় অর্থাৎ আপনি-না তাদের স্বীকার করেন। আপনার দ্বারা স্বীকৃত হয়ে গেলে রাগাদিরও আআর আআ আপনার প্রাপ্তি হয়ে যায়, এ অবস্থায় সেই সকল দোষ নিজেই চলে যায়। এখানে রাগেরই কৃষ্ণ প্রাপ্তি।—“যেরূপ নিশ্চলা শ্রীতি অবিবেকীদের বিষয়ের প্রতি, সেইরূপ শ্রীতি আপনার প্রতি নিরস্ত্র স্মরণের ফলে আমার হৃদয় থেকে চলে না যাউক।” এই অনুসারে গৃহ শ্রীকৃষ্ণের অর্পিত হওয়া হেতু এবং মোহ কৃষ্ণময় হওয়া হেতু সেই সকল দোষ চলে যায়। আপনার যত নিজজন আছে, তার মধ্যে এই ব্রজবাসিগণ সকলের শিরোমণি। আর মাদৃশ জন তো তাদের চরণরেণু-স্পর্শিগণের মধ্যে একজন। আমি যৎকিঞ্চিং প্রাপ্তির জন্যই অভিলাষ করতে পারি—কি করে এই কক্ষা লাভ করব, এরূপ ভাব। পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজবাসিদের প্রত্যুপকার করতে অসমর্থ হওয়া সত্ত্বেও আমাকে সদা সেবা করেই চলেছে, তারা দুর্ঘীয়ই বটে, এরই উত্তরে, হে কৃষ্ণ—সর্বচিত্তাকর্ষক যাবৎ তে—আপনার, জন না হয় অর্থাৎ যাবৎ আপনার সেবা না পায় তাৎক্ষণ্যে এই ব্রজবাসি পর্যন্ত আপনার সকল ভক্ত সদা আপনার স্মৃতিতে থাকে; দেহাভ্যাসে তাদের যে ভোজনেচ্ছাদি-গৃহবাস, নিদানিতে আপনার বিস্মৃতি লক্ষণ মোহ,—সে সব কিছুই তাদের পক্ষে পরম দুঃখ হয়ে থাকে। অথবা, আপনার শ্রীতি প্রতি প্রত্যুত্তি আপনার লীলা স্থান, আপনার প্রেমযুক্তি, এসব কিছুই তাদের পরম দুঃখ হয়, যাবৎ আপনার সেবা না পায়। ব্রজবাসিরা যে আপনার অনুসরণ করে তার কারণ, আপনার মোহন-গুণই, কাজেই তাদের কি দোষ, এরূপ ভাব ॥ জী০ ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ॥ নন্দেতে গৃহস্থাঃ পুত্রকলত্তাদিসংসারজালে নিপতিতা ইতি সন্ন্যাসিভি-  
রুচ্যতে, সতৎঃ উন্নক্ষণ পুত্র-বন্তু উন্নক্ষণকলত্তাদিমন্ত্র এতে গৃহস্থা বর্তন্তাঃ, দেশান্তরস্থায়ে উন্নতগৃহস্থান্তেইপি  
সন্ন্যাসিভ্যোপ্যধিকা ইত্যাহ—তাৰদিতি। রাগাদয়ে রাগদেৰাদভিনিবেশান্তে চ মহাচৌৰা জীবনিষ্ঠজ্ঞানা-  
নন্দাদিমহাধনান্তপন্থাত্য পরমেশ্বরে রাজনি এতে মা ফুঁ কুৰ্বস্ত্রিতি বুদ্ধ্যা কৰ্মাধিকারময়ে গার্হস্যকারাগারে  
মোহনিগড়েন নিবন্ধ্য জীবাঃ স্থাপ্যন্তে। হে কৃষ্ণ, জনা জীবা যাবত্তে উন্নতকালুগ্রহভাজনহেন তদীয়া ন ভবস্তি  
তাৰদেব রাগাদয়স্তেনাঃ চৌৱাঃ। তদীয়হে সতি তেষাঃ উন্নতক্ষেবে রাগঃ, ভক্তিপ্রতিক্রুলে বস্ত্রন্তেব দ্বেষঃ,  
স্বয়েবাভিনিবেশ ইতি, প্রত্যুত্ত উন্নিষ্ঠজ্ঞানানন্দাদিকমপ্যানীয় দধানান্ত এব পরমসাধবো ভূত্বা নিত্যমুপ-  
কুৰ্বাত। এবমেব গৃহঃ ভদ্রাভদ্রকৰ্মসাধনঃ যৎ কারাগারমাসীতদেব তেষাঃ দৎপরিচ্যাকৈর্তনাদিসাধনঃ তদীয়

৩৭। প্রপঞ্চ নিষ্পপঞ্চোহপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে ।

প্রপঞ্জনতানন্দসন্দোহঃ প্রথিতুং প্রভো ॥

৩৭। অষ্টয়ঃ [হে] প্রভো, প্রপঞ্জনতানন্দসন্দোহঃ (আশ্রিতাভক্তানামানন্দসমূহঃ) প্রথিতুং (প্রথয়িতুম্) নিষ্পপঞ্চঃ অপি [হং] ভূতলে, প্রপঞ্চ বিড়ম্বয়সি (লৌকিক ব্যবহারমূলকরোষি) ।

৩৭। গুলাম্বুবাদঃ হে বিভো ! আপনি এই সংসারের অতীত হয়েও শরণাগত ভক্তদের আনন্দপুঞ্জ উচ্ছলিত করে উঠাবার জন্য এই সাংসারিক পুত্রাদি ভাব অনুকরণ করেন ।

নিত্যধামপুরাপকং ভবেৎ এবং মোহবিষয়স্ত অন্তক্রত্বাং সোহপি বৎপ্রেমামুভাবরূপমোহপুরাপক ইতি কথমেতৎ সমকক্ষতাং সন্ন্যাসিনো লভন্তাম্ । যে “কুচ্ছুমহানিহ ভবার্গবমপ্লবেশাঃ ষড়বর্গনক্রমুখেন তিতীর্ষন্তৌ”-ত্যুক্ত্যা মৎপুত্রেণ সনৎকুমারেণাপকর্ষিতাস্তেভ্যঃ সন্ন্যাসিভ্যোহপি ভক্ত্যা পরমাধিকা যে, দেশান্তরস্ত গৃহস্থ-ভক্তাস্তেভ্যঃ পরঃসহস্রণতোহপি প্রেমা অধিকতমা যে ব্রজবাসিনৈষ্টরেভিত্তঃ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপোহপি পুত্রাদিরূপহেন স্বাধীনীকৃত এব বর্তমে ইতি ভাবঃ ॥ বি ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাম্বুবাদঃ পূর্বপক্ষ, এই ব্রজের গৃহস্থগণ পুত্রকলভাদি সংসার-জালে নিপত্তি, সন্ন্যাসিগণ একপ বলেন—এর উত্তরে— ঠিক ঠিক, আপনার মতো পুত্র, আপনার ভক্তকল-ভাদি যুক্ত এই ব্রজের গৃহস্থের কথা দূরে থাকুক, দেশান্তরে আপনার যে সব ভক্ত আছে তারাও সন্ন্যাসী থেকেও অধিক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—তাবৎ ইতি । রাগাদয়ঃ ইত্যাদি—রাগদ্বেষাদি অভিনিবেশ, এসব মহাচোর জীবনিষ্ঠ (শুন্দ জীবের স্বরূপের) জ্ঞান-আনন্দাদি মহাধন অপহরণ করে । অতঃপর যাতে জীব সর্বহারা হয়ে মহারাজ পরমেশ্বরের নিকট গিয়ে ফুৎকার করে নালিশ জানাতে না পারে সে জন্য তাকে কর্মাধিকারময় গার্হস্থ কারাগারে মোহনিগড়ে আবদ্ধ করে ফেলে রাখে । হে কৃষ্ণ ! জনাঃ—জীব যাবৎ তে—যাবৎ আপনার ভক্তের অনুগ্রহভাজন হয়ে আপনার জন না হয় সেই সময় পর্যন্তই রাগাদি স্তোন—চোর । আপনার জন হয়ে গোলে আপনার ভক্তেই রাগ, ভক্তি প্রতিকূল বস্তুতেই দেষ, আপনাতেই অভিনিবেশ । বরং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ অসীম জ্ঞানানন্দাদি নিয়ে এসে হাতে ধরে অপেক্ষমান সেই চোর রাগ-দ্বেষাদিই তখন পরম সাধু হয়ে নিত্য উপকার করে । এইরূপেই গৃহঃ—ভদ্রাভদ্র কর্মসাধন যে কারাগার ছিল তাই তাদের শ্রীকৃষ্ণপরিচর্যা-কীর্তনাদি সাধন ভদ্রীয় নিত্যধাম প্রাপক হয় এবং ঐ জীব তখন কৃষ্ণভক্ত হয়ে যাওয়াতে তার নিকট মোহের বিষয় সেই শ্রীপুত্রাদি কৃষ্ণপ্রেমের অনুভাব মুচ্ছাকূপ মোহ প্রাপক হয় । এইরূপে কি করে এর সমকক্ষতা সন্ন্যাসিগণ লাভ করতে পারে । “ইন্দ্রিযাদি নক্র-মকরে পরি-পূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রকে যোগাদি দ্বারা যারা পার হতে চান, ভবসমুদ্র পারের নৌকস্বরূপ আপনার আশ্রয় বিনা তাদের মহা ক্লেশই সার হয়ে থাকে ।”—(ভা ৪।২২।৪০) । এই উক্তি দ্বারা আমার পুত্র সনৎকুমার যাদের অপকর্তা খ্যাপন করল সেই সন্ন্যাসিগণের থেকে ভক্তগণ পরম অধিক—দেশান্তরস্ত যে সব গৃহস্থ-ভক্ত, তাঁদের থেকে পরঃসহস্রণে প্রেমে অধিকতম হল ব্রজবাসিগণ । তাদের দ্বারা এবং দেশান্তরস্ত গৃহস্থ-

ভক্তগণের দ্বারা আপনি সাক্ষাৎ পূর্ণবৃক্ষ স্বরূপ হয়েও পুত্রাদিকৃপে অধীনীকৃত হয়ে বিরাজমান থাকেন, একুপ ভাব ॥ বি ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ কিমৰ্থম্ ? তত্ত্বাহ—প্রপন্নজনতা নিজৰজজনকৃপা মদাদি-  
কৃপাচ । প্রথিতুং প্রথয়িতুং, ঐশ্বর্যলীলাতেইপ্যস্তা লীলায়। ভক্তপরমানন্দ প্রদত্তাদিত্যৰ্থঃ ; তহক্তম—‘নন্দঃ  
কিমকরোদ্বৃক্ষান্তঃ, ( শ্রীভাৰ্তা ১০।৮।৪৬ ) ইত্যাদৌ, ‘গায়ন্ত্যঢাপি কৰয়ো যম্লোকশমলাপহম্’ ( শ্রীভাৰ্তা ১০।৮।  
৪৭ ) ইতি, ‘যেন ঘেনাবতারেণ’ ( শ্রীভাৰ্তা ১০।৭।১ ) ইত্যাদি, যচ্ছ্বতোইপ্তেত্যরতিঃ’ ( শ্রীভাৰ্তা ১০।৭।১২ )  
ইত্যাদি । নন্দ ‘অহো ভাগ্যম্’ ইত্যাদৌ মিত্রস্ত কালবিশেষানিদিষ্টত্বেন পরমানন্দাদীনামনৃতধর্মাগাং তশ্চিন-  
বিধেয়ে সংক্রমণেন চ ব্রজোকোভিঃ সমঃ মম লীলায়। নিত্যত্বমভিপ্রেতম, ‘এষাঃ তু’ ইত্যাদাবেকেত্যনেন  
তদেব নির্দিষ্টম, ‘তন্তুরি’ ইত্যাদৌ বৈকৃষ্ণাদিপরিত্যাগ-পূর্বকমেষাঃ চরণরজঃসম্বন্ধেন স্বজন্ম প্রার্থ্য পুনরেষা-  
মনাদিশ্রুতিমৃগ্যমদ্রপপুরুষার্থপ্রাপ্তিঃ জীবনকৃপাঃ সমর্প্য তদেব দৃঢ়ীকৃতঃ ‘এষাঃ ঘোষ’ ইত্যাদৌ মম তদৃঢ়-  
বিগণনাসমর্থত্বে নানাদিকল্পপরম্পরায়ঃ পুত্রাদিকৃপেণাত্মগত্বাপ্ত্য তদেবানীতম্ ; তাৰদিত্যাদৌ তত্ত্ব বিদ্যাত-  
কাসন্তবাস্তবে পর্যবসায়িতম্, তত্ত্বপ্যাস্তাঃ নৌমীড়েত্যাদৌ তেষাঃ এষাঃ সম্বন্ধি যদেতন্মুকৃপঃ, তদেব  
নিজপুরুষার্থত্বেন প্রতিজ্ঞাতম্ ; তত্ত্ব কৈশ্চিং প্রপঞ্চরীতিদ্ব্যো লীলেয়মন্ত্বত্যাশঙ্ক্ষেত, তত্ত্ব কিং বক্তব্যম ?  
তত্ত্বাহ—প্রপঞ্চমিতি । নিত্যমেবৈতেঃ সমঃ লীলায়মানস্তঃ নিষ্পপঞ্চঃ প্রপঞ্চাস্পৃষ্টলীলাহিপি মধ্যে মধ্যে  
হেতৈঃ সমঃ ভূতলেহবতীর্থ্য প্রপঞ্চ বিড়ম্বয়সি, নরান্তরবজ্জন্মাদিলীলয়ামুকুর্বন্ধপি মহান্তমেব তত্ত্ব উৎকর্ষঃ  
দর্শয়সীত্যৰ্থঃ । নন্দ কিমৰ্থমিদম ? তত্ত্বাহ—প্রপন্নেতি । যদপি তত্ত্বাঃ নিত্যায়াঃ ভূতলাপ্রকটলীলায়ঃ  
নিত্যানাঃ প্রপন্নজনসমূহানামেষামনিত্যানাঃ চাস্মাকঃ যথাস্ত্বং দর্শনেন শ্রবণেন চানন্দে। ভবতোব, তথাপ্যস্তাঃ  
ভূতলে প্রকটায়াঃ জন্মাদিলীলায়ঃ সন্দোহঃ প্রথিতো ভবতৌত্যেতদর্থমিত্যৰ্থঃ ॥ জীৰ্ণ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ এই লীলার প্রয়োজন কি ? এই উত্তরে বলা  
হচ্ছে, প্রপন্ন জনতা—এই বাক্যে নিজৰজজনদের ও আমাদের প্রভৃতিকে বুঝানো হল । প্রথিতুং—  
জগতে প্রচার করবার জন্য—ঐশ্বর্য লীলা হতেও এই মাধুৰ্য লীলার ভক্ত পরমানন্দ প্রদত্ত হেতু । তাই বলা  
হচ্ছে—“পরীক্ষিঃ বলছেন, হে ব্রহ্ম ! সেই নন্দ ঘশোদা কি এমন তপস্তা করেছিল, যার জন্য শ্রীহরি  
ঘশোদার স্তুন পান করল । এই সব লীলা লোককল্প নাশন, অঢ়াপি কবিগণ গান করে থাকেন ।”—( শ্রীভাৰ্তা  
১০।৮।৪৬-৪৭ ) ।—“পরীক্ষিঃ বলছেন—প্রতু, ভগবান् শ্রীহরির নানা অবতারে যে সব লীলা করে থাকেন,  
তা কর্তৃর আস্বাদ ও মনের আনন্দকর বটে, তথাপি তার মধ্যে যা শ্রবণ মাত্রেই জীব মাত্রেই শ্রবণ-  
অপ্রবৃত্তি নাশ হয়ে যায়—অতঃপর অনর্থ নিবৃত্তির পর ক্রমশঃ নিষ্ঠ। রুচি আসক্তি, রতি, প্রেম হয় ।  
ভক্তে মৈত্রীর ভাব জন্মে—যদি কৃপা হয় তাদৃশী মনোহরা শ্রীহরিকথা বলুন ।—( ভাৰ্তা ১০।৭।১১-২ ) ।  
পূর্বপক্ষ—( ১৪।৩২ ) ‘অহো ভাগ্য’ ইত্যাদি শ্লোকে ‘মিত্রতাৰ’ কাল বিশেষ নির্দিষ্ট না কৰা হেতু এবং ‘পরমা-  
নন্দাদি’র অনুক্ত ধর্ম সমূহের এই বিষয়ে সঞ্চার হেতু ব্রজবাসিদের সঙ্গে আমার লীলার নিত্যত্ব অভিপ্রেত ।

(১৪।৩৩) 'এষাঃ তু' ইত্যাদিতে সেই লীলার নিত্যতাই নির্দিষ্ট করা হল, (১৪।৩২) 'তত্ত্বি' ইত্যাদিতে বৈকুঁঠাদি পরিত্যাগ পূর্বক এ ব্রজবাসিদের চরণরজ সম্বন্ধে স্বজন্ম প্রার্থনা করে এবং পুনরায় এই ব্রজবাসি-দের জীবনকৃপা অনাদি শ্রুতিমূল্য মুদ্রণ পুরুষার্থ প্রাপ্তি দৈন্য বশতঃ সঁপে দিয়ে লীলার নিত্যতাই দৃঢ়ীকৃত করা হল। (১৪।৩৫) 'এষাঃ ষ্ঠোষ' 'এই ব্রজবাসিদের দেবার মতো আপনার ভাণ্ডারে কোন ধন মেই' ইত্যাদিতে—ব্রজবাসিদের কাছে আমার সেই ঋগ শোধের অসামর্থ্যে কল্প পরম্পরাতে পুত্রাদিকৃপে আহুগত্য প্রাপ্তি দ্বারা সেই লীলাই জগতে নিয়ে আসা হল। 'তাৰৎ' ইত্যাদি শ্লোকে বাধা বিষ্ণের সন্তাননা না থাকায় এই লীলার নিত্যতাই নির্ধারিত হল। এ সব কথাও থাকুক, 'মৌমিডা' ইত্যাদি শ্লোকে ব্রজের বাইরের ভক্তদের এবং ব্রজবাসিজনের সম্বন্ধী আমার যে এই রূপ, তাই নিজপুরুষার্থকৃপে ব্রহ্মার দ্বারাও প্রতিজ্ঞাত হল। এ সম্বন্ধে কেউ কেউ প্রপঞ্চ দৃষ্টিতে এই লীলা ভিন্ন প্রকার, এরূপ আশঙ্কা করে। এতে কি বক্তব্য ? এরই উত্তরে—(১৪।৩৭) প্রপঞ্চ ইতি। নিত্যই এই ব্রজবাসিদের সঙ্গে লীলায়মান আপনি নিষ্প-পঞ্চঃ—প্রপঞ্চ-অস্পৃষ্ট-লীল হয়েও মধ্যে মধ্যে কিন্তু এদের সঙ্গে ভূতলে অবতরণ করে প্রপঞ্চকে বিড়ম্বয়সি—অন্ত নরবৎ জন্মাদি লীলা অনুকরণ করলেও, উহা অতিক্রেষ্টই অর্থাৎ প্রপঞ্চ-স্পৃষ্ট লীলা থেকে যে শ্রেষ্ঠ তাই দেখান হল। পূর্বপক্ষ, কি প্রয়োজনে এই লীলা ? এরই উত্তরে প্রপন্ন ইতি। যদিও এই নিত্য ভৌম-বৃন্দাবনের অপ্রকট লীলাতে নিত্য প্রপন্ন ব্রজনদের এবং অনিত্য আমাদের কৃষ্ণের দর্শনে শ্রবণে আনন্দ হয়, তথাপি এই বৃন্দাবনে প্রকট জন্মাদি লীলাতে আনন্দের সন্দেহৎ—সাগর প্রথিতো—উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর জন্মই ভৌম বৃন্দাবনে এই প্রকট লীলা ॥ জী০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ নমুব্রজেইশ্মিন্নেতৎ পুত্রাদিভাবং পূর্ণব্রহ্মণো মম ন বন্ত ইতি কেচিম-গ্রন্তে, সত্যং তে আন্তা এবেত্যাহ—প্রপঞ্চমিতি। নিষ্পপঞ্চেহপি প্রপঞ্চাতীতোহপি তৎ ভূতলে সদা স্থিতঃ সন্ত প্রপঞ্চঃ বিড়ম্বয়সি প্রপঞ্চস্তঃঃ পুত্রাদিভাবং অনুকরোষি। প্রাপঞ্চিকেষু পিত্রাদিষু প্রাপঞ্চিকাঃ পুত্রাদয়োঃ যথা চেষ্টন্তে তথেব অম্পি চেষ্টসে ইত্যার্থঃ। তেন জীবানাং যথা পিতৃপুত্রাদিভাবো হ্যবাস্তবস্তথা তব ন। তব তু স নিষ্পপঞ্চত্বাদ্বাস্তবো নিত্য এবেতি, তব লীলা নিত্য। প্রপঞ্চাতীতাপি প্রপঞ্চানুকরণময়ীতি সিদ্ধান্ত উক্তঃ, কিমুর্থঃ বিড়ম্বয়সি প্রপন্না যা জনতা তস্মা যস্তাদৃশীলীলান্বাদনোথ আনন্দমন্দোহস্তঃঃ প্রথয়িতুং ব্রহ্মানন্দাং বৈকুঁঠীয় লীলানন্দাদপি বিস্তৃতীকর্তৃঃ ভূতলে ইতি। অয়ঃ ভাবঃ। প্রকাশে দীপো নাতিশোভতে যথান্ধকারে এবং শ্঵েতরাজতপাত্রে হীরকরঞ্জ নাতিশোভতে যথা নীলকাচাদি পাত্রে। তথেব চিন্ময়ে বৈকুঁঠে চিন্ময়ী লীলা নাতিচমৎকরোতি যথা মায়াময়ে প্রপঞ্চে ইতি। যদৃপি ব্রজমণ্ডলমপি চিন্ময়মেব তদপি কৃষ্ণস্তু প্রাকৃতপুরুষ-সাধৰ্ম্যমিব ভূতলস্ত ব্রজমণ্ডলস্যাপি প্রাকৃত-ভূতলসাধৰ্ম্যমেব দৃষ্টমতোহিত লীলা চমৎকরেত্যেবেতি। হে প্রভো, ইতি মামপি প্রপন্ন মধ্যে গণয়েতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা এই ব্রজে পূর্ণব্রহ্ম আমার এই পুত্রাদি ভাব বাস্তব নয়, এইরূপ কেউ কেউ মনে করেন, সত্যই তারা আন্ত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—প্রপঞ্চম ইতি।

৩৮। জানন্ত এব জানন্ত কিং বহুক্ষ্যা ন মে প্রভো ।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥

৩৮। অন্তরঃ [হে] প্রভো, জানন্তঃ (ভগবৎ তত্ত্ব জানামীত্যভিমানবন্তো জনাঃ) জানন্ত (তব মহিমা জানন্ত) কিং বহুক্ষ্যা (এতৎ বিষয়ে বহুবক্ষ্যেন কিং ফলং মে স্মাৎ) তব বৈভবং মে মনষঃ বপুষঃ বাচঃ ন গোচরঃ ।

৩৮। মূলানুবাদঃ হে প্রভো ! যারা জানে, তারা জানুক-না । এ বিষয়ে আমার বেশী বলবার কি আছে ? আপনার মহিমা আমার তো কায়-বাক্য-মনের গোচরীভূত নয় ।

**নিষ্প্রাপঞ্চেষ্ঠপি**—এই সংসারের অতীত হলেও ভূতলে—আপনি সদা ভূতলে স্থিত হয়ে প্রপঞ্চ—এই সংসারের ভাব **বিড়ম্বয়সি**—এই সংসারের পুত্রাদি ভাব অনুকরণ করেন—এই সংসারের পিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে এই সংসারের পুত্রাদি যেরূপ ব্যবহার করেন, সেইরূপ আপনিও চেষ্টা করেন, এরূপ অর্থ । সংসারের সেই জীবদের যেরূপ পিতা-পুত্র প্রভৃতি ভাব অবাস্তব সেরূপ আপনার নয় । আপনার কিন্তু সেই পিতা-পুত্রাদি ভাব এই সংসারের অতীত বলে বাস্তব ও নিত্য । আপনার লীলা নিত্য ও সংসারের অতীত হলেও এই সংসারের অনুকরণময়ী, এরূপ সিদ্ধান্ত বলা হল । কি প্রয়োজনে অনুকরণ করেন ? এরই উত্তরে, প্রপন্ন জনতা আনন্দ সন্দোহঃ—প্রপন্ন জনতার তাদৃশী লীলা আনন্দাদন থেকে উদ্ধিত আনন্দরাশি **প্রথয়িতুঃ**—উচ্ছলিত করে উঠাবার জন্য, এরূপ ভাব । সূর্যলোকে দীপ তেজন শোভা পায় না যেরূপ অন্ধকারে শোভা পায় এবং সাদা রং এর পাত্রে হীরক-রং তেজন শোভা পায় না, যেরূপ নীল কাচাদি পাত্রে শোভা পায় । সেইরূপ চিমায় বৈকুণ্ঠে চিমায়ী লীলা অতিশয় চিন্তচমৎকারী হয় না, যেরূপ না-কি মায়াময় সংসারে হয় । যদিও ব্রহ্মগুলও চিমায়ই তা হলেও কৃষ্ণের প্রাকৃত পুরুষের সহিত সমধর্মবন্তার মতো ভূতলের ব্রহ্মগুলেরও প্রাকৃত ভূতলের সহিত সমধর্মবন্তা দেখা যায়, অতএব এখানে লীলা-চমৎকারই হয় ॥ বি০ ৩৭ ॥

৩৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা** : তদেবম् ‘অস্মাপি দেববপুষঃ’ ইত্যাদিভিঃ সামান্যতন্ত্রম্ভ মহিমো হস্তকর্হঃ দর্শিতম্, পুনশ্চ ‘পশ্চেশ মেহনার্যম্’ ইত্যাদিভিঃ স্বরূপশক্তি-মায়াশক্ত্যোঃ স্বরূপস্ত চ বিশেষতঃ অথ ‘অহোইতিধন্ত্যাঃ’ ইত্যাদিভিস্ত্রিজজনপ্রেমঃ, ‘এষাঃ ঘোষনিবাসিনাম্’ ইত্যাদিনা, ‘কারুণ্যস্ত, প্রপঞ্চম্’ ইত্যাদিনা লীলায়াচ্ছেতি তত্ত্বান্বিতপৰঃ পরিত্যজ্যাপক্রমার্থমেব নিজাভীষ্টেনাভি-প্রেয়ম্ভ পসংহরতি—জানন্ত ইতি । প্রভো হে বিচ্ছিন্নমহাপুত্রাব ! তব বৈভবং বেদাদিভিঃ ক্রৃতমপি মম মনসো ন গোচরো ন পরিচ্ছেত্যং, সামক্ষেয় দৃষ্টাদিরূপমপি বপুষ্যচক্ষুরাদিগোলকস্ত ন, অতএব ন বাচন্ত-স্মান্নোমীত্যাদিনা যৎ পুর্ণার্থিতং, তদেব পুর্ণার্থয়ে ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ** : অতএব (১৪।১২) “অস্মাপি দেব” ইত্যাদি বাক্যে কৃষ্ণের মহিমা যে তর্কাতীত, তাই সামান্য ভাবে দেখান হল । পুনরায় (১৪।১৯) “পশ্চেশ মেহনার্য” ইত্যাদি

বাক্যে স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তির ও স্বরূপের মহিমা যে তর্কাতীত, তাই বিশেষ ভাবে দেখান হল। অতঃপর (১৪।৩।) ‘অহো অতি ধন্যা’ ইত্যাদি বাক্যে নিজজনের প্রেমের, (১৪।৩।৫) “এবাং ঘোষ নিবাসিনাম্” ইত্যাদি বাক্যে করুণার এবং (১০।৩।৭) “প্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চেহপি” ইত্যাদি বাক্যে লীলার মহিমা যে তর্কাতীত, তাই দেখান হল। অতএব এদের নিরূপণের চেষ্টা পরিত্যাগ করে নিজ অভিষ্ঠরপে যা অভিলাষ, তার দ্বারাই উপসংহার করা হচ্ছে—জানন্তি ইতি। প্রভো! হে বিচিত্র অনন্ত মহাপ্রভাব! আপনার বৈভব বেদাদিতে শুনলেও আমার মনের গোচর নয়, অর্থাৎ মনের দ্বারা অবধারণ করা যায় না। সাক্ষাৎ সম্মুখে দৃষ্টি প্রভৃতি হচ্ছেন, এরূপ হলেও বপুষঃ—চক্ষুরাদি গোলকের গোচর নন, অতএব বাক্যেরও গোচর নন, অর্থাৎ এই চর্মচক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের শক্তিতেই যে গোচরীভূত হচ্ছেন তা নয়, কৃপা করে নিজেই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রাত্মা হচ্ছেন। সেই হেতু ‘মৌমি’ ইত্যাদি প্রথম শ্লোকে যা প্রার্থিত হয়েছে তাই প্রার্থনা করছি পুনরায়, এইরূপ ভাবঃ ॥ জী০ ৩৮ ॥

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ সত্যঃ তর্হি মৎস্বরূপস্ত মদ্বজ্বাসিনাঃ মদীয়লীলা। মন্ত্রক্রেশ সর্বমেব তত্ত্বঃ মদগ্রেহপি সপ্তিভমেবং ব্যাচক্ষণান্বিত ভবদ্বিধা অশ্বিন্ন জগতি কিয়ন্তো বর্তন্তে। তান্ন জিজ্ঞাসে কথয়েতি বক্রোক্তিমাশঙ্ক্য সত্রপঃ সকম্পঃ সামুতাপমাহ—জানন্ত এবেতি। যে জানন্তন্তে জানন্ত অহন্ত মহামূর্খ এবা-স্মীতি ভাবঃ। নহু তর্হি কথমেতাবৎক্ষণপর্যন্তঃ ক্রঃৰ এব তত্রাহ—কিঃ বহুক্রতি। তদগ্রে বহুক্রিবেন্মূর্খ-হয়োতনীত্যর্থঃ। নহু ব্রহ্মন্ন, নিষ্কপটঃ ক্রহীতি তত্রাহ—নেতি। তব বৈভববৈশ্বর্যঃ মম মনসো ন গোচর ইতি ধ্যানেনান্তপ্রাপ্ত্যভাবাং বপুষ ইত্যধূনৈব চক্ষুষাপি বাচ ইতি “গুণাত্মনন্তেহপি গুণান্বিমাতু” মিতি ময়া তাবহুক্তমেব। যদ্বা, তব মনসো বৈভবঃ মম ন গোচর ইতি অনন্মনসি যৎ কিমপ্যস্তি তৎ কিঃ ময়া জ্ঞাতুঃ শক্যতে “সাক্ষাত্বৈব কিমুতাত্মস্তুখার্ভুতে” রিতি পূর্বমেব মহুক্তঃঃ। এবং তদপুষ ইতি তদপুষি কিঃ কিম-স্মীতি, তব বাচ ইতি তব বেদলক্ষণায়াং বাচি কিমস্মীতি সাক্ষাত্ব তু ময়ি মৌনবস্ত্বাং বচনগন্ধস্যাপ্য প্রাপ্তি-রেব। তস্মাদ্বারা কে খলু তদগ্রে মদাদয়ো বরাকা ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৩৮ ॥**

**৩৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্বুবাদঃ হে ব্রহ্মা, আপনি যা বললেন, তা সত্যই, তবে আমার স্বরূপের, আমার ব্রজবাসিগণের, আমার লীলার এবং আমার ভক্তির সকল কিছু তত্ত্ব আমার সম্মুখেও সপ্তিভ ভাবে বলবার লোক আপনার মতো এই জগতে কতই-না আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে বলুন-না, এইরূপ বক্রোক্তি আশঙ্কা করত লজ্জা, কম্পা, অমুতাপের সহিত ব্রহ্মা বললেন, জানন্ত এব ইতি। যাঁরা জানে, তাঁরা জানুক-না, আমি তো মহা মূর্খ, এরূপ ভাব। আচ্ছা, তা হলে এতক্ষণ পর্যন্ত বলছিলেন কেন? এরই উত্তরে বলছেন,—কিঃ বহুক্রয়তি। আপনার সম্মুখে বাগাড়স্বর মূর্খত্ব দ্বোতনী, এরূপ অর্থ। ওহে ব্রহ্মণ, নিষ্কপট ভাবে বলুন তো, এরই উত্তরে—‘ন’ ইতি। আপনার বৈভবঃ—ঐশ্বর্য আমার মনসো—মনের প্রাত্মা নয়—ধ্যানের দ্বারা অন্তরের মধ্যে না আসা হেতু। বপুষ—বপুর গোচর নয়—এই তো অধুনা চক্ষুর গোচর নয়। বাচঃ—বাক্যেরও গোচর নয়—“আপনার গুণরাশি কে গগনা করত বলতে পারে” এরূপে পূর্বেই আমার দ্বারা ইহা উক্ত হয়েছে। অথবা, আপনার মনসো বৈভবঃ—আপনার মনের বৈভব**

৩৯। অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং তৎ বেংসি সর্বদৃক্ত ।  
ত্বমেব জগতাং নাথো জগদেতে তবাপিতমু ॥

৩৯। অন্বয়ঃ কৃষ্ণ তৎ সর্বং বেংসি সর্বদৃক্ত এতৎ জগৎ তব অপিতম্ ( অয্যেবাধিষ্ঠিতম্ ) ত্বমেব জগতাং নাথঃ মাম অনুজানীহি ( গৃহগমনায় অনুজ্ঞাং দেহি ) ।

৩৯। মুলানুবাদঃ হে কৃষ্ণ ! আমাকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিন, আপনি সর্বদশী, আমাদের কায় বাক্য-মনের মহিমা সব কিছু জানেন। আপনিই এই জগতের সত্ত্বাধিকারী, আপনার সম্পত্তি এই জগৎ ও মনীয় দেহ আপনার চরণেই অর্পণ করলাম ।

আমার ইন্দ্রিয়-গোচর নয়। তাই আপনার মনে যা কিছু আছে, তা কি আমি জানতে পারি—“নিজ কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত্বাত্ত্বি যাঁর তাঁর মহিমা কেউ জানতে পারে না।”—(১৪।২) পূর্বেই আমার একুপ উক্তি হেতু। এবং তদ্বপুঃ—আপনার বপুতে কি কি আছে, তব বাচঃ-আপনার বেদ লক্ষণা বাক্যে কি আছে, তা আমার গোচর নয়। আরও এখন সাক্ষাৎ উপস্থিতিতেও আমার প্রতি মৌনতা অবলম্বন হেতু আপনার বচন-গন্ধও অপ্রাপ্তিই রয়ে গেল। তাই বলছি আপনার সম্মুখে আমরা অতি তুচ্ছই বটে, একুপ ভাব ॥ বি০ ৩৮ ॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎঃ অথ তত্ত্বপ্রকরণান্তে যা দৈত্যাত্মিকা ভক্তিরেব তৎ-প্রাপ্তিকারণস্থেন দর্শিতা, তামেবাবিকুর্বন্মুজ্ঞাং প্রার্থয়তে—হে কৃষ্ণ সর্বেন্দ্রিয়াকর্ষকরূপগুণ ! অনুজানীহি ; অনেন গমনানুজ্ঞেরং নাত্মেচ্ছয়া প্রার্থ্যতে, কিঞ্চুত্রাবস্থানানর্হত্বৈব, ইতি স। ৮ প্রার্থিতস্থাপি তস্ম মৌনি-তয়েতি ভাবঃ। অয়ি চ যন্ময়োক্তঃ, যদা, বক্তব্যঃ, তৎ সর্বঃ পুনরুক্তমেবেত্যাহ—সর্বং স্ববৈভবং মন্দৈভবং স্বমনোগতং মন্মনোগতং চ স্বনিগৃঢ়লীলস্থং মদযোগ্যত্বং ইত্যাদিকং ত্বমেব বেংসি, নাহমিতি । অত্তদাজ্ঞাং বিনা তৃণাদিকপেণাপ্যেষাং তৃণাদীনাং সৌভাগ্যমামাদয়িতুং ন শক্রোমীতি ভাবঃ। বিষয়মপি ন ত্যক্তঃ শক্রো-মীত্যাহ—ত্বমেবেতি । তব ত্বৈবেব মহামর্পিতম্, দাসস্ত্বাজ্ঞাস্ত্বায়িত্বমেব যুক্তমিতি ভাবঃ। যদি চৈবং ক্রুষে—অপহৃতাত্মাঃ বালবৎসানাঃ দর্শনঃ বিনা কথমহুজ্ঞাং যাচসে ? তত্রাপ্যেব নিবেদয়ামীত্যাহ—সর্বং তৎ বেংসি, সর্ববৰ্দ্ধিতি নাত্র জ্ঞাপিতম্ । জী০ ৩৯ ॥

৩৯। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ অতঃপর পূর্বের সেই সেই প্রকরণের শেষে যে দৈত্যাত্মিকা ভক্তিকে তৎপ্রাপ্তি কারণকপে দর্শিত হয়েছে তাই প্রকাশ করত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করা হচ্ছে—হে কৃষ্ণ !—হে সর্বেন্দ্রিয়ের আকর্ষক রূপগুণ ! অনুজ্ঞানীহি— এই বাক্যে যে গমনের অনুজ্ঞা চাওয়া হল, তা নিজের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু এখানে তার অবস্থান-অযোগ্যতা হেতুই—যাঁর নিকট প্রার্থনা করা হচ্ছে, সেই কৃষ্ণের মৌনতা দেখেই মনে হল, তার এখানে থাকার যোগ্যতা নেই। আপনার কাছে যা বললাম, অথবা যা আমার বক্তব্য, তা সব কিছুই পুনরুক্তি মাত্র, তাই বলা হচ্ছে, সর্বং—নিজ বৈভব, আমার বৈভব, নিজ মনোগত এবং আমার মনোগত ভাব, নিত্য নিগৃঢ় লীলা। এবং আমার যোগ্যতা ইত্যাদি আপনিই

জানেন, আমি না । অতএব আপনার আজ্ঞা বিনা তৃণাদি রূপেও এই তৃণাদির সৌভাগ্য লাভ করতে পারব না, এরূপ ভাব ।

আমার উপর গুণ্ঠ এই স্মৃত্যাদি বিষয় আমি ত্যাগ করতেও পারব না—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—  
ত্বমেব ইতি । আপনিই জগতের নাথ ইত্যাদি । তব অপিতম—আপনার দ্বারা আমার উপর গুণ্ঠ এই  
স্মৃত্যাদি কর্মভাব । দাসের পক্ষে প্রতুর আজ্ঞা চিরকাল পালন করে চলাই উচিত, এরূপ ভাব । যদি বলেন,  
অপদ্রুত নিজ সখাদের এবং গোবৎসদের দেখলাম না, এর পূর্বেই কি করে অচুক্ত চাইছ, এরই উত্তরে  
নিবেদন করছি—আপনি যে সর্বদৃক্ত অর্থাৎ সব কিছুই দেখেন, এতে অন্তের জানানোর অপেক্ষা নেই ॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ নমু মম বৈভবং তব মাস্তু গোচরস্তুব বৈভবং অহং বেদ্মি ন বেতি  
তত্ত্ব কিমহমত্র প্রত্যুত্তরং কুর্যামিতি বাঞ্ছয়ন্স সলজ্জঃ সনির্বেদমাহ—অনুজ্ঞানীহীতি । অনুর্ভাবিতমর্থঃ অনুজ্ঞা-  
পয়েত্যর্থঃ । অত্র স্থলে ক্ষণমপি স্থাতুমযোগামতিনীচঃ মামাজ্ঞাপয় । যাদৃশোহহং তাদৃশঃ স্থলঃ সত্যলোকমেব  
গচ্ছেয়মিতি ভাবঃ । হে কৃষ্ণেতি চিন্তন্ত অমত্রাকর্ষস্যেব, কিন্তু “তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্মে”তি মৎপ্রার্থনায়ঃ  
দৃগিঙ্গিতেনাপ্যস্তিতি শ্রীমচরণের্ণেক্তমতং কিং কুর্বে তস্মাত তৎপুলিনভোজনকেলেরন্তরায়ঃ কুর্বন্নয়মপরাধী  
স্বল্পলীলা প্রাতিকুল্যাদেব শ্রীমুখোদগ বচনস্তুধালেপমপ্যনাপ্ত্বন্নহমিতো ঝটিত্যেব দূরমপসরামি অং বৎসান-  
কালয়িত্বা পুলিনে ভূঞ্জানৈঃ প্রিয়সন্ধৈঃ সহ সহাসোক্তি প্রত্যুক্তিকৌতুকং ভোজনলীলাশেষঃ সমাপয়েতি  
ধ্বনয়ঃ । অয়মহন্তিতারল্যাত পুনঃ পুনঃ কিং বা বিজ্ঞাপয়ামীত্যাহ—সর্বমস্মদাদীনাং মনোবপূর্বাচাং বৈভবং  
ত্বমেব বেৎসি কিঞ্চ নাতমন্ত্র জগতঃ শ্রষ্টান্নাথঃ কিন্তু ত্বমেব জগতাময়েষামপি বহুনাং নাথঃ । অত এতচ  
জন্ম ক্ষুদ্রতরং তব তদীয়মেব ত্যজ্যপিতম । যমিছসি যোগ্যমন্ত্র জানাসি তমস্তাদিকারিণঃ কুর্বিতি ভাবঃ ॥

৩৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ পূর্বপক্ষ, আচ্ছা আমার বৈভব আপনার গোচর না হউক—হে  
ত্বম্মা আপনার বৈভব আমি জানি কি জানি না—যেন এরই উত্তরে,—সে সম্বন্ধে আমি এখানে কি  
প্রত্যুত্তর করতে পারি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে ত্বম্মা সলজ্জ সনির্বেদ বলছেন—অনুজ্ঞানীহীতি—  
অনুর্ভাবিত অভিপ্রায় আজ্ঞা করুন,—এই স্থানে একটি ক্ষণও থাকার অযোগ্য এই অতি নীচ আমাকে  
আজ্ঞা করুন । আমি যেরূপ নীচ মেইরূপ আমার যোগ্য নীচ স্থান সত্যলোকেই চলে যাই, এরূপ ভাব ।  
হে কৃষ্ণ—এই সম্মোধনের ধনি—আমার চিন্তকে কিন্তু আপনি এখানে এই বৃন্দাবনেই আকর্ষণ করছেন—  
কিন্তু “আমার এই ভূরিভাগ্য হোক, যাতে এই গোকুলে তৃণাদি জন্ম হতে পারে ।”—(ভা ০ ১০।১৪।৩৮) ।  
আমার প্রার্থনার উত্তরে শ্রীমৎচরণের দ্বারা চোখের ইঙ্গিতেও বলা হল না—‘অন্ত’ তাই হোক । অতঃপর  
এখানে দাঁড়িয়ে আর কি করি, এখান থেকে ঝটিতি দূরে সরে যাওয়াই ভাল । হে নন্দনন্দন ! পুলিনভোজন-  
কেলির অন্তরায়কারী এই অপরাধী আপনার শ্রীমুখোদগত বচনস্তুধালেপ থেকেও বধিত হল, আপনার  
লীলা প্রাতিকুল্য হেতুই । আপনিও গো বৎসদের একত্র করে পুলিনে ভোজনরত প্রিয়সখাগণের সঙ্গে সহাস  
উক্তি প্রত্যুক্তি কৌতুক-ভোজন-লীলাশেষ সমাপন করুন, এরূপ ধনি । আমি কিন্তু অতি তরলতা বশে

৪০। শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্টিকুলপুক্ষরজ্ঞোষদায়িন্মুক্তানির্জরদ্বিজপশুদধিরুদ্ধিকারিন্ম।  
উদ্বৰ্মশার্বরহর ক্ষিতিরাক্ষসঞ্চগ্রামাকর্মহন্মগবন্মন্মস্তে।।

৪০। অন্তর্যঃ শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্টিকুলপুক্ষরজ্ঞোষদায়িন্ম (যদবকুলকমল-প্রকাশকঃ) মুক্তানির্জরদ্বিজপশুদধিরুদ্ধিকারিন্ম (পৃথিবী, দেবাঃ, দ্বিজাঃ গাবশ্চ ত এব সমুদ্রাঃ তেষাঃ বৃদ্ধিকারিন্ম) উদ্বৰ্মশার্বরহর (পাষণ্ড ধর্মরূপতমনিবারক) ক্ষিতিরাক্ষসঞ্চগ্রাম (ক্ষিতে) যে অস্ত্ররাঃ তেষাঃ বিমর্দিক) আকল্পঃ (কল্পপর্যন্তঃ) আর্কঃ (আর্কমতিব্যাপ্য) অর্হন্ম (সর্বেবাম পূজ্য) ভগবন্ম তে নমঃ।

৪০। মূলানুবাদঃ হে শ্রীকৃষ্ণ ! হে বৃষ্টিকুলরূপ কমলের প্রফল্লতা দায়ী সূর্য ! হে সাগর স্বরূপ ! তে পৃথিবীস্ত মাতৃষ, স্বর্গের দেবতা, আক্ষণ্য, পশু, বৃন্দাবনের পশু পাথীর বৃদ্ধিকারী চন্দ্র ! হে পাষণ্ড ধর্মরূপ ঘনান্ধকার নাশকারি ! হে দ্রোহকারী রাক্ষসেরও মুক্তি দাতা ! হে আমার পূজ্য ! গুঞ্জাদি বেশ, এমন কি পূজার অযোগ্য বৃন্দাবনীয় অর্কপুষ্পে মণিত আপনার শ্রীচরণকমলে জীবিত কাল পর্যন্ত প্রগত হয়ে রইলাম ।

পুনঃ পুনঃ কিই বা নিবেদন করবো । এই আশয়ে বলা হচ্ছে, সর্বৎ—আমাদের মন বপু-বাক্যের বৈভব আপনিই 'বেংসি' জানেন, আরও এই জগতের সৃষ্টিকর্তা বলে আমি 'নাথ' নই, বিস্ত আপনিই এই জগতের এবং অন্য বহু জগতেরও নাথ । অতএব এই ক্ষুদ্রতর জগতও তব—আপনারই সম্পত্তি, ইহা আপনাকেই অর্পণ করলাম । এর যোগ্য আপনি যাকে মনে করেন, যাকে ইচ্ছা, তাকে এর অধিকারী করুন, একপ ভাব ॥ বি০ ৩৯ ॥

৪০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকা : শ্রীতি—সাদর-সর্বসম্পদমুভবপূর্বকঃ প্রণামায় প্রথমতঃ কৃষ্ণেতি স্বরূপনাম্না সম্মোধনঃ, পুনঃ ক্রমেণ ততো বহিবহির্বিশেষঃ ব্যঞ্জয়ন্ম জন্মকর্মনামভিরপি সম্মোধয়তি—বৃষ্ণীত্যাদিনা । বৃষ্টিকুলঃ শ্রীবস্তুদেবাদিকঃ শ্রীনন্দাদিকঃ, পূর্বোক্তপ্রামাণ্যাং তত্ত্ব প্রস্তুতহেন শ্রীনন্দাদিক-মেবাত্র মুখ্যঃ জ্ঞেয়ম, পশুপাঞ্জজায়েতি প্রতিজ্ঞাতত্ত্বাং, ক্ষেত্রবিশেষেণ প্রাপ্তুহেইপি বিশেষবিবক্ষয়। দ্বিজপশ্চেরূপাদানঃ গোত্রাক্ষণহিতাবতারতাপ্রসিদ্ধেঃ । উদ্বৰ্ম্মে ভগবদ্বিমুখে ধর্মঃ, ক্ষিতিরাক্ষস। উদ্বৰ্ম্ম-প্রবর্ত্তকাঃ কংসাদয়শ্চ । চন্দ্রমূর্ধ্যরূপোভয়হেন রূপকব্যঞ্জন। সর্বশুভকারিতা বিবক্ষয়া, কৌর্তি প্রতাপপ্রশংসাদ্যোতনেচ্ছয়। চ, হে ভগবন্ম ! এবস্তু ত-শ্রীকৃষ্ণরূপহেন স্বয়ঃ ভগবন্নিত্যর্থঃ । তথার্কঃ স্বর্ব'বর্ত'লোকব্যাপকপ্রকাশমর্কমারভ্য মহাবৈকৃত্যপর্যন্তমহন্ম পূজ্য ! যদ্বা, এতচাপূর্বঃ দৃষ্টঃ ভয়েব কর্তৃমহসি, নান্মাঃ কোহপীত্যাহ—অর্হতীতার্হন্ম, হে সর্বঃ কর্তৃঃ যোগ্য সমর্থেতি বা । অত আকল্পঃ মজ্জীবনকালরূপান্ম কল্পানভিব্যাপ্য ; যদ্বা, আকল্পঃ তদীয়-গুঞ্জাবতঃস-বর্হাপীড়াদিকঃ বামহস্তস্থ-কবলাদিকঃ চ ভূষণমভিব্যাপ্য ; তথা আর্কম, অর্কো নাম বৃক্ষে ভগবদনর্হপুষ্পে—বৈষ্ণবানামনাদরণীয়ঃ, তমপ্যত্যন্তমভিব্যাপ্য তত্ত্বসহিতায়েত্যর্থঃ ।

শ্রীমচ্ছত্যদেবামুগ্নীতানামন্মগ্রহাং ।

তেষাঃ মুদে স্তুতিৰ্বাক্ষী ব্যাখ্যাতেয়ঃ যথামতি ॥ জীঃ ৪০ ॥

৪০। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ শ্রী ইতি—কৃষ্ণের সর্বসম্পদ আদরের সহিত অনুভব পূর্বক প্রণাম করার জন্য প্রথমতঃ ‘কৃষ্ণ’ এইরূপ স্বরূপনামে সম্মোধন। পুনরায় ক্রমে ক্রমে তার থেকে বাইরের বাইরের বিশেষ প্রকাশ করতঃ জন্মকর্ম সূচক নামে সম্মোধন করছেন—বৃষ্টি ইত্যাদি দ্বারা। বৃষ্টিকুলঃ—এই পদে শ্রীবস্তুদেবাদিকে এবং শ্রীনন্দাদিকে বুঝানো হল—পূর্বোক্ত প্রমাণের দ্বারা, এর মধ্যে প্রস্তুত প্রকরণ অনুসারে শ্রীনন্দাদিকেই মুখ্য বলে জানতে হবে—পশ্চাপালক শ্রীনন্দমহারাজের অঙ্গ থেকে জাত, (১৪।১) শ্লোকে এইরূপ অবধারিত থাকা হেতু। ক্ষ্মাঃ—পৃথিবী—পৃথিবী বললেই তার মধ্যে দ্বিজ-পশ্চ সাধারণ ভাবে পাওয়া গোলেও এদিকে বিশেষ ভাবে বলার ইচ্ছায় পুনরায় এদের উল্লেখ—গো-ব্রহ্মণের হিতার্থে তার অবতার, ইহা প্রসিদ্ধ থাকা হেতু। উদ্বৰ্ষ্য—ভগবদ্বিমুখ ধর্ম। ক্ষিতিরাক্ষসপ্তগঃ—উদ্বৰ্ম প্রবর্তক কংসাদি। ‘উদধি’ সাগর বৃক্ষিকারী বাক্যে ‘চন্দ্ৰ’ আৰ ‘শৰ্বরহৰ’ রাত্রি-অঙ্ককার দূৰকারী বাক্যে সূর্য—চন্দ্ৰ সূর্য এই উভয় উপমা একই সঙ্গে দেওয়া হল কৃষ্ণের সর্বশুভকারিতা বলবার ইচ্ছায় এবং কীর্তি-প্রতাপ-প্রশংসা প্রকাশের ইচ্ছায়। হে ভগবন्—এবস্তুত শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে স্বয়ং ভগবান্। আর্কঃ—আ+অর্ক, স্বর্গ-আকাশ-মর্তলোক ব্যাপক প্রকাশ—‘অর্ক’ সূর্য থেকে আরম্ভ করে মহাবৈকুণ্ঠ পর্যন্ত অর্হন্—পূজ্য হে ভগবন্ম! আপনাকে প্রণাম। অথবা—‘অর্হন’ এই অপূর্ব দৃষ্টি আপনিই সব কিছু করতে পারেন, অন্ত কেউ ই নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—‘অহ’তি ইতি অহন্ম’ অর্থাৎ হে সর্ব কিছু করতে যোগ্য বা সমর্থ। অতএব আকল্পঃ—আমাৰ জীবন-কালৰূপ কল্পসমূহ সৰ্বতোভাবে ব্যাপে। অথবা, ‘আকল্পঃ’ অদীয় গুঞ্জা-কর্ণভূষণ-ময়ুরপুচ্ছের মুকুট প্রভৃতি এবং বাম হস্তে কবলাদি ভূষণ তথা আর্কম্ শ্রীভগবানের পূজার অযোগ্য আকন্দফুল, ইহা বৈষ্ণবদের অনাদর যোগ্য—তাকেও অত্যন্ত ভাবে ‘অভিব্যাপ্য’ অর্থাৎ সেই সেই আভরণ সহিত বিরাজমান আপনাকে প্রণাম করছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগ্রহীত জনদের অনুগ্রহ হেতু তাঁদের আনন্দের জন্য এই ব্রহ্মার স্মৃতি যথামতি ব্যাখ্যা করলাম ॥ জী০ ৪০ ॥

৪০। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ যদপি মামপরাধিনং বিজ্ঞায় ন ক্রয়ে তদপি স্বনেত্রাভ্যাঃ সামুগ্রহাব-লোকনামৃতস্ত মহঃ দেহি। যথা তেনেবাহারেণ নিতঃ প্রাণান্ত রক্ষন্ত কল্পপর্যাত্তঃ জীবিতুং প্রভবিষ্যামীতি ব্যঞ্জয়ন্ত প্রণমতি—শ্রীকৃষ্ণেতি। সূর্যস্বরূপঃ দক্ষিণঃ নেত্রমালক্ষ্যাহ—বৃষ্টিকুলপদ্মস্ত জোষঃ প্রফুল্লতঃ তৎ-প্রদায়িন্ত মামপি পদ্মসন্তানঃ কৃপয়া প্রফুল্লয়েতি ভাবঃ। চন্দ্ৰস্বরূপঃ বামঃ নেত্রমালক্ষ্যাহ—ক্ষ্মাঃ ক্ষ্মাতলস্থা মনুষ্যাদয়ঃ নির্জরাঃ স্বর্গস্থা দেবা দ্বিজাঃ পশ্চবশ্চ বৃন্দাবনস্থাঃ পক্ষিণো গাবশ্চ ত এবোদধ্যস্তেষাঃ বৃক্ষিকারিন্ত মামপি দেবাধমঃ কৃপয়া বৰ্দ্ধয়েতি ভাবঃ। যুগপদেব নেত্রে দ্বে এব পুষ্পবস্ত্বালক্ষ্যাহ, উদ্বৰ্শঃ পাষণ্ডুর্শঃ স এব শাৰ্বৰমন্তমসঃ। “শাৰ্বৰমন্তমস” ইত্যমৱঃ। তৎ হৱতীতি তথা তেন স্বপ্রতো অয়পি মায়াচিকীৰ্ষা-লক্ষণঃ মম পাষণ্ডঃ কৃপয়া হৱ যথা পুনরেবং ন কুৰ্য্যামিতি ভাবঃ। ক্ষিতো রাক্ষসা অঘাতুরাদয়স্তেব্যো দ্রহসি দ্রোহেগাপি স্বগতিং দদাসীত্যতস্ত্বয়স্ত্বন্দবৎস্বন্দবিদ্রোহিত্বাং সত্যলোকব্রহ্মরাক্ষসঃ মামপি দণ্ডপদা-

নেনাপি সংস্কুরুষেতি ভাবঃ । স্বপ্রভোরমুগ্রহং নিগ্রহং বা দৃষ্টু । দাসো জীবিতুমুৎসহতে উদাসীনং দৃষ্ট্বাতু ন  
প্রাণান্ত ধৰ্তুমীষ্টে ইতি ভাব । হন্ত হন্ত, মহামহেশ্বরোইপি বেত্রগুঞ্জাগৈরিকপিচ্ছাদিরচিতাকল্লো গোচরক-  
বালকৈকঃ সমং খেলন্ত হৃষ্যতীত্যনৌচিত্যং মৎপ্রভোরিতি পূর্বং বিচারিতবতাত্ত্বভিজেন ময়া যেষপরান্ত  
তানপি প্রসাদয়ামীতি মনসি বিভাব্যাহ—আকল্পং তদীয়গুঞ্জাদিবেশমভিব্যাপ্য আর্কং অর্কেো নাম বৃক্ষে  
ভগবদনর্হপুষ্পস্তমপি ব্রজস্থমভিব্যাপ্য হে অহ্ন, মৎপূজ্য, কিং বা হে যোগ্য কৃপাকৃপাভ্যাঃ মন্ত্রদাত্ত্বং কর্তৃং  
সমর্থ, তে তত্ত্বসহিতায় ভুত্যং নমঃ । “সর্বসংশয়হৃৎ সর্বভক্তিসিদ্ধান্তসন্ততিঃ । অন্ত ব্রহ্মস্তুতিশিত্বভিত্তে  
মে চারুচিত্রিতা” ॥ বি ৪০ ॥

৪০ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ । যদিও আমাকে অপরাধী জেনে কথা বললেন না, তা হলেও  
নিজ নেতৃদৰ্শের দ্বারা সামুগ্রহ-অবলোকন অনুত তো আমাকে দান করুন, যাতে সেই আহারের দ্বারাই  
নিত্য প্রাণ রক্ষা করে কল্প পর্যন্ত জীবন ধারণ করতে পারি, এইরূপ ভাব প্রকাশ করে ব্রহ্ম প্রণাম করলেন  
—হে শ্রীকৃষ্ণ ইতি । সুর্যস্বরূপ দক্ষিণ নেত্র বেশ করে লক্ষ্য করে বললেন—হে কৃষ্ণ ! আপনি বৃষ্টিকুল রূপ  
পদ্মের জোষঃ—প্রফুল্লতা প্রদায়ী, আর আমি হলাম পদ্ম-সন্তান ; স্বতরাঃ আমাকে কৃপা করে প্রফুল্লিত  
করে তুলুন । চন্দ্র স্বরূপ বাম চক্ষু লক্ষ্য করে বললেন, ক্লাঃ—এই পৃথিবীস্থ মহুষ্য সকল, নির্জরাঃ—স্বর্গস্থ  
দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, পশুগণ ও বৃন্দাবনের পক্ষী ধেনুকুল—এই সকল হল সাগরস্বরূপ—আপনি এদের  
সকলের বৃদ্ধিকারী—আমিও দেবাধম আমাকে কৃপা করে বাড়িয়ে উঠান, এরূপ ভাব । যুগপৎ দু নয়নেই  
সূর্য চন্দ্র লক্ষ্য করে বললেন—উদ্বৰ্মঃ—পাষণ্ডধর্মরূপ শার্বরহরঃ—নৈশ অন্ধকার হরণকারী হে ভগবন—  
(শার্বর অন্ধতমস-অমর) । নিজপ্রভু আপনার উপরও মায়াজাল বিস্তার করার ইচ্ছারূপ আমার পাষণ্ডতা  
কৃপা করে হরণ করুন, যাতে পুনরায় এরূপ কাজে লিপ্ত না হই । ক্ষিতিরাঙ্কসধৃক—এই জগতে অদ্য-  
স্বরাদি রাক্ষস আপনাকে দ্রোহ করে—করলেও তাদিকে আপনি নিজদেহে প্রবেশাদিরূপ গতি দান করে-  
ছেন—অতএব সখাদের এবং গোবৎসদের বিদ্যোহিতা হেতু, সত্য লোকের ব্রহ্ম রাক্ষস আমাকেও দণ্ড প্রদান  
করেও সংস্কার করুন, এরূপ ভাব । নিজ প্রভুর অনুগ্রহ বা নিগ্রহ দেখে দাস জীবন ধারণ করতে উৎসাহিত  
হবে, কিন্তু উদাসীনভাব দেখলে প্রাণ ধারণ করতে ইচ্ছা হবে না, ইতি ভাব । হায় হায় মহামহেশ্বর হয়েও  
বেত্র-গুঞ্জা-গৈরিক ময়ুরপুচ্ছাদি রচিত আকল্প—বেশ, রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলতে খেলতে আনন্দে  
উচ্ছলিত হয়ে উঠছেন, ইহা আমার প্রভুর পক্ষে অনুচিত, এইরূপ পূর্বে বিচার পরায়ণ অনভিজ্ঞ আমার  
দ্বারা যাঁর প্রতি অপরাধ করা হয়েছিল, সেই তাঁকে সন্তুষ্ট করবো, এইরূপ মনে মনে ভেবে বললেন—  
‘আকল্পং’—গুঞ্জাদি বেশের সহিত বিরাজমান, আর্কং—আ+অর্কং=আকন্দ পুষ্প পূজার অযোগ্য হলেও  
ব্রজে জাত বলে তাতেও সজ্জিত হয়ে বিরাজমান তে—আপনাকে প্রণাম । হে অহ্ন—হে আমার পূজ্য !  
কিম্বা হে যোগ্য অর্থাৎ কৃপা অকৃপায় আমার মঙ্গল অমঙ্গল করতে সমর্থ । “সর্বসংশয়হারী সর্বভক্তিসিদ্ধান্ত  
সমুদ্র এই ব্রহ্মস্তুতি আমার চিত্তভিত্তিতে চারুচিত্রিত হোক ॥ বি ৪০ ॥

## শ্রীশুক উবাচ ।

৪১ । ইত্যভিষ্ট্য ভূমানং ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ ।  
নত্বা অভীষ্টং জগদ্বাতা স্বধাম প্রত্যপন্থত ॥

৪১ । অন্নঃ জগদ্বাতা (ব্রহ্মা) ইতি ভূমানং (শ্রীকৃষ্ণ) অভিষ্ট্য (স্তুত্বা) ত্রিঃ পরিক্রম্য পাদয়োঃ  
নত্বা অভীষ্টং স্বধাম প্রত্যপন্থত (জগাম) ।

৪১ । মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন— এইরূপে অনন্ত শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি পূর্বক ভক্তিভরে তিন-  
বার পরিক্রমা করত পদযুগলে প্রণাম করে কৃষ্ণের অভিপ্রেত স্বধামে চলে গেলেন জগৎস্রষ্ট ব্রহ্মা ।

৪১ । শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ ভূমানং সর্ববৈথেবাথ রিচ্ছেমিত্যবমভিষ্ট্য অভিষ্ট্য  
অভিতঃ স্তুতা, যদ্বা, সর্বব্যাপকমেব তথাবস্থিতঃ ভক্ত্যা ত্রিঃ পরিক্রম্যাভীষ্টং সামীপ্য-যান্ত্রায়াঃ কৃতমৌনেন  
শ্রীকৃষ্ণেন। অভিপ্রেতঃ ধাম, যতো জগদ্বাতা, অন্তর্থা তৎপদত্যাগে বিশ্বস্থৃষ্টিসিদ্ধেঃ । এবং ‘যাবদধিকারমবস্থিতি  
রাধিকারিকাণাম’ (শ্রীব্রহ্ম সূ. ৩৩৩)।— ইতি শ্রায়েন তদন্তে তদভীষ্টসিদ্ধির্বিষ্যতীতি জ্ঞাপ্যতে ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১ । শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ ভূমানং—সর্ব প্রকারেই যিনি অনন্ত সেই তাকে  
ইতি—এইরূপে অভিষ্ট্য—পরিক্রমা করতে করতে স্তুতি করত । অথবা, সর্বব্যাপক হয়েও বৃন্দাবনে দধি-  
মাখা ভাত হাতে অবস্থিত কৃষ্ণকে তিনবার পরিক্রমা করে অভীষ্টং—অভীষ্ট স্বধাম ইত্যাদি, ব্রহ্মার অভীষ্ট হল  
শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণের সমীপে থাকা । এই প্রার্থনার উভরে মৌনতা দ্বারা কৃষ্ণের সম্মতি ব্যঞ্জিত হলেও কৃষ্ণের  
অভীষ্ট অর্থাত অভিপ্রেত হল; ব্রহ্মা এখন তার স্বধাম ব্রহ্মলোকে যাক, কারণ ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টা; কাজেই  
সেখানে না গিয়ে এখনই পদত্যাগ করলে বিশ্বস্থৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে, এই হেতু এবং “অধিকারিক দেবতাদের  
যাবৎ অধিকার তাবৎ অবস্থিতি” (শ্রীব্রহ্ম সূ. ৩৩৩) এই শ্রায়ে অধিকার অন্তে ব্রহ্মার অভীষ্ট শ্রীবৃন্দাবন-  
বাস সিদ্ধি হবে, এরপ জানানো হল ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ অভীষ্টং ভগবতা প্রস্থাপন্তুমিতি শেষঃ । যতো জগদ্বাতা অন্তর্থা  
সহসা তৎপদত্যাজনে বিশ্বস্থৃষ্টিসিদ্ধেঃ । ততশ্চ “যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণামিতি শ্রায়েনাধিকারান্তে  
তদভীষ্টং সেৎস্থতীতি বুদ্ধ্যতে ॥ বি০ ৪১ ॥

৪১ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ অভীষ্টং ইতি—ব্রহ্মার অভীষ্ট তো শ্রীবৃন্দাবন-স্থিতি—তবে  
আপাততঃ ‘অভীষ্ট’ প্রিয়তম নিজ ব্রহ্মলোকে কৃষ্ণের দ্বারা প্রেরিত হওয়ার ইচ্ছা করলেন ব্রহ্মা, যেহেতু  
তিনি জগৎস্রষ্টা—অন্তর্থা সহসা সেই পদ ত্যাগ করলে বিশ্ব স্থৃষ্টিই অসিদ্ধ হয়ে যাবে, “আধিকারিক দেবতা-  
দের যাবৎ অধিকার তাবৎ সেই স্থানে অবস্থিতি” —অতঃপর এই শ্রায় অনুসারে অধিকার অন্তে ব্রহ্মার  
নিজ আকাঙ্ক্ষিত বৃন্দাবন বাসরূপ অভীষ্ট লাভ হবে, এরপ বুঝানো হল ॥ বি০ ৪১ ॥

৪২ । ততোহনুজ্ঞাপ্য ভগবান् স্বভূব প্রাগবস্থিতান् ।  
বৎসান্ পুলিনমানিত্যে যথাপূর্বসখৎ স্বকর্ম ॥

৪২ । অন্বয়ঃ । ততঃ ভগবান্ স্বভূবং (ব্রহ্মাণং) অনুজ্ঞাপ্য (অনুজ্ঞাঃ প্রদায়) প্রাগবস্থিতান্ বৎসান্ যথাপূর্বসখৎ স্বকং (স্বভোজনস্থানং) পুলিনম আনিত্যে (আনৌত্বান্) ।

৪২ । শুলানুবাদঃ । অতঃপর ভগবান্ নিজ নাভিকমল জাত ব্রহ্মাকে মৌনলক্ষণে ব্রহ্মলোকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে পূর্ববৎ তৃণচরণ-রত বৎসদের নিজ ভোজন স্থান পুলিনে নিয়ে এলেন, যেখানে পূর্ব উপবেশনাদি-অবস্থা পরিবর্তন বা ত্যাগ না করে একই ভাবে সখাগণ ভোজন-কৌতুক পরায়ণ রয়েছেন ।

৪২ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকা । স্বভূবম আভাজম ইতি সর্বাপরাধক্ষমাদিকঃ সূচিতম্ । অনুজ্ঞাপোদানানীমপ্যানয়ানীতি—সম্প্রতঃ পৃষ্ঠাৰ্ব, অনুজ্ঞাপনঞ্চেন্দঃ স্বসার্বস্ত্রাদি-ব্যঞ্জনোপালস্তনোৎপ্রাসশিক্ষাক্ষমানুগ্রহ-বিনয়াদিবাঞ্জকমগ্নীদঃ ব্যঞ্জয়তি, তাদৃশস্বরূপেৰপি বালবৎসেৰ মম স্বখং, কিন্তু তৈরেব মম লৌলাস্বখম্ ; ততো ব্রহ্মানুজ্ঞাপনানন্তরং প্রাক্ প্রাগ্বদেবাবস্থাচেষ্টাদিভিবস্থিতান্ যথাপূর্ববৎস্থাচেষ্টাদিভিক্রমেণ বর্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিত্যে, অত্র সকবলপাণেঃ কৃষ্ণস্তাগতস্তৈঃ পূর্ববদেব দৃশ্যমানস্থাবস্থিতিশ্চ পূর্ববদেব জ্ঞেয়া । এতৎসর্বসমাধানঞ্চ শ্রীকৃষ্ণজ্ঞাসন্ধলিতমায়াবৈভবমেব, তথা মাত্রাদিভির্ব্যবহারোপয়িকং হস্তনাদি তত্ত্বালকাদিচরিতঃ স্মৃতমপি আচীনেষু স্মারয়িতুঃ নেষ্টমিত্যাপি বোধ্যম্ । জী০ ৪২ ॥

৪২ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ স্বভূবম—‘আভাজং’ নিজ পুত্রকে—স্নেহ সূচক পুত্র পদে অপরাধ ক্ষমাদি সূচিত হচ্ছে । অনুজ্ঞাপ্য—কৃষ্ণ যে হাসি মুখের মৌনতায় ব্রহ্মাকে স্বধামে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, এতে ধ্বনিত হচ্ছে, কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি শক্তি-ব্যঞ্জিত তিরস্কার উপহাস-শিক্ষাক্ষমা-অনুগ্রহ এবং বিনয়াদি ব্রহ্মার প্রতি । আরও ধ্বনিত হচ্ছে—লুকানো বৎস বালক আসলদের মতো হলেও তাদের সঙ্গে আমার স্বখ হবে না, কিন্তু এখনও পুলিনে আসল যারা ভোজন রত রয়েছে তাদের সঙ্গেই লৌলা স্বখ আমার, একপ মনোভাব । অতঃপর ব্রহ্মাকে অনুমতি দেওয়ার পর প্রাগবস্থিতান্—‘প্রাক্’ পূর্বের মতোই তৃণময় মাঠে চরে বেড়ানো অবস্থা-চেষ্টাদির সহিত অবস্থিত বৎসদের, যথাপূর্ববৎস্থাচেষ্টাদি অবস্থা-চেষ্টাদি অতিক্রম না করে বর্তমান সখ গণ যেখানে সেই স্বকং—নিজ ভোজনস্থান পুলিনে নিয়ে এলেন । এই পুলিনে ‘সকবলপাণি’ আগত কৃষ্ণ সখাদের দ্বারা পূর্বের মতোই দৃশ্যমান হতে থাকলেন, অবস্থিতিও পূর্বের মতই হল, একপ জানতে হবে । এখানে বুঝতে হবে, ঠিক সখাগণ পূর্বের মতই ‘সপাণিকবল’ কৃষ্ণকে বৎসগণ সহ ফিরে আসতে দেখলেন । আসলে তো কৃষ্ণ সখাগণের সঙ্গে ভোজন রত অবস্থায় বরাবরই ছিলেন—কোথাও ঘোটে যান-ই নি । তথা মায়েদের সহিত ব্যবহারোপযোগী গতকালাদিকৃত কৃষ্ণ-স্বরূপভূত সেই সেই বালকাদির চরিত মনে পড়লেও আচীনগণের নিকট স্মরণ করার পক্ষে বাস্তিত নয়, একপ বুঝতে হবে । জী০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** : স্বত্বাং ব্রহ্মাণং অনুজ্ঞাপ্যতি মৌনেনৈব। 'অনুজ্ঞানীহি মাঃ কৃষ্ণ'-ত্যাজ্ঞাপ্রার্থনে কৃতে 'মৌনং সম্মতিলক্ষণ'মিতি ব্রহ্মণা সহসাবগমাত্ম। মৌনত্যাগাভাবস্তু পশুপবংশশিশুত্ব-দশায়ামঙ্গীকৃতস্তু ব্রহ্মামোহনার্থং নাট্যশ্বারস্তপরিসমাপ্তিসিদ্ধ্যর্থম্। তত্র "ততো বৎসানন্দন্তৈষ্য পুলিনেইপিচ বৎসপান্ত। উভাবপি বনে কৃষ্ণে বিচিকায় সমন্তত" ইতি বৎসবালকাদ্বেষণনাট্যারস্তঃ। 'নৌমীড়ো'ত্যাদি ব্রহ্মস্তো প্রবৃত্তায়াং কৃতস্ত্র্যাদ্যৈরং চতুর্মুখঃ, কিং চেষ্টতে, কিং বা মুহূর্তে ইতি স্ববৎসাদ্বেষণ ব্যাগ্রোহং গোপশিশুর্ণবুদ্বেক্ষ্য ইতি ব্যঞ্জকেন মৌনেনৈব তস্ত্রেব নাট্যস্তু পরিসমাপ্তিরিতি। স্বাধীনব্রহ্মণাহংক্রে কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্যস্তুজ্ঞানমভিনীয়তে স্মেতি তন্ত্রাট্যশব্দেনোচ্যতে। তত্ত্বোদ্বৃহৎপশুবংশশিশুত্বনাট্য"মিত্যাদিনা বাংসল্যাদিরসপরিকরব্রজেশ্বর্যাদীনামগ্রেতু তত্ত্বাপ্রেমাদীনেন কৃষ্ণেন নিজমহৈশ্বর্যস্তু তত্ত্বাপ্রেমমাধুর্যরসাচ্ছাদিতস্ত্বাজ্ঞানং যথার্থমেবেতি তত্র ন তস্যাভিনয় ইতি। ন তন্ত্রাট্যশব্দেন বাচ্যমিতি বিবেচনীয়ম্। প্রাক্ প্রাগ্থদেব তৃণচরণাদিচেষ্টাভিরবস্থিতান্ত স্বকং স্বভোজনস্থানং পুলিনমানিয়ে কৌদৃশঃ যথাপূর্বকং পূর্বেৰাপবেশাদিকমনত্তিক্রম্য অপরিত্যজ্য বর্তমানাঃ সখায়ো যত্র তৎ। সমামান্তআর্থঃ। যদ্বা, যথা যথাবদেব স্থিতাঃ পূর্বস্থাঃ স্বরূপভূতসখিভ্যঃ পৃথক্ক পূর্বস্থায়ো যত্র তৎ ॥ বি০ ৪২ ॥

৪২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদ** : স্বত্বাং—ব্রহ্মাকে অনুজ্ঞাপ্য—মৌনের দ্বারাই সম্মতি জানিয়ে—কারণ 'আমাকে অনুমতি করুন'—(১৪।৩৯) এইরূপে আজ্ঞা প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ মৌন ধরে থাকলে 'মৌনই সম্মতি লক্ষণ' এই স্থায়ে ব্রহ্মা সহসা সম্মতি বুঝতে পারলেন। ব্রজরাজ কুমার দশাতে ব্রহ্ম-মোহনের জন্য অঙ্গীকৃত নাট্যের আরস্ত-পরিসমাপ্তি সিদ্ধির জন্য মৌন ত্যাগ করলেন না কৃষ্ণ। "অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগুলিকে দেখতে না পেয়ে পুলিনে ফিরে এসে সেখানেও রাখাল সখাদের ও ভোজন সামগ্রী কিছুই না দেখে বনের চতুর্দিকে বৎস-রাখাল বালক সকল উভয়ই খুঁজে বেড়াতে লাগলেন" — (১০।১৩।১৬) এইরূপে বৎস-বালক অব্বেষণ-নাট্য আরস্ত। 'নৌমীড়ো' ইত্যাদি ব্রহ্মস্তুতির আরস্তে কোথা থেকে এই ব্রহ্মা এল, কি করছে, বা কি বলছে মুহূর্ত—ইহা নিত্য বৎস-অব্বেষণে ব্যাগ্র আমি গোপ-শিশু বুঝতে পারলাম না—এইরূপ ভাব ব্যাঙ্গক মৌনের দ্বারাই কৃষ্ণের নাট্যের পরি সমাপ্তি। নিজ অধীন ব্রহ্মার সম্মুখে কৃষ্ণের দ্বারা নিজ মহা ঐশ্বর্যের সমন্বে অজ্ঞানের ভাব অভিনীত হল—নাট্য শব্দে তাই বলা হল—(শীতাৎ ১০।১৩।১৬।১) শ্লোকে, যথা—“ব্রজকুমার-লীলা-নাট্য়া” ইত্যাদি। কিন্তু বাংসল্যাদি রস-পরিকর ব্রজেশ্বরী প্রভৃতির অগ্রে তাঁদের প্রেমাধীন কৃষ্ণের দ্বারা যে অভিনীত হল, সেই ব্রজেশ্বরীদের মহাপ্রেম-মাধুর্য রসের দ্বারা আচ্ছাদিত নিজ মহা ঐশ্বর্য সমন্বে তাঁর অজ্ঞানতা—ইহা যথার্থ ই, ইহা কৃষ্ণের অভিনয় নয়, ইহা 'নাট্য' শব্দে বাচ্য নয়, একপ বিবেচনীয়। প্রাক্-পূর্বের মতোই, তৃণচরণাদি ব্যাপারে নিবিট বৎসগুলিকে স্বকং—নিজ ভোজনস্থান পুলিনে কৃষ্ণ নিয়ে এলেন। সেই ভোজন স্থল কিরূপ? এরই উত্তরে, যথাপূর্ব—পূর্বে উপবেশনাদি পরিবর্তন বা ত্যাগ না করে সখাগণ যেখানে বিরাজমান সেই ভোজন স্থানে। অথবা, পূর্বে যেকুপ ছিলেন, ঠিক সেই কূপেই স্থিত পূর্বস্থাং—স্বরূপভূত সখাগণ যাঁদের নিয়ে একবৎসর লীলা করলেন তাঁদের থেকে পৃথক্ক আসল সখাগণ যেখানে বিরাজমান সেই ভোজনস্থলে ॥ বি০ ৪২ ॥

৪৩। একশিঙ্গপি যাতেহদে প্রাণেশং চান্ত্ররাত্মনঃ।

কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্তু ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেহর্তকাঃ॥

৪৩। অন্বয়ঃ [হে] রাজন্ত, আত্মানঃ প্রাণেশং (প্রিয়তমং) কৃষ্ণ অন্তরা (বিনা) একশিন্ত অবেদ্ধাতে (গতে) মায়াহতা (কৃষ্ণস্তু মায়া মোহিতাঃ) অর্তকাঃ (বালকাঃ) ক্ষণার্দ্ধং মেনিরে।

৪৩। মূলানুবাদঃ হে রাজন্ত! নিজেদের প্রাণদেবতা কৃষ্ণ বিনা একবৎসর কাল চলে গেলেও ভোজনরঙে মাতোয়ারা বালকগণ এই বিচ্ছেদ কালকে ক্ষণার্দ্ধ কাল মনে করলেন কৃষ্ণ মায়ায়।

৪৩। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ তথা তেষাং কালাঞ্জানঞ্চ মায়ৈবেত্যাহ— আত্মানঃ স্বস্তি প্রাণেশম্, আত্মানঃ শ্রীকৃষ্ণস্তু মায়াহতা ইতি বা; মায়া যত্পি ব্রাহ্ম্যব, তথাপি শ্রীভগবতা অনুমোদিতা সতী ভাগবত্যোব সংবৃত্তে, অতঃ শ্রীবলদেবচিন্তনে ‘প্রায়োমায়াইস্ত মে ভর্তুঃ’ ইতি। তত্ত্বচাহসন্তবমপি তদিচ্ছাশক্তেঃ সর্বশক্তিতঃ বলবদ্ধাং নাত্যসন্তবম্, অতস্যাহতাঃ প্রতিবক্তাঃ ‘মনোহতঃ প্রতিবক্তো হতশ্চ স’ ইত্যমর। প্রাণেশত্তে হেতুঃ— কৃষ্ণ বল্লবেন্দ্রকুমারম্; কিঞ্চ, অর্তকাঃ ক্ষণার্দ্ধং পলপঞ্চকং মেনিরে। অত্য তেষাঃ প্রতীতো মুহূর্ত্যাম-দিবস ঋহাদিপরিবর্তনঃ বিনা এব তস্ত কালস্ত স্থিতেঃ। হে রাজন্তি পরমান্তুতহ্বাং ॥ জীং ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ তথা ভোজন রত কৃষ্ণস্থাদের সময় সম্বন্ধে অজ্ঞানও মায়া দ্বারাই হয়েছে, এই আশয়ে—একশিন্ত অপি। আত্মানঃ—নিজের, প্রাণেশং—প্রাণদেবতা অথবা আত্মানঃ—‘শ্রীকৃষ্ণস্তু’ শ্রীকৃষ্ণের মায়াহতা—মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন। যদিও ইহা ব্রাহ্মী মায়াই, তথাপি শ্রীভগবানের দ্বারা অনুমোদিত হওয়াতে ভগবানেই বর্তাচ্ছে। অতএব শ্রীবলদেবের চিন্তনে এইরূপ দেখা যায়, যথা—“এ আমার প্রতু শ্রীকৃষ্ণই মায়া। অন্ত তুচ্ছ মায়ার কি শক্তি আছে যে আমারও বিরোধিনী হবে।”—(শ্রীভাৰ্ণ ১০।১৩।৩৭)। এবং সেই সেই ব্যাপার অসন্তব হলেও কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তি থেকে বলবান্ত হওয়া হেতু অতি অসন্তব নয়। অতএব সেই মায়া দ্বারা ‘হতাঃ’ ব্যাহত তাদের জ্ঞান।—(মনোহত, প্রতিহত প্রতিবন্ধ, হত-অমর) প্রাণেশং—প্রাণ-দেবতা হওয়ার হেতু কৃষ্ণং—বল্লবেন্দ্র কুমার অন্তরা—বিনা, আরও গোপবালকগণ ক্ষণার্দ্ধং—(বৎসর কালকে) পঞ্চপল মাত্র মনে করলেন,— এখানে তাদের প্রতীতিতে মুহূর্ত্যাম-দিবস ঋতু আদি পরিবর্তন বিনাই সেই কালের স্থিতি হেতু। হে রাজন্ত—ব্যাপারটা পরমান্তুত বলে বিশ্বায়ে রাজাকে সম্বোধন করা হল। জীং ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ অত্য তাৰৎ কালাঞ্জানঃ তৈথেব কবলপাণেঃ কৃষ্ণাগতস্তু তৈঃ সহ তৈথেব ভোজনলীলাশেষাদিকং দুস্তর্ক্যোগমায়াবৈত্বমেবেত্যাহ—একশিন্ত্যাদি চতুর্ভিঃ। আত্মানঃ স্বস্তি প্রাণেশং কৃষ্ণমন্তরা বিনাপি যোগমায়া আহতা আবৃত্তাঃ ॥ বি০ ৪৩ ॥

৪৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এখানে তাৰৎ কাল সম্বন্ধে অজ্ঞান ও ‘কবলপাণি’ অবস্থায় আগত কৃষ্ণের সেই বালকদের সহিত পূর্বের মতই ভোজন লীলা শেষাদি দুস্তর্ক্যোগমায়া বৈত্ববই—এই

৪৪ । কিং কিং ন বিশ্বরন্তৌহ মায়ামোহিতচেতসঃ ।  
যমোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষং বিস্মৃতাত্মকম् ॥

৪৪ । অন্তরঃ মায়ামোহিতচেতসঃ ইহ কিং কিং ন বিশ্বরন্তি (সর্ববিশ্বরণমপি সন্তান্যতে) যমো-  
হিতং সর্বং জগৎ অভীক্ষং (পুনঃ পুনঃ) বিস্মৃতাকং (বিস্মৃতং নিজস্বরূপঃ) ।

৪৪ । মূলানুবাদঃ যার দ্বারা নিখিল জগৎ মুহূর্ত মোহিত হচ্ছে সেই আত্মা বিশ্বরণকারী  
মায়ার দ্বারা মোহিত জীবের কি কি ই না বিশ্বরণ হয়ে যায় ।

আশয়ে বলা হচ্ছে—একস্মিন् ইত্যাদি চারটি শ্লোকে । আনন্দঃ—নিজের প্রাণেশং—প্রাণদেবতা—  
কৃষ্ণমূর্তি—কৃষ্ণ বিনাশ, (কৃষ্ণ সঙ্গমেই বহু সময় অল্প একটু সময় বলে প্রতীত হয় ব্রজজনের নিকট,  
এখানে কিন্তু বিপরীত ভাব কৃষ্ণ বিচ্ছেদেও একটি বৎসর সময়কে ক্ষণার্ধের মতো প্রতীত হল) । মায়াহতা—  
যোগমায়ার আবরণেই ইহা সন্তুষ্ট হল ॥ বি০ ৪৩ ॥

৪৪ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ : তত্ত্ব দৃষ্টান্তমাহ—কিং কিমিতি । ইহ জগতি অভীক্ষমিতি  
হ্রস্বপ্নো শাস্ত্রে বাহিজ্ঞাতস্তাপি দেহস্বয়াত্তিরিক্ষত তত্ত্ব মুহূর্বিশ্বরণাঃ ইতি মায়ামহিমোক্তঃ ; অতো ভগবদি-  
চ্ছাবলায়াস্তস্তান্তদৃশেষপি মোহনভং হটত ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত—কিং কিং ইতি । ইহ—  
এই জগতে । অভীক্ষং—পুনঃ পুনঃ । জগৎ বিস্মৃতাত্মকমৃ—হ্রস্বপ্নিতে বা শাস্ত্রে জ্ঞাত হলেও বহিরঙ্গ মায়া-  
মোহিত জীবের স্তুল সূজ্জ দেহস্বয়ের অতিরিক্ত জীবাত্মার কথা মুহূর্ত বিশ্বরণ হয়ে যায়—দেহকেই আমি  
ও দেহ সম্বন্ধীয় বস্তুকেই আমার বলে মনে করে । বহিরঙ্গ মায়ারই এত মহিমা । অতএব শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা-  
শক্তিতে বলীয়ান এই মায়ার মোহন প্রভাব শ্রীকৃষ্ণস্থা হলেও এঁদের উপরও বিস্তারিত হল, এরপ  
ভাব ॥ জী০ ৪৪ ॥

৪৪ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ মোহনসাধশ্রেণ্যেণ যোগমায়া বহিরঙ্গমায়াং দৃষ্টান্তয়তি—কিং  
কিমিতি । বিস্মৃত আত্মা যেন তৎ, তথেব যোগমায়া বর্ধং ব্যাপ্য কৃষ্ণ-বিরহতঃখং তে বিস্মারিতা ইতি  
ভাবঃ ॥ বি০ ৪৪ ॥

৪৪ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ মোহন সম্বন্ধে একই ধর্ম বিশিষ্ট হওয়ায় যোগমায়ার প্রভাব  
বুঝতে গিয়ে বহিরঙ্গ মায়ার প্রভাব দৃষ্টান্ত কৃপে আনা হচ্ছে—কিং কিং ইতি । বিস্মৃতাত্মকং—ধার  
প্রভাবে আত্মা ভুল হয়ে গিয়েছে জীবের সেই মায়া । যেমন না কি বহিরঙ্গ মায়া আত্মাকে ভুলিয়ে রাখে,  
সেইরূপ যোগমায়া প্রভাবে একবৎসর ধরে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ ভোজনরত সখাগণ ভুলে থাকলেন,—  
এরপ ভাব ॥ বি০ ৪৪ ॥

৪৫। উচুশ্চ সুহৃদঃ কৃষ্ণ স্বাগতং তেহতিরঃহসা । জী । ৪৪

নৈকোহপ্যভোজি কবল এহীতঃ সাধু ভুজ্যতাম্ ॥

৪৫। অস্যঃ তে সুহৃদঃ কৃষ্ণ উচুঃ চ তে ( অয়া ) অতিরঃহসা ( সত্ত্বরমেব ) স্বাগতং ( সুষ্ঠু আগতম্ ) ইতঃ এহি সাধু ভুজ্যতাম্, [ অস্মাভিঃ ] একঃ অপি কবলঃ ( গ্রাসঃ ) ন অভেজি ( ন ভুক্তঃ ) ।

৪৫। মূলানুবাদঃ বৎস সকল সঙ্গে নিয়ে স্বর্খে আগত কৃষ্ণকে দেখে সুহৃদ্গণ বলে উঠলেন— অহো তুমি তো দেখছি অতি শীঘ্রই এসে গিয়েছ । হাতের গ্রাস হাতেই ধরা আছে, একটি গ্রাসও খাওনি দেখছি, এসো মণ্ডল-মধ্যে চুকে বস, মনের স্বর্খে ভোজন কর ।

৪৫। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ স্বাগতং সর্ববৎসানয়নপূর্বকঃ স্বর্খেনাগতমিত্যর্থঃ । এবং বর্ষেইপ্যত্তীতে তর্থেব কবলাদিস্থিতিঃ শ্রীভগবদিচ্ছাবৈভবেন জ্ঞেয়া । অন্যত্রৈঃ । যদ্বা, হ্যাপ্যেকোহপি কবলো নাভোজি, শ্রীহস্তে পূর্ব কবলযুক্তেঃ । অতঃ ইতঃ অশ্চিন্ম সর্বেষামস্মাকং মণ্ডলমধ্যস্থানে এহি প্রবিশ, সাধুবৎসান্তৰ্বেষণে সংপ্রত্যপি তৎসন্তালনে বা জাতং বৈয়গ্র্যং ত্যক্ত্বা সম্যগ্যথা স্নানথা ভুজ্যতাম্ ॥ জী ৪৫॥

৪৫। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ স্বাগতং—বৎস সকল নিয়ে স্বর্খে আগত ( কৃষ্ণকে ) এইরূপে এক বৎসর চলে গেলেও পূর্বের মতোই অন্নের গ্রাস হস্তে হস্তে হস্তে হস্তে শক্তিতেই হয়েছে, এরূপ জানতে হবে । ( স্বামিপাদ—তোমাকে ছাড়া একটি গ্রাসও আমরা মুখে তুলিনি, অথবা, তুমিও একটি গ্রাসও খাও নি—শ্রীহস্তে পূর্বের গ্রাসটি তেমনি ধরা আছে বলে, এইরূপ কথার অবতারণা ) ।

অতএব ইতঃ—আমাদের সকলের মণ্ডলের মধ্যস্থানে এই এখানে এসে বস । সাধু ভুজ্যতাম্— বৎসাদি অন্তৰ্বেষণে বা সম্প্রতি তাদিগকে সামলানো ব্যাপারে তোমার যে এস্ত ব্যস্ততা, তা ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আনন্দে খেয়ে নেও ॥ জী ০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ অর্ভকা উচুঃ । অতিরঃহসা স্বর্খেনবাগতম্ । দূরগতবৎসানয়নে ঘটিকেকান্তবশ্যঃ ভবিষ্যতীত্যস্মাভির্বিচারিতঃ অয়া তু ক্ষণাদ্বৈনেবাগতমিতি ভাবঃ । একোহপি কবলোগ্রাসস্ত্বয়া বিনা নাভোজি তস্মাদিত এহি ॥ বি ০ ৪৫ ॥

৪৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ গোপবালকগণ বললেন—অতিদ্রুত স্বর্খেই আগত ( কৃষ্ণকে ) । দূরে চলে যাওয়া গোবৎস আনয়নে এক ঘটিকা তো অবশ্যই লাগবে, এরূপ আমরা বিচার করেছিলাম, তুমি তো ক্ষণার্থ সময়েই এসে গেলে, এরূপ ভাব । তোমাকে ছাড়া একটি গ্রাসও আমরা খাই নি, স্বতরাং এখানে এসে বস ॥ বি ০ ৪৫ ॥



৪৬। ততো হসন् হৃষীকেশোহভ্যবহৃত্য সহার্তকৈঃ ।

দর্শয়ং চর্ম্মাজগরং ন্যবর্ত্তত বন দ্বজম্ ।

৪৬। অন্ধঃ ততঃ হৃষীকেশঃ হসন् অর্তকৈঃ ( বালকৈঃ ) সহ অভ্যবহৃত্য ( দণ্ডন গ্রাসাদীন ভুক্ত ) আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন বনাং ব্রজং ন্যবর্ত্তত ( প্রত্যাগতঃ ) ।

৪৬। মূলানুবাদঃ এই কথা শুনে ব্রজবালকদের ইন্দ্রিয়াধিদেবতা কৃষ্ণ ভোজন-কৌতুক লীলা সমাপন করে সেই অজগরের রক্তক্রেত মাথা চর্ম সখাদের দেখাতে দেখাতে বন থেকে ঘরে ফিরে এলেন ।

৪৬। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ হসন্নিতি—তেয়াং মায়ামুঞ্জানাং বাক্যশ্রবণাং দ্রঃখাদি-ব্যঞ্জকোভ্যশ্রবণেন প্রহর্ষেন্দ্রযাচ । হৃষীকেশ ইতি তেয়াং পরমপ্রেষ্ঠহাং ; ব্রজং প্রতি ন্যবর্ত্তত, নিরবর্ত্তৎ ইতি পাঠেইপি স এবার্থঃ । পরম্পদমার্যম্ । আজগরং চর্ম্ম দর্শয়ন্নিতি, অঘাস্ত্রবধস্ত্র ব্রজে কথনায় ইতি তচ-শ্রাপি শ্রীভগবতা তাবৎকালং মায়াচ্ছান্ত তথেব রক্ষিতমাসীনিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীজীব বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ হসন্ন ইতি—সেই মায়া মুঢ বালকগণের এই বাক্য শ্রবণ করে, তথা তাঁরা দ্রঃখাদি ব্যঞ্জক কিছু কথা না বলাতে অতিশয় আনন্দ উদয় হেতু হাসতে হাসতে ভোজনলীলা সমাপ্ত করলেন । হৃষীকেশ ইতি—কৃষ্ণ এই বালকদের ইন্দ্রিয়াধিদেবতা—পরম প্রেষ্ঠ স্বরূপ হওয়া হেতু । ব্রজং ন্যবর্ত্তত—ব্রজে ফিরে গেলেন । পাঠান্তর, নিরবর্ত্তত—অর্থ একই । আজগর চর্ম দর্শয়ন্ন—দেখাতে দেখাতে—অঘাস্ত্র বধ-বৃত্তান্ত ব্রজে বলাবার জন্ম—তার জন্মই অঘাস্ত্রের চর্মও শ্রীভগবান্ একবৎসর ব্যাপি মায়ার দ্বারা আচ্ছাদিত করত একইরূপে রক্ষা করে রেখেছিলেন—একুপ বুঝতে হবে ॥ জী০ ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ হসন্নিতি, তেষামানন্দদর্শনাং । অভ্যবহৃত্যোতি বর্ষে গতেহপ্যন্ন-ব্যঞ্জনাদীনাং ক্ষণার্দমাত্রপরিণামিত্বঃ জাতঃ তচ্চরণবৈরস্ত্রঃ জনযতীতি ভাবঃ । দর্শয়ন্নিত্যহো সখায়ঃ অন্ত মৃতেহয়ঃ সর্পেী রসা রক্তাদিকলিলো বর্ততে এবেতি পশ্যতেতি তদ্বধস্ত্র ব্রজে প্রখ্যাপনার্থঃ যোগমায়েব তাবৎ-কালপর্যন্তঃ তত্ত্বাচ্ছাদিতমাসীনিতি জ্ঞেয়ম্ । বনাং বনবিহরণাং ব্রজং জগামেতি শেষঃ ॥ বি০ ৪৬ ॥

৪৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ হসন্ন ইতি—হাসতে হাসতে, সখাদের আনন্দ দর্শন হেতু । অভ্যবহৃত্য ইতি—ভোজন করে । এক বৎসর গত হলেও, অন্ন ব্যঞ্জনাদি কুঁফের মুখে তত্ত্বকুই বিরস হল ক্ষণার্দমাত্র বাসি হলে যত্কু হয় অর্থাৎ একটুও বিরস হয় নি । দর্শয়ন্ন ইতি—অহো সখাগণ ! দেখ দেখ অন্ত মরা এই সর্প রস রক্তাদি মাথা অবস্থায় এ পড়ে আছে । বালকগণের দ্বারা এই বধ-ব্যাপার ব্রজে প্রচার করাবার জন্মই যোগমায়াই তাবৎকাল পর্যন্ত এই সব কিছু আচ্ছাদিত করে রেখেছিলেন, একুপ বুঝতে হবে । বনাং—বনবিহার হেড়ে দিয়ে ব্রজং—ঘরে ফিরে গেলেন ॥ বি০ ৪৬ ॥

৪১। বৰ্হ প্রস্তুনবনধাতুবিচ্চিত্রিতাঙ্গঃ প্রোদ্বামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাচ্যঃ ।

বৎসান্ গৃণন্তুগগীতপবিত্রকৌর্ত্রিগোপীনৃগুৎসবদৃশিঃ প্রবিবেশ গোষ্ঠম্ ॥

৪১। অন্বয়ঃ বৰ্হ প্রস্তুনবনধাতুবিচ্চিত্রিতাঙ্গঃ (ময়ুরপিচ্ছানি পুষ্পানি গৈরিকাদয়শচ তৈঃ চিত্রিতানি অঙ্গানি যস্ত সঃ) প্রোদ্বামবেণুদলশৃঙ্গরবোৎসবাচ্যঃ (অত্যুচ্চ বেণুদলশৃঙ্গরবেন উৎসবাচ্যঃ) অনুগগীতপবিত্রকৌর্ত্রিঃ (অনুচৈরঃ গীত পবিত্র কৌর্ত্রিঃ) গোপীনৃগুৎসবদৃশিঃ (গোপীনয়নানাং উৎসবরূপা দর্শনঃ যস্ত সঃ) বৎসান্ গৃণন্ (আহবয়ন্) গোষ্ঠঃ প্রবিবেশ ।

৪১। মূলানুবাদঃ ময়ুরপুচ্ছ-বন্ধপুষ্প গৈরিকাদি ধাতুতে বিচ্চিত্রিত শরীরধারী বেণু ও পত্রশিঙ্গার অতি উচ্চ শব্দরূপ উৎসবে সমৃদ্ধ, যশোদাদি গোপী-নয়নের উৎসবরূপ দর্শন এবং সখাদের দ্বারা গীত পবিত্র কৌর্ত্রিং শ্রীকৃষ্ণ বৎসদের নাম ধরে ধরে আদৰ করতে করতে গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন ।

৪১। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ ইতি নিজপ্রিয়সহচর বালকবৎস-সঙ্গতিজনিতহর্ষভরণতা বন্ধবেশাদি-বিশেষেণ ব্রজস্থ-শ্রীজনানাং নেত্রানন্দং সংজ্ঞনয়ন্ত্রজ্ঞানুর্জগাম—ইত্যাহ—বর্হেতি । বনধাতুর্গৈরিকাদিঃ; বনপদং গৃহলভ্য শুবর্ণাদি-ব্যবচ্ছেদার্থঃ, বৰ্হাদিভির্বিশেষেণ চিত্রিতানি ভূষিতানুসন্ধানি যেন, কিংবা সখিভির্যস্ত সঃ; অতঃ প্রোদ্বামো অতুচ্ছে যো বেণুদলশৃঙ্গাণাং রবঃ, তেন স এব বোৎসবঃ, কিংবা স চ উৎসবশচ নৃত্যক্রীড়াগীতাদিরূপস্ত্রেনাচাঃ পরমসমৃদ্ধিমানঃ; অতএবানুগৈস্ত্রেব বালকৈর্গৌত্মা হর্ষভরেণ গীত-বৎসুস্বরং তালাদিসহিতমুচ্ছেঃ কৌর্ত্রিতা পবিত্রা নির্মলা জগৎপাবনী বা কৌর্ত্রিরঘাসুরাদিবধুরূপা যস্ত, গোপীশব্দেন শ্রীযশোদাদয়ঃ সর্ববা এব ব্রজস্ত্রিযঃ, তাসামপীদানীয়েব শ্রীকৃষ্ণহর্ষভরণাধিকনেত্রানন্দোৎপত্তেঃ । এবং সখ্যাংশেন শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবেভ্যস্তেভ্যোহিপ্যোবামাধিকাং দর্শিতম্ ॥ জী০ ৪১ ॥

৪১। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ এইরূপে নিজ প্রিয় সহচর বালকবৎস মিলনজনিত হর্ষভরে বন্ধবেশাদি বৈশিষ্ট্যে ব্রজস্থ শ্রীজনদের নেত্রানন্দ জন্মাতে জন্মাতে ব্রজের ভিতরে গেলেন । এই আশায়ে বলা হচ্ছে, বৰ্হ—ইতি বনধাতু—গৈরিকাদি, এখানে ‘বন’ পদ দেওয়া হল গৃহলভ্য শুবর্ণাদি যে বাদ তাই বুঝাবার জন্য । বৰ্হ ময়ুর-পুচ্ছাদির দ্বারা বিচ্চিত্রিত অঙ্গঃ—‘বি’ বিশেষ ভাবে ‘চিত্রিত’ ভূষিত হয়েছে নিজের বিভিন্ন অঙ্গ যাঁর দ্বারা সেই কৃষ্ণ, অথবা সখাগণের দ্বারা যাঁর অঙ্গ ভূষিত সেই কৃষ্ণ । অতএব প্রোদ্বাম—বেণু ও পাতার শৃঙ্গ সকলের তুমুল শব্দ একটি উৎসবের রূপ নিল, কিন্তু সেই যে উৎসব তা নৃত্যগীতাদিরূপ, তার দ্বারা আচ্যঃ—পরম সমৃদ্ধিমানঃ (কৃষ্ণ) । অতএব অনুগঃ—সেই অনুচর বালকদের দ্বারা গীত—হর্ষভরে গীতবৎসুস্বরে তালাদি সহিত উচ্চকণ্ঠে কৌর্ত্রিত পবিত্রকৌর্ত্রিঃ—নির্মল বা জগৎপাবনী ‘কীর্তি’ অঘাসুরাদি বধ রূপা যাঁর (সেই কৃষ্ণ) । গোপী—এই পদে শ্রীযশোদাদি সকল ব্রজস্ত্রীকেই বুঝাতে হবে, কাহণ ব্রজস্ত্রী মাত্রেই ইদানীং আসল সখ্যাংশের সঙ্গগ্রহে কৃষ্ণের যে হর্ষভর—তার দ্বারা অধিক নেত্রানন্দ উৎপত্তি হেতু । এরূপে সখ্যাংশে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবদের অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপভূত সখাদের থেকে এই আসল শ্রীদামাদি সখাদের আধিক্য দেখান হল ॥ জী০ ৪১ ॥

৪৮ । অদ্যানেন যশোদানন্দস্মুনা ।

হতোহবিতা বয়ঞ্চাস্মাদিতি বালা ব্রজে জগৎ ॥

শ্রীরাজোবাচ ।

৪৯ । ব্রহ্মন् পরোন্তবে কৃষ্ণে ইয়ান্ প্রেমা কথৎ ভবেৎ ।

যোহভূতপূর্বস্তোকেষু স্বোন্তবেষ্পি কথ্যতাম্ ॥

৪৮ । অন্বয়ঃ অন্ত অনেন যশোদানন্দস্মুনা (শ্রীকৃষ্ণেন) মহো ব্যালঃ (কশ্চিং ভীষণাকারঃ সর্পঃ) হতঃ বয়ঞ্চ অস্মাৎ (সর্পাং) অবিতাঃ (রক্ষিতাঃ) ইতি বালাঃ (ব্রজবালকাঃ) ব্রজে জগৎ (সুস্মরম্ উচ্চঃ) ।

৪৯ । অন্বয়ঃ শ্রীরাজোবাচ—(শ্রীরাজা উবাচ) - ব্রহ্মন् ! স্বোন্তবেষু (স্বগর্ভজাতেষু) তোকেষু অপি (বালকেষু অপি) যঃ অভূতপূর্বঃ (যঃ পূর্বঃ নাসীৎ) ইয়ান্ প্রেমা পরোন্তবে (যশোদানন্দনে) কৃষ্ণে কথৎ ভবেৎ [তৎ] কথ্যতাম্ ।

৪৮ । মূলানুবাদঃ বালকগণ ব্রজে কৌর্তন করে বেড়াতে লাগলেন—আজ এই যশোদা-নন্দস্মুনু এক মহা সর্প বধ করেছে, আর তাতেই আমরাও বেঁচে গেলাম ।

৪৯ । মূলানুবাদঃ রাজা পরীক্ষিং বললেন—হে ব্রহ্মন् ! পর পুত্র কৃষ্ণে এত প্রেম ব্রজবাসিদের কি করে হল, যা ব্রহ্মমোহনের পূর্বে নিজ পুত্রেও হয় নি, এর রহস্য বলুন ।

৪৭ । শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ গৃণন् উপালালনৈরাহ্বয়ন্ গোপীনাং বৎসলানাং দৃশামুৎসবরূপা দৃশিদৰ্শনং যন্ত সঃ ॥ বি০ ৪৭ ॥

৪৭ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ বৎসদের গৃণন্—অতি আদরে গা হাতিয়ে হাতিয়ে নাম ধরে ডাকতে ডাকতে । গোপীদৃক্ত—বাসল্য রসাধার গোপীদের নয়নের উৎসবরূপা ‘দৃশি’ দর্শন ধার সেই কৃষঃ ॥ বি০ ৪৭ ॥

৪৮ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ মাতৃকুলোৎপৈর্যশোদাস্মুনা অন্ত্যেনন্দস্মুনা ইতি প্রোক্তমিতি জ্ঞেয়ম ; যদ্বা, অতিসন্তোষেণ দ্বয়স্ত্রৈবাবিশেষতঃ প্রশংসা দ্বাভ্যামপি তাভ্যাং গোকুলকুল-ভাগ্যদ্বোতনায় । জী০ ৪৮ ॥

৪৮ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ যশোদানন্দ স্মুনুনা—কৃষ্ণের মাতৃকুলে উৎপন্ন সখারা ‘যশোদাপুত্র’ নামে উল্লেখ করলেন আর অন্তরা নন্দপুত্র বলে । অথবা অতি সন্তোষে যশোদা-নন্দ দুষ্টনেরই সাধারণ ভাবে প্রশংসা—তাদের দুষ্টনের দ্বারাই গোকুলকুল-ভাগ্য প্রকাশের জন্য ॥ জী০ ৪৮ ॥

৪৮ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ যশোদানন্দরোভাগ্যমানন্দে যশো বা যস্মাত্তথাভূতেন স্মুনেতি শাকপার্থিবাদিহান্মধ্য পদলোপী কর্মধারয়স্তস্মান্মহাব্যালাং বয়ং চ অবিতাঃ ॥ বি০ ৪৮ ॥

৪৮। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ যশোদা-নন্দ এই দুজনের ভাগ্য বা আনন্দ যশ, যাদের থেকে তথাভুত ছোট শিশু পুত্র (দ্বারা এক মহাসর্প হত হল)। আর সেই হেতুই মহাসর্প থেকে আমরাও রক্ষিত হলাম ॥ বি০ ৪৮ ॥

৪৯। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাৎ নন্দ স্নেহস্তাবত্ত্বিধা দৃশ্যতে—বিষয়সৌন্দর্যেণ মমতা-বিশেষেণ স্বাভাবিক-দৈহিকসম্বন্ধ-বিশেষেণ চ, তত্ত্ব প্রথমঃ প্রাপ্তদেব ধাৰণ বৎসপেত্যাদ্যুক্তাঃ; দ্বিতীয়শ্চ তদ্বদেব, তত্ত্বসম্বন্ধস্থানত্ত্বেকাং। যশ্চ তৃতীয়ঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নাগমনে তন্মাতৃরি শ্রুতঃ, স হত্ত্ব বিপরীত এব, তর্হি কথঃ ব্রজোকসাং স্বতোকেস্ত্যাদিক্যুক্তম্? ইত্যভিপ্রেত্য বিশেষবৃত্তস্যা পরিবিবোধিষয়া বা পৃচ্ছতি— শ্রুত্বান্তিতি। শ্রীকৃষ্ণে শ্রীদামাদি-নামরূপাভ্যাঃ ব্যক্তে, ন তু স্বস্বরূপেণৈব ব্যক্তে তস্মৈন্থঃ ধাৰান্; অত্ত পরোন্তবৃত্তঃ ‘নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে’ (শ্রীভা০ ১০।৫।১) ইত্যুক্ত-সিদ্ধান্তানুসারেণৈব উক্তম্; অন্যথা শ্রীমন্নন্দ-যশোদে প্রাত্যপি অয়ঃ পূর্বপক্ষঃ প্রসঙ্গেত, স চ পুরাণকৃত ইতি; যদ্বা, যথা কৃষ্ণে অপূর্ববদ্বিতি দৃষ্টান্তিতে শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্বপক্ষঃ, এতৎপক্ষে বিষয়সৌন্দর্যস্থাধিক্যমন্ত্যেব, কিন্তু ততোইপি মমতা-দেহসম্বন্ধযোৱাধিক্যঃ বিবক্ষিতম্; তচ্চ সিদ্ধান্তবিশেষ বৃত্তস্যেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ জী০ ৪৯ ॥

৫০। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকান্তুবাদঃ পূর্বপক্ষ, স্নেহোৎপত্তি সাকুল্যে তিনি প্রকারে হতে দেখা যায়—স্নেহ পাত্রের সৌন্দর্যে, মমতা বিশেষে, স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ বিশেষে—এখানে প্রথম, সৌন্দর্য—কৃষ্ণ-স্বরূপভূত সুদামাদির সৌন্দর্য পূর্বের আমল সুদামাদির মতোই হল—“ধাৰণ বৎসপ”—(ভা০ ১০।১৩।১৯) ইত্যাদি উক্তি হেতু। দ্বিতীয়, মমতা বিশেষ—পূর্বের মতোই হল—মাতা পুত্র প্রভৃতি সেই সেই সম্বন্ধের আধিক্য না থাকা হেতু। তৃতীয়, স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ বিশেষ—ইহা শ্রীপ্রদ্যুম্ন আগমনে তার মাতা সম্বন্ধে শোনা যায়, যথা—“স্নেহস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে” পুত্র দর্শন মাত্র তাঁৰ স্তন থেকে দুঃখধারা বইতে লাগল—(ভা০ ১০।৫৫।৩০)। এতো এখানে বিপরীত, অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক দেহ সম্বন্ধ কিছু নেই—তা হলে কি করে ব্রজবন্দের আগে নিজ নিজ পুত্র সম্বন্ধে যে স্নেহ ছিল, তার চেয়ে বেশী হল, এই কৃষ্ণ-স্বরূপভূত পুত্র সম্বন্ধে? এ-বিষয় লক্ষ্য করে বিশেষ জানবার ইচ্ছায় বা পরকে বুঝাবার ইচ্ছায় মহারাজ পরীক্ষিঃ পূর্বপক্ষ তুললেন, ব্রহ্মন্তু ইতি। কৃষ্ণে ইত্যাদি—কৃষ্ণের প্রতি এত প্রেম কি করে হল? যিনি নামে ও চেহারায় শ্রীদাম রূপে প্রকাশিত সেই কৃষ্ণের প্রতি। স্বস্বরূপ প্রকাশের প্রতি নয়—সুদামাদি বালকদের নামরূপগুণ প্রভৃতি যা যেমন ঠিক তেমনই হল এই প্রকাশে। এখানে যে কৃষ্ণকে ‘পরোন্তব’ বলা হল তা (শ্রীভা০ ১০।৫।১) শ্লোকের ‘নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে’ এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই—শ্রীদামাদির পিতামাতা থেকে জাত নয় এইসব গোপবালক, এরা ‘পর’নন্দ যশোদা থেকে জাত। অন্যথা শ্রীবশুদ্ধেব নন্দন বলে ‘পরোন্তব’ একপ সিদ্ধান্তে শ্রীনন্দ যশোদার প্রতিও এই পূর্বপক্ষের (পরের পুত্রের প্রতি কি করে এত স্নেহ নন্দ যশোদার) অবকাশ হত। এই সিদ্ধান্ত পুরাণকৃত। অথবা, “যথা কৃষ্ণে অপূর্ববৎ”—(ভা০ ১০।১৩।২৬)।—পূর্বে যেমন যশোদা-নন্দনে ব্রজবাসিদের স্নেহ নিজ পুত্র থেকে বৃদ্ধিশীল ছিল ইদানীঃ এক বৎসর পর্যন্ত নিজ পুত্রেও সেইরূপ বৃদ্ধিশীল হল—যশোদা-নন্দনে কিন্তু এই স্নেহবল্লী নিত্য নবনবায়মানুপে বেড়ে

## শ্রীশুক উবাচ ।

৫০ । সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাত্মের বল্লভঃ ।

ইতরেহপ্ত্যবিত্তাদ্যান্তদল্লভতয়েব হি ॥

৫০ । অন্বয়ঃ শ্রীশুক উবাচ—হো নৃপ, সর্বেষাম্ অপি ভূতানাং স্বাত্মা ( স্ব স্ব আত্মা ) এব বল্লভঃ ইতরে ( আত্ম ভিন্ন ) অপ্ত্যবিত্তাদ্য। হি তদ্বল্লভতয়া এব ।

৫০ । মূলানুবাদঃ শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজন् ! নিজ আত্মাই প্রাণী সকলের প্রিয় হয়ে থাকে। পৃত্র-ধন প্রভৃতি অপর বস্তু আত্মার প্রিয় বলে গৌণভাবে প্রিয় ।

উঠ্টে লাগল ।” এই শ্লোকের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্বপক্ষের অবকাশ হচ্ছে, যথা—আচ্ছা কৃষ্ণে কি করে মেহের আধিক্য হচ্ছে এখানে ? এর উত্তরে—কৃষ্ণের বেলায় বিষয় সৌন্দর্যের আধিক্য তো আছেই—কিন্তু এর থেকেও আধিক্য যে মমতা ও দেহ সম্বন্ধের, তাই বক্তব্য এ সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্ত বিশেষ জ্ঞানবার ইচ্ছাতেই এই পূর্বপক্ষ, এরূপ ভাব ॥ জী০ ৪৯ ॥

৪৯ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ “ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু মেহবল্যাক্মণ্ডহম্ । শনৈনিঃসীম বৃন্ধে যথা কৃষ্ণে ভপূর্বব” দিত্যাদিন। স্বতোকেভ্যোহিপি পরপুত্রে কৃষ্ণেপ্রেমাধিক্যং ব্যঞ্জিতম্ । তত্র পৃচ্ছতি ব্রহ্মান্তি, পরোন্তবে নন্দপুত্রে স্বোদ্ভবেষু স্বস্বপুত্রেষপি যঃ প্রেমা অভূতপূর্বং ব্রহ্মমোহনাং পূর্বং ন ভৃতঃ । লোকে হি অতিশ্রীণবন্ধুমাদপি পরপুত্রাং গুণহীনেহিপি স্বপুত্রে প্রেমাধিক্যং দৃশ্যত ইত্যতো লোকবিরুদ্ধস্তাদিদং পৃচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ বি০ ৪৯ ॥

৪৯ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ পূর্বে যেমন কৃষ্ণে মেহ স্বপুত্র থেকেও ব্রজজনদের বৃন্দিশীল ছিল ইদানীং নিজপুত্রেও সেই রূপ হল, কৃষ্ণে কিন্তু ইহা নবনবায়মান রূপে বেড়ে উঠল “ইত্যাদি দ্বারা নিজনিজ পুত্র হতেও পরপুত্র কৃষ্ণে প্রেমাধিক্য প্রকাশিত হল । সে সম্বন্ধে রাজা পরীক্ষিঃ জিজ্ঞাসা করছেন—ব্রহ্মন ইতি । পরোদ্ভবে—নন্দপুত্রে । স্বোদ্ভবেষু অপি—নিজ নিজ পুত্রও যঃ প্রেমা—যে প্রেম অভূতপূর্বঃ—ব্রহ্মমোহনের পূর্বে হয় নি । এই জনসমাজে অতিশয় গুণবান् পরপুত্র থেকেও গুণহীন হলেও নিজ পুত্রে প্রেমাধিক্য দেখা যায় । অতএব লোকবিরুদ্ধ হণ্ডয়ার দরুণ এই জিজ্ঞাসা—এরূপ ভাব ॥ বি০ ৪৯ ॥

৫০ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণেহিসৌ সর্বেষামেব প্রিয়দাত্মনঃ অপ্য-ধিকপ্রিযঃ, কিমুত আত্মীয়েভ্যঃ স্মৃতবিষয়াদিভ্য ইতি বক্তু মাদাবাত্মনঃ স্বতঃ প্রেষ্ঠস্মন্তেষাঃ তত্পাদিকমেবে-ত্যাহ—সর্বেষামিতি পঞ্চতিঃ । তত্র পৃথমতঃ স্বাত্মতি—দেহদেহবিবেকেনাহংতাস্পদমাত্রমুচ্যতে, মমতা-স্পদে পেু মব্যবচ্ছেদার্থম্ । স্ব-শব্দশ্চ পৃতিস্ম অমুভবাপেক্ষয়া । হে রূপেতি—ত্বাদৃশস্ত স্বধর্মতঃ পৃজা-পালনমপি তথেবেতি ভাবঃ । হীতি—তত্ত্বানুভবাদিপুরামাণ্যং বোধযুতি ॥ জী০ ৫০ ॥

৫০ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ [ শ্রীধর—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ আত্মধর্ম থাকায় তাতে

୫୧ । ତର୍ଜାଜେନ୍ଦ୍ର ସଥା ମେହଃ ସ୍ଵସ୍କାନ୍ଦନି ଦେହିନାମୁ ।

ନ ତଥା ମମତାଲ୍ମିପୁତ୍ରବିନ୍ଦୁଗୃହାଦିୟୁ ॥

୫୧ । ଅନ୍ଧରୁ : [ହେ] ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୃ (ତ୍ୱାଂ) ଦେହିନାଃ ସ୍ଵସ୍କାନ୍ଦନି (ସ୍ଵଂ ସ୍ଵଂ ଆତ୍ମାନାଃ ପ୍ରତି) ସଥା ମେହଃ ମମତାଲ୍ମିପୁତ୍ରବିନ୍ଦୁଗୃହାଦିୟୁ ନ ତଥା ।

୫୧ । ମୂଳାନୁବାଦ : ଅତ୍ରଏବ ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ସକଳ ଜୀବେରଇ ନିଜ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତି ଯେତେକି ଭାଲବାସୀ, ମମତାର ବିଷୟ ପୁତ୍ରଧନ ଗୃହାଦିତେ ସେରପ ନଯ ।

ସକଳ ଆତ୍ମୀୟ ଥିକେ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ ସମ୍ପିଲିତ, ଏହି କଥା ବଲାର ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମେ ତାବଂ ଆତ୍ମାର ସ୍ଵତଃ ପ୍ରେସ୍ତୁତ, ଅନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରେସ୍ତୁତ ତା ଆରୋପିତ । ]

ପରମାତ୍ମା ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସକଳେରଇ ପ୍ରିୟ ବଲେ ଆତ୍ମା ଥିକେଣେ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ । ଆତ୍ମୀୟ ଓ ଶୁଖ୍ଦ ବିଷୟ ଥିକେ ଯେ ଅଧିକ ପିଯ, ସେ ଆର ବଲବାର କି ଆଛେ ? ଇହା ବଲାର ଜନ୍ମ ପ୍ରଥମେ, ଆତ୍ମାର ଯେ ସ୍ଵତଃ ପ୍ରେସ୍ତୁତ ଓ ଅନ୍ତ ସବେର ଯେ ଏହି ପ୍ରେସ୍ତୁତ ଆରୋପିତ, ଇହାଇ ବଲା ହଚ୍ଛେ—ସର୍ବେଷାମ୍ ଇତି ପାଂଚଟି ଶ୍ଲୋକେ । ଏ ସମ୍ବନ୍ଧେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଵାତ୍ମା ଇତି—ନିଜ ଆତ୍ମାଇ ସମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରିୟ । ଦେହ ଦେହୀ ଅବିବେକ ହେତୁ ଯେ ‘ଅହଂ ଭାବ’ ତାର ଆଶ୍ରଯ ଆତ୍ମାର କଥାଇ ଯେ ମାତ୍ର ଏଥାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହଲ, ମମତାମ୍ପଦ ଦେହାଦିର କଥା ହଲ ନା—ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ—‘ଆତ୍ମାଇ’ ଶ୍ରୀତିର ଆଧାର, ମମତାମ୍ପଦ ପୁତ୍ରାଦି ନଯ । ପୁତ୍ରାଦି ନିଜେ ଥିକେଇ ପ୍ରିୟ ହୟ ନା, ଆତ୍ମାର ସମ୍ବନ୍ଧେଇ ପ୍ରିୟ ହୟ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝାନୋ । ‘ସ୍ଵଂ’ ‘ନିଜ’ ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜ ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷାୟ । ହେ ନୃପେତି—ଏହି ସମ୍ବୋଧନେର ଧବନି, ରାଜାଦେର ସ୍ଵର୍ଗତଃ ପ୍ରଜା ପାଲନାତ୍ମକ ନିଜେଦେର ଆତ୍ମାର ଶୁଖ୍ଦର ଜନ୍ମିତି ହସେ ଥାକେ । ହି ଇତି—ଏହି ପଦେ ଏହି ବିଷୟେ ଅନୁଭବାଦିଇ ଯେ ପ୍ରମାଣ ତାଇ ବୁଝାନୋ ହଚ୍ଛେ ॥ ଜୀ ୫୦ ॥

୫୦ । ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ଟୀକା : ଭୋ ରାଜନ୍, ମମତାମ୍ପଦେଭ୍ୟ : ପୁତ୍ରାଦିଭ୍ୟ : ସକଶାଦହନ୍ତାମ୍ପଦେ ଆତ୍ମନି ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟମିତି ଲୋକରୀତିଃ ପ୍ରଥମଂ ଦୃଶ୍ୟତାଂ ତତ ଏବାତ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତୋ ଭବିଷ୍ୟତୀତ୍ୟାହ—ସର୍ବେଷାମିତି ପଞ୍ଚଭିଃ । ବଲ୍ଲଭଃ ଲୋକଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରୀତିବିଷୟ : ସ ଚ ପ୍ରତିଦେହମୈକେକ ଏବ ନ ତଥାନ୍ତେ ଇତ୍ୟାହ—ଇତରେ ଇତି ॥ ବି ୫୦ ॥

୫୦ । ଶ୍ରୀବିଶ୍ୱନାଥ ଟୀକାନୁବାଦ : ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକନ୍ଦେବ ବଲହେନ—ହେ ରାଜନ୍ ! ମମତାମ୍ପଦ ପୁତ୍ରାଦି ଥିକେ ‘ଅହନ୍ତାମ୍ପଦ’ ଅର୍ଥାଂ ଅହଂ ଭାବେର ଆଶ୍ରଯ ଆତ୍ମାତେ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ—ଏହି ଲୋକରୀତି ପ୍ରଥମେଇ ଦେଖା ହିୟା, ଅତଃପରଇ ଏହି ବିଷୟେର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏମେ ଯାବେ—ଇହାଇ ବଲା ହଚ୍ଛେ ସର୍ବେଷାମ୍ ଇତି ପାଂଚଟି ଶ୍ଲୋକେ । ବଲ୍ଲଭ :—ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିତେ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରୀତିବିଷୟ (ଆତ୍ମା) । ସେଇ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଦେହେ ଏକଇ—ଅପର ସବ ସେଇରୂପ ନଯ । ଏହି ଆଶ୍ୟରେ ବଲା ହଚ୍ଛେ—ଇତରେ ଇତି ॥ ବି ୫୦ ॥

୫୧ । ଶ୍ରୀଜୀବ-ବୈଶ୍ଵାନି ଟୀକା : ତଦେବ ବ୍ୟତିରେକେଣାହ—ତଦିତି । ତାତ୍ତ୍ଵାରାମାମ୍ପଦ ଇତାତ୍ମ୍ୟବ ତେଷାଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ପରତ ପଥେ ତୁ ଅହଙ୍କାରାମାମ୍ପଦେହିପି ଦେହ-ଆତ୍ମେତ୍ୟାଦିକା ଜ୍ଞେଯା । ପାଠାନ୍ତରସ୍ତ ନ ସନ୍ଦର୍ଭ, ଅନ୍ତେବ ବିବକ୍ଷିତତାଂ ଦେହମ୍ବୁ ନିରନ୍ତରଶ୍ଳୋକେ ବକ୍ଷ୍ୟମାନତାଂ ; ମମତାବଲମ୍ବୀତି ସର୍ପ୍ୟର୍ଥଶ୍ଚ ବା ବ୍ୟବହିତତାଂ

৫১। দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্যসন্তম ।

যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথা নহন্তু যে চ তমৃ ॥

৫২। অঘযঃ [হে] রাজন্য সন্তম, দেহাত্মবাদিনাং পুংসাম্ অপি দেহঃ যথা প্রিয়তমঃ তঃ (দেহঃ) অনু (পশ্চাৎ) যে চ (গেহ কলত্ব পুত্রাদযঃ) তথা ন হি [ন ভবন্তি] ।

৫৩। মূলাত্মবাদঃ হে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ! দেহাত্মবাদী লোকেদেরও যথা দেহ প্রিয়তম বলে অনুভূত হর, মেইনুপ হয় না পুত্রবিভাদি ।

নূনতা যোগোবেত্যর্থঃ । হে রাজেন্দ্র ইতি সাত্রাজ্যেইপ্যাত্মবৎ স্নেহো নাস্তীতি ভবতা জ্ঞায়ত এব ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৫১ ॥

৫৪। শ্রীজীব বৈ০ তোষণী টীকাত্মবাদঃ উহাই ব্যতিরেক মুখে বলা হচ্ছে—তৎ ইতি । এ বিষয়ে শ্রীধরশ্বামীর ব্যাখ্যা স্বত্বকাত্মনি—‘অহঙ্কারাস্পদ দেহে’—সেই কারণে নিজ অহঙ্কারাস্পদ আত্মার পুত্র স্নেহ । এখানেই ৫১ শ্লোকের ব্যাখ্যা শেষ করেছেন স্বামিপাদ । পরে ৫২ শ্লোকের ‘দেহাত্মবাদিনাং পদের সহিত অঘয় করে ব্যাখ্যা একুপ হবে, যথা—একুপ হলেও ধারা দেহকেই আত্মবুদ্ধি করেছে সেই জীবের যথা দেহ প্রিয়তম ইত্যাদি । পাঠাস্ত্রও সঙ্গত হবে না স্বামিপাদের মতে । হে রাজেন্দ্র—এই সম্মোধনের ধ্বনি—সাত্রাজ্যেই আত্মবৎ স্নেহ নয়—হে রাজা, তুমি তো এ ভালভাবেই জান ॥ জী০ ৫১ ॥

৫৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ যথা নিরূপাধিকঃ ॥ বি০ ৫১ ॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাত্মবাদঃ যথা—নিরূপাধিক ॥ বি০ ৫১ ॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ দেহ এবাত্মেতি-বাদিনাম্ অত্যন্তাবিবেকিনামিত্যর্থঃ ; তন্মতেইপ্যাত্মন এব প্রিয়তমস্তঃ পর্যবস্যেৎ ; আত্মত্যৈব দেহেইভিমানেন প্রিয়তমস্তাত । হি নিশ্চয়ে, অর্থে চকারঃ । হে রাজন্যসন্তমেতি—কেচিদ্বাজন্তা দেহাত্মবাদিনোহসন্ত এব, আত্মবাদিনশ্চ সন্ত, ঈশ্বরবাদিনঃ সন্তরাঃ, তেষু শ্রীকৃষ্ণকপ্রিয়ত্বাত্মঃ সন্তম ইতি ভাবঃ ॥ জী০ ৫২ ॥

৫৮। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাত্মবাদঃ দেহই আত্মা একুপ ধারা বলে অর্থাৎ অত্যন্ত অবিবেকীদের । তাদের মতেও আত্মারই প্রিয়তমস্ত পর্যবসিত হয় । এরা দেহকেই আত্মা বলে অভিমান করে, সেই হেতুই প্রিয়তম হয় দেহ । হি—নিশ্চয় । চ—তু অর্থে ‘চ’ কার । হে রাজন্যসন্তম—রাজন্য পাঠও আছে কোথাও কোথাও । দেহাত্মবাদিনা অসাধু । আত্মবাদিনা সাধু । ঈশ্বরবাদিনা সাধুতর । এদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকপ্রিয়ত্ব হেতু তুমি সন্তম—সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু, একুপ ভাব ॥ জী০ ৫২ ॥

৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ সচাত্মামূর্তৈদেহ এব জ্ঞায়তে ইতি তন্মতেনাহ—দেহ এবাত্মেতি বদিতুঃ শীলঃ যেবাঃ তঃ দেহঃ অনুভবন্তি যে পুত্রাদয়স্তে তথা ন প্রিয়তমা ইত্যর্থঃ ॥ বি০ ৫২ ॥

৫৩ । দেহোহপি মমতাভাক্ত চেতহসৌ নাম্বৰৎ প্রিযঃ ।

যজ্ঞীর্য্যত্যপি দেহেহস্মিন্ন জীবিতাশা বলীয়সী ॥

৫৩ । অন্বযঃ দেহঃ অপি চে মমতাভাক্ত তর্হি অসৌ (দেহঃ) আন্বৰৎ প্রিযঃ ন ভবতি যৎ অস্মিন্ন দেহে জীৰ্য্যতি (জরাগ্রন্তে) অপি জীবিতাশা বলীয়সী ।

৫৩ । মূলানুবাদঃ যদিও এই দেহ মমতাস্পদ, তথাপি উহা আন্বতুল্য প্রিয় নয় । যেহেতু এই দেহ জরাগ্রন্ত হলেও বাঁচবার ইচ্ছা বলবতী থাকে ।

৫২ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ সেই আন্বাকে মৃচ্ছণ দেহ বলেই জানে । তাদের মতানুসারে বলা হচ্ছে, দেহান্ববাদিনাং—দেহান্ববাদিদের দেহই আন্বা, একপ বলাই স্বভাব যাদের । তম—দেহকে অনু—অনুভব করে (প্রিয়তম বলে) । যে-পুত্রবিক্রান্তি, 'তে' সেই সব তথা প্রিয়তম নয়, যথা দেহ ॥ বি ৫২ ॥

৫৩ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকাৎ মমেতি দেহঃ মন্ত্মানানামবিবেকিনাঃ মতমালস্যাহ— দেহোহপীতি । তৈর্যাখ্যাতম্ । তত্ত্ব প্রথমপক্ষেহপীতি সন্তাবনায়াঃ, পুত্রাদপেক্ষয়া সমুচ্ছয়ে বা, দ্বিতীয়-পক্ষেহবিবেকদশায়ামিতি, বলীয়সীতি বিশেষণেনাক্ষিপ্যতে । এতৎপ্রতিযোগিতয়া বিবেকিন ইত্যপি, অসৌ দেহোহপীত্যনয়োরবিত্যোরর্থং ব্যাচষ্টে—সোহপীতি । নাতীবাস্ত্বা ইতি শ্রিয়তাঃ জীবতু বেত্যপেক্ষাধিক্যং নাস্তীত্যর্থঃ । ইদং নাম্বৰৎ প্রিয় ইত্যশু ব্যাখ্যানমিতি ; যদ্বং, আন্বৰৎ পূর্বমবিবেকেনান্বতয়া গৃহীতোহংতা-বিষয়ে দেহস্তুদ্বৎ প্রিয়ে ন ভবতীত্যর্থঃ । যদ্যস্মাজীর্য্যতি রোগাদিনাভিভূতেহস্মিন্ন মমতাস্পদে দেহবিষয়ে জীবিতাশা—‘অয়ং দেহস্তুষ্টতু’ ইতি বাঞ্ছাপি অবলীয়সী পূর্বাপেক্ষয়া স্বল্পাপি ভবতি, বিবেকতোহস্মিন্নান্ব-তাপগমেনাতিপ্রিয়থাভাবাং ॥ জীঃ ৫৩ ॥

৫৩ । শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ মম ইতি—দেহেতেই যাদের আন্ববুদ্ধি সেই অবিবেকিগণের মত অবলম্বন করে বলা হচ্ছে—দেহোহপি । শ্রীস্বামিপাদের ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করা হচ্ছে—স্বামিপাদের প্রথম ব্যাখ্যা “যেহেতু ‘জীয়ত্যপি’ আসন্ন মরণেও বাঁচবার ইচ্ছা হয় । এর ভাব একপ—বাচব না, এই ভাব নিশ্চিত হলেও দেহে যে প্রেমাস্পদত্ব, তা আন্বগত হয়ে যায়” । এই প্রথম ব্যাখ্যার উপর শ্রীজীবের টিপ্পনী—এখানে ‘নিশ্চিতে অপি’ সন্তাবনায় ‘অপি’ পদের প্রয়োগ অর্থাৎ বাচব না, একপ যদি নিশ্চিত হয় ; বা ‘দেহে অপি’ সমুচ্ছয়ে অপি—দেহ পুত্রবিক্রিত প্রভৃতিতে প্রেমাস্পদত্ব ইত্যাদি । স্বামিপাদের দ্বিতীয় ব্যাখ্যার উপর টিপ্পনী—দ্বিতীয় ব্যাখ্যা—‘যেহেতু যে দেহে বাঁচবারও ইচ্ছা অবিবেকদশায় ছিল, বিবেকিগণ যদা মমতাভাগী হয় তদা সেই দেহও সেই আন্বৰৎ পুরুষ হয় না, অতএব দেহে অতীব আস্থা থাকে না ।’ টিপ্পনী—‘অবিবেকদশাতে এই যে বলবতী ইচ্ছা,—ইচ্ছার পূর্বে বলবতী বিশেষণ দেওয়াতে এ বিষয়ে আক্ষেপ (নিন্দা) ধ্বনিত হচ্ছে । এরই পুত্রিযোগি বিবেকদশায় দেহ আন্বৰৎ পুরুষ হয় না । সেই দেহে বাঁচবার ইচ্ছাও বলবতী হয় না । ‘নাতীবাস্ত্বা’ এই দেহে আস্থাও থাকে না অর্থাৎ মরণে বাঁচনে বিশেষ কিছু অপেক্ষা নেই । দেহ আন্বৰৎ পুরুষ হয় না । এই পর্যন্ত স্বামিপাদের ব্যাখ্যা ।

৫৪ । তস্মাং প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম ।  
তদর্থমেব সকলং জগদেতচরাচরম् ॥

৫৪ । অঘযঃ তস্মাং সর্বেষাম্ অপি দেহিনাঃ স্বাত্মা প্রিয়তমঃ এতৎ সকলং চরাচরং জগৎ তদর্থম্ এব ।

৫৪ । মূলানুবাদঃ সেই হেতু সকল জীবেরই নিজ নিজ আত্মাই প্রিয়তম, এই আত্মার স্থানের জগতে চরাচর সকল জগৎ যৎকিঞ্চিং প্রিয় হয়ে থাকে ।

অথবা, আত্মবৎ—পূর্বে অবিবেকে আত্মক্রমে গৃহীত অহস্তা-বিষয় দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না । ষৎ—  
যেহেতু জীৰ্ণতি—রোগাদি অভিভূত এই মমতাস্পদ দেহ বিষয়ে জীবিতাশা—বাচন-ইচ্ছা—এই  
দেহ টিকে থাকুক, একপ বাঞ্ছাও ‘অবলীয়সী’ পূর্বাপেক্ষা স্বল্পও হয়ে থাকে—বিবেকতঃ এ দেহেতে আত্মতা  
অপগমে অতিপ্রিয়ত্ব অভাব হেতু । জী০ ৫৩ ॥

৫৩ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ দেহানুবাদিনাঃ তেষামপি কদাচিদীষদ্বিবেকে সতি আত্মেব প্রিয়ঃ  
স্মানতথা দেহ ইত্যাহ—দেহোহপি অহস্তাস্পদীভূতোহপি দেহ ঈষদ্বিবেকেন যদি মমতাভাক্ত স্নানদাসো দেহ  
আত্মবৎ প্রিয়ো ন ভবেৎ । কিন্তু আত্মানুরোধেনৈব প্রিয়ঃ স্মাদিত্যর্থঃ । তত্র লোকানুভবমেব প্রমাণয়তি—  
যদিতি । সর্বত্র দেহত্যাগে আত্মনোহিতিকষ্টং দৃষ্ট্বা তদতিকষ্টং মমাত্মনো মা ভবত্বিতি বুদ্ধিক আত্মতিম্মেহা-  
দেব দেহে জীবিতাশা অধিকা ভবতীত্যর্থঃ ॥ বি০ ৫৩ ॥

৫৩ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ দেহানুবাদী তাদেরও কদাচিং ঈষৎ বিবেক হলে আত্মাই  
প্রিয় হয়ে থাকে, দেহ তথা নয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, দেহোহপি—অবিবেক হেতু দেহ অহস্তাস্পদীভূত  
হলেও ঈষৎ বিবেকের উদয়ে যদি মমতাপাত্র হয় তদা এই দেহ আত্মবৎ প্রিয় হয় না । কিন্তু আত্মার অনু-  
রোধেই প্রিয় হয়, একপ অর্থ । সেখানে লোকানুভবই প্রমানক্রমে উল্লেখ করা হচ্ছে, যথা—যৎ ইতি ।  
যেহেতু সর্বত্র দেহ ত্যাগে আত্মার অতিকষ্ট দেখে সেই অতি কষ্ট আমার আত্মাই না হউক, এই বুদ্ধিতেই  
আত্মাতে অতি স্নেহ হেতুই দেহে ‘জীবিতাশা’ বাঁচাবার ইচ্ছা অধিক হয়ে থাকে, একপ অর্থ ॥ বি০ ৫৩ ॥

৫৪ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ চৱং দেহাপত্যাদি, অচৱং গেহাদি, তদাত্মকমেতজ্জগ-  
চাপি সকলমপি যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ । এতেনাত্মনঃ স্বৰ্যস্বরূপত্বং বোধিতম্ ॥ জী০ ৫৪ ॥

৫৪ । শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ চৱং—দেহ পুত্রাদি, অচৱং—গেহাদি । এবং  
তদাত্মক এই জগৎ সকলও যৎকিঞ্চিং প্রিয় হয় ॥ জী০ ৫৪ ॥

৫৪ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ তস্মাদিতি । চৱং পুত্রকলত্বাদি । অচৱং গৃহষ্টপট্টাদি । তেন লোক-  
দৃষ্ট্যা পুত্রাদিভ্যঃ সকাশাদাত্মন এবাত্যন্তিক শ্রীতিবিষয়ত্বং প্রতিপাদিতম্ ॥ বি০ ৫৪ ॥

৫৪ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তস্মাং—সেই হেতু । চৱং—পুত্রকলত্বাদি । অচৱং—  
ষ্টপট্টাদি । এর দ্বারা লোকদৃষ্টিতে পুত্রাদি থেকে আত্মারই আত্যন্তিক শ্রীতি-বিষয়ত্ব প্রতিপাদিত হল ॥

৫৫। কৃষ্ণমেনমবেহি দ্রুমাঞ্চানমখিলাঞ্চনাম্ ।

জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্ব দেহীবাভাতি মায়য়া ॥

৫৫। অশ্বয়ঃ তঃ এনং কৃষং অধিলাঞ্চনাং (সর্বজীবানাং) আচ্চানং অবেহি (জানৌহি) সঃ  
জগদ্বিতায় অত্র অপি মায়রা দেহী ইব আভাতি ।

৫৫। মূলানুবাদঃ তুমি এই কৃষকে অধিল জীবের পরমাত্মা বলে জানবে। পরমকরূণ বলে স্বভক্ত-প্রসঙ্গে জগতের মঙ্গলের জন্য তিনি কল্লে কল্লে এই জগতে আবিত্তি হন। মুঢ়গণ মায়ামুঝ হয়ে তাকে দেহধারী সাধারণ জীব বলে মনে করে।

৫৫। শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ এবং দেহদ্বয়াতিরিক্তস্ত শুদ্ধস্ত আত্মৎ স্বতঃ প্ৰিয়ত-  
মুক্তা বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমিতি। ‘কৃষ্ণভুবাচকঃ শব্দে। গুচ্ছ নিৰ্বুতিবাচকঃ। তরোরৈকং পরং ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ  
ইত্যভিধীয়তে ॥’ ইত্যেতন্ত্রক্ষণহেন তন্মানমেনং শ্রীযশোদানন্দনুপমধিলানামাঞ্চনাং সূর্যমণ্ডলানীয়স্ত তন্ম  
রশ্মিপরমাণুস্থানীয়নাং শুদ্ধানামপি ক্ষেত্ৰজ্ঞানাং পরমস্বৰূপহেন পরমাত্মানমবেহি, তথি কথং লোকে দৃশ্যতয়া  
ভাতি ? তত্ত্বাহ—জগন্তিৰায়েতি। সোহিপি সৰ্বত্রাপরমস্বৰূপোহিপি পরমকল্যাণগুণহেন পরমকাৰণিকত্বাং  
স্বতন্ত্রসুসঙ্গেন জগতোহিপি হিতায়াত্ম জগতি ভাতি, কল্পে কল্পে স্বৰূপশক্ত্যা পুৰুক্ষতে। নহু যদি তাৎশ  
এব কৃষ্ণতর্হি কথং দেহাত্মবিভাগাদিনা তদ্বিৰুদ্ধধৰ্ম্ম ইবাভাতি ? তত্ত্বাহ—মায়য়েতি। আত্মারামাণং তৎ-  
প্ৰিয়জনানাঞ্চাত্মাধিক-নিৰুপাধিপরমপেৰাম্পদসৰ্বাংশ্চত্তেন তদ্ব্যতিৰিক্তবস্তু-সন্তেদাভাবাদিতি ভাবঃ।  
নিৰুপাধিপরমপ্রেমাম্পদতঃ খন্দাত্মানন্দত্বাঞ্চতি, অতএব শ্রীমদ্বাচার্যঘৃতং মহাবারাহ-বচনম—দেহদেহিবি-  
ভাগোহিত্ব নেশ্বরে বিদ্যতে কচিঃ’ ইতি। তদেবমস্তুরানীনাং মায়াবৰণান্ব তথা ভাতি ; ‘নাহং পুৰুক্ষঃ সৰ্বস্তু  
যোগমায়াসমাবৃতঃ’ ইতি শ্রীভগবদগীতাম্বু (৭।২৫) চ। তত্ত্ব যোগমায়াতুর্যটিষ্ঠটনাকারি কিমপি মম বুদ্ধি-  
সৌষ্ঠবমিতি শ্রীস্বামিচৰণাশ্চ। তৎপ্ৰিয়জনানাং তৎপেৰমভাবিতস্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোৎপলবদেকজাতীয়-  
হেন প্ৰেমাম্পদতান্বভাবোহিসৌ স্বমাধুৰীভিঃ অধিকমাভাতি, অন্তত যথোচিতমিতি স্থিতে সৰ্বাতিশয়িত-  
পে মস্তুভাবানাং শ্রীব্ৰজবাসিনাং কিমুতেতি ভাবঃ। জী০ ৫৫।

৫৫। শ্রীজীব-বৈঁ তোষণী টীকান্তুবাদঃ এইরূপে দেহদ্বয়ের অতিরিক্ত শুন্দ আত্মার স্বতঃ প্রিয়ত্ব বলে বক্তব্য বিষয় বলা হচ্ছে—কৃষ্ণমৃ ইতি। ‘কৃষি’=সন্তাবাচক, ম=নিরুত্তি বাচক—স্বত্ত্বাঃ কৃষ্ণনামে সংস্কৃত, আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মই বোক্তব্য। এই লক্ষণে লক্ষিত কৃষ্ণনামক একে—শ্রীষশোদানন্দনরূপ কৃষ্ণকে অখিলাত্মনাম—অখিল আত্মার, সূর্যমণ্ডল স্থানীয় কৃষ্ণের রশ্মিপরমাত্ম স্থানীয় শুন্দ জীবাত্মা সকলেরও পরম স্বরূপ বলে যিনি পরমাত্মা সেই তাকে জানো। তাই যদি হয় তবে এ জগতে তিনি কি কারে দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে—জগত্ত্বিতায় ইতি। মোহপি—সকল আত্মার পরমস্বরূপ হয়েও পরমকল্পণ-গুণস্বরূপ বলে পরমকারুণিক হওয়া হেতু স্বভাস্ত্ব-প্রসঙ্গে জগতেরও মঙ্গলের জন্য এই জগতে আভাতি কল্পে কল্পে স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত হন। পূর্বপক্ষ,

ଆଛା, କୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାଦୃଶୀଳ ହନ, ତା ହଲେ କେନ ଦେହ ଆତ୍ମା ବିଭାଗାଦି ଦ୍ୱାରା ବିକୁଳଧର୍ମ ଦେହୀର ମତ ପ୍ରକାଶିତ ହନ । ଏଇ ଉତ୍ତରେ, ମାୟା ଇତି । ଆତ୍ମାରାମଗଣେର ଏବଂ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରିୟଜନଦେର ଆତ୍ମା ଥେକେଓ ଅଧିକ ନିରପାଦ୍ଧି ପରମ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ସର୍ବାଂଶ ସ୍ଵରୂପେର ସହିତ ତଦ୍ୟତିରିକ୍ତ ବନ୍ଧୁର ମିଳନ ହୟ ନା ବଲେ—ଏକାଜ ମାୟାରାଇ ବଲାତେ ହୟ । ନିରପାଦ୍ଧି ପରମପ୍ରେମାସ୍ପଦ ସ୍ଵରୂପଇ ଆତ୍ମସ୍ଵରୂପ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସ୍ଵରୂପ—ଅତେବ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗାର୍ଥ ଧୃତ ମହାବାରାହ ବଚନେ—ଈଥରେ ବେଳାୟ କଥନଓ ଦେହ ଦେହୀ ଆଲାଦା ନୟ” । ତାଇ ଅସୁରାଦିର ମାୟାର ଆବରଣ ଥାକାଯି ମେରାପ ପ୍ରକାଶ ପାନ ନା, ‘ଯୋଗମାୟା ସମାବୃତ ଆମି ସକଳେର ନିକଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ନା’—(ଶ୍ରୀଗୀତା ୭।୨୫) । ଶ୍ରୀସ୍ଵାମିଚରଣଙ୍କ ବଲେଛେ—ମେଥାନେ ଦୁର୍ଘଟିଷ୍ଟଟନାକାରୀ ଯୋଗମାୟାଇ ସବ କିଛୁ ସମାଧାନ କରଛେ—ଆମାର ବୁଦ୍ଧିର ମୌଷିତି ଏ ବିଷୟେ ତୁଚ୍ଛ । କୃଷ୍ଣର ପ୍ରିୟଜନଦେର କୃଷ୍ଣପ୍ରେମଭାବିତ ଅନ୍ତକରଣେ କୌରେ ମିଛରିଖଣେର ମତେ ଏକ-ଜୀତୀୟ ଗୁଣେର ଦ୍ୱାରା ମେହି ପ୍ରେମାସ୍ପଦତା ସଭାବ କୃଷ୍ଣ ନିଜମାଧୁରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାନ—ଅନ୍ତର ପ୍ରକାଶ ପାନ ଯଥୋଚିତ—ଏଇରୂପ ପରିଷ୍ଠିତିତେ ସର୍ବାତିଶୟିତ ପ୍ରେମସ୍ଵଭାବ ଶ୍ରୀବ୍ରଜବାସିଦେର କଥା ଆର ବଲବାର କି ଆଛେ ? ଏରୂପ ଭାବ ॥ ଜୀ ୦ ୫୫ ॥

୫୫ । ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵନାଥ ଟୀକା ୩ ବିବକ୍ଷିତଃ ସିଦ୍ଧାତ୍ତଃ ପ୍ରତିପାଦୟଃ ସ୍ତୁଦୃଷ୍ଟ୍ୟା ତ୍ସାପ୍ୟାଅନ ଆପେକ୍ଷିକ ଶ୍ରୀତିବିଷୟତ-ମେବ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ଶ୍ରୀତିବିଷୟତ କେବଳ କୃଷ୍ଣଶୈବେତ୍ୟାହ—କୃଷ୍ଣମିତି । ଅଖିଲାନାମାତ୍ମନାଃ ଜୀବାନାମପ୍ୟାଅନଃ ପର-ମାତ୍ରାମେବ କୃଷ୍ଣମବେହି, ତେନ ପୁତ୍ରାଦିଷ୍ୱ ଶ୍ରୀତିର୍ଥୀ ଦେହାନ୍ତରୋଧେନ ଦେହେ ଚ ଶ୍ରୀତିର୍ଥୀ ଆତ୍ୟାନ୍ତରୋଧେନ ତତ୍ତ୍ଵେବାତ୍ମାନ୍ତପି ଶ୍ରୀତିଃ ପରମାତ୍ମାନ୍ତରୋଧେନ ସଚ ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଏବ ମୂର୍ତ୍ତଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବ । ସହନ୍ତଃ “ବିଷ୍ଟଭ୍ୟାହ ମିଦିଂ କୃତ୍ସମେକାଂଶେନ ଶ୍ତିତୋ ଜଗଦିତାତଃ କୃଷ୍ଣଶୈବାତାନ୍ତିକ ଶ୍ରୀତିବିଷୟତାନ୍ତିତ୍ରେ ଶ୍ରୀତେଃ ପରାକାଷ୍ଟେତି ସ୍ଵପୁତ୍ରୋଭ୍ୟୋହପି ତତ୍ ସତ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ ତତ୍ପରାଦିତମ । କିଞ୍ଚ, ଜୀବାନାଃ ଭକ୍ତ୍ୟଭାବାଂ ମାୟା ଜ୍ଞାନାବରଣାଚ ଭକ୍ତ୍ୟକ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ତତ୍ୟିଂ ସ୍ତୁଦୃଷ୍ଟାନ୍ତହେନାନ୍ତଭବୋ ମାୟିକ ଜୀବାନାମଭକ୍ତାନାଃ କଥମନ୍ତ୍ରିତ୍ୟ ପୁତ୍ରାଦିଷ୍ୱେ ଲୋକାନାଃ ଶ୍ରୀତିବିଷୟତେନାନ୍ତଭବୋ ନ ତତ୍ୟିନ, ବ୍ରଜବାସିନାନ୍ତ ମାଯାତୀତାନ୍ତକିପୂର୍ଣ୍ଣଭାଚ ଯଥାର୍ଥ ଏବାନ୍ତବ ଇତ୍ୟତତ୍ତ୍ଵେଷାଃ ସ୍ଵପୁତ୍ରୋଭ୍ୟୋହପି ତତ୍ୟିନ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ ସାଭାବିକଂ ବର୍ତ୍ତତ ଏବେତି ସମାଧେଯମ । ଜଗଦିତାଯାବତୀର୍ଣ୍ଣଃ ସ କୃଷ୍ଣୋହପି ମାୟା ଦେହୀବ ଆଭାତି ସାବିଦ୍ୟା ମୂଟ୍ରେଜୀବ ଇବ ଭୌତିଦେହବାନ୍ ପ୍ରତୀଯତଃ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ସଦା, ମାୟାରେ ଯେ ଦେହସ୍ତବ୍ଧାନିବ ମାୟୋପାଧିରିବ ପ୍ରତୀଯତେ ନତୁ ସ ମାୟୋ-ପାଧିରିତ୍ୟର୍ଥଃ । ଅତେବ ମଧୁସନରସତୀପାଦୀରପି “ସଚିଂ ସ୍ଵର୍ତ୍ତେକବପୂର୍ବଃ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍ଗ ନାରାଯଣଙ୍ଗ ମହିମା ନହିଁ ମାନମେତି” । “ଚିଦାନନ୍ଦାକାରଃ ଜଲଦରୁଚିସାରଃ ଶ୍ରାତିଗିରାଃ ବ୍ରଜଶ୍ରୀଗାଂ ହାର” ମିତ୍ୟାଦି ବହୁଶୋ ବର୍ଣ୍ଣିତମ । ସଦା, ନମ୍ବ ପରମାତ୍ମା ଖରିନ୍ଦ୍ରିୟ ଗ୍ରାହୋ ନ ଭବେ । କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସବୈବନ୍ଦ୍ରଶ୍ଵତ ଏବେତି ତାହାଜଗତ ଏବ ହିତାଯ ମାୟା ନିର୍ବେତୁକାଚିନ୍ତ୍ୟା କୃପା ମୋହପି ଅତ୍ର ଜଗଜଜନେନ୍ଦ୍ରିୟେ ଦେହୀବ ଆଭାତି ସ୍ଵରୂପେ ତଦଗ୍ରାହତେନ ପ୍ରକାଶତେ ଇତି । ଅତର୍କତଦିଚ୍ଛର୍ଯ୍ୟ ତଦ୍ଗୁହୀତେରିନ୍ଦ୍ରିୟେର ସ ଗୃହତେ ନ ପୁନରିନ୍ଦ୍ରିୟେଃ ସ୍ଵରୂପେ ଶବ୍ଦାଦିରିବ ଗ୍ରହୀତୁଃ ଶକ୍ୟ ଇତି ଭାବଃ । ଅତେବ ଭାଗବତାମୃତହୃତଃ ନାରାଯଣାଧ୍ୟାଅବଚନମ । “ନିତ୍ୟାବ୍ୟକ୍ତେହିପି ଭଗବାନୀକ୍ୟତେ ନିଜଶକ୍ତିଃ । ତାମତେ ପରମାନନ୍ଦଃ କଃ ପଣ୍ଡେତାମିତଃ ପ୍ରଭୁମ” । ଇତି ତତ୍ତ୍ୟା କାରିକା ଚ ତତ୍ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶତଃଶକ୍ୟ୍ୟ ସେଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ୍ୟା । ‘ମୋହିଭିବ୍ୟକ୍ତେ ଭବେନ୍ନେତ୍ରେ ନ ନେତ୍ରବିଷୟତଃ’ ଇତି ତତ୍ ହିତମନ୍ତଦେଶୀଯାନାମାନ୍ତୁକୁଲଜନାନାଃ ସ୍ଵକାନ୍ତିଦାନେନେବ ସମାଧୁର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହଣମ, ପ୍ରତିକୁଳାନାଃ କଂସାଦୁଷ୍ଟରମନ୍ତର ପିତ୍ରଦୂଷିତରମନ୍ତର ମଂଞ୍ଚଭିକାଭୋଜନମିବ

গোকৃতৈরেবেন্দ্রিয়ৈষ্টমাধুর্য্যগ্রহণরহিতমেব দর্শনঃ ধ্যানাবেশ সিদ্ধ্যর্থঃ আবেশফলঃ সর্বাপরাধোপশমন-পূর্বকো মোক্ষঃ স এব তেষাং হিতম্। কিঞ্চ, ব্রজস্থানামৈশ্বর্যজ্ঞানশূন্যানামযেষামমুক্তলপ্রতিকূলানামপি যত্পি সদেহেবাভাতি তদপি “দেহদেহিবিভাগোহত্র নেশ্বরে বিষ্টতে কুচিদি”তি মধ্বাচার্যাধৃত মহাবারাহ-বচনাদেব শাস্ত্রজ্ঞদেহৈতি বক্তু মযোগ্যস্থাদিবশব্দপ্রয়োগঃ ॥ বি ৫৫ ॥

৫৫। শ্রৌবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ বক্তব্য সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করতে গিয়ে তত্ত্ব দৃষ্টিতে সেই আত্মার ও আপেক্ষিক প্রতিবিষয়ত্বই এসে যায়। আত্যান্তিক প্রতিবিষয়ত্ব কেবল কৃষ্ণেরই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—কৃষ্ণম্ ইতি। অথিলাঞ্চনাম—কৃষ্ণকে অখিল জগতের আত্মার ও সকল জীবাত্মার আত্মা-পরমাত্মা বলে জানবে। অতএব পুত্রাদিতে প্রতি যেরূপ দেহান্তরোধে এবং দেহে প্রতি যথা আত্মান্তরোধে সেইরূপই আত্মায় প্রীতি পরমাত্মা অন্তরোধে, সেই পরমাত্মাই কৃষ্ণ মূর্ত পূর্ণ। তাই গীতাতে বলা হয়েছে—আমি এই নিখিল জগৎ এক অংশে ধারণ করে আছি।

অতএব কৃষ্ণই আত্যান্তিক প্রতিবিষয় হওয়া হেতু তাতেই প্রীতি পরাকার্ষা, এইরূপে স্বপুত্র থেকেও গোপীদের কৃষ্ণে যে প্রেমাধিক্য তা সিদ্ধান্ত হল। আরও, জীব সকলের ভক্তি অভাব হেতু এবং মায়া দ্বারা জ্ঞান আবরণ হেতু একমাত্র ভক্তি দ্বারাই প্রকাশ্য তাতে তাদৃশ ভাবে অনুভব অভক্ত মায়িক জীব সকলের কি করে হতে পারে? অতএব পুত্রাদিতেই লোকের প্রতি বিষয়রূপে অনুভব, তাতে নয়। কিন্তু ব্রজবাসি-গণের মায়াতীত এবং ভক্তিপূর্ণ হওয়া হেতু, যথার্থ অনুভবই হয়। তাদের নিজ নিজ পুত্রাদি থেকেও কৃষ্ণে প্রেমাধিক্য স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান, এইরূপ সমাধান করতে হবে। জগৎ মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ সেই কৃষ্ণও মায়ায় দেহধারী জীবের আয় প্রকাশ পান, অর্থাৎ নিজ অবিদ্যায় মৃত্যুগণ জীবের মতো ভৌতিক দেহবান্বলে জ্ঞান করে। মায়ার দ্বারাই সৃষ্টি যে দেহ, সেই দেহ ইব—মায়া-আধারের মতো প্রতীয়মান হন মাত্র, কিন্তু আসলে তিনি মায়া-আধার নন, একপ অর্থ। অতএব মধ্যস্থদন সরস্তী পাদের দ্বারাও এইরূপ বর্ণিত হয়েছেন, যথা—“সচিদানন্দ স্মৃতিক বপু পুরুষোত্তম নারায়ণের মহিমা পরিমাপ করা যায় না। এই কৃষ্ণ চিদানন্দকার জলদকুচিসার অংতি উল্লিখিত ব্রজস্থাদের গলার হার”, ইত্যাদি।

অথবা, পরমাত্মা কখনও-ই ইন্দ্রিয়গ্রাহ হয় না। কৃষ্ণ কিন্তু সকলের দ্বারাই দৃষ্ট হন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, জগন্তীয়—জগতের মঙ্গলের জন্যই মায়য়া—নির্বিত্তক অচিন্ত্য কৃপায় সোহিপি—সেই কৃষ্ণই অত্র—জগজ্জনের ইন্দ্রিয়ে দেহীব—দেহধারী জীবের মতো আভাতি—নিজে নিজেই ইন্দ্রিয়-গ্রাহকে প্রকাশ পান। তাঁর অতর্ক ইচ্ছার দান, তাঁকে গ্রহণ যোগ্য ইন্দ্রিয়েই তিনি গৃহীত হন—পরম্পরার শক্তিতে আপনা আপনি শব্দাদির মতো গৃহীত হন না, একপ ভাব। অতএব ভাগবতাম্বতে ধৃত নারায়ণ আধ্যাত্মিকন—“শ্রীভগবান নিত্য অব্যক্ত হলেও নিজ শক্তিতে নয়ন গোচর হন—এ ছাড়া পরমানন্দ প্রভুকে কে দেখতে পেত।” শ্রীভাগবতাম্বতে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্লোকেও আছে—“অতঃপর স্বেচ্ছা প্রকাশ স্বয়ং প্রকাশতা শক্তিতে তিনি অভিব্যক্ত হন—নেত্র-বিষয়রূপে নেত্রে অভিব্যক্ত হন না।”

୫୬ । ବନ୍ତତୋ ଜାନତାମତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥାନୁ ଚରିଷୁ ଚ ।

ଭଗବନ୍ଦ୍ରପମଖିଲଃ ନାନ୍ଦୁଦ୍ଵାନ୍ତିହ କିଞ୍ଚନ ॥

୫୬ । ଅସ୍ତର । ବନ୍ତତଃ ଅତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଜାନତାଃ [ପୁଂସାଃ] ସ୍ଥାନୁଃ ଚରିଷୁ ଚ (ସ୍ଥାବରଜଙ୍ଗମଥଃ) ଅଖିଲଃ (ବ୍ରନ୍ଦାଣଃ) ଭଗବନ୍ଦ୍ରପଃ (ତଦାକାରକାପେଣ ପ୍ରକାଶତେ) ଇହ ଅନ୍ତର ବନ୍ତ କିଞ୍ଚନ ନ ।

୫୬ । ମୂଳାନୁବାଦ । ବନ୍ତଃ କୃଷ୍ଣକେ ସାରା ଜାନେନ ସେଇ ଭନ୍ଦେର ମତେ ସ୍ଥାବର-ଜଙ୍ଗମାତ୍ମକ ଏହି ନିଖିଲ ବିଶ କୃଷ୍ଣରୁ ରୂପ । କୃଷ୍ଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁତକାପେ ଯା ନେଇ, ତାର କୋନାଓ ଅଣ୍ଟିଥିବା ନେଇ ।

ପ୍ରମ୍ପତ ଶ୍ଲୋକେର ହିତମ୍—ପଦେର ଅର୍ଥ—ଆବୁନ୍ଦାବନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ତଦେଶୀୟ ଅନୁକୂଳ ଜନଦେର ସ୍ଵକ୍ରପାଦାନ୍ତି ଦାନେଇ ସମାଧୁର ଗ୍ରହଣ କରାନ, ପ୍ରତିକୂଳ କଂସାଦି ଅନୁରଦେର ପିନ୍ତଦୂଷିତ ରମନାର ମିଛରି ଖାଓଯାର ମତୋ ପ୍ରାକୃତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଇ ଧ୍ୟାନ-ସିଦ୍ଧିର ଜନ୍ମ ମାଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ରହିତ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆବେଶ ଫଳ ସର୍ବାପରାଧ ଉପଶମନ ପୂର୍ବକ ମୋକ୍ଷ—ଇହାଇ ତାଦେର ହିତ । ଆରାତ୍, ଐଶ୍ୱରଜାନଶ୍ଶତ୍ର ବ୍ରଜସ୍ତଜନଦେର ଏବଂ ଅନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଜନଦେର ନିକଟ ଯଦିଓ ଦେହଧାରୀ ଜୀବକାପେଇ ପ୍ରତିଭାତ ହନ, ତଥାପି ‘ଦେହ ଦେହୀ ବିଭାଗ ଏହି ଦେଶରେ କଥନ-ଇ ନେଇ’—ମଧ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟତ ମହାବାରାହ ବଚନ ଅନୁମାରେ ଶାନ୍ତର୍ଜଗଣେର ‘ଦେହୀ ପକ୍ଷେ ଏକପ ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣେର ଅଧୋଗ୍ୟ ହେତୁ ଏଥାନେ ‘ଦେହୀ ଇବ’ ପ୍ରୋଗ ହେଯେଛେ ॥ ବି ୫୫ ॥

୫୬ । ଶ୍ରୀଜୀବ-ବୈଶନ୍ଵିତ୍ରୀ ତୋଷଣୀ ଟୀକା । ନ କେବଳ ସର୍ବେଷାଃ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞାନାମେବ ପରମସ୍ଵରପମ୍, ଅପି ତୁ ଅନ୍ତେ ସର୍ବେଷାଃ ଜଡାନାମ୍, ଆଦୌ ସର୍ବେଷାଃ ସାକ୍ଷାତ୍କର୍ତ୍ତପାଗାନ୍ତେତି ବନ୍ତଃ ତତ୍ତ୍ଵ ଭୂମଭମାହ—ବନ୍ତତ ଇତି, ବନ୍ତ-ତତ୍ତ୍ଵତଃ, କୃଷ୍ଣମ୍ ଅତ୍ର ଜଗତି ଜାନତାଃ ବିଚାରଯତାଃ ତଦ୍ଵିଚାରଜ୍ଞାନାମିତ୍ୟର୍ଥଃ । ସଂ ସ୍ଥାବର-ଜଙ୍ଗମରୂପମଖିଲଃ ଯଚ୍ଚ ଭଗବତୋ ରୂପଃ ନାରାୟଣାତ୍ମିଭଦ୍ରମଖିଲଃ, ତତ୍ତ୍ଵ ସର୍ବର୍ମ ଇହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଏବ ତଦନ୍ତଭ୍ରତତୈନେବ ଶୁରୁତୌତ୍ୟର୍ଥଃ । ନାନ୍ଦ କିଞ୍ଚନ ଯତ୍ତର ନାଣ୍ଟି, ତନ୍ନାନ୍ତ୍ୟବ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । କାରଣାଂ ଶିନୋର୍ବିଜ୍ଞାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଂଶ୍ୟୋର୍ବିଜ୍ଞାନାଂ ତଦ୍ୟତିରେକେନ ତଦ୍ୟତି-ରେକାଚ, ମହାସମୁଦ୍ରସ ସାଗରତରଙ୍ଗଫେନାଦିବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମ୍ଭାନ୍ତରୀଣମଣ୍ଡଳାତ୍ମକମ୍ଭ୍ୟ ବହିର୍ଗୁଲକିରଣପରମାଣୁଗଣ-ମରୀଚିକାଦିବ-ଦିତି ଜ୍ଞେୟମ୍; ତହତଃ ଦିତୀୟେ (୭୧୫୦)—‘ମୋହିର ତେହିଭିତ୍ତନ୍ତାତ ଭଗବାନ୍ ବିଶଭାବନଃ । ସମାନେନ ହରେନାନ୍ତ-ଦନ୍ତଶାାଂ ସଦମଚ ଯଏ ॥’ ଇତି ॥ ଜୀ ୫୬ ॥

୫୬ । ଶ୍ରୀଜୀବ-ବୈଶନ୍ଵିତ୍ରୀ ତୋଷଣୀ ଟୀକାନୁବାଦ । କୃଷ୍ଣ ଯେ କେବଳ ସକଳ ଆତ୍ମାର ପରମ ସ୍ଵରୂପ, ତାହା ନାହିଁ, ପରମ ଶୈଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସକଳ ଜଡ଼ବନ୍ତରୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସକଳ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବନ୍ଦ୍ରକାପେର ଯେ ପରମ ସ୍ଵରୂପ, ଇହା ବଲବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣର ଭୂମତ ବଲା ହଚେ—ବନ୍ତତ ଇତି । ବନ୍ତତଃ—ତତ୍ତ୍ଵଃ—କୃଷ୍ଣମ୍—କୃଷ୍ଣକେ ଅତ୍ର—ଏହି ଜଗତେ ଜାନତାଃ—ବିଚାର ପରାଯଣ ଜନଦେର ଅର୍ଥାଂ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ଵ ଜାନା ଲୋକଦେର (ମତୋ) । ସ୍ଥାନୁ ଚରିଷୁ ଚ—‘ସଂ’ ସର୍ବତ୍ର ସତ୍ତାକାପେ ବିରାଜମାନ ନିତ୍ୟ ବନ୍ତ—ସ୍ଥାବର-ଜଙ୍ଗମରୂପ ଅଖିଲ ଯା କିଛି ଏବଂ ଭଗବନ୍ଦ୍ରପମ୍—ଭଗବାନେର ରୂପ—ନାରାୟଣାଦି ନାମକ ଅଖିଲ ରୂପ—ମେହି ସେଇ ମେହି କିଛି ଇହ—ଏହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେଇ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଭୂତ ରୂପେଇ ଫ୍ର୍ଣ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଯ । ମହାସମୁଦ୍ରେର ଅମ୍ବାଖ ତରଙ୍ଗଫେନାଦିବ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମଣ୍ଡଳାତ୍ମକେର ବହିର୍ଗୁଲ କିରଣ-

৫৭। সর্বেষামপি বস্ত্রনাং ভাবার্থে ভবতি স্থিতঃ । ।

তস্মাপি ভগবান् কৃষঃ কিম তদ্বস্তু রূপ্যতাম् ॥

৫৭। অন্বয়ঃ সর্বেষামপি বস্ত্রনাং ভাবার্থঃ (কারণং তদ্বপোহর্থঃ) স্থিতঃ ভবতি ভগবান্ কৃষঃ তস্য অপি [কারণমিত্যর্থঃ] অতদ্বস্তু (কৃষসম্বন্ধরহিতং বস্তু) কিং 'অস্তি' রূপ্যতাম্ [কিমপি নাস্তি ইতি ভাবঃ] ।

৫৭। মূলানুবাদঃ স্থাবর জঙ্গম নিখিল বস্তুর কারণ হল প্রধান । এই প্রধানেরও কারণ হল কৃষঃ । এরূপ অর্থ নির্ধারিত হয়েই আছে । অতএব কৃষ বাতিরিক্ত অন্য কি বস্তু নিরূপণ করা যায় ?

পরমাণুগণ-মরীচিকাদিবৎ কৃষের অন্তভুত্তরপে যা নেই, তার অস্তিত্বই নেই—কারণ অংশীর অনুভবে কার্য্যাংশের অনুভব এবং কারণের অভাবে কার্য্যের অভাব ॥ জী০ ৫৬ ॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিঞ্চাপেক্ষিক প্রেমাস্পদানি যে চাতুর্দেহপুত্রাদ্যাস্তেইপি বিচারবতঃ স এবেত্যাপেক্ষিকপ্রেমাস্পদত্বমপি তন্মৈবেত্যাহ—বস্তুত ইতি । বস্তুতস্থিত্যর্থঃ । কৃষঃ জানতাং পুংসাঃ মতে স্থাবরজঙ্গমঞ্চ সর্ববৎ তদ্বপমেব তন্মৈব সর্বকারণহাং কারণন্মৈব কার্য্যকারণাদিতি ভাবঃ ॥ বি০ ৫৬ ॥

৫৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ আরও, আপেক্ষিক প্রেমাস্পদ যে সকল আত্ম-দেহ পুত্রাদি, তারাও সেই কৃষই—বিচারবান জনের কার্য-কারণ বিচারে—স্বতরাং আপেক্ষিক প্রেমাস্পদত্ব কৃষেতেই বর্তাচ্ছে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বস্তুতঃ ইতি । এখানে 'বস্তুতঃ' পদের অর্থ 'কিন্ত' । কৃষকে যারা জানে সেই ব্যক্তিদের মতে স্থাবর-জঙ্গম যা কিছু সব কৃষেরই রূপ—কৃষই সর্বকারণ হওয়া হেতু, আর তাঁরই 'কার্য' আকার সব কিছু হওয়া হেতু, এরূপ ভাব ॥ বি০ ৫৬ ॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাঃ বিচারমেবাহ—সর্বেষামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃতবস্ত্রনাং ভাব রূপে যোহর্থঃ সত্তা, স ভবতি, তৎসন্তান্ত্রয়সন্তান্ত্রতি উপাদানাদৌ বস্তুনি স্থিতঃ স্থাৎ । এবং যদ্যহপাদা-নামাকং বস্তু, তস্য সর্বস্ত্রাপি ভগবান্স্ত্রতৎসর্বশক্তিবিশিষ্টঃ শ্রীকৃষঃ একাস্তাদৃশ ইত্যর্থঃ । 'অদ্যেব অদ্যতে-ইস্ত কিং মম ন তে' (শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮) ইত্যাদিকস্ত শ্রীব্রহ্মাণ্ডেবানুভূতত্ত্বাদিতি ভাবঃ । তস্মাদেতং সর্ব-কারণাদিত্বেন স্বয়ং ভিন্নাদপি তস্মাদগ্ন্যং কিং বস্তুতি তন্মৈরূপ্যতামিত্যর্থঃ । তদেবং তস্য সর্বমূলাধারত্বে সিদ্ধে বালবৎসানাঞ্চ তৎপ্রাচুর্ভাবত্বে স্থিতে স্বভাবত এব তাদৃশপ্রেমাস্পদত্বং পূর্ববৃক্ষ্যা শ্রীব্রজবাসিযু তচ্চাধিকং যুক্তমেবেতি জ্ঞাপিতম্ । অথবা, নহু কথং এয় শ্রীযশোদানন্দন এব সর্বাত্মাচ্যাতে ? যদি ভগবদ্বপত্রে-নোচ্যাতে, তর্হি সন্ত্যানি বহুনি তদ্বপাণীত্যাশক্ষ্যাহ—বস্তুতঃ ইতি । স্থান্মূল সহস্রশীর্ষাদিচরিষ্যু তত্ত্ববত্তারাদি তত্ত্বদখিলঃ ভগবদ্বপম্ ইহ শ্রীকৃষে এব ইত্যাদি পূর্ববৎ । কিঞ্চ, সর্বেষামিতি ভবানাং পদার্থানাং মধ্যে ভাবঃ প্রেমা, তদ্বপ এবার্থঃ পুরুষার্থঃ স্থিতঃ পর্যবসিতো ভবতি, তাৎপর্য-পর্যবসানবিষয়ো ভবতীত্যর্থঃ । তস্য প্রেমণোহপি ভগবান্ কৃষ ইতি পূর্ববৎ । তং তিরোহিতসর্ববিলক্ষণগুণরূপত্বেইপি সর্বতঃ পূর্ণপরমা-

নন্দস্বরূপঃ বিনা তস্মাপ্যানক প্রতিষ্ঠাঃ ; তস্মাত্তত্ত্বেইগুদ্ধন্ত নিরূপ্যতাঃ, যং প্রেমযোগ্যং স্থাদিতি, তদেবমপি পূর্ববৎ স্বাভাবিকপ্রেমাস্পদত্বমেব স্থাপিতমিতি ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীজীব-বৈং তোষণী টীকানুবাদঃ [ স্বামিপাদ—শ্রীভগবান् ভিন্ন অন্য কিছুই নেই, একথা বলা হল কেন ? এরই উত্তরে—সর্বেষাম্ ইতি । ভাবার্থ—পরমার্থ । ভবতিষ্ঠিত—‘ভব্য’ পরিগামি কারণ, তাতে স্থিত—নিখিল বস্তুরই পরমার্থ পরিগামি-কারণে স্থিত । এই কারণেরও পরিগামি কারণ হল ভগবান् শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ সর্বকারণকারণ । ]

এই বিষয়ে বিচার করা হচ্ছে—সর্বেষামপি । প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল বস্তুর ভাবার্থঃ—ভাবরূপ যে ‘অর্থঃ’ সন্তা, তা ভবতিষ্ঠিত—‘ভবৎ’ পরিগামি কারণ, এট পরিগামি কারণে স্থিত—অর্থাৎ কৃষ্ণ-সন্তাৰ আশ্রয়ে সন্তাবিশিষ্ট উপাদানাদি বস্তুতে স্থিত । এইরূপ যে যে উপাদানাত্মক বস্তু আছে তস্মাপি—তারও সকল কিছুর পরিগামি কারণ শ্রীকৃষ্ণ । এই শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু কি আছে ? ভগবান্—সেই সেই সর্বশক্তি বিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই তাদৃশ, এরূপ অর্থ ।

“আজই আপনার মণ্ডুমহিমা প্রকাশ কালে আমি যে অসংখ্য বিশ্ব দেখলাম, সেই বিশ্বমন্দন্তী কি বস্তু আপনা বিনা অস্তিত্ব প্রাপ্ত ? সবই আপনার স্বরূপভূত ।”—( শ্রীভা০ ১০।১৪।১৮ )—শ্রীব্ৰহ্মা নিজেই এইসব কিছু অনুভব করা হেতু শ্রীশুক বলছেন । শুতৰাঃ এই সর্বকারণাদি গুণেণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সিদ্ধ [ শুঁষ্ঠু শুভাবহ বিধির প্রতিদানকারী—( আ০ বু০ ১২।৩২ ) । এই কৃষ্ণ থেকে ভিন্ন অন্য কি বস্তু হতে পারে, রূপ্যতাম্য—তা নিরূপণ কর দেখি । এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বমূলাধার তা সিদ্ধ হলে, ব্ৰহ্মমোহন লীলার সেই বৎসবালকগণ যে কৃষ্ণ-প্রাহৰ্ত্তাৰ তা স্থিৱ হল । এরূপ হলে স্বভাবতঃই তাদৃশ প্ৰেমাস্পদত্ব এবং পূৰ্ব যুক্তিতে শ্রীব্ৰজবাসিদের ভিতৱে তার আধিক্য যুক্তিযুক্তিই বটে—ইহাই জ্ঞাপিত হল । অথবা, নিখিল জীবের মধ্যে শ্রীযশোদানন্দনকেই কেন সর্বাত্মা বলা হচ্ছে ? যদি ভগবৎৰূপ বলেই তাকে সর্বাত্মা বলা হয়, তবে তো শ্রীভগবান্নের আৱৰণ অনেক রূপ আছে, এইরূপ প্ৰশ্নের আশঙ্কায় বলা হচ্ছে—বস্তু তো ইতি । পূৰ্ব শ্ৰোকেৱ ‘স্থান্ত্ৰ’ সহস্র শীৰ্ষাদি ‘চৱিষ্টু’ সেই সেই অবতারাদি সেই সেই অধিল ভগবৎৰূপ ‘ইহ’ এই শ্রীকৃষ্ণেই অবস্থিত । আৱৰণ, নিখিল বস্তু অর্থাৎ পদাৰ্থের মধ্যে ভাবার্থো—‘ভাবঃ’ প্ৰেমা, তদ্বপ অর্থঃ—পুৰুষার্থই স্থিতঃ—পৰ্যবসিত হয়, অর্থাৎ তাৎপৰ্য পৰ্যাবৰ্দন বিষয় হয় । তস্মাপি—সেই প্ৰেমেৰও পরিগামি কারণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ । স্বরূপভূত শ্রীদামাদিতে শ্রীকৃষ্ণের সৰ্ব বিলক্ষণ বেণু-মাধুর্ধাদি গুণের এবং রূপের অভাব থাকলেও—এসকল মূৰ্তি সৰ্বতো ভাবেই পূৰ্ণপৰমানন্দস্বরূপ ছিল, কারণ তা না হলে তাঁৰ নিজেৰই গৌৱৰ হ'নি । অতএব কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তু নিরূপণ কৰ না একবাৰ দেখি, যা প্ৰেমযোগ্য হতে পারে । শুতৰাঃ এরূপেও পূৰ্ববৎ স্বাভাবিক প্ৰেমাস্পদত্ব রূপে বৎসবালকদেৱ স্থাপিত কৰা হল ॥ জী০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ কৃত ইতি তদাহ—সর্বেষামপি স্থাবৰজঙ্গমানাং ভাবঃ । ভবস্ত্যস্মা-দিতি ভাবঃ কারণং প্ৰধানং তদ্বপোহৰ্থ স্থিতঃ স্থিৱো ভবতি তস্মাপি ভাবশ্চ ভাবঃ কারণং কৃষ্ণ এব অতঃ

৫৮। সমাশ্রিতা ষে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যঘো মুরারেঃ ।

ভবান্তুধির্বৎসপদং পরং পদং পদং পদং যদ্বিপদাং ন ঘেষাম্ ॥

৫৯। এতৎ তেসর্বমাধ্যাতৎ ষৎ পৃষ্ঠাহহমিহ ভয়া ।

তৎ কৌমারে হরিকৃতং পৌগণ্ডে পরিকীর্তিতম্ ।

৫৮। অন্তঃ যে পুণ্যঘোমুরারেঃ মহৎপদং ( মহাশ্রায়ঃ ) পদপল্লবং ( পাদপদ্মতরণিং ) সমাশ্রিতাঃ তেষাং ভবান্তুধিৎ ( ভবসমুদ্রঃ ) বৎসপদং ( গোবৎসপদতুল্যঃ স্বর্খোভার্যঃ ভবতি ) [ তেষাঃ ] বিপদাঃ ( অশুভানাঃ ) ষৎ পদং ন পরং পদং ( শ্রীবৈকুণ্ঠাখ্যঃ স্থানং গতিঃ ভবতি ) ।

৫৯। অন্তঃ [ হে রাজন् ] কৌমারে ষৎ হরিকৃতং পৌগণ্ডে ( ষষ্ঠ বর্ষে বালৈঃ ) পরিকীর্তিতম্ ইহ ভয়া অহং ষৎ পৃষ্ঠঃ এতৎ সর্বং তে ( তব সমীপে ) আখ্যাতৎ ।

৫৮। মূলান্তুবাদং মনোহর যশোমণ্ডিত, মহৎগণের আশ্রয় মুরারির পদপল্লবকূপ নৌকা যাঁরা একান্তভাবে আশ্রয় করে, তাদের নিকট ভবান্তুধি গোপন্তুল্য তুচ্ছ হয়ে যায় । নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান । তাদের কথমও-ই তুরিষয় হয় না ।

৫৯। মূলান্তুবাদং হে রাজন् ! শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ বৎসর বয়সে অঘ-নাশনাদি যে লীলা করেছিল সখাগণ, তাই কেন তার ছয় বৎসর বয়সে ব্রজে বলে বেড়াতে লাগলেন, এই যে প্রশ্ন তুমি করেছিলে, সে বিষয়ে সব কিছু তোমাকে খুলে বললাম ।

কিঃ অতৎ শ্রীকৃষ্ণব্যতিরিক্তং বস্ত্র রূপ্যতাম্ । যদ্বা, বস্ত্রনাঃ বুদ্ধিন্দ্রিয়ানাঃ ভাবার্থা ব্যাঙ্গ্যাংৰ্থঃ আত্মা স্থিরো ভবতি তস্মাপ্যংশত্বাত্ত্বজ্ঞে । অংশী শ্রীকৃষ্ণঃ । অতঃ কিঃ অতৎ তত্ত্বাং বস্ত্র কিঃ কিমৰ্থঃ রূপ্যতাঃ স এব কেবলং সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ বি ০ ৫৭ ॥

৫৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদং কি করে ? এরই উত্তরে—সবেষামপি ভাবঃ—এর থেকে জাত হয়, এইরূপে ‘ভাব’ পদের অর্থ আমে ‘কারণ’ । স্থাবর জঙ্গম সকলেরই ‘ভাবঃ’ অর্থাং কারণ হল প্রধান—তদ্রূপ অর্থই নির্ধারিত ; তন্মুপি—সেই ভাবেরও অর্থাং প্রধানেরও ‘ভাবঃ’ কারণ কৃষ্ণই । অতএব কিমতৎ—কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত কি বস্ত্র নিরূপণ করা যায় ? অথবা, বস্ত্রনাঃ—বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়াদির ভাবার্থে—তাৎপর্যার্থ ‘আত্মা’ নিশ্চিত হয়—এও অংশ হওয়া হেতু এর তাৎপর্য অংশী শ্রীকৃষ্ণ । অতএব কিঃ অতৎ—তত্ত্ব বস্ত্র কিঃ—কি প্রয়োজন । রূপ্যতাম্—তিনিই কেবল সেব্য, এরূপ অর্থ । বি ০ ৫৭ ॥

৫৮-৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ তদেবং প্রেমদস্বভাবাদপি শ্রীকৃষ্ণদ্বাস্তুরাদি বৎস অঘযুক্তানামেব মোক্ষমাত্রং পরমং ফলং তস্মাদেবাত্মেবাং তত্ত্বান্তুধূর্যাজ্ঞানেন মোচকতামাত্রং গুণমুপাদায়াপি তৎপদমাশ্রয়তাঃ শ্রীব্রহ্মাদিৰৎ পরমপ্রেমণা তচ্ছিত-পরমতৎপদ প্রাপ্তিৰেব ফলং, মোক্ষস্তু ভাবী ভবন্তুতো বেতি তদাশ্রয়ামোদেন নামুমক্তাতুং শক্যঃ স্বাদিতি সর্বপ্রকরণার্থমুপসংহরতি—সমাশ্রিতা ইতি । পুণঃ

তদ্বেতুষ্টাকু বা যশো যন্ত্র, তাদৃশতয়া মদ্বিধ-বর্ণ্যমানগুণো য ইত্যর্থঃ । যশ্চ নরকাস্তুরসেনাপত্যেু' রন্ধ হন্তা, অঘনরকসদৃশানেকমোক্ষদাতেত্যর্থঃ ; তন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ পদমেব পল্লবঃ সৌকুমার্য্যাদিগুণেঃ স্বতঃ পরমশুধ ইত্যর্থঃ, স এব পরমঃ তাদৃশ স্বুখদহাজ্ঞানেন তন্ত্ররগেোপায়মাত্রতয়া জ্ঞাত ইত্যর্থঃ । অত্র পল্লবপদেন তেষাঃ ক্রুৰস্তাদিকং, পদস্থ মহৌষধিপল্লববস্তুহাপ্রভাবস্তুপ্ত সূচিতম্ । তাদৃশঃ তৎ তথা যে সমাশ্রিতাস্ত্রেোমপি বস্তু-স্বভাবতঃ স্বুখেদয়েন ভবাস্তুধিৰ্বৎসপদং ভবতি, তর্তৰব্যস্তৌর্ণো বেত্যপি ন জ্ঞানেত, তন্ত্র ন তৎ ফলমিত্যর্থঃ । কিন্তু পরং পদং তন্ত্রিত্যধামৈব নিজপ্রেমামুসারেণ পদং স্থানং ভবতি, বিপদাং যৎ পদং জগৎ তত্ত্ব ন, যতো মহতাঃ তন্ত্রিত্যপার্ষদানাং পদমিতি । যদিত্যেব প্রপঞ্চয়তি—যদিতি ॥ জী০ ৫৮-৫৯ ॥

৫৮-৫৯। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকান্তুবাদঃ এইরপে প্রেমদ স্বভাব হেতুই শ্রীকৃষ্ণ থেকে অঘাস্তুরাদিবৎ মোক্ষমাত্র পরম ফল পাওয়া গেলেও সেই একই প্রেমদস্বভাব হেতু অন্তদের ক্ষেত্রে সেই সেই মাধুর্য জ্ঞানে মোচকতা মাত্র গুণ স্বভাবসিদ্ধরূপে পাওয়া গেলেও শ্রীকৃষ্ণপদাশ্রয়ী জনদের শ্রীব্রহ্মাদিবৎ পরমপ্রেমে তত্ত্বচিত পরম কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তিই পরমফল ; কিন্তু মোক্ষ, সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যেৱপহ হোক, সেই আশ্রয় আনন্দে সে সম্বন্ধে অহুসন্ধান করতেও সমর্থ হয় না—এইরপে সর্বপ্রকরণের অর্থ উপসংহার করা হচ্ছে—সমাশ্রিতা ইতি । পুণ্যঘোষুরারেঃ—‘পুণ্যং’ পবিত্র, বা সেই হেতু চাকু, চাকু যশোমণ্ডিত মুরারি—অর্থাৎ তাদৃশ হওয়া হেতু যাঁৰ গুণ মদ্বিধ কবিগণ কর্তৃক কীর্তিত হয় । ‘মুরারেঃ’ এবং যিনি নরকাস্তুর-সেনাপতি মুরের হননকারী । অঘাস্তুর-নরকসদৃশ অনেকের মোক্ষ দাতা তাই নাম মুরারি । সেই শ্রীকৃষ্ণের পদরূপ পল্লব, এই শব্দের ধ্বনি—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ সৌকুমার্য্যাদি গুণে স্বতঃ পরম স্বুখ । এই শ্রীচরণ চরমবস্তু—কিন্তু তাদৃশ স্বুখদহ-অজ্ঞানে ভবসাগৰ পার হওয়ার উপায় মাত্র বলে জ্ঞাত । এখানে পল্লব পদে অঘনরকাদির ক্রুৰতা প্রভৃতি এবং শ্রীচরণের মহৌষধিলতার পল্লববৎ মহাপ্রভাবস্তু সূচিত হল । তথা তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণকে যারা একান্তভাবে আশ্রয় করে তাদের নিকট বস্তু ও স্বভাবেই স্বুখেদয়ে ভবাস্তুধি-বৰ্বৎসপদং—ভবসাগৰ বৎসপদ তুল্য হয়—পার হওয়া উচিত বা উকীৰ্ণ—এও জ্ঞানে না তারা । অর্থাৎ শ্রীচরণ আশ্রয়ের এ ফল নয় । কিন্তু এর ফল পরং পদং—একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধার্ম—নিজ প্রেমামু-সারে পদং—নিত্যধার্ম প্রাপ্তি হয়ে যায় । বিপদাং যৎপদং ন—এই স্থান কিন্তু ‘বিপদাং ন’ এই জগৎ নয়, ষেহেতু, মহৎপদং—উহা কৃষ্ণের নিত্য পার্ষদগণের ‘পদম্’ বাসস্থান ॥ জী০ ৫৮-৫৯ ॥

৫৮-৫৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ তদেবং সাধিতং শ্রীকৃষ্ণস্তোব প্রেমাস্পদস্তং তচ্চরণাশ্রয়ণেক-হেতুকাম্যাতৰণাদেবামুভবগোচরীভবতীতি তচ্চরণাশ্রয়ণামেব সর্বোৎকৰ্ষমভিব্যঞ্জয়তি—সমাশ্রিতা ইতি । পুণ্যং চাকু মনোহরং যশো যন্ত্র তন্ত্র মুরারেঃ পদপল্লব এব প্লবস্তুং যে সম্যক্ত কৈবল্যেনাশ্রিতাঃ । কৌদৃশঃ মহতাঃ পদমাশ্রয়ম্ । তেষাঃ ভবাস্তুধিৰ্বৎসপদং তীর্ণতর্তৰব্যবস্তুভানানাস্পদং ভবতি, পরম পদং নিত্যধার্ম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তেষাঃ পরমাস্পদং বিপদাং যৎ পদং দুর্বিষয়ং তৎ খলু তেষাঃ কদাচিদপি ন ভবতীতি তেষাঃ মতিস্তুতোহগ্রত নামজজতে ইত্যর্থঃ ॥ বি০ ৫৮-৫৯ ॥

৬০ । এতৎসুহস্তিশ্চরিতং মুরারেরঘার্দনং শাস্ত্রজেমনঃ ।

ব্যক্তেতরঞ্জপমজোর্বভিষ্ঠবং শৃখন্মৃগন্ধেতি নরোর্থিলার্থান् ।

৬০ । অন্ধঃ মুরারঃ (কৃষ্ণ) সুহস্তিঃ চরিতঃ অঘার্দনঃ শাস্ত্রজেমনঃ (তনোপরি ভোজনঃ) ব্যক্তেতরঃ (প্রপঞ্চাতীতঃ) রূপঃ অজোর্বভিষ্ঠবং (ব্রহ্মগাহুতঃ মহান্মুক্তঃ তঃ) শৃখন্মৃগন্ধনৰঃ অথিলার্থান্ এতি (প্রাপ্তোতি) ।

৬০ । মূলানুবাদঃ মুরারির সখা সঙ্গে এই খেলারঙ্গ, এই অঘনাশন লীলা, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত বনপ্রদেশে এই ভোজন কৌতুক, এই প্রপঞ্চাতীত রূপ, ব্রহ্মার এই উচ্ছিসিত স্বব শ্রবণে-কীর্তনে জীবের সর্বাভৌষ্ঠ লাভ হয় ।

৫৮-৫৯ । শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ এইরূপে প্রেমাস্পদত্ব প্রমাণিত হল । একমাত্র তাঁর চরণ- আশ্রয়কৃপ কারণ থেকেই মায়া-মুক্তি হয়, আর অতঃপরই ইহা অনুভব-গোচর হয় । শ্রীকৃষ্ণচরণাশ্রয়ী ভক্তদেরই যে সর্বোৎকর্ষতা তাই অভিব্যক্ত করা হচ্ছে—সমশ্রিতা ইতি । পুণ্যং—চাকু, মনোহর কীর্তি যাঁর, সেই মুরারির পদপল্লবকৃপ প্লুবং—নৌকা—তাকে যে জন সমাশ্রিতা—'সম্যক্ একান্তভাবে আশ্রয় করে । এই নৌকাটি কিরূপ ? মহৎপদং—মহৎগণের 'পদ' আশ্রয় । এই আশ্রিত ভক্তদের ভবান্ধুধি বৎসপদং—উত্তরণ-কর্ম সম্পন্ন, কি সম্পন্ন করা উচিত, এরূপ জ্ঞান থাকে না, পরং পদং—নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবন বৈকুণ্ঠাদি তাঁদের পরমাস্পদ অর্থাত চরম বাসস্থান । বিপদাং ষৎ পদং—চুর্বিষয়, ইহা তাঁদের কখনও-ই হয় না, এইরূপে তাঁদের মতি শ্রীকৃষ্ণচরণ ভিন্ন অন্যত্র আসন্দ হয় না ॥ বি ৫৮-৫৯ ॥

৬০ । শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকাৎ শ্রীব্রহ্মস্তৎপ্রার্থিতঃ সেন্সুতি ন বেতি সন্দিহানঃ প্রতি কৈমুত্যেনাহ—এতদিতি । ব্যক্তেতরঃ ব্যক্তাদিতরঃ প্রপঞ্চাতীতমিত্যর্থঃ । সর্বত্রাপ্যান্তিম্ ইদম্ অঘার্দনা-দীনাঃ সর্বেষাঃ শ্রীভগবৎস্বরূপশক্তি-বিলাসত্ত্বাতঃ । অকারান্তহমার্যঃ, শৃখন্মৃগন্ধন তত্ত্বপ্রবৃত্তিমাত্রেণবেত্যর্থঃ, তদৈব সৃষ্টিতয়া ফলোৎপত্তেশ্চ । নর ইতি চাধিকারানপেক্ষস্বমুক্তম্ ॥ জী ৬০ ॥

৬০ । শ্রীজীব-বৈৰো তোষণী টীকানুবাদঃ ব্রহ্মার সেই বাঞ্ছিত বস্ত ( ব্রজে তৃণগুলালতা জন্ম) প্রাপ্তি হবে কি হবে না, এইরূপ সন্দিহান জনদের প্রতি কৈমুক্তিক ত্যাগে বলা হচ্ছে—এতদিতি । ব্যক্তেতরঃ—ব্যক্ত এই জড় প্রপঞ্চ থেকে ভিন্ন, অর্থাত প্রপঞ্চাতীত । এতৎ—'ইদম্' 'এই' এই পদটি সর্বত্রই অন্তিম হবে, যথা—এই সখা সঙ্গে খেলা, এই অঘবধ ইত্যাদি ।— কারণ অঘবধাদি সকল লীলাই শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাস । শৃখন্মৃগন্ধন—শ্রবণ কীর্তন করলেই অর্থাত শ্রবণ কীর্তনের প্রবৃত্তি মাত্রেই সর্বাভৌষ্ঠ পূর্ণ হয় । এইরূপে সৃষ্টিভাবে ফলোৎপত্তি হেতু । এবং নর—এইপদের ধ্বনিতে অধিকারের নিরপেক্ষতা বলা হল ॥ জী ৬০ ॥

৬০ । শ্রীবিশ্বনাথ-টীকাৎ সুহস্তিশ্চরিতঃ “মুঢ়ন্তোহন্তোগ্রশিক্যাদী” নিত্যাদিনোক্তম্ । ব্যক্তাং প্রপঞ্চাদিতরঃ । অকারান্তহমার্যম্ । অজন্ম উরুমহাদ্ অভি সর্বতোভাবেন স্ববস্তম্ ॥ বি ৬০ ॥

৬। এবং বিহারৈঃ কৌমারৈঃ কৌমারং জহতুর্জে ।

নিলায়নৈঃ সেতুবন্ধে কর্কটোঁপ্লবনাদিভিঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং  
দশমস্কন্দে ব্রহ্মস্তত্ত্বানাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

৬। অষ্টয়ঃ ব্রজে এবং নিলায়নৈঃ, সেতুবন্ধে মর্কটোঁপ্লবনাদিভিঃ বিহার কৌমারৈঃ (বাল্য-  
লীলাভিঃ) কৌমারং জহতুঃ (অতিবাহয়ামাসতুঃ) ।

৬। মূলানুবাদঃ এইরূপে রামকৃষ্ণ দুভাই ব্রজে লুকোচুরি, সেতুবন্ধন, বানর-লাফালাফি  
প্রভৃতি বালখেলারঙ্গে বাল্যকাল একেবারে ভরিয়ে দিলেন ।

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ স্থুতিশ্চরিতঃ—কৃষ্ণের স্থাগণ সঙ্গে খেলা রঙ বলা হয়েছে  
“পরম্পর ছিকাদি চুরি চুরি খেলা”—(শ্রীভা০ ১০। ১২। ৫) ইত্যাদি শ্লোকে । ব্যক্ত্যাং—প্রপঞ্চ থেকে  
ইতরৎ ভিন্ন অর্থাং অপ্রপঞ্চ—ইতরত স্থানে ইতরৎ অকার অন্তর্ভুক্ত আর্থ প্রয়োগ । উরু মহান् অভিষ্ঠবৎ  
—‘অভি’ সর্বতোভাবে তাকে স্তব । বি ০ ৬০ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকাৎ কৌমারলীলামুপসংহৃতি—এবমিতি; এবমেতত্ত্বপলক্ষণ-  
কৈরিত্যৰ্থঃ । জহতুঃ সংবৃতবন্ধে, ব্রজ ইতি কদাচিদপ্যন্তত কৌমারলীলাসম্বন্ধো নাস্তীতি সর্বতো ব্রজ-  
স্ন্যোঁকৰ্ষৎ সূচিতি । নিলায়নং নাম কশ্চিং কৃত্রাপি, নিলীয় স্থিতোইন্দ্রেন পরিমৃগ্য দৃশ্যত ইত্যেবং, মর্কটোঁ-  
প্লবনমাদিঃ প্রথমং যেষাং তৈঃ সেতুবন্ধেরিতি—শ্রীরঘূনাথলীলানুকরণং খন্দিম্ । বহুতং পৌনঃপুন্ত্বাং ।  
এবং চাল্যমান যন্ত্রমন্ত্রবারণাদিভিযুক্তমুদ্রানুকরণমপি গম্যম্ ॥

৬। শ্রীজীব-বৈ০ তোষণী টীকানুবাদঃ কৌমারলীলা উপসঃহার করা হচ্ছে—এবম ইতি  
এবম—এই রূপ বিহারে, এখানে ‘এবম’ পদটি উপলক্ষণে বলা হয়েছে অর্থাং বিহার খতুকু বর্ণন করা  
হয়েছে ইহাই শুধু নয় আরও অনেক—অনন্ত কৃষ্ণের বালখেলা অনন্ত, সামান্য কিছু নমুনা স্বরূপে বলা  
হয়েছে মাত্র । জহতুঃ—(রামকৃষ্ণ লীলা) সংগোপন করলেন । ব্রজে—এই পদের ধ্বনি, কখনওই অন্তর  
কৌমার-লীলার সম্বন্ধ হয় নি, এইরূপে ব্রজের উৎকর্ষ সূচিত হল । নিলায়নঃ—লুকোচুরি খেলা, কেউ  
কোথাও লুকিয়ে থেকে অন্তের দ্বারা খুঁজে বের করানো । মর্কটোঁপ্লবনমাদিভিঃ—বানরের মতো লাফ-  
ঝাপ যেসব লীলার প্রথমে, সেই সেতুবন্ধন প্রভৃতি লীলা—ইহা শ্রীরঘূনাথ-লীলানুকরণ, বহু বচন  
প্রয়োগে এটি সব লীলার বার বার অনুষ্ঠান বুঝা যাচ্ছে । এই রূপে চাল্যমান যন্ত্রমন্ত্র বারণাদি দ্বারা যুদ্ধ-  
মুদ্রাদি অনুকরণই করা হচ্ছিল, এরূপ বুঝতে হবে । জী০ ॥ ৬১ ॥

৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাৎ “অক্ষন্ত কালান্তরকৃতঃ তৎকালীনং কথং ভবেদি”তি রাজ পশ্চোত্তরং  
সমাপ্য পুনস্তাং কথাসেবামবলম্বন আহ—এবমিতি । জহতুঃ সংবৃতবন্ধে । নিলীয়স্থিতি-

তদন্ধেষণাত্মেঃ সেতুবন্ধ লক্ষ্মাপ্রয়াগক্ষীরাক্ষিমথনাদিভিরবতাৰান্তৰচরিত্তেঃ ॥৬১॥

ইতি সারার্থদশিত্ত্বাঃ হর্ষিণ্যাঃ ভক্তচেতসাম্ ।

চতুর্দিশোইয়ং দশমে সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

৬১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকান্তুবাদঃ “হে ব্রহ্মণ কৃষ্ণের কৌমারে কৃত লীলা আজই যেন হয়েছে—  
একপভাবে ঘোষণা কৃষ্ণের পৌগণ্ডে কি করে করা হল” (শ্রীভাৰতী ১০।১২।৪১)— রাজার এই প্রশ্নের উত্তর  
শেষ বরে পুনরায় লীলা কথায় ফিরে এসে শ্রীশুকদেব বলছেন—এবম্ ইতি। জহুৎঃ— (লীলা)  
সংগোপন করলেন রামকৃষ্ণ। নিলায়নৈঃ— লুকিরে থেকে অন্তের অন্ধেষণ প্রভৃতি খেলায়—সেতুবন্ধন,  
লক্ষ্মাপ্রয়াগ, ক্ষীরসমুদ্র মন্থন প্রভৃতি অন্ত অবতারের লীলাবচ্ছী দ্বারা ॥ বি ৬১ ॥

শ্রীরাধাচরণ নৃপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বাদনেচ্ছু

দীনমণিকৃত দশমে চতুর্দিশ অধ্যায়ে বঙ্গান্তুবাদ

সমাপ্ত ।

